গীতা-মঞ্জুকরী।

পরমারাধ্য

শ্রীশ্রীমদ্ কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী

শ্রীগুরু-শ্রীচরণ কৃপায়

শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণের প্রদর্শিতপথে বিরচিতা

অন্বয়মুখে বাঙ্গলা টীকা এবং মর্ম্মার্থসংযুক্ত

পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদ-সম্বলিতা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

সর্ব্বোপনিষদ্ গাভীস্বরূপিনী,
পার্থ বৎস, দোগ্ধা গোপালনন্দন,
ক্ষরে সুধাসম গীতাপয়োধারা
পান করে সুখে ভক্ত সুধীগণ।

প্রকাশক—শ্রীআশুতোষ দাস।

কলিকাতা।

কলিকাতা,
১৪৭ নং ব্যারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট,
ফাইন আর্ট প্রিন্টিং সিণ্ডিকেট হইতে
শ্রীপ্রিয়নাথ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

নিবেদন।

গীতার সার শিক্ষা কি ? কেহ বলেন কর্ত্তব্য-বিমুখকে কর্ত্তব্যে নিযুক্ত করা, কেহ বলেন ঈশ্বরতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া, কেহ বলেন ঈশ্বর-ভক্তি প্রচার করা, কেহ বলেন মানুষ সংসারে থাকিয়া কিরূপে ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করিয়া ইহ-পরকালে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে, সেই সমস্যার মীমাংসা করা, আর কেহ বলেন জ্ঞান ও যোগ-মার্গের রহস্য শিক্ষা দেওয়াই গীতার সার শিক্ষা। এইরূপে কেহ কর্ম্ম, কেহ ঈশ্বর-জ্ঞান, কেহ ভক্তি আর কেহ বা যোগ গীতার সার শিক্ষা বলেন।

উপরোক্ত সমস্ত কথাই সত্য, কিন্তু অসম্পূর্ণ। ঐ সমস্ত বিষয়ের প্রত্যেকটি গীতার এক একটি অঙ্গ মাত্র। পরন্তু ঐ সমুদয়ের যে সমষ্টি তাহাই গীতার অবয়ব—সার শিক্ষা।

গীতা পূর্ব্বোক্ত চারি মার্গের সমান প্রশংসা করিয়াছেন এবং চারি মার্গের সামঞ্জস্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত করিয়াছেন। গীতা বলিয়াছেন, অগ্রে কর্ম্ম কর, বিনা কর্ম্মে জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হয় না। যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞানী,

দম্ভ, কুটিলতা, হিংসা, প্রবঞ্চনা, বিলাসপ্রিয়তা, স্বার্থপরতা, অসৎ-সংসর্গ প্রভৃতি পরিত্যাগ করে এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখ পর্য্যালোচনায় সংসারের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সভক্তি-হৃদয়ে ঈশ্বরে চিত্তস্থাপন পূর্ব্বক ধর্ম্ম-সঙ্গত কর্ম্ম করিয়া যায়, সে আপনা হইতে জ্ঞানলাভ করে। সে সংসারের নানাবিধ কর্ম্মে বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া জগৎ-মধ্যে ঈশ্বরের বিচিত্র কার্য্যমালার অদ্ভুত নিয়ম, অচিন্ত্য কৌশল দর্শন পূর্ব্বক, আপনা হইতে বিস্ময় ও ভক্তিতে আপ্লুত হয়। ঈদৃশ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হইতেই ঐকান্তিকী ভক্তির উদয় হয়; আর ভক্তি হইলেই আপনা হইতে জীব ও ঈশ্বরে অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংযোজিত হয়। কর্ম্ম জ্ঞানের সোপান, জ্ঞান ভক্তির সোপান, ভক্তি যোগের সোপান। ইহাই গীতার সাধারণ শিক্ষা। তজ্জন্য কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি বা যোগ, ইহার মধ্যে কোন একটি বিশেষ মার্গের পক্ষপাতী হইয়া গীতা অধ্যয়ন করিতে যাইলে, স্থানে স্থানে অর্থবিরোধ ও সমস্ত গীতার মর্ম্মার্থ দুর্ব্বোধ্য হয়। গীতার শিক্ষা মানবজীবনের স্বাভাবিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাল্যে ও যৌবনে কর্ম্ম, প্রৌঢ়ে জ্ঞান ও বার্দ্ধক্যে ভক্তি স্বভাবতঃই মানব-হৃদয়ে আধিপত্য করে।

অতএব সর্ব্ব সাম্প্রদায়িক ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, শঙ্কর, শ্রীধর, রামানুজাদি আচার্য্যগণের পদাঙ্ক-অনুসরণ ক্রমে, অন্বয়মুখে বাঙ্গলা টীকা সংগ্রহ করিয়া "গীতা-মধুকরী" নামে শ্রীগীতার এই সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

পরিব্রাজক ৺কৃষ্ণানন্দ স্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি মহাত্মাগণ ও বঙ্কিমচন্দ্র, কেদারনাথ, হীরেন্দ্রনাথ, নীলকণ্ঠ, ব্রজগোপাল প্রভৃতি মনীষিগণ গীতার মর্ম্ম যেরূপ বুঝাইয়াছেন, তাহাও যথোপযুক্ত ভাবে উক্ত টীকা মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে। অনুবাদ-অংশে মূলের অবিকল অনুবাদ দেওয়া হয় নাই। উৎকৃষ্ট অবিকল অনুবাদ অনেক আছে; কিন্তু তাদৃশ অনুবাদ হইতে মূল গ্রন্থের মর্ম্ম প্রায়ই হৃদয়ঙ্গম হয় না। তজ্জন্য মূল ও তাহার মর্ম্ম, উভয় সামঞ্জস্য করিয়া অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

গীতায় অনেক স্থানে এমন অনেক কথা আছে, যাহা কণ্ঠস্থ রাখিতে পারিলে অনেক সময়ে অনেক উপকারে আসিতে পারে। দুঃখ-শোক-ভয়ের গুরুভার যখন হৃদয়কে নিষ্পিষ্ট ও ব্যাকুল করিয়া তুলে, তখন সেই সমস্ত কথা স্মরণ করিতে পারিলে, সে ভার বহু অংশে লঘু হয়; কিন্তু কোন কথা অভ্যস্ত রাখিবার পক্ষে গদ্য অপেক্ষা পদ্য অধিক[illegible]গ্রাহী, তজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত অনুবাদ পদ্যে রচিত হইয়াছে।

আরও এক কথা, ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়-সম্পাদিত, সংস্কৃত মহাভারতের মূলানুবাদ পণ্ডিতেরাই আদর করেন, কিন্তু সাধারণে ৺কাশীদাস বিরচিত মহাভারতেরই অনুরাগী। এই দৃষ্টান্ত-প্রণোদিত হইয়া, শ্রীভগবানের উপদেশের প্রতি সাধারণের চিত্তাকর্ষণের জন্য, সরল পয়ারাদি ছন্দ অবলম্বিত হইয়াছে।

গীতা জ্ঞানের সূর্য্যস্বরূপ, শিক্ষার রত্নাকর স্বরূপ। গীতা-পাঠে জগতের গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম হয়, মিথ্যা বিশ্বাস ও সংস্কার দূরীভূত হয়, অহংভাব খর্ব্ব হয়, আত্মগরিমা নষ্ট হয়, ধর্ম্মের ভাণ থাকে না, কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিকাশ হয়, সত্যের প্রতি লক্ষ্য হয়, আত্মজ্ঞানে অনুরাগ হয়, সংসার-আসক্তির লাঘব হয়, চিত্তপ্রসন্ন থাকে, সদসৎ বিচারে ক্ষমতা জন্মে, পরোপকারে প্রবৃত্তি জন্মে, ক্রোধদ্বেষহিংসার লাঘব হয়, কামক্রোধবশে কুকর্ম্মে প্রবৃত্তির দমন হয়, শোক-দুঃখ-ভয়-বিপদে বুদ্ধি স্থির থাকে, ইন্দ্রিয়গণ সংযত হয়, আহার নিদ্রাভোগবিলাসাদি পরিমিত হয়, মৃত্যুভয়ে হৃদয় ব্যাকুল হয় না, পরকালে উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়, ইত্যাদি। ফলতঃ সংসারে যথার্থ সুখলাভের যত কিছু উপায় আছে, গীতা হইতে সে সমস্তই লাভ হইয়া থাকে। অতএব "গীতা পিতামাতা অপেক্ষাও গরীয়সী, ও হিতৈষিণী। গৃহে গৃহে ইহা অধীত হউক।"—গীতারহস্য।

যেমন রাজপুত বালক ক্রীড়া-তরবারি লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে কালে মহাবীর মাঝে গণনীয় হয়, ভীল-সন্তান ক্রীড়া-ধনুক লইয়া খেলা করিতে করিতে কালে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী হইয়া থাকে, যেমন সিংহ-শিশু মাতৃ-নিহত হস্তিমুণ্ডের উপর ক্রীড়া করিতে করিতে কালে হস্তিহননে সমর্থ হয়, তদ্রূপ হিন্দুসন্তান গীতা লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে একদিন না একদিন পুরুষসিংহরূপে বিরাজ করিয়া অব্যর্থ লক্ষ্যে অমঙ্গল হস্তীকে সংহার করিবে।

পরম শ্রদ্ধাভাজন, প্রিয়সুহৃৎ, সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু নৃত্যগোপাল গুপ্ত B. A এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত পরীক্ষা ও যথোচিত সংশোধিত করিয়া দিয়াছেন আর পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী ইহার সঙ্কলন-বিষয়ে প্রয়োজনীয় গ্রন্থসম্বন্ধে এবং শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীমন্ত রায় চৌধুরী মহাশয় ইহার মুদ্রাঙ্কন-বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদিগের নিকট আমি বিশেষরূপে ঋণী। কিমধিকমিতি।

দাদপুর,
মশাগ্রাম, বর্দ্ধমান,
২০শে আশ্বিন, ১৩২৩

অধীন
শ্রীআশুতোষ দাস।

টীকায় উদ্ধৃত ভাষ্যকার ও টীকাকারদিগের নামের সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

শং—শঙ্করাচার্য্য। রামা—রামানুজ স্বামী।

শ্রী—শ্রীধর স্বামী। মধু—মধুসূদন সরস্বতী।

গিরি—আনন্দগিরি। বল—বলদেব বিদ্যাভূষণ।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	১, ৭, ১৭	অশ্বত্থমা	অশ্বত্থামা
৬০, ৬১	১	সুখে দুঃখে	সুখদুঃখে
৬৪	৫	অভিক্রমাশঃ	অভিক্রমনাশঃ
৮৬	২৩	সমুৎসহ	সমুৎসন্ন
১১৭	৯	ইন্দ্রিয়,	রুদ্র,
১২৯	৪	রাজ রাজর্ষি	রাজর্ষি রাজা
৪৮৪	৫	দূরবস্থ	দূরস্থ

গীতা-মধুকরী।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

বিষাদ-যোগঃ।

একান্ত হৃদয়ে কর গীতা-অধ্যয়ন,
অন্য বহু শাস্ত্রালাপে কিবা প্রয়োজন,
পদ্মনাভ-মুখপদ্মে উদ্ভব যাহার,
বিদ্যামধ্যে রাজবিদ্যা, চতুর্ব্বেদ সার।

—:o:—

পূর্ব্বাভাষ। উত্তীর্ণ অজ্ঞাতবাস বিরাট-ভবনে,
নিজ রাজ্য যুধিষ্ঠির চাহে দুর্য্যোধনে।
সদম্ভে দুর্ম্মতি তায় কহিল অমনি,
বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।
এত বলি লয়ে সঙ্গে সেনা চতুরঙ্গে
অবতীর্ণ পাপাশয় সমর-তরঙ্গে।
উদ্ধারিতে নিজ রাজ্য অনিবার্য্য রণ,
ধর্ম্ম-রণে অবতীর্ণ ধর্ম্মের নন্দন।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবঃ সমবেতাঃ—যুদ্ধাভিলাষে সম্মিলিত। মামকাঃ—আমার পুত্রেরা। পাণ্ডবাঃ চ এবং কিম্ অকুর্ব্বত—কি করিল অর্থাৎ কি ভাবে যুদ্ধারম্ভ করিল।

ধৃতরাষ্ট্র ইতি পূর্ব্বেই যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনিয়াছেন, এখন তাহা সবিস্তারে শুনিতে ইচ্ছা করিয়া এরূপ প্রশ্ন করিলেন।

কেহ কেহ এতদংশের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেন, যথা,—উভয় পক্ষই যখন যুদ্ধাভিলাষে সম্মিলিত, তখন তাহারা যুদ্ধই করিবেন। তবে "কিম্ অকুর্ব্বত" এরূপ প্রশ্ন কেন? ইহার উত্তর এই যে, তাহারা এখন "ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে"

মহারণে সম্মিলিত বীরেন্দ্র সকল,
কুরুক্ষেত্রে প্রজ্জ্বলিত সমর-অনল।
দুর্য্যোধনে রক্ষা করে গঙ্গার কুমার,
বীর্য্যবান্ সব্যসাচী প্রতিযোদ্ধা তাঁর।
দশদিন মহাযুদ্ধে মথি সৈন্যগণ
লইলেন শরশয্যা শান্তনু-নন্দন।
দ্রুত আসি হস্তিনায় তখন সঞ্জয়
সংক্ষেপতঃ রণবার্ত্তা কহে সমুদয়।

সম্মিলিত। সুতরাং ধর্ম্মক্ষেত্রের স্থান-মাহাত্ম্যে তাহাদের অন্তঃকরণে শান্তিভাবের উদয় হইতে পারে এবং তাহা হইলে, এ ঘোর যুদ্ধ না ঘটিয়া সন্ধি বা অন্যরূপেও বিবাদের নিষ্পত্তি হইতে পারে। এই সন্দেহে ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিম্ অকুর্ব্বত"---তাহারা কি করিল ?

কিন্তু মহাভারত-অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে এ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। এই কথোপকথনের দশদিন পূর্ব্ব হইতেই যুদ্ধ চলিতেছে, ধৃতরাষ্ট্র তাহা সঞ্জয়ের মুখে অবগত হইয়াছেন।

শুনিয়া কাতরে কহে অন্ধ নরমণি,
কেমনে পড়িলা হায় ! বীর চূড়ামণি !
শৌর্য্যে যিনি দেবরাজ, ধৈর্য্যে গিরিবর,
সমর-বিদ্যায়, হায় ! যিনি রত্নাকর,
সে বীরে পাণ্ডবসেনা নিপাতিত করে,
দেখিলেও বিশ্বাস না জনমে অন্তরে।
বীরেন্দ্র গাঙ্গেয় যদি শয়ান সমরে,
অতঃপর শ্রেয় নাই বুঝিনু অন্তরে।
রক্ষিতে আমার পুত্রে আছে কেবা আর,
কার বলে বলীয়ান্ পাণ্ডুর কুমার ?
বালবুদ্ধি দুর্য্যোধন কি করিল হায় !
সবিস্তারে, হে সঞ্জয় ! বল সমুদায়

মহাভারতীয় ভীষ্মপর্ব্বের ১৩ হইতে ৪২ অধ্যায় পর্য্যন্ত অংশের নাম ভগবদ্‌গীতা-পর্ব্বাধ্যায়। কিন্তু ২৫শ অধ্যায় হইতে প্রকৃত গীতা আরম্ভ হইয়াছে। ১৩ হইতে ২৪ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রথমেই কয়েকটি পয়ারে রচিয়া দিয়াছি।

ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন। তিনি হস্তিনায় আপনার রাজভবনে। সঞ্জয় তাঁহাকে যুদ্ধ-বিবরণ শুনাইতেছেন। ব্যাসদেবের বরে সঞ্জয় দিব্য চক্ষু ও দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া হস্তিনায় থাকিয়াই যুদ্ধ-ক্ষেত্রের সমস্ত ব্যাপার দেখিতেন ও সকলের মনের ভাব পর্য্যন্ত জানিতেন এবং তৎসমস্ত ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেন। কিন্তু ১৩শ অধ্যায় পাঠে জানা যায় যে, সঞ্জয় প্রথম হইতে ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে ছিলেন না। দশদিন যুদ্ধ পর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্রে ছিলেন; পরে ভীষ্ম পতিত হইলে তিনি হস্তিনায় আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সমস্ত সংক্ষেপে শুনাইলেন। অন্ধরাজ ভীষ্মের পতনবার্ত্তা অবগত হইয়া অতিশয় কাতর হইলেন এবং সমস্ত সবিস্তারে শুনিতে চাহিলেন। এই স্থানে গীতা আরম্ভ।

কুরুক্ষেত্র—মহাভারতমতে উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃষদ্বতী, এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগের নাম কুরুক্ষেত্র। বর্ত্তমান সময়ে উহা থানেশ্বরের দক্ষিণ ও আম্বালা হইতে ২০ ক্রোশ উত্তর। কুরুনামে একজন চন্দ্রবংশীয় রাজা ঐ স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার নামানুসারেই উহার নাম কুরুক্ষেত্র হইয়াছে।

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

ধর্ম্মক্ষেত্রে—ক্ষেত্রে যেমন শস্যের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ পবিত্র কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মবুদ্ধির উৎপত্তির ও বিদ্যমান ধর্ম্মের বৃদ্ধির স্থান, তজ্জন্য উহা ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মামকাঃ—আমার পুত্রেরা। এই শব্দ স্নেহব্যঞ্জক। ধৃতরাষ্ট্র নিজ পুত্রগণকে লক্ষ করিয়া "মামকাঃ" ও যুধিষ্ঠিরাদিকে লক্ষ করিয়া "পাণ্ডবাঃ" বলায়, তাঁহার নিজ পুত্রগণের প্রতি আত্মীয়তা ও পাণ্ডুপুত্রগণের প্রতি অনাত্মীয়তা বা বিদ্রোহবুদ্ধি স্থচিত হইতেছে। ১।

রাজা দুর্য্যোধনঃ তু ব্যূঢ়ং পাণ্ডবানীকং দৃষ্ট্বা—ব্যূহাকারে সজ্জিত পাণ্ডবসেনা দেখিয়া। আচার্য্যম্ উপসঙ্গম্য—দ্রোণাচার্য্যের সমীপস্থ হইয়া। বচনম্ অব্রবীৎ—কহিলেন।

দ্রোণ—ভরদ্বাজপুত্র, কৌরব ও পাণ্ডব উভয়েরই অস্ত্রগুরু। যুদ্ধার্থ সৈন্য-সমাবেশের নাম ব্যূহ। ২।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন।

<u>গ্রন্থারম্ভ।</u> ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে, বল, হে সঞ্জয়!
সম্মিলিত বৎসগণ মম যুদ্ধাশয়
কি করিল?—কি করিল পাণ্ডুপুত্রগণ,
কি ভাবে কে আরম্ভিল এ রণ ভীষণ! ১।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩॥

হে আচার্য্য! পাণ্ডুপুত্রাণাম্ এতাং মহতীং চমূং পশ্য—পাণ্ডবগণের এই মহতী সেনা দেখুন। অথবা হে পাণ্ডু-পুত্রাণাম্ আচার্য্য! এতাং মহতীং চমূং পশ্য। এখানে দুর্য্যোধনের উক্তি শ্লেষাত্মক বটে। অনন্তর সেই চমূ—সেনা, কিরূপ, ৩—৬ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। তব শিষ্যেন ধীমতা দ্রুপদপুত্রেণ ব্যূঢ়াম্। দ্রুপদ-পুত্র—ধৃষ্টদ্যুম্ন। দ্রুপদ দ্রোণের পূর্ব্বশত্রু। তাহা স্মরণ করাইয়া দ্রোণাচার্য্যকে উত্তেজিত করিবার জন্যই দুর্য্যোধন তাঁহাকে দ্রুপদপুত্র বলিয়া অভিহিত করিলেন। ব্যূঢ়া—ব্যূহাকারে সজ্জিতা। ৩।

সঞ্জয় কহিলেন।

সৈন্য সমাবেশ। ব্যূহিত পাণ্ডবসেনা করি দরশন
দ্রোণাচার্য্য-সন্নিধানে করিয়া গমন,
দেখাইয়া আচার্য্যে পাণ্ডবচমূচয়
কহে রাজা দুর্য্যোধন শঙ্কিতহৃদয়। ২। *

---

* শঙ্কিত—দুর্য্যোধন যে অন্তরে শঙ্কিত হইয়াছিলেন, তাহা ২—১২ শ্লোক পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়। ১।১২ দেখ। মূলে যে "তু" শব্দ আছে তাহার মর্ম্ম এই যে মহতী কুরুসেনা দর্শনে পাণ্ডবেরা ভীত হয় নাই, কিন্তু দুর্য্যোধন পাণ্ডব সেনা দর্শনে ভীত হইয়াছিলেন।

তত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি ।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্ ।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্ ।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

তত্র—সেই সেনায়। শূরাঃ (সন্তি)—বীরগণ আছেন। তাঁহারা মহেষ্বাসাঃ—ইষু অর্থাৎ বাণ যদ্দ্বারা ক্ষেপণ করা যায়, তাহা ইষ্বাস, ধনুঃ। মহেষ্বাস—মহাধনুর্দ্ধর এবং যুধি—যুদ্ধে। ভীমার্জ্জুনসমাঃ। অনন্তর সেই বীরগণের নাম নির্দ্দেশ এবং নাম ও বিশেষণের দ্বারাই তাঁহাদের গুণ-গৌরব প্রকাশ করিতেছেন।

যুযুধান—সাত্যকি। চেকিতান—রাজাবিশেষ। বিক্রান্ত—পরাক্রান্ত। নরপুঙ্গব—নরশ্রেষ্ঠ। সৌভদ্র—সুভদ্রাপুত্র, অভিমন্যু। দ্রৌপদেয়—দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র; প্রতিবিন্দ, শ্রুতসোম, শ্রুতকীর্ত্তি, সতানীক ও শ্রুতকর্ম্মা, যথাক্রমে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের ঔরসজাত। মহারথ—যিনি অস্ত্র-শস্ত্রকুশল এবং একাকী দশ সহস্র ধনুর্দ্ধরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন। ৪—৬।

হে আচার্য্য, পাণ্ডবের এই সৈন্যচয়,
এই দেখ, পুরোভাগে সুসজ্জিত রয়।
বুদ্ধিমান তব শিষ্য দ্রুপদ-কুমার,
এই যে বিশাল ব্যূহ রচিত তাহার। ৩।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

হে দ্বিজোত্তম! অস্মাকম্ তু যে বিশিষ্টাঃ—আমাদের মধ্যেও কিন্তু যাহারা বিশেষ গুণযুক্ত। তান্ নিবোধ—তাহাদিগকে অবগত হউন। তাহারা মম সৈন্যস্য নায়কাঃ—নেতা। সংজ্ঞার্থং তান্ তে ব্রবীমি—তাহাদের পরিচয়ের জন্য তাহাদের বিষয় আপনাকে বলিতেছি।

এ শ্লোকে "তু" শব্দ দ্বারা, দুর্য্যোধন অন্তরের ভয় লুকাইয়া বাহিরে সাহস প্রকাশ করিতেছেন, এরূপ বুঝাইতেছে (আনন্দ গিরি)। ৭।

পাণ্ডব সেনা। আছে তায় বহু বহু মহাধনুর্দ্ধর,
ভীমার্জ্জুনসম যারা রণে ভয়ঙ্কর;—
মহারথ সাত্যকি, দ্রুপদ মৎস্যরাজ,
বীর্য্যবান্ চেকিতান আর কাশিরাজ,
ধৃষ্টকেতু যার কেতুদৃষ্টে জন্মে ভয়,
পুরুজিৎ বহু পুর যে করেছে জয়,
পরাক্রান্ত যুধামন্যু, ভোজ-অধীশ্বর,
বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা, শৈব্য নরবর,
অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র আর,—
মহারথ এরা সবে, সমরে দুর্ব্বার। ৪—৬।
আমাদেরও মধ্যে কিন্তু যাঁহারা প্রধান
কহি আমি দ্বিজোত্তম, কর অবধান।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

ধূর্ত্ত দুর্য্যোধন স্বপক্ষীয় বীরগণের বর্ণনাবসরে দ্রোণাচার্য্যকে তুষ্ট করিবার ইচ্ছায় অগ্রেই তাঁহার ও শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের প্রথমেই তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামার উল্লেখ করিলেন। সমিতিঞ্জয়—যুদ্ধজেতা। সৌমদত্তি—সোমদত্ত-পুত্র ভূরিশ্রবা। ৮।

এতদ্ব্যতীত অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ, মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ—আমার জন্য জীবনত্যাগে প্রস্তুত। তাহারা সর্ব্বে নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ—যদ্দ্বারা প্রহার করা যায় তাহা প্রহরণ; তাহারা প্রহার করিবার উপযুক্ত নানাবিধ অস্ত্রে সজ্জিত ও যুদ্ধবিশারদাঃ—যুদ্ধে সুনিপুণ। ৯।

যাঁহারা নায়ক মম বিশাল সেনায়,
আপনার বিদিতার্থ কহি সমুদায়। ৭।
আপনি ও অশ্বত্থমা পুত্র আপনার,
ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপাচার্য্য আর,
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত-পুত্র বীরবর,
বিকর্ণ ও জয়দ্রথ সিন্ধুঅধীশ্বর। ৮।
এইরূপ আরও বীর আছে বহুতর,
সবে যুদ্ধবিশারদ নানা অস্ত্রধর,

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০ ॥
অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১ ॥

ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ অস্মাকং তৎ বলং তু অপর্য্যাপ্তম্। এতেষাং তু ভীমাভিরক্ষিতম্ ইদং বলং পর্য্যাপ্তম্। এখানে পর্য্যাপ্ত ও অপর্য্যাপ্ত পদদ্বয়ের অর্থে শ্লেষ আছে। দুর্য্যোধন বলিতেছেন, ভীষ্মরক্ষিত আমাদের এই সৈন্য অপর্য্যাপ্ত অর্থাৎ অপরিমিত, বহু; আর ভীমরক্ষিত ইহাদের (পাণ্ডবদিগের) এই সৈন্য পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ পরিমিত, অল্প। পক্ষান্তরে এরূপ ভাবও প্রকাশ করিতেছেন যে, আমাদের সৈন্য বহু হইলেও তাহা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে অপর্য্যাপ্ত অর্থাৎ অসমর্থ; আর পাণ্ডবসৈন্য অল্প হইলেও, তাহা যুদ্ধে পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ সমর্থ। ১০॥

এখন কর্ত্তব্য সেনাপতি ভীষ্মকে রক্ষা করা। অতএব ভবন্তঃ সর্ব্বে এব, সর্ব্বেষু চ অয়নেষু—সমস্ত ব্যূহপ্রবেশ-পথে। যথাভাগম্ অবস্থিতাঃ—স্ব স্ব বিভাগানুসারে অবস্থান করিয়া। ভীষ্মম্ এব অভিরক্ষন্তু। ১১।

প্রস্তুত আমার তরে প্রাণ দিতে সবে;—
অবশ্য অবশ্য জয় লভিবে আহবে। ৯।
অপর্য্যাপ্ত মম সৈন্য ভীষ্মের রক্ষিত,
পর্য্যাপ্ত পাণ্ডব-সৈন্য ভীমের রক্ষিত। ১০।

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনোদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥

২—১১ শ্লোক পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে দুর্য্যোধন অন্তরে শঙ্কিত হইয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি সকল যেন ভীতিবিজড়িত ও অব্যবস্থিত। এইভাব লক্ষ্য করিয়াই কুরুবৃদ্ধঃ প্রতাপবান্ পিতামহঃ (ভীষ্ম) তস্য হর্ষং সংজনয়ন্—তাহার উৎসাহ জন্মাইয়া। উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনোদ্য—সিংহতুল্য নাদ (ধ্বনি) করিয়া। শঙ্খং দধ্মৌ—শঙ্খধ্বনি করিলেন। সিংহনাদ—উপমানে ণমুল্ প্রত্যয়। বিনোদ্য—ধ্বনি করিয়া। ভীষ্ম বৃদ্ধ সুতরাং বিচক্ষণ, সহজেই দুর্য্যোধনের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং তিনি পিতামহ অতএব তাঁহার প্রতি স্নেহবান্ও বটেন। ১২।

ততঃ—অনন্তর অর্থাৎ ভীষ্মের রণোৎসাহ দেখিয়া। আরও সকলে উৎসাহান্বিত হইল, এবং শঙ্খাঃ চ ভের্য্যঃ চ পণব-আনক-গোমুখাঃ সহসা এব অভ্যহন্যন্ত—তখনই বাদিত হইল। স শব্দঃ তুমুলঃ অভবৎ—মহান্ হইল।

আছে যত ব্যূহপথ এ মম সেনায়,
আপন বিভাগমত থাকি সে সবায়,
পিতামহে সবে রক্ষা করুন যতনে,
পিতামহ বিদ্যমানে কি আশঙ্কা রণে। ১১।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥

পণব—মৃদঙ্গ। আনক—নাগরা। গোমুখ—শিঙ্গা। এইরূপে পাপী কৌরবগণের দ্বারাই যুদ্ধ সূচিত হইল। ১৩।

১৪—১৮ শ্লোক পাণ্ডব পক্ষের বর্ণনা। ততঃ কৌরবগণের উৎসাহ শ্রবণানন্তর। শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে মহতি স্যন্দনে—শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে। স্থিতৌ মাধবঃ পাণ্ডবঃ (অর্জ্জুন) চ এব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ। ১৪।

কুরু সৈন্যের উৎসাহ

আপন হৃদয়ভীতি, লুকাইয়া নরপতি,
বলে ছলে সাহসবচন।
বুঝি বৃদ্ধ পিতামহ, দিয়া তায় রণোৎসাহ,
শঙ্খধ্বনি করিলা তখন।
ভীষ্ম করে শঙ্খধ্বনি, সিংহ যেন করে ধ্বনি,
উৎসাহিত করি সৈন্যদলে।
ভীষ্মের উৎসাহ রণে, নিরখিয়া বীরগণে,
রণোৎসাহে মাতিল সকলে।
শঙ্খ ভেরী শত শত, মৃদঙ্গ নাগরা কত,
কত শিঙ্গা বাজিল অমনি,
কুরুসৈন্যে কুরুবর, সেই রোল ভয়ঙ্কর,
কাঁপাইল আকাশ অবনী। ১২—১৩।
এরূপে, হে মহীপতে, কৌরবেরই পক্ষ হ'তে,
সূত্রপাত হ'ল কাল রণ।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে ।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥

১৫—১৮ শ্লোকে শ্রেষ্ঠ বীরগণের ও তাঁহাদের শঙ্খের নাম বলিতেছেন। কাশ্য—কাশিরাজ। পরমেষ্বাস—পরমধনুর্দ্ধর। অপরাজিত—যিনি পরাজিত হয়েন না।

পাণ্ডব পক্ষের, সঃ তুমুলঃ ঘোষঃ—সেই উচ্চৈঃ শব্দ। নভঃ চ পৃথিবীং চ এব, অভ্যনুনাদয়ন্—প্রতিধ্বনিত

পাণ্ডব সেনার উৎসাহ।

শ্বেত-অশ্ব-রথমাঝে, কৃষ্ণার্জ্জুন-কর্ণে বাজে,
কৌরবের সে নাদ ভীষণ।
সে নিনাদ হর্ষজন্য, শুনি শঙ্খ পাঞ্চজন্য,
হৃষীকেশ বাজান তখন ;
বাজাইলা দেবদত্ত শঙ্খ, নাম 'দেবদত্ত',
ধনঞ্জয় অরাতি-মর্দ্দন।
ভীমকর্ম্মা বৃকোদর, পৌণ্ড্র নামে শঙ্খবর,
অনন্তবিজয় যুধিষ্ঠির ;
বাজাইলা বজ্র-ঘোষ, নকুল শঙ্খ সুঘোষ,
মণিপুষ্প সহদেব বীর। ১৪—১৬।

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্॥ ১৯॥
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ॥ ২০॥

করিয়া। ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং—ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় বীরগণের। হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ—হৃদয় বিদীর্ণ করিল।

কৌরবদিগের শঙ্খ-নিনাদে পাণ্ডবগণ বিচলিত হয়েন নাই, কারণ তাঁহারা ধর্ম্মবলে বলীয়ান্; কিন্তু পাণ্ডব-দিগের শঙ্খধ্বনিতে পাপী কৌরবগণ বিচলিত হইল। ধার্ম্মিকের সাহসে ও পাপীর সাহসে প্রভেদ অনেক। ১৯।

হে মহীপতে! অথ—মহাশব্দানন্তর। কপিধ্বজঃ

---

* ধনুর্দ্ধর কাশিরাজ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, মৎস্যরাজ,
চিরজয়ী যুযুধান আর,
সুরথী শিখণ্ডী বীর, পঞ্চপুত্র পাঞ্চালীর,
মহাবাহু সুভদ্রাকুমার;
দ্রুপদাদি বীর যত, পৃথক পৃথক কত,
রণশঙ্খ করিয়া ধারণ;
সকলে হে মহীপতি, সমর-উৎসাহে মাতি
ঘোর রোলে বাজান তখন। ১৭—১৮।
তুমুল সে শঙ্খধ্বনি, নাচাইয়া প্রতিধ্বনি,
পরশিয়া আকাশ অবনী,
ছিল যত কুরুপক্ষ, তাহাদের বীরবক্ষ,
বিদীর্ণ করিল, নরমণি! ১৯।

হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১ ॥
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥

পাণ্ডবঃ—অর্জ্জুন। ধার্ত্তরাষ্ট্রান্—ধৃতরাষ্ট্র-পক্ষীয়দিগকে। ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা—যুদ্ধার্থ প্রস্তুত দেখিয়া। শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে—শস্ত্র নিক্ষেপে উদ্যত হইয়া। ধনুঃ উদ্যম্য—ধনুঃ উত্তোলন পূর্ব্বক। তদা হৃষীকেশম্ ইদম্ বাক্যম্ আহ—তখন হৃষীকেশকে কহিলেন। উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে, মে রথং স্থাপয়—ততক্ষণ আমার রথ রাখ। যাবৎ—যতক্ষণ। এতান্ অহং নিরীক্ষে। কৈঃ সহ ময়াযোদ্ধব্যম্।

কপিধ্বজ—অর্জ্জুনের একটি নাম। হৃষীকেশ—হৃষীক শব্দের অর্থ সর্ব্ব ইন্দ্রিয়। যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ঈশ অর্থাৎ নিয়ন্তা, তিনি হৃষীকেশ। হৃষীকেশ যখন অর্জ্জুনের সারথি; তখন তাঁহার ইন্দ্রিয়বৈকল্যের সম্ভাবনা নাই। অচ্যুত—ভগবানের একটি নাম, যিনি কোন রূপেই নিজ ভাব হইতে চ্যুত হয়েন না, তিনি অচ্যুত। যোদ্ধু-কামান্—যুদ্ধাভিলাষী। রণসমুদ্যমে—যুদ্ধব্যাপারে।২০-২২।

দেখি তবে কুরুগণে প্রস্তুত সমরে,
ধনঞ্জয় সমুদ্যত অস্ত্রপাত তরে,
তুলিয়া গাণ্ডীব ধনু পাণ্ডুর নন্দন,
কহিলেন হৃষীকেশে করি সম্বোধন,—

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥
সঞ্জয় উবাচ।
এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥

অত্র, যুদ্ধে দুর্বুদ্ধেঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য প্রিয়চিকীর্ষবঃ—প্রিয়াকাঙ্ক্ষী। যে এতে—যাহারা। সমাগতাঃ। যোৎস্যমানান্—যুদ্ধাভিলাষী। তান্ অহম্ অবেক্ষে—দেখিব। ২৩।

হে ভারত! গুড়াকেশেন এবম্ উক্তঃ হৃষীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে, ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাং চ মহীক্ষিতাং প্রমুখতঃ—ভীষ্ম দ্রোণ এবং সর্ব্ব রাজগণের সম্মুখে। রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা, হে পার্থ! সমবেতান্ এতান্ কুরূন্ পশ্য ইতি উবাচ।

সৈন্য দর্শন। উভয় সেনার মাঝে রাখ মম রথ, ২০-২১।
এ সমস্ত বীরগণে নিরখি যাবৎ।
অবস্থিত যুদ্ধ-আশে কে কে বীরবর,
এই রণে কার সনে করিব সমর। ২২।
দুষ্টবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন,
যুদ্ধে তার হিতাকাঙ্ক্ষী যে যে বীরগণ,
সমাগত রণস্থলে যুদ্ধ-কামনায়,
যুদ্ধারম্ভে, হে অচ্যুত! দেখি সে সবায়। ২৩।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

ভারত—দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্র ভরত, ইনি কুরুবংশের একজন পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা। যাঁহারা সেই ভরতের বংশধর তাঁহাদের সাধারণ নাম ভারত। এখানে ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইতেছে। মহীক্ষিৎ—রাজা। গুড়াকেশ—(গুড়াকা নিদ্রা, তাহার ঈশ প্রভু) যিনি নিদ্রাকে জয় করিয়াছেন। অর্থাৎ অর্জ্জুন কার্য্যকালে নিদ্রিত বা মুগ্ধ হযেন না।২৪-২৫

পার্থঃ তত্র উভযোঃ সেনয়োঃ মধ্যে স্থিতান্ পিতৃন্ অথ পিতামহান্ ইত্যাদি অপশ্যৎ—দেখিলেন। সখা—যে উপকার পাইয়া অথবা কোন কারণ বশতঃ মিত্র হইয়াছে। সুহৃদ্—যে বিনা কারণে স্বভাবতঃ উপকারী। ২৬।

স কৌন্তেয়ঃ তান্ সমীক্ষ্য ইত্যাদি। সমীক্ষ্য—দেখিয়া। পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ—অত্যন্ত কৃপান্বিত হইয়া। আবিষ্ট—ব্যাপ্ত। বিষীদন্—বিষণ্ণ হইয়া। ২৭।

সঞ্জয় কহিলেন।

অর্জ্জুনের বাক্য শুনি, হে কুরুসত্তম!
উভয় সেনার মাঝে লয়ে রথোত্তম,
ভীষ্ম দ্রোণ আর আর যত রাজগণ
তাঁহাদের পুরোভাগে করিয়া স্থাপন,

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ॥
ন চ শক্লোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥

দেখিয়া অর্জ্জুন কি বলিলেন, অধ্যায়শেষ পর্য্যন্ত তাহা বর্ণিত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! যুযুৎসূন্—যুদ্ধাভিলাষী। ইমান্ স্বজনান্ সমবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা, মম গাত্রাণি সীদন্তি—অবসন্ন হইতেছে ইত্যাদি। বেপথু—কম্প। গাণ্ডীব—অর্জ্জুনের ধনুকের নাম। স্রংসতে—পতিত হইতেছে। পরিদহ্যতে—দগ্ধ হইতেছে। মনঃ ভ্রমতি ইব—মন

কহিলেন হৃষীকেশ, দেখ ধনঞ্জয়!
সমবেত অই যত কৌরব-নিচয়। ২৪-২৫।
উভয় সেনায় তথা দেখে ধনঞ্জয়,
পিতা, পিতামহ, সখা, সুহৃদ্-নিচয়,
আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্রগণ,
শ্বশুর প্রভৃতি যত আত্মীয় স্বজন। ২৬।
অবস্থিত সেথা সেই বন্ধু সমুদয়,
নিরখি পরম কৃপাবশে ধনঞ্জয়,
ভুলি দ্বেষ, ভুলি হিংসা, বৈরনির্য্যাতন,
বিষণ্ণ-বদনে কৃষ্ণে বলেন তখন। ২৭।

অর্জ্জুনের বিষাদ।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১ ॥

যেন ঘুরিতেছে। বিপরীতানি নিমিত্তানি—কুলক্ষণ সকল। পশ্যামি—দেখিতেছি। ২৮—৩০।

আহবে—যুদ্ধে। স্বজনং হত্বা—আত্মীয়গণকে বিনাশ করিয়া। শ্রেয়ঃ ন অনুপশ্যামি—দেখি না। ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ম্ ইত্যাদি—"কৃষ্ণ হে, বিজয় রাজ্য সুখ নাহি চাই"—লৌকিক দৃষ্টিতে এ কথা বড় মনোহর; কিন্তু ইহা ধার্ম্মিকের কথা নহে। যে বৈষয়িক মমতায় মুগ্ধ হইয়া সাধারণে ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যপালনে অক্ষম হয়, অর্জ্জুনও এখন সেই মায়ায় মুগ্ধ। ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও আত্মীয়গণের প্রতি মমতাহেতু অজ্ঞান বশতঃ এখন তিনি ধর্ম্মপালনে পরাঙ্মুখ। এইরূপ মোহবশেই সাধারণে, যাহা যথার্থ ধর্ম্ম তাহা প্রায়শঃ প্রতিপালন করিতে পারে না।

কৃষ্ণ হে, এই যে মম আত্মীয়-নিচয়
দেখি, হায়! সমবেত সবে যুদ্ধাশয়
অবসন্ন অঙ্গ মম, বিশুষ্ক বদন,
কাঁপিতেছে কায়, যেন ঘুরিতেছে মন,
ত্বক্ যেন দগ্ধ হয়, কণ্টকিত তনু,
খসি পড়ে হস্ত হ'তে এ গাণ্ডীব ধনু।
না পারি দাঁড়াতে আর শুন, হে কেশব!
শকুনি প্রভৃতি হেরি দুর্নিমিত্ত সব। ২৮—৩০।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২ ॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥

অর্জ্জুনের এই মোহ অপনোদনের ছলে ভগবান্ সমস্ত মানবধর্ম্মের গূঢ় রহস্য বিবৃত করিয়াছেন। দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে কর্ত্তব্য যতই কঠোর হউক, ধার্ম্মিকের কখনই তাহা হইতে বিচলিত হওয়া উচিত নহে, ইহা বিশেষরূপে বুঝাইবার জন্যই বোধ হয়, যে কর্ত্তব্যপালন সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি পূজনীয় গুরুজনকে যাহাতে স্বহস্তে বিনাশ করিতে হইবে, তাহাই উপলক্ষ করিয়া সমগ্র মানব জাতিকে ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার আদর্শ দেখাইয়াছেন। ৩১।

হে গোবিন্দ! নঃ রাজ্যেন কিম্—রাজ্যে আমাদের কি প্রয়োজন। ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিম্। কারণ, যেষাম্ অর্থে—যাহাদের জন্য। নঃ রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ কাঙ্ক্ষিতং। তে ইমে—এই সেই আত্মীয়গণ। যুদ্ধে

স্বজনে বিনাশি শ্রেয় দেখিতে না পাই,
কৃষ্ণ হে, বিজয় রাজ্য সুখ নাহি চাই। ৩১।
কি হবে, গোবিন্দ! রাজ্য-সুখ-ভোগে
কি হবে জীবনে হায়!
আত্মসুখাশয় কভু ধনঞ্জয়
রাজৈশ্বর্য্য নাহি চায়।

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥

প্রাণান্ ধনানি চ ত্যক্ত্বা অবস্থিতাঃ। তাঁহারা আমার আচার্য্যাঃ পিতরঃ ইত্যাদি। পিতরঃ—ভুরিশ্রবাদি পিতৃ-তুল্য ব্যক্তিগণ। পুত্রাঃ—পুত্র এবং পুত্রতুল্য লক্ষণাদি। এইরূপ মাতুলাঃ প্রভৃতি। হে মধুসূদন! ঘ্নতঃ অপি—হত হইলেও অর্থাৎ আমি ইঁহাদিগকে না মারিলে যদি তাঁহারা আমাকে মারেন, তথাপি এতান্ হন্তুং ন ইচ্ছামি।

গোবিন্দ—গো, ইন্দ্রিয়বৃত্তি; বিন্দ, জানা। গোবিন্দ বলিয়া সম্বোধনের মর্ম্ম এই যে তিনি মনের ভাব সমস্তই জানিতেছেন, তাঁহাকে মুখে বলা নিষ্প্রয়োজন। ৩২—৩৪।

যাঁহাদের তরে　　পার্থ ইচ্ছা করে
　　ভোগ সুখ রাজ্য ধনে,
তাঁরা প্রাণ-ধন　　করি সমর্পণ
　　এসেছেন দেখি রণে।
পূজ্য কৃপাচার্য্য,　　গুরু দ্রোণাচার্য্য,
　　ভুরিশ্রবা পিতৃসম,
লক্ষণাদি যত,　　অভিমন্যু মত,
　　পিতামহ পূজ্যতম।
মদ্র ও শকুনি　　মাতুল আমার,
　　শ্যালক সম্বন্ধী কত,
সুহৃদ্ শ্বশুর　　পৌত্র কত আর
　　হেরি সবে সমাগত।

অপি ত্রৈলোক্যরাজস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥

ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য অপি হেতোঃ— ত্রৈলোক্যের রাজত্বের নিমিত্তেও। তাহাদিগকে বিনাশ করিতে চাহি না, মহীকৃতে নু কিম্—পৃথিবীর নিমিত্তে কি কথা? কৃতে—নিমিত্তে। ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য নঃ কা প্রীতিঃ স্যাৎ। ৩৫।

এতান্ আততায়িনঃ হত্বা, অস্মান্ এব—আমাদিগকেই। পাপম্ আশ্রয়েৎ। তস্মাৎ সবান্ধবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ হন্তুং বয়ং ন অর্হাঃ। হে মাধব! আত্মীয় স্বজন লইয়াই সংসারের সুখ, তবে স্বজনং হত্বা হি কথং সুখিনঃ স্যাম।

আততায়ী—যে গৃহে অগ্নি প্রদান করে, যে বিষ-প্রয়োগ করে, যে অস্ত্রাঘাতে প্রাণ নাশ করে, যে ধন হরণ করে, যে ক্ষেত্র হরণ করে আর যে পত্নী হরণ করে, ইহারা ছয় জন আততায়ী। ন অর্হাঃ—উচিত নহে। ৩৬।

নাহি রাজ্য ধন চাহি, জনার্দ্দন!
বিনাশি বান্ধবগণে;
যদি তাঁরা তায় বিনাশে আমায়
তাও শ্রেয় ভাবি মনে। ৩২—৩৪
ত্রৈলোক্য-রাজ্যের তরে, পৃথিবী কি ছার,
চাহি না এঁদের আমি করিতে সংহার।

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকং ॥ ৩৭ ॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥ ৩৮ ॥

যদি বলেন যে কুরুগণ বন্ধুবধে দোষ দেখিতেছে না, তবে কেন আমরা তাহাতে দোষ দেখিয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হই? তদুত্তরে বলিতেছি, লোভোপহতচেতসঃ এতে—

কি প্রীতি পাইব বল, ওহে জনার্দ্দন!
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের বধিয়া জীবন। ৩৫।
সত্য বটে আততায়ী দুষ্ট দুর্য্যোধন,
জতুগৃহ অগ্নিযোগে করিল দাহন,
বিষযোগে ভীমসেনে নাশিতে প্রয়াসে,
ছল-দ্যূতে রাজ্য হরি প্রেরে বনবাসে,
মনে আছে কৃষ্ণার সে কেশ-আকর্ষণ,
তথাপি না পারি তার বধিতে জীবন।
আততায়ি-নাশ বটে অর্থশাস্ত্র-নীতি,
অর্থশাস্ত্র হ'তে কিন্তু শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-নীতি,
অতএব যদি আমি বিনাশি তাহারে,
কুলনাশ জন্য পাপ স্পর্শিবে আমারে।
সবান্ধব দুর্য্যোধনে, কৃষ্ণ, সে কারণ
আমাদের অনুচিত করিতে হনন।
স্বজনে বিনাশি এই বান্ধবাদি হীন
কি সুখ, শ্রীপতি, লয়ে রাজস্ব শ্রীহীন। ৩৬।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ॥
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণ-সঙ্করঃ ॥ ৪০ ।

লোভাভিভূতচিত্ত কুরুগণ । কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্র-দ্রোহে চ পাতকং যদি ন পশ্যন্তি, তথাপি দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ অস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্ । ৩৮ ।

অনন্তর ৩৯—৪৩ শ্লোকে কুলক্ষয়ের দোষ বলিতেছেন । সনাতন—পুরুষপরম্পরাপ্রাপ্ত । কৃৎস্নং কুলম্—অবশিষ্ট সমস্ত কুল । উত—আরও । বার্ষ্ণেয়—বৃষ্ণি-বংশোৎপন্ন, কৃষ্ণ । বর্ণসঙ্কর—উৎকৃষ্টবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে

লোভে অভিভূত চিত্ত যত কুরুগণ
কুলনাশে দোষ যদি না করে দর্শন,
মিত্রদ্রোহে যদি পাপ নাহি ভাবে মনে,
কিন্তু বল, জনার্দ্দন ! আমরা কেমনে, ৩৭ ।
কুলক্ষয়-জন্য দোষ হয়ে অবগত
সে পাপ হইতে হায় ! না হই বিরত । ৩৮ ।

কুলনাশে দোষ । সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট কুলনাশে,
অবশিষ্ট কুলেও, হে, অধর্ম্ম প্রকাশে । ৩৯ ।
অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে কুলনারীগণ
দূষিতচরিত্রা হয়ে করে বিচরণ ।
দূষিতচরিত্রা যদি নারীগণ হয়
কৃষ্ণ হে, সঙ্করবর্ণ তা'হতে উদয় । ৪০ ।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥৪২ ॥
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩ ॥

নিকৃষ্টবর্ণ পুরুষের ঔরসে উৎপন্ন সন্তান। আর পুরুষ উৎকৃষ্ট বর্ণের হইয়াও স্বধর্ম্মত্যাগী হইলে তাহার ঔরসজাত সন্তান বর্ণসঙ্কর। সঙ্করঃ—বর্ণসঙ্কর হওয়া। কুলঘ্নানাং—কুলক্ষয়কারিগণের। কুলস্য চ—এবং তৎকুলের। নরকায় এব—নরকের নিমিত্তই হয়। লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ—পুত্রাদির অভাবে পিণ্ড ও তর্পণক্রিয়া বিলুপ্ত হওয়ায়। পিতরঃ—পিতৃপুরুষগণ। পতন্তি—নরকে পতিত হয়।৪৩।

বর্ণসঙ্করকারকৈঃ এতৈঃ দোষৈঃ ধর্ম্মাঃ উৎসাদ্যন্তে ইতি অন্বয়। উৎসাদ্যন্তে—উৎসন্ন হয়, নষ্ট হয়। জাতিধর্ম্ম—বর্ণধর্ম্ম। কুলধর্ম্ম—কৌলিক ধর্ম্ম ও গৃহস্থাদি আশ্রমোচিত ধর্ম্ম (শ্রী)। শাশ্বত—নিত্য। ৪২।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং নিয়তং নরকে বাসঃ (ভবতি) ইতি অনুশুশ্রুম—ইহা আমরা শুনিয়াছি। ৪৩।

সেই কুলহন্তাদের সে কুলের আর
সে সঙ্কর-দোষ হয় নরকের দ্বার।
পিণ্ডজল লুপ্ত হয় সন্ততি বিহনে,
সে দোষে নরকে, হায়! পড়ে পিতৃগণে। ৪১।

অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ॥

ইত্যর্জ্জুনবিষাদো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অহোবত—হা কি কষ্ট! হায় হায়! ব্যবসিত—উদ্যত, অধ্যবসায়ান্বিত। ৪৪।

অশস্ত্রম্ অপ্রতীকারং মাং—অস্ত্রহীন ও প্রতীকার-পরাঙ্মুখ আমাকে। শস্ত্রপাণয়ঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ যদি রণে হন্যুঃ—হত্যাকরে। তৎ মে ক্ষেমতরং ভবেৎ—তাহাও আমার পক্ষে অধিকতর মঙ্গল। ৪৫।

অর্জ্জুনঃ এবম্ উক্ত্বা, সংখ্যে—যুদ্ধে। রথোপস্থে—রথের উপর। সশরং চাপং বিসৃজ্য—শরযুক্ত ধনুঃ ত্যাগ

সে দোষে, জনমে বর্ণ সঙ্কর যাহায়,
জাতি-কুল-নিত্য-ধর্ম্ম লুপ্ত হয় তায়। ৪২।
জনার্দ্দন! কুলধর্ম্ম-নষ্ট হয় যার
শুনেছি নরকে বাস নিয়ত তাহার। ৪৩।
রাজ্যলোভে রত এবে স্বজন-সংহারে
সমুদ্যত, হায় হায়! ঘোর পাপাচারে। ৪৪।

করিয়া। উপাবিশৎ—উপবেশন করিলেন। শোক-সংবিগ্নমানসঃ—শোকাকুলচিত্ত। সংবিগ্ন—কম্পিত(শ্রী)।৪৬।

এই অধ্যায়ের নাম বিষাদযোগ। অর্জ্জুনের বিষাদ এখানে উপলক্ষ মাত্র। চারিদিকে চাহিয়া দেখ, সমগ্র মানবজাতি,—ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী বা ভোগপ্রাণ ইয়ুরোপ-আমেরিকাবাসী, হিন্দু বা অহিন্দু, সকলেই একটা বিষাদে আবৃত। ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, যশঃ, মান, ভোগ—সকলেরই ভিতর যেন কি একটা অভাব, যাহা চাই তাহা যেন কোথাও পাই না, সমস্তই যেন বিষাদমাখা। ইহাই বিষাদ যোগ ; পরম পুরুষার্থ লাভের উপায়। যোগ—উপায়, পরমেশ্বরৈকপরতা (২।৪৮ ও ৩।৭ দেখ)। যদ্দ্বারা পরমেশ্বরে একান্ত নিষ্ঠা জন্মে তাহার নাম যোগ (শ্রী)। বিষাদ

নাহি ধরি অস্ত্র, নাহি প্রতীকার করি
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ তবু অস্ত্র ধরি,
যদি যুদ্ধে করে মম জীবন-সংহার,
তাও ক্ষেমতর বলি করি অঙ্গীকার। ৪৫।

সঞ্জয় কহিলেন।

এত বলি রণক্ষেত্রে বীর ধনঞ্জয়
ধর্ম্মহানি আশঙ্কায় কম্পিত হৃদয়,
দূরে ফেলি সশর গাণ্ডীব শরাসন,
বসিলেন রথোপরে শোকাকুল মন। ৪৬।

—ঃ*ঃ—

তদ্রূপ একটি উপায়। এই বিষাদ যখন ঘনীভূত হইবে, বিষাদে যখন তোমার অঙ্গ অবসন্ন, মুখ শুষ্ক, শরীর কম্পিত, গাত্র রোমাঞ্চিত এবং চর্ম্ম দগ্ধ হইতেছে মনে হইবে; যখন কিছুতেই স্থির হইতে পারিবে না, মন ঘূর্ণিত হইতে থাকিবে, গাণ্ডীব—কর্ম্ম করিবার অস্ত্র, হস্ত হইতে খসিয়া পড়িবে, (২৮—৩০ শ্লোক দেখ) তখন জানিবে সেই তীব্র জ্বালা উপশমের সময় আসিয়াছে; বিষাদযোগ সিদ্ধ হইয়াছে; কেহ না কেহ তোমার বিষাদ দূর করিতে আসিতেছে। আত্মতত্ত্বোপদেশাত্মিকা গীতার প্রথম অধ্যায়ের ইহাই মর্ম্ম।

করুণা-তরল হৃদয়ে যাহার
হিংসাবুদ্ধি কভু উদিত না হয়,
আত্মজ্ঞান ইচ্ছা তারই চিত্তে জাগে;
নহে তার, যার নিষ্ঠুর হৃদয়।

—বলদেব ভাষ্য।

অর্জ্জুনবিষাদ যোগ নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সাংখ্য-যোগঃ।

—:০:—

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১॥

দ্বিতীয়ে শ্রীহরি আত্মতত্ত্ব জ্ঞান
কহি পার্থে, আর তাহার সাধন,
কহিলা নিষ্কাম কর্ম্ম উপদেশ,
শেষে স্থিতপ্রজ্ঞ জ্ঞানীর লক্ষণ।—বলদেব।

মধুসূদনঃ তথা—পূর্ব্বোক্তরূপে। কৃপয়া আবিষ্টম্ অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং বিষীদন্তং তম্ ইদং বাক্যম্ উবাচ। ১।

সঞ্জয় কহিলেন।

জ্ঞাতিবধ, বন্ধুবধ চিন্তিয়া অন্তরে
কৃপাময় অর্জ্জুনের আঁখিজল ঝরে।
করুণ বিষণ্ণচিত্ত অর্জ্জুনে তখন
বুঝাইয়া কহিলেন শ্রীমধুসূদন। ১।

শ্রীভগবানুবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২ ॥
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ। ॥ ৩ ॥

ভগবান্—ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশঃ, শ্রী, বৈরাগ্য ও জ্ঞান এই ছয় যাঁহাতে পূর্ণভাবে বর্ত্তমান তিনি ভগবান্।

হে অর্জ্জুন! বিষমে—সঙ্কট সময়ে (critical moment) কুতঃ—কি হেতু। ইদং কশ্মলং ত্বা সমুপস্থিতং—এই মোহ তোমাকে প্রাপ্ত হইল। সে মোহ কিরূপ—অনার্য্যজুষ্টম্—আর্য্যগণ কর্তৃক সেবিত, আর্য্যজুষ্ট; যাহা তাহা নহে, আর্য্যগণ যাহার সেবা করেন না, তাহা অনার্য্যজুষ্ট। অস্বর্গ্যম্—যাহাতে স্বর্গলাভ হয় না। এবং যাহা অকীর্ত্তিকরম্—অযশস্কর। ২।

হে পার্থ! ক্লৈব্যং—ক্লীবের ভাব, কাতরতা। মাস্ম গমঃ—প্রাপ্ত হইও না। কারণ, এতৎ ত্বয়ি ন উপপদ্যতে—

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

কি কারণে এই মোহ, বল ধনঞ্জয়!
পেলে তুমি এই ঘোর সঙ্কট সময়?
অর্জ্জুন প্রতি উৎসাহ — আর্য্যগণ হেন মোহে মোহিত না হয়,
ইহা হ'তে স্বর্গ, কীর্ত্তি, বিনষ্ট উভয়। ২।
ক্লীবের মতন পার্থ! না হও কাতর,
এ ভাব তোমার যোগ্য নহে নরবর!

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন॥ ৪॥

ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। অতএব ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ—উত্থিত হও; ক্লীবভাব ত্যাগ করিয়া পুরুষের মত উত্থিত হও। পরন্তপ—শত্রুতাপন। ৩।

অর্জ্জুন যে মমতা বশতঃ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ, তাহা নহে। কিন্তু এই যুদ্ধ নীতি ও ধর্ম্মসঙ্গত কি না, তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়া বলিতেছেন, অহং সংখ্যে—যুদ্ধে। পূজার্হৌ ভীষ্মং দ্রোণং প্রতি। কথং ইষুভিঃ যোৎস্যামি। ইষু—বাণ। ৪।

বিমুগ্ধ আত্মীয়গণে করিতে সংহার,
এ চিত্তদৌর্ব্বল্য তুচ্ছ করি পরিহার
উঠ, উঠ, পরন্তপ! পৌরুষ প্রকাশি,
ধর্ম্মযুদ্ধে লভ জয় শত্রুদলে নাশি। ৩।

অর্জ্জুন কহিলেন।

অর্জ্জুনের যুদ্ধত্যাগের কারণ।

হে মধুসূদন! তুমি দুষ্টের দলন,
কহি শুন, ও চরণে মম নিবেদন।
মমতার বশে নহি সমরে বিরত;
কিন্তু বল, এ যুদ্ধ কি ধর্ম্ম-অনুমত;
পূজনীয় ভীষ্ম দ্রোণে কেমনে সমরে
প্রহার করিব, কৃষ্ণ বল, তীক্ষ্ণ শরে? ৪।
মহামতি গুরুগণে না করি সংহার
সেও ভাল যদি করি ভিক্ষা অন্ন সার।

গুরূনহত্বাহি মহানুভাবান্,
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরুনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্॥ ৫॥
ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো,
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ॥ ৬॥

ইহাদিগকে বিনাশ না করিলে আমার যদি বিশেষ হানি হয়, তাহা হউক। কারণ (হি) দ্রোণাচার্য্যাদি মহানুভাবান্ গুরূন্ অহত্বা, ইহলোকে ভৈক্ষ্যম্ অপি—ভিক্ষালব্ধ অন্নও। ভোক্তুং শ্রেয়ঃ। যে হেতু অন্যপক্ষে, গুরূন্ হত্বা। রুধির-প্রদিগ্ধান্ অর্থকামান্ ভোগান্—শোণিতসিক্ত এবং অর্থকামাত্মক ভোগ্যবস্তু। ইহ এব ভুঞ্জীয—ইহলোকে মাত্র ভোগ করিব; কিন্তু পরলোকে নরক নিশ্চিত। অর্থকামান্—অর্থকামাত্মক; ভোগান্ এই পদের বিশেষণ। ৫।

যৎ বা জয়েম যদি বা ন জয়েয়ুঃ—জয়লাভ করিতে পারি বা না পারি, এ দুয়ের মধ্যে। নঃ—আমাদিগের

গুরু বধি রুধিরাক্ত অর্থকামভোগ,
ইহলোকে মাত্র হায়! করিব সম্ভোগ। ৫।
জয়ী হই যদি, কিম্বা পরাজিত রণে,
এ দুয়ের ভাল মন্দ নাহি বুঝি মনে।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ,
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে,
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

পক্ষে। কতরৎ গরীয়ঃ—কোনটা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ধর্ম্মসঙ্গত। এতৎ ন চ বিদ্মঃ—ইহাও জানি না। উপস্থিত ক্ষেত্রে, যান্ এব হত্বা—যাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া। ন জিজীবিষাম—বাঁচিতে ইচ্ছা করি না। তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ প্রমুখে—সম্মুখে। অবস্থিতাঃ। ৬।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ—যে আপনার সামান্য ক্ষতিও সহ্য করিতে পারে না সে কৃপণ, দীন। এই দোষবশতই সাধারণে সামান্য ক্ষতি সহ্য করিয়া মহৎ মঙ্গললাভে সমর্থ হয় না। কেবল ব্যযকুণ্ঠ ব্যক্তিই কৃপণ নহে। কৃপণের ভাব কার্পণ্য—দৈন্য, কাতরতা (গিরি, নীলকণ্ঠ); অথবা "দীন" অর্থে—মহা ব্যসনপ্রাপ্ত। মহদ্বা ব্যসনং প্রাপ্তো দীনঃ কৃপণ উচ্যতে—বাচস্পত্যে তারানাথ।

যাঁ'দিকে বিনাশি, কৃষ্ণ, বাঁচিতে না চাই
সম্মুখে সে কুরুগণে দেখিবারে পাই। ৬।

কিংকর্ত্তব্যহীন দীন চিত্তে প্রভু,
জিজ্ঞাসি তোমায়, ওহে শ্রীমুরারি!
ক্ষাত্রধর্ম্ম ত্যজি ভিক্ষা-আচরণ
ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম বুঝিতে না পারি।

মনুষ্য যে অবস্থায় পতিত হইলে শ্রেয়োমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহার নাম ব্যসন। এ অবস্থায় বুদ্ধি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় (Helpless) হয়। অর্জ্জুন পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—জ্ঞাতিবন্ধুগণকে নিহত করিয়া জয়ী হওয়া বা তাঁহাদের হস্তে নিহত হওয়া, এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয় বা ধর্ম্ম-সঙ্গত, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। এখন বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ, আমার এই কার্পণ্য, বুদ্ধির কিংকর্ত্তব্যহীন দীন ভাব (Helplessness) দূর কর। "কতরৎ নো গরীয়ঃ" এবং "ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ" এই দুইটী কথায় কার্পণ্য শব্দের অর্থ নির্দ্দেশ করিতেছে।

এই কার্পণ্যদোষে আমার স্বভাব অর্থাৎ চিত্ত (গিরি) দূষিত হইয়াছে এবং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ—ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য সম্বন্ধেও আমার বুদ্ধি ভ্রান্ত হইয়াছে। তজ্জন্য, ত্বাং পৃচ্ছামি—তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। যৎ মে—আমার। নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ স্যাৎ। তৎ ব্রূহি—তাহা বল। অহং তে শিষ্যঃ। ত্বাং প্রপন্নং—তোমাকে শরণাগত। মাং শাধি—আমাকে শিক্ষা দাও।

পুত্র বা শিষ্য-ভাবাপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা না করিলে, উপদেষ্টা ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দেন না। অর্জ্জুন এতক্ষণে সখ্য ছাড়িয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। অতঃপর (১১ শ্লোক হইতে) কৃষ্ণ তাহাকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিবেন। ইতিপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন তাহা ক্ষত্রিয়োচিত উৎসাহ বাক্য মাত্র। ৭।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ,
　　যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্ ।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং,
　　রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥৯॥

অর্জ্জুন আরও বলিতেছেন, ভূমৌ—পৃথিবীতে। অসপত্নং—শত্রুশূন্য। ঋদ্ধং—ঐশ্বর্য্যযুক্ত। রাজ্যং। অথবা সুরাণাম্—দেবগণের। আধিপত্যম্ অবাপ্য অপি—পাইয়াও। যৎ মম ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণম্—ইন্দ্রিয়শোষক। শোকম্ অপনুদ্যাৎ—দূরীভূত করিবে। সে উপায়, নহি প্রপশ্যামি—দেখিতেছি না। ৮।

এবম্ উক্ত্বা ইত্যাদি। ন যোৎসে—যুদ্ধ করিব না। তূষ্ণীম্—মৌন, নীরব (অব্যয় শব্দ)। ৯।

বলহ আমায়, হে মধুসূদন !
অর্জ্জুনের　　যাহা সুনিশ্চিত মঙ্গল আমার
শিষ্যত্ব।　শিখাও আমারে, আমি শিষ্য তব,
　　লইনু শরণ চরণে তোমার। ৭।
কি সে যাবে, কৃষ্ণ, দেখিতে না পাই
　　ইন্দ্রিয়-শোষণ এ শোক আমার,
নিষ্কণ্টক রাজ্য ঐশ্বর্য্য ধরায়
　　পেলেও অথবা স্বর্গ রাজ্য আর। ৮।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

হে ভারত! হৃষীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তম্ তম্ উবাচ। প্রহসন্ ইব—যেন ঈষৎ হাসিয়া; কারণ, কত যত্ন উৎসাহে আয়োজন করিয়া, যুদ্ধের ঠিক প্রাক্কালে এই ভাব যেন অস্বাভাবিক। ১০।

ত্বং অশোচ্যান্—যাহার জন্য শোক করা অনুচিত। তাহার জন্য, অন্বশোচঃ—শোক করিতেছ। আবার প্রজ্ঞাবাদান্ ভাষসে চ—প্রজ্ঞাবান্ পণ্ডিতের ন্যায় বাদ, বাক্য, বলিতেছ (৪—৭ দেখ)। কিন্তু পণ্ডিতাঃ গতাসূন্—মৃত। অগতাসূন্ চ—এবং জীবিত। কাহারও জন্য, ন অনুশোচন্তি—শোক করেন না। অসুঃ—প্রাণ।

সঞ্জয় কহিলেন।

এত বলি হৃষীকেশে বীরেন্দ্র পাণ্ডব,
"যুদ্ধ করিব না" বলি হইলা নীরব। ৯।

রণপ্রতীক্ষায় আছে উভয় বাহিনী,
তার মাঝে বীর-সাজে বীরেন্দ্র ফাল্গুনি;
হৃষীকেশ তাঁরে হেন বিষণ্ণ হেরিয়া
কহিলেন তাঁয়, যেন ঈষৎ হাসিয়া। ১০।

মনুষ্যজীবনের শত শত সমস্যা ভগবদ্গীতায় মীমাংসিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কর্ত্তব্যবিমুখের প্রতি কর্ত্তব্য-পালনের উপদেশ একটি প্রধান। কর্ত্তব্য কর্ম্মকে সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম্ম বলে। অর্জ্জুন এখন নিজ কর্ত্তব্য বা স্বধর্ম্ম-পালনে পরাঙ্মুখ। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ যে অর্জ্জুনের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ তাহার কয়েকটি প্রধান কারণ এই ;—

১। দুষ্টদমন ও শিষ্টপালন-জন্য যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। দুর্য্যোধনাদি জ্ঞাতিহিংসা, পরস্বাপহরণ, প্রতারণাদি দুষ্কর্ম্মে রত, অতএব তাহাদিগের দমনের জন্য যুদ্ধ কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

যাহার কারণ শোক উচিত না হয়
গীতারম্ভ। তাহার কারণ শোক কর ধনঞ্জয়!
বিজ্ঞের মতন পুনঃ বলিছ বচন,
নিরখি তোমাতে কিন্তু অজ্ঞের লক্ষণ।
আত্মজ্ঞান। জীবিত অথবা মৃত, কাহারও কারণ
কভু না করেন শোক পণ্ডিত যে জন।
ক্ষাত্রধর্ম্মে ধর্ম্মযুদ্ধে হইয়া উদ্যত
বৃথা শোক মোহে তায় রয়েছ বিরত।
এই রূপ মোহ ভ্রান্তি সর্ব্বানর্থমূল
জগতের জীব যায় হায় রে; আকুল।
গূঢ় তত্ত্ব বিচারিয়া দেখ একবার
শোক-মোহ-হেতু নাই, কৌরব-কুমার! ১১।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২ ॥

২। ধর্ম্মশীলা ধর্ম্মপত্নীকে যে অন্যায় পূর্ব্বক লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা করিয়াছে, তাহার শাসনের জন্য বল-প্রয়োগ সকলেরই ধর্ম্ম।

৩। পরম ধার্ম্মিক জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে প্রতারণার দ্বারা যে অরণ্যচারী করিয়াছে তাহাকে প্রতিফল দিবার জন্য যুদ্ধ করা কনিষ্ঠের অবশ্য কর্ত্তব্য।

৪। পাণ্ডবেরা ন্যায়তঃ প্রাপ্য রাজ্য প্রার্থনা করিলে যখন দুর্য্যোধন বলিল, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র-মেদিনী দিব না, তখন যুদ্ধই অবলম্বনীয়। ইত্যাদি।

অতএব যুদ্ধই কর্ত্তব্য। তজ্জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে বুঝাইতে লাগিলেন। এই স্থানেই প্রকৃত গীতা আরম্ভ।১১।

শোক অনুচিত কেন? যেহেতু ভাবিয়া দেখ, জাতু—কদাচিৎ। অহং ন আসম্—আমি ছিলাম না, ইতি ন তু এব—এরূপ নহে; অর্থাৎ ছিলাম। ত্বং ন আসীঃ—তুমিও ছিলে না। ইতি ন তু এব—ইহাও নহে অর্থাৎ ছিলে। ইমে জনাধিপাঃ—এই সমস্ত রাজগণও। ন আসন্—ছিলেন না, ইতি ন—অর্থাৎ সকলে ছিলেন। অতঃপরম্ সর্ব্বে বয়ম্—দেহান্তের পর আমরা সকলে। ন ভবিষ্যামঃ—থাকিব না, ইতি ন—অর্থাৎ থাকিব।

এই শ্লোকের মর্ম্মসম্বন্ধে দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ আছে।

অদ্বৈতবাদমতে জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন, যে জীব সেই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হইতে জীবের যে ভেদ লক্ষিত হয়, তাহা অবিদ্যাকৃত এবং ব্যবহারিক, স্বপ্নবৎ মিথ্যা। তুমি আমি ও এই রাজগণ আমরা সকলে ছিলাম, আছি ও থাকিব এই ভগবদুক্তির মর্ম্ম, শঙ্করাদি অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মতে, জীব আত্মস্বরূপে ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান, সর্ব্বকালেই স্থায়ী ; অর্থাৎ জীব নিত্য। তবে মূলে যে "বয়ম্" (আমরা) এই বহুবচন আছে, তাহার কৈফিয়তে শঙ্কর বলেন, "দেহ ভেদানুবৃত্ত্যা বহুবচনম্। নাত্মভেদাভিপ্রায়েণ।" দেহভেদানুবৃত্তি বশতঃ বহুবচন, আত্মার বহুত্ব প্রতিপাদন ইহার অভিপ্রায় নহে।

কিন্তু রামানুজাদি বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী বা দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মত অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন, ভগবান্ বলিতেছেন, তুমি, আমি ও বাজগণ—আমরা সকলে

ছিলাম না আমি কভু, এমন ত নয়,
আত্মানিত্য। তুমিও ছিলে না কভু, এও সত্য নয় ;
এই যে ভূপতিগণ কেহ যে ছিল না,
অথবা পরেও আর কেহ থাকিব না,
এমন ত কিছু নয়, কৌরবকুমার !
ছিলাম, আছি ও পরে থাকিব আবার।
দেহ হ'তে আত্মা ভিন্ন, নাশ নাই তার,
এই তত্ত্ব, বুঝ পার্থ, তত্ত্ব সারাৎসার। ১২।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

ছিলাম, আছি ও থাকিব অর্থাৎ আমরা সকলেই নিত্য। "যথা আমি সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা নিত্য, তাহাতে সংশয় নাই, সেইরূপ তোমরাও ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মস্বরূপে নিত্য, ইহাই মর্ম্মার্থ। এইরূপে সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ হইতে জীবাত্মার এবং জীবসমূহের মধ্যে পরস্পর ভেদ পারমার্থিক। ইহা ভগবদুক্তি (রামানুজ)। (৫।১৬ দেখ)। ১২।

আত্মা যে নিত্যবস্তু তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন। যথা অস্মিন্ স্থূলদেহে, দেহিনঃ—জীবের। কৌমারং, যৌবনং, জরা। তথা—তদ্রূপ। জীবের দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ। ধীরঃ তত্র ন মুহ্যতি—ধীমান্ ব্যক্তি সেই দেহান্তরে মুগ্ধ

মরিতেছে জীবগণ দেখি নিরন্তর
মতিমান্! ভাবিও না আত্মায় নশ্বর,
জীবের দেহান্তর।
জীবগণ এই এক(ই) শরীরে যেমন
শৈশবের অবসানে লভয়ে যৌবন,
যৌবনান্তে জরা; তথা আত্মার আশ্রয়
দেহান্তরে। ধীর তাহে মুগ্ধ নাহি হয়।
যৌবনেতে সেই রয়, শৈশবেতে যেই,
যাহা পুনঃ যৌবনেতে বার্দ্ধক্যেতে সেই।
সেই মত, সেই জীব রহে দেহান্তরে,
বুঝিয়া কাতর তুমি না হবে অন্তরে। ১৩।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥

হয় না ; আত্মা জন্মিতেছে বা মরিতেছে মনে করে না। (শ্রী)। দেহী,—দেহ যাহার আছে, জীবাত্মা। ১৩।

যদি বল আত্মা যে নষ্ট হইবে না তাহা যেন বুঝিলাম, কিন্তু তথাপি ভীষ্মাদির দেহান্তর হইলে তাঁহাদের বিয়োগ-জন্য দুঃখ আমায় কাতর করিবে। তজ্জন্য দুঃখসুখোৎপত্তির রহস্য বলিতেছেন। হে কৌন্তেয়! মাত্রাস্পর্শাঃ তু শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ। যদ্দ্বারা বিষয় সকল মিত অর্থাৎ জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা মাত্রা,—ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল। আর ইন্দ্রিয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-বিষয়ের যে স্পর্শ, সংযোগ, যথা—চক্ষুর সহিত দৃশ্য বস্তুর সংযোগ, কর্ণের সহিত শব্দের সংযোগ,—তাহা মাত্রাস্পর্শ। এই সংযোগ শীত উষ্ণ-

---

যদি বল; অনশ্বর বুঝিনু আত্মারে ;
কিন্তু প্রিয় পরিজনে হারায়ে সংসারে
কার চিত্ত শোক দুঃখে না হয় কাতর ?—
দুঃখসুখ-তত্ত্ব তাই কহি নরবর !

সুখ দুঃখের উৎপত্তি।

চক্ষু কর্ণ আদি এই ইন্দ্রিয়-নিচয়,
রূপ রস আদি আর ইন্দ্রিয়-বিষয়।
ইন্দ্রিয়ে বিষয়ে হয় সংযোগ যখন
অন্তরে পদার্থজ্ঞান জনমে তখন
এরূপ সংযোগে মাত্র সমুদ্ভূত হয়
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ আদি ভাবচয়।

সুখদুঃখাদির উৎপাদক। ইহা আগম-অপায়িনঃ—আগম, উৎপত্তি ও অপায়, নাশবিশিষ্ট; আসে আবার যায়। অতএব অনিত্যাঃ। সুতরাং হে ভারত! তান্ তিতিক্ষস্ব—সে সকল সহ্যকর। শীতাতপ-সংযোগের ন্যায় সংসারের সুখদুঃখ অনিত্য, তজ্জন্য মূলে "শীতোষ্ণসুখ-দুঃখদা" এই একটিমাত্র সমস্ত পদ আছে।

মাত্রাস্পর্শে বা বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগে, ইন্দ্রিয়স্থ স্নায়ু-মণ্ডলীতে স্পন্দন উপস্থিত হয়। সেই স্পন্দন স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়াপরম্পরাদ্বারাই মস্তিষ্কে নীত হয়; পরে তথা হইতে কোষ হইতে কোষান্তরে সংক্রমিত হইয়া, বিজ্ঞানময় কোষে (বুদ্ধি ভূমিকায়) উপনীত হয়। পরে যেমন ঘটাদি জড়বস্তু সূর্য্যাদির জ্যোতিঃসংস্পর্শে উজ্জ্বলিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ঐ স্পন্দন বা চিত্তবৃত্তি, বুদ্ধিস্থ আত্মজ্যোতিতে উজ্জ্বলিত হইয়া জ্ঞানাকারে প্রকাশিত হয়, (১৩।১৮ দেখ) কিন্তু সূর্য্যের শ্বেতরশ্মি যেমন রক্তকাচের উপর পতিত হইয়া রক্তবর্ণের প্রতিবিম্ব, হরিতপীতাদি-বর্ণের কাচের উপর, হরিতপীতাদিবর্ণের প্রতিবিম্ব উৎপাদন

এ সংযোগ নিত্য নয়,—আসে পুনঃ যায়;
হে ভারত! ধীরভাবে সহ্য কর তায়।
ধর্ম্মার্থে যে সুখ দুঃখ জন্মে, ধনঞ্জয়!
ধার্ম্মিক তাহাতে কভু বিহ্বল না হয়।
সহ্যের রহস্য তুমি বুঝহ চতুর!
জীবের জীবন যায় হয় সুমধুর। ১৪।

করে, তদ্রূপ নির্ম্মল আত্মজ্যোতিঃ বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির সাহচর্য্যে বিভিন্ন জ্ঞান উৎপাদন করে। সেই জ্ঞান সুখের অবস্থায় সুখাকারে ও দুঃখের অবস্থায় দুঃখাকারে আকারিত হয়; এবং স্বচ্ছ স্ফটিক যেমন রক্ত জবার সংসর্গে রক্তবর্ণ, অপরাজিতার সংসর্গে নীলবর্ণ মনে হয়, তেমনি শুদ্ধ আত্মা সুখদুঃখাদি সেই সেই ভাবের সাহচর্য্যে তাহাদের সহিত অভিন্নভাব লাভ করায়, আত্মাকে সুখী, দুঃখী, কামী, ক্রোধী ইত্যাদি রূপ মনে হয়। এই বিভিন্নতা চিত্তবৃত্তিরূপ উপাধির (Medium এর) বিভিন্নতা জন্য, বাস্তবিক নহে; অতএব সুখদুঃখ অনিত্য। শীতাতপসহনের ন্যায় সে সকল সহ্য করিতে হইবে। দুঃখে অভিভূত না হওয়ার নাম দুঃখ সহ্য করা; আর সুখ উপস্থিত হইলে আনন্দে বিহ্বল হইয়া আত্মহারা না হওয়ার নাম সুখ সহ্য করা। সুখের দিন সকলেরই এক সময় আসে। তখন ভগবানের এই উপদেশটী স্মরণ করিয়া কার্য্য করিতে পারিলে দুঃখের ভার আপনা হইতে অনেক লঘু হইবে। অনন্ত-রত্ন-খনি গীতার এ উপদেশটী একটী মহা রত্ন। পাঠক যত্নে ধারণ করুন।

আর একটী বিশেষ কথা বলিতে বাকি আছে। এখানে সুখভোগ বা দুঃখনিবারণের চেষ্টা, না করিয়া সে সকল সহ্য করিতে বলিতেছেন। সর্ব্বত্রই কি এই নিয়ম? তবে কি সংসারে কেহ সুখে সুখী হইবে না; বা দুঃখ-নিবারণের চেষ্টা করিবে না? তাহা নহে। সুখভোগ

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

করিও না বা দুঃখনিবারণের চেষ্টা করিও না, এমন কিছু নয়। এ শ্লোকের মর্ম্ম এই যে, ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য-পালনে যদি সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হয় ধার্ম্মিক তাহাতে অভিভূত না হইয়া ধীর ভাবে বহন করিবেন। যে সুখে বা দুঃখে বিহ্বল নয়, সে ইহলোকেই মুক্ত, বলা যাইতে পারে।১৪।

এইরূপে সুখ দুঃখ সহনের ফল বলিতেছেন। এতে—এই মাত্রাস্পর্শ সমূহ। যং ন ব্যথয়ন্তি—যাহাকে ব্যথিত করে না। সঃ অমৃতত্বায় কল্পতে—মোক্ষলাভের উপযুক্ত হয়। অমৃতত্ব—মোক্ষ। সমদুঃখসুখ—সুখ এবং দুঃখ যে সমানভাবে বহন করে। ১৫।

তত্ত্ববিচারদ্বারাও সুখদুঃখাদি সহ্য করাই উচিত। কারণ, অসতঃ ভাবঃ ন বিদ্যতে, সতঃ অভাবঃ ন বিদ্যতে।

অস্ ধাতু হইতে সৎ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে বস্তুর জ্ঞানের ব্যভিচার হয় না, অর্থাৎ যাহা একবার আছে বলিয়া বোধ হইলে আর নাই বলিয়া বোধ হয় না,

---

বিষয়ে ইন্দ্রিয়ে এই সংযোগ যাহার
মোক্ষলাভ হৃদয়ে করে না কভু ব্যথার সঞ্চার।
কাহার হয়। ধীর যিনি, সুখ দুঃখ যাঁর সম জ্ঞান,
মোক্ষলাভে যোগ্য সেই পুরুষ-প্রধান। ১৫

যাহা চিরকালই আছে ও থাকিবে, তাহা সৎ। অসৎ তাহার বিপরীত। যেমন শীতল জল উষ্ণদেশে বা উষ্ণ-কালে সুখজনক; কিন্তু তাহা শীতল দেশে ও শীতকালে অসুখজনক; বালক বা যুবার মৃত্যু দুঃখজনক, কিন্তু বৃদ্ধের মৃত্যু নহে; এইরূপ দেশ-কাল-পাত্র ভেদে যাহা দেখা যায়, তাহা অসৎ। অসতোঽনাত্মধর্ম্মত্বাদ্ অবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ন ভাবঃ (শ্রী)। আত্মা সৎ আর শীতোষ্ণাদি কারণবশে উৎপন্ন, অতএব তাহা অসৎ, তাহাদের প্রকৃত সত্তাই নাই। সৎ বা নিত্য আত্মায় অসৎ বা অনিত্য শীতোষ্ণাদি স্থায়ী হইতে পারে না;

সৎ ও অসৎতত্ত্ব।

অসৎ সে সুখ দুঃখ দেখ, ধনঞ্জয়!
দেশ কাল পাত্র ভেদে তাদের উদয়।
তাদের প্রকৃত সত্ত্বা নাই এ সংসারে,
সৎ সে আত্মায় তা'রা স্থায়ী হ'তে নারে।
সৎ ও অসৎ দুয়ে বিপরীত ভাব,
সৎ যাহা কভু তার না হয় অভাব।
অসৎ—অনিত্য যাহা, নিত্য সে অসৎ,
সৎ—নিত্য বস্তু যাহা নিত্য তাহা সৎ।
অসতের সত্ত্বা নাই, অভাব সতের,
তত্ত্বজ্ঞ চরম তত্ত্ব জানে উভয়ের।
অসৎ সে সুখ দুঃখ কালেতে প্রকাশ,
জানি মনে, ধীর ভাবে সহ মহেষ্বাস। ১৬।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ ১৭॥

কারণ সৎ যে আত্মা, অসৎ শীতোষ্ণাদি তাহার বিপরীত ভাবাপন্ন। আর সৎ অর্থাৎ নিত্য যে আত্মা, তাহার কখন অভাব হয় না। (শ্রী)।

ভাব—সত্বা, অস্তিত্ব। অভাব—নাশ, অবিদ্যমানতা।

শঙ্করের ব্যাখ্যা একটু ভিন্নরূপ। যাহা অসৎ, তাহার ভাব অর্থাৎ সত্ত্বা কোন কালেই নাই; আর যাহা সৎ তাহার অভাব অর্থাৎ নাশ কখন হয় না। যাহা নাই, তাহা কখন হয় না; আর যাহা আছে, তাহা কখন নষ্ট হয় না। পদার্থ নিত্য। সুখ দুঃখ বা দেহাদি যদি সত্য হইত, তবে কখনও তাহাদের অভাব হইত না।

তত্ত্বদর্শিভিঃ তু অনয়োঃ উভয়োঃ অন্তঃ দৃষ্টঃ। তৎ—ব্রহ্ম। তাহার ভাব তত্ত্ব। তত্ত্ব যে দর্শন করে সে তত্ত্বদর্শী; ব্রহ্মজ্ঞ (শং)। অন্তঃ—নির্ণয়, সিদ্ধান্ত। দৃষ্ট—জ্ঞাত। ব্রহ্মজ্ঞ সৎ ও অসতের, আত্মা ও অনাত্মার, স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। ১৬।

সৎ বস্তু আত্মার স্বরূপ বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। ইদং সর্ব্বম্—এই সমস্ত অর্থাৎ জগতের সর্ব্ব বস্তু। যেন

কিন্তু সেই বস্তু যাহে এই সমুদয়
আত্মা যা কিছু সংসারমাঝে আছে, ধনঞ্জয়!
অবিনাশী। ব্যাপ্ত, অনুস্যূত সব আছে অনিবার,
জানিও কখন নাশ না হয় তাহার।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্‌যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

ততং—যে আত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত; আত্মা যে সকলের অন্তঃপ্রবিষ্ট। তৎ তু অবিনাশি বিদ্ধি—তাহাকে কিন্তু অনশ্বর জানিবে; তাহা কখনও নষ্ট হয় না। তত—ব্যাপ্ত, অনুপ্রবিষ্ট (৯। ৪—৫ দেখ)। কশ্চিৎ—কেহই। অব্যয়স্য অস্য বিনাশং কর্ত্তুং ন অর্হতি। অব্যয়—যাহার দেহাদির ন্যায় উপচয় অপচয়, বৃদ্ধি ক্ষয় নাই (শং)। ১৭।

নিত্যস্য অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য শরীরিণঃ ইমে দেহাঃ অন্তবন্তঃ উক্তাঃ। নিত্য—সর্ব্বদা একরূপে স্থিত (শ্রী)।

অব্যয়। এই যে অব্যয় আত্মা, নিত্য—নির্ব্বিকার,
কার সাধ্য পারে তারে করিতে সংহার। ১৭।
নিত্য। নিত্য তাহা, সর্ব্বকালে একই ভাবে রয়,
অতএব কোনরূপে নষ্ট নাহি হয়,
অপ্রমেয়। জীবজ্ঞানে প্রমাণে ইয়ত্তা নাহি তার,
স্থূল সূক্ষ্ম এই দেহ যত সে আত্মার;
নশ্বর সে সব দেহ, কহে জ্ঞানিগণ,
নশ্বর দেহের তরে শোক অকারণ।
অবতীর্ণ ধর্ম্মরণে বীরেন্দ্র-কেশরি!
বৃথা শোক মোহে আছ যুদ্ধ পরিহরি,
শোক-মোহ-হেতু নাই, ওহে ধনুর্দ্ধর!
অতএব মোহ ত্যজি করহ সমর। ১৮।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥

অতএব অনাশী—অনশ্বর। অপ্রমেয়—অপরিচ্ছিন্ন (শ্রী), কিম্বা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে যাহার ইয়ত্তা হয় না (শং)। শরীরী—যাহার শরীর আছে, অর্থাৎ জীবাত্মা। শরীরিণঃ—জীবাত্মার। ইমে দেহাঃ—এই সমস্ত দেহ, স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীর। অন্তবন্ত—বিনাশশীল।

হে ভারত! তস্মাৎ যুদ্ধস্ব—অতএব যুদ্ধকর। আত্মা অনশ্বর অতএব ভীষ্মাদিকে মারিয়া ফেল,—এ বাক্যের মর্ম্ম এরূপ নহে। অর্জ্জুন ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও শোকমোহবশতঃ যুদ্ধ করিতেছেন না। তাই ভগবান্ বুঝাইলেন, শোকমোহের হেতু নাই, তুমি যুদ্ধ কর। এখানে যুদ্ধ কর, ইহা বিধি নহে, অনুবাদ মাত্র (শং)। ১৮।

ভীষ্মাদির মৃত্যুনিমিত্ত শোক যে বৃথা তাহা বুঝান হইল; কিন্তু তথাপি অর্জ্জুন মনে করিতে পারেন, আত্মা অনশ্বর হউক, কিন্তু তিনি ভীষ্মাদির বধের কর্ত্তা হইবেন কেন? ১।৩৪ শ্লোকে বলিয়াছেন, এতান্ ন হন্তুম্ ইচ্ছামি।

তুমি হন্তা, ভীষ্ম আদি হত তব করে,—
মিথ্যা এ ধারণা পার্থ, ত্যজহ অন্তরে।
অহন্তা আত্মাকে যে হন্তা বলি করে বিবেচনা,
কিম্বা তারে হত বলি করে যে ধারণা,
অহত। আত্মার স্বরূপ তারা জানে না নিশ্চয়,
আত্মা নাহি হত্যা করে, নাহি হত হয়। ১৯।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥

তজ্জন্য বলিতেছেন, যঃ এনং হন্তারং বেত্তি—আত্মাকে যে হন্তা বলিয়া জানে। যঃ চ এনং হতঃ মন্যতে। তৌ উভৌ ন বিজানীতঃ—তাহারা উভয়েই আত্মতত্ত্ব জানে না। কারণ অয়ম্ আত্মা ন হন্তি, ন হন্যতে—এক আত্মা অন্য এক আত্মাকে বিনাশ করিতে যেরূপ অক্ষম, সেইরূপ এক আত্মা অন্য আত্মা কর্তৃক নষ্ট হইতেও অসমর্থ। ১৯।

পুনশ্চ আত্মার স্বরূপ বলিতেছেন। অয়ম্ আত্মা কদাচিৎ ন জায়তে—জন্মায় না। ন বা ম্রিয়তে—এবং মরে না। এ শ্লোকে "বা" শব্দ "এবং" অর্থে প্রযুক্ত (শ্রী)। ন চ অয়ং ভূত্বা ভবিতা—উৎপন্ন হইয়া যে বিদ্যমানতা, তাহা ইহার নাই; পরন্তু স্বতঃ সৎ রূপে আছেন অর্থাৎ জন্মান্তর নাই। আত্মা যখন স্বতঃ সৎরূপী, তখন তাহার, ভূয়ঃ—পুনরায় অন্যরূপ অস্তিত্ব নাই (শ্রী);

না হয় জনম তার, না হয় মরণ,
আত্মা　জাতবস্তুসম স্থিতি না হয় কখন;
অবিক্রিয়　স্বতঃ সৎরূপী সত্তা, নাহি জন্মান্তর,
বৃদ্ধি নাই, নবভাবে নাহি রূপান্তর,
সদা বর্তমান, নাই জন্ম অপক্ষয়,
শরীরের নাশে তার নাশ নাহি হয়। ২০।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্? ॥ ২১ ॥

অথবা, ন বা ভূয়ঃ—পুনরায় অধিক হয় না, অর্থাৎ বৃদ্ধি নাই (বলদেব)। "নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ" এ স্থলে শঙ্কর-ধৃত পাঠ,—"নায়ং ভূত্বা অভবিতা বা ন ভূয়ঃ।" অয়ম্ আত্মা ভূত্বা পশ্চাৎ অভবিতা, ন চ অভূত্বা ভূয়ঃ ভবিতা (গিরি)। আত্মা প্রথমে জন্মিয়া পরে অভাবযুক্ত অর্থাৎ বিনষ্ট হয় না এবং অভাবযুক্ত হইয়া পুনঃ উৎপন্ন হয় না অর্থাৎ বার বার জন্মমৃত্যুগ্রস্থ হয় না।

ন জায়তে, অতএব অজ। ন ম্রিয়তে, অতএব নিত্য—সর্ব্বকাল বর্ত্তমান, কালের অপরিচ্ছিন্ন (eternal now, unlimited by time)। শাশ্বত—অপক্ষয়শূন্য। পুরাণ—পরিণামশূন্য অর্থাৎ রূপান্তর পাইয়া নব ভাব ধরে না। আত্মা কোন নিমিত্ত বশতঃ উৎপন্ন নহে। যাহা নিমিত্তের অতীত, তাহাতে বিকার বা পরিণাম সম্ভবে না। শরীরে হন্যমানে—শরীর নষ্ট হইলে। ন হন্যতে—নষ্ট হয় না।

আত্মার জন্ম, বিনাশ, জন্মান্তর-অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও পরিণাম—এই ছয় বিকার নাই। ২০।

যঃ এনম্ অবিনাশিনং নিত্যম্ অজম্ অব্যয়ং বেদ—

জন্ম নাই, নাশ নাই, নাই বৃদ্ধি ক্ষয়,—
এ ভাবে তাহারে যেবা জানে ধনঞ্জয়!
করায় কাহারও নাশ, ভাবে সে কেমনে,
ভাবে কিম্বা, কা'রেও সে বধে হে, জীবনে? ২১।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়,
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

জানে। স পুরুষঃ কথং কং ঘাতয়তি, অথবা কং হন্তি—কাহাকেও অন্যের দ্বারা বিনাশ করাইলাম বা স্বয়ং বিনাশ করিলাম, ইহা সে কিরূপে ভাবিতে পারে। ২১।

আর যদি আত্মা নিত্য জানিয়াও দেহের পতনজন্য খেদ কর তাহাও বৃথা। যথা নরঃ জীর্ণানি বাসাংসি বিহায়—ত্যাগ করিয়া। অপরাণি নবানি গৃহ্ণাতি—গ্রহণ করে। তথা দেহী—আত্মা। জীর্ণানি শরীরাণি বিহায়, অন্যানি নবানি শরীরাণি সংযাতি—প্রাপ্ত হয়।২২।

আত্মার অবিনাশিতা বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। শস্ত্রাণি এনং—এই আত্মাকে। ন ছিন্দন্তি—ছেদন করে

দেহের পতনে কিম্বা যদি খেদ হয়,
জন্মান্তর জানিও অপর দেহ মিলিবে নিশ্চয়।
নরগণ জীর্ণ বস্ত্র ছাড়িয়া যেমন
অপর নবীন বস্ত্র করে, হে, গ্রহণ,
সেইরূপ জীর্ণ দেহ করি পরিহার।
অন্য নব দেহ আত্মা করে অধিকার।২২।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২৪॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥ ২৫॥

না। পাবকঃ এনং ন দহতি—দগ্ধ করে না। মারুতঃ—পবন। ন শোষয়তি—শুষ্ক করে না। ২৩।

তাহার কারণ অয়ম্ আত্মা—অচ্ছেদ্যঃ—ছিন্ন হইবার নয়। অয়ম্ অদাহ্যঃ—দগ্ধ হইবার নয়। অক্লেদ্যঃ—জলে আর্দ্র হইবার নয়। অশোষ্যঃ এব চ—শুষ্ক হইবারও নয়। ইহা নিত্যঃ—অবিনাশী। সর্ব্বগতঃ—সর্ব্বত্রগত, স্থাবর জঙ্গম, সর্ব্ব বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট। স্থাণুঃ—স্তম্ভসদৃশ স্থির-স্বভাব। অচলঃ—পূর্ব্বরূপ-অপরিত্যাগী। অয়ম্ সনাতনঃ—অনাদি, অন্য কোন কারণ হইতে উৎপন্ন নহে (শং)।২৪।

অয়ম্ অব্যক্তঃ—চক্ষু রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর।

অস্ত্র না করিতে পারে আত্মায় ছেদন,
আত্মা নির্ব্বিকার। পোড়াইতে নাহি তারে পারে হুতাশন,
আর্দ্র না করিতে পারে কখন সলিল,
শুকাইতে নাহি পারে অথবা অনিল। ২৩।
ছিন্ন, দগ্ধ কিম্বা শুষ্ক হইবার নয়,
সলিলে কখন তাহা সিক্ত নাহি হয়,
অবিনাশী। অবিনাশী, সনাতন, সর্ব্ববস্তুগত;—
সর্ব্বগত। ওতপ্রোত চরাচরে বিরাজে সতত;
স্থাণুতুল্য স্থির, কভু নাহি রূপান্তর, ২৪।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্ ।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

অয়ম্ অচিন্ত্যঃ—মনের অগোচর। অয়ম্ অবিকার্য্য—হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগোচর (শ্রী)। অথবা দুগ্ধ যেমন দধি প্রভৃতি অম্লযোগে বিকৃত হয়, আত্মার সে ভাব হয় না অর্থাৎ নির্ব্বিকার (শং)। উচ্যতে—কথিত হয়। তস্মাৎ এনম্ এবং বিদিত্বা—আত্মাকে এরূপ জানিয়া। অনুশোচিতুং ন অর্হসি। ২৫।

অথ চ—আর যদি। এনং নিত্যজাতং—সর্ব্বদা, দেহোৎপত্তির সহিত উৎপন্ন। বা নিত্যং মৃতং মন্যসে—দেহের বিনাশের সহিত মৃত মনে কর; অর্থাৎ আত্মা

অব্যক্ত। নহে কভু চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় গোচর;
অচিন্ত্য। চিন্তায় স্বরূপ তার বুঝা নাহি যায়,
হস্ত আদি কর্ম্মেন্দ্রিয় তাহারে না পায়,
অবিকার্য্য দুগ্ধ যথা অম্লযোগে লভয়ে বিকার,
তাহার সে ভাব নাই,—নিত্য নির্ব্বিকার;—
আত্মার স্বরূপ এই, জানিয়া অন্তরে
সাজে না তোমারে পার্থ, শোক তার তরে।২৫।
অথবা এরূপ যদি ভাব ধনঞ্জয়!
শরীরের জন্মসনে তার জন্ম হয়,
শরীর-বিনাশে হয় তাহার বিনাশ,
তথাপি অযোগ্য তব শোক, মহেষ্বাস। ২৬।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

যদি অনিত্য বস্তু হয়। তথাপি ত্বং, হে মহাবাহো! এনং শোচিতুং ন অর্হসি। ২৬।

তাহার কারণ, হি—যেহেতু। জাতস্য মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ। মৃতস্য চ জন্ম ধ্রুবম্। ধ্রুব—নিশ্চিত। তস্মাৎ অপরিহার্য্যে অর্থে—অপরিহার্য্য বিষয়ে। ত্বং শোচিতুং ন অর্হসি।

জীবাত্মা বা পুরুষ কর্ম্মানুরূপ ভোগের জন্যই ঐশী নিয়মে দেহ লাভ করে। সাংখ্যকারিকা ১৭ সূত্রে ও গীতা ১৪।৩ টীকা দেখ। দেহস্থ চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় এবং মন বুদ্ধি আদির সাহায্যে জীবাত্মা বিষয় ভোগ করে (১৫।৯ দেখ)। কিন্তু দেহ জড় পদার্থ, জড় বস্তু মাত্রই ক্ষয়শীল (১৫।১৬ দেখ)। কালপ্রভাবে বা রোগ শোক অভিঘাতাদি আগন্তু কারণে যখন তাহার এমন অবস্থা হয় যে, তাহার সাহায্যে আর সময়োপযোগী বিষয়ভোগ হইতে পারে না, তখন জীবাত্মা তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। জীবাত্মা স্থূলদেহ মাত্র ত্যাগ করিয়া যায়, কিন্তু পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া যায় (১৫।৮ দেখ); এবং পূর্ব্বদেহে অবস্থান কালে শুভাশুভ

জন্মিয়াছে যাহা তাহা অবশ্য মরিবে,
জন্মমৃত্যু অনিবার্য্য। মরিয়াছে যাহা তাহা অবশ্য জন্মিবে,
লঙ্ঘিতে এ বিধি কেহ কখন না পারে,
অতএব শোক মোহ সাজে না তোমারে। ২৭।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥
আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।

কর্ম্মসাধনের ফলে, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির যেরূপ গঠন হইয়া থাকে ও তদনুসারে যাদৃশী চিন্তা অন্তরে সর্ব্বদা ক্রিয়া করিতে থাকে, মনোময় সূক্ষ্ম শরীর তদ্ভাবাপন্ন হইয়া, তদনুরূপ বিষয়ভোগের উপযোগী স্থূলদেহ পুনরায় আশ্রয় করে (৮।৬ দেখ) ; অতএব জন্মের পর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর জন্ম, অবশ্যম্ভাবী। মুক্ত জীবের কথা স্বতন্ত্র।২৭।

পদার্থসকলের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলেও বুঝিবে যে শোকমোহের কোন হেতু নাই। দেখ, ভূতানি— স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব বস্তু। অব্যক্তাদীনি—আদি অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বাবস্থা অব্যক্ত, আমাদিগের জ্ঞানের অতীত। ব্যক্তমধ্যানি—মধ্যাবস্থায়, জন্ম ও মরণের মধ্যে, স্থিতি-কালে ব্যক্ত, ইন্দ্রিয় গোচর হয়। অব্যক্তনিধনানি— নিধন, লয়ের পরে আবার অব্যক্ত। সুতরাং তত্র কা পরিদেবনা—সে বিষয়ে শোক বিলাপ কি ? (শ্রী)। ২৮।

আত্মার স্বরূপ ঈদৃশ হইলেও পণ্ডিতেরাও যে মুগ্ধ

উৎপত্তির পূর্ব্বে আর নিধনের পর,
ভূতচয় নাহি হয় ইন্দ্রিয়-গোচর।
মাঝে মাত্র কিছু দিন প্রকাশিত রয়,
এ শোকবিলাপ তায় কেন, ধনঞ্জয়! ২৮।

আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি,
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

হয়েন, তাহার কারণ এ তত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়। তর্কযুক্তিতে বুঝিলেও কথাটা আমাদের হৃদয়ে বড় প্রবেশ করে না। তদ্বিষয়ক বিশ্বাস হৃদয়ে সর্ব্বদা জাজ্জ্বল্যমান, জীবন্ত, প্রস্ফুটিত ব্যাপারে পরিণত হয় না, সুতরাং ভ্রম ঘুচে না। পণ্ডিতের নিকটেও ইহা বিস্ময়ের বিষয় মাত্র।

কশ্চিৎ—কেহ বা। এবং আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি ইত্যাদি। পশ্যতি—দেখে। বদতি—কীর্ত্তন করে। শৃণোতি—শ্রবণ করে। শ্রুত্বা অপি কশ্চিৎ এব চ ন বেদ—কেহ বা দর্শন শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিয়াও বিপরীত ভাবনায় অভিভূত হইয়া জানিতে পারে না (শ্রী)। ২৯।

সুদুর্জ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব কহিনু তোমায়
বহুযত্নে কদাচিৎ ইহা বুঝা যায়,
বুঝিলেও বদ্ধমূল হৃদয়ে না হয়,
চপলা-চমক সম ক্ষণিক উদয়।
থাকুক অন্যের কথা পণ্ডিত যে জন
আত্মতত্ত্ব দুর্নিজ্ঞেয়। এ তত্ত্ব সম্যক্ সেও বুঝে না কখন।
কেহ বা আশ্চর্য্যবৎ করে দরশন,
কেহ বা আশ্চর্য্যবৎ করয়ে কীর্ত্তন,
কেহ বা আশ্চর্য্য হয় করিয়া শ্রবণ,
শুনিয়াও নাহি বুঝে কেহ বা কখন। ২৯।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত ।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥
স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি ।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥৩১॥

অতঃপর আত্মবিষয়ক উপদেশের পসংহার করিতেছেন। হে ভারত! অয়ং দেহী—আ । সর্ব্বস্য দেহে অবধ্যঃ ইত্যাদি। ৩০।

আত্মতত্ত্বের উপসংহার পূর্ব্বক ভগবান্ লৌকিক ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দিতেছেন। অর্জ্জুন বলিয়াছেন, আমার শরীর কাঁপিতেছে (১।২৯) তদুত্তরে বলিতেছেন, স্বধর্ম্মম্ অপি চ অবেক্ষ্য বিকম্পিতুং ন অর্হসি। হি—কারণ। ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ ক্ষত্রিয়স্য অন্যৎ শ্রেয়ঃ ন বিদ্যতে।৩১।

চরাচরে সর্ব্ব দেহে সকল সময়
বিরাজে অবধ্য আত্মা, ভরত-তনয়!
অতএব সর্ব্ব জীব যদি হত হয়,
তথাপি তাহাতে শোক সমুচিত নয়। ৩০।

লৌকিক ধর্ম্ম।

কহিলাম পরমার্থতত্ত্ব, ধনুর্দ্ধর!
লৌকিক ধর্ম্মের কথা শুন অতঃপর।
কম্পিত হতেছ তুমি, কৌরব-কেশরি!
এ নহে উচিত তব স্বধর্ম্ম বিচারি।
এই যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ, এ যুদ্ধের পর
অন্য কিছু ক্ষত্রিয়ের নাহি শ্রেয়ঃতর। ৩১।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥৩২॥
অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৩॥
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥৩৪॥

হে পার্থ! যদৃচ্ছয়া উপপন্নম্—অপ্রার্থিতভাবে প্রাপ্ত। অপাবৃতং স্বর্গদ্বারং—স্বর্গের মুক্ত দ্বারস্বরূপ। ঈদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ লভন্তে। ৩২।

অথ চেৎ—আর যদি। ধর্ম্ম্যং—ধর্ম্মানুগত। ইমং সংগ্রামং ত্বং ন করিষ্যসি ইত্যাদি। ৩৩।

ভূতানি চ—এবং সর্ব্বলোকে। তে অব্যয়াং—দীর্ঘকালব্যাপিনী। অকীর্ত্তিং কথয়িষ্যন্তি। সম্ভাবিতস্য—

ধর্ম্ম রণে পড়ি বীর স্বর্গবাসী হ'ন
স্বর্গদ্বার সমতুল তাই ধর্ম্ম রণ।
অনায়াসে প্রাপ্ত, যেন মুক্ত স্বর্গদ্বার,
হেন যুদ্ধ পায় সুখী ক্ষত্রিয়-কুমার।
কেমনে হইবে সুখী স্বজনে বধিয়া
ভেবেছিলে, এবে পার্থ, দেখ বিচারিয়া। ৩২।
না কর এ ধর্ম্ম রণ মোহেতে মজিয়া
পাপভাগী হবে, ধর্ম্ম কীর্ত্তি খোয়াইয়া। ৩৩।
শাশ্বতী অকীর্ত্তি তব ক'বে কত জন,
মানীর অকীর্ত্তি চেয়ে মঙ্গল মরণ। ৩৪।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥৩৫ ॥
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥৩৬ ॥
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্ ।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৩৭॥

মাননীয় ব্যক্তির। অকীর্ত্তিঃ। মরণাৎ অতিরিচ্যতে—মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক। ৩৪।

মহারথাঃ—দুর্য্যোধনাদি মহারথিগণ। ভয়াৎ রণাৎ উপরতঃ—তুমি ভয়বশতঃ যুদ্ধে নিবৃত্ত। মংস্যন্তে—মনে করিবে। তাহা হইলে, ত্বং যেষাং চ বহুমতঃ ভূত্বা—যে দুর্য্যোধনাদির নিকট মাননীয় হইয়াছিলে। পরে তাহা-দেরই কাছে লাঘবং যাস্যসি—লঘুতা প্রাপ্ত হইবে। ৩৫।

তব অহিতাঃ—শত্রুগণ। বহূন্ অবাচ্যবাদান্—অকথ্য কথা, কুকথা। বদিষ্যন্তি—বলিবে, ইত্যাদি। ৩৬।

২।৬ শ্লোকে অর্জ্জুন বলিয়াছেন জয় ও পরাজয়ের মধ্যে

কি ভাবিবে বল দেখি মহারথিগণে,
প্রাণভয়ে অর্জ্জুন বিরত এই রণে !
তোমারে মহান্ বলি মানিত যাহারা
ক্ষুদ্র বলি তুচ্ছভাবে হেরিবে তাহারা। ৩৫।
শত্রুগণ নিন্দা করি সামর্থ্য তোমার
অকথ্য বলিবে, কিবা দুঃখতর আর ! ৩৬।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৮॥

যে কোনটি শ্রেষ্ঠ, তাহা বুঝিতেছি না, তদুত্তরে বলিতেছেন, হতঃ বা স্বর্গং প্রাপ্স্যসি ইত্যাদি স্পষ্ট। ৩৭।

১।৩৬ শ্লোকে অর্জ্জুন বলিয়াছেন যে দুর্য্যোধনাদিকে বিনাশ করিলে তিনি পাপভাগী হইবেন। কিন্তু যে ভাবে কর্ম্ম করিলে পাপভাগী হইতে হয় না, এক্ষণে তাহা বলিতেছেন। ইহা পশ্চাৎ ব্যাখ্যাত কর্ম্মযোগের উপক্রমণিকা।

হত হও স্বর্গ পাবে, জয়ে রাজ্য ধন,
যুদ্ধার্থ কৌন্তেয়, উঠ দৃঢ় করি মন।
জয় পরাজয় মাঝে কিবা শ্রেষ্ঠতর,
বিশেষ বিচারি এবে বুঝ, বীরবর! ৩৭।
আত্মজ্ঞানে গূঢ়তত্ত্ব বলেছি সকল
বুঝিয়াছ শোক মোহ অজ্ঞানের ফল;
লৌকিক ধর্ম্মের কথা কহিনু বিস্তর,
বুঝিলে যুদ্ধই, পার্থ, তব শ্রেয়স্কর।
কর্ম্মযোগ কথা যবে বলিব তোমায়
বুঝিবে কর্ম্মেও জীব মোক্ষপদ পায়।
পাপভয়ে বড় তুমি হয়েছ কাতর,
ভয় নাই, মম বাক্য ধর, নরবর!
জয়লাভে রাজ্যলাভ, তাহে বহু সুখ,
পরাজয়ে সর্ব্বনাশ, তাহে বহু দুঃখ;

সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা—সুখ ও দুঃখ সমান জ্ঞান করিয়া অর্থাৎ সুখে হর্ষ ও দুঃখে বিষাদ ত্যাগ পূর্ব্বক উভয় অবস্থাতেই স্থির থাকিয়া। এবং সুখ দুঃখের কারণভূত, লাভালাভে—লাভ ও অলাভ। এবং লাভালাভের কারণভূত, জয়াজয়ৌ—জয় ও অজয় (পরাজয়)। তুল্য জ্ঞান করিয়া। ততঃ—তদনন্তর। যুদ্ধায় যুজ্যস্ব—যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও। এবম্—এই ভাবে কর্ম্ম করিলে। পাপং ন অবাপ্স্যসি—পাপভাগী হইবে না।

এ শ্লোকে সংসারের একটী জটিল রহস্য মীমাংসিত হইয়াছে। আমরা সৎ বা অসৎ কর্ম্ম যাহা কিছু করি তাহার ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। সৎকর্ম্মে ইহপরকালে সুখ হইতে পারে, অসৎকর্ম্মে দুঃখ হইতে পারে ; কিন্তু সুখ হউক বা দুঃখ হউক, তাহা আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। ইহা অপরিহার্য্য। এই সুখ দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া শান্তি লাভ করাই পরম পুরুষার্থ ; এবং কি উপায়ে তাহা হইতে পারে, তাহা বুঝাইবার জন্য কত শাস্ত্রকার কত কথা লিখিয়াছেন;

সুখ দুঃখ লাভালাভ ভাবনা এমন
ত্যজিয়া, ধর্ম্মের তরে কর ধর্ম্মরণ।
কর্ম্মে — সুখ দুঃখ লাভালাভ জয় পরাজয়
পাপশূন্যতা। তুল্য ভাবি, ধর্ম্ম যুদ্ধে উঠ, ধনঞ্জয় !
এ ভাবে ধর্ম্মার্থে মাত্র করিলে সমর
পাপভয় নাহি তায়, কুরুবংশধর ! ৩৮।

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥৩৯॥

কিন্তু তথাপি গোল মিটে নাই। ভগবান্ এক কথায় তাহার মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ, কর্ম্ম ভাল বা মন্দ সে বিচারে প্রয়োজন নাই; যদি দেশ-কাল-পাত্রানুসারে তাহা করা কর্ত্তব্য বা ধর্ম্মসঙ্গত হয়, তবে তাহা হইতে সুখ বা দুঃখ কিম্বা লাভ বা ক্ষতি হইবে, সে চিন্তা না করিয়া, কর্ত্তব্যজ্ঞানে, ধর্ম্মবুদ্ধিতে, তাহা করিয়া যাও; তাহার ফল পুণ্য বা পাপ তোমায় ভোগ করিতে হইবে না। যাহার জীবনের যতগুলি কর্ম্ম এই ভাবে সম্পন্ন, সে মুক্তিমার্গে তত দূর অগ্রসর। ৫০—৫৩ শ্লোকে ইহা বিশদভাবে বলিয়াছেন। ৩৮।

অতঃপর কর্ম্মযোগ বলিবেন। ৩৯ ও ৪০ শ্লোক সেই কর্ম্মযোগের গুণানুকীর্ত্তন।

সাংখ্য—যদ্দ্বারা বস্তুতত্ত্ব সম্যক্ প্রকাশিত হয় তাহা সংখ্যা, সম্যক্ জ্ঞান। তাহাতে প্রকাশমান আত্মতত্ত্ব, সাংখ্য। এখন যেমন সাংখ্য বলিলে মহর্ষি কপিলপ্রবর্ত্তিত

আত্মজ্ঞানে উপদেশ দিলাম তোমায়
স্থির চিত্তে অবধান কর সমুদায়।
না হয় তাহাতে যদি জ্ঞানের উদয়
কর্ম্মযোগে উপদেশ শুন ধনঞ্জয়!
অনুরাগ জন্মে যদি অনুষ্ঠানে তার
কর্ম্মের বন্ধন আর রবে না তোমার। ৩৯।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥৪০॥

দর্শনশাস্ত্র বুঝায়, তাহা এই শব্দের প্রাচীন অর্থ নহে। প্রাচীনেরা তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মবিষয়ক জ্ঞানকে সাধারণ ভাবে সাংখ্যজ্ঞান বলিতেন।

সাংখ্যে এষা বুদ্ধিঃ তে অভিহিতা—আত্মতত্ত্ব বিষয়ে এই জ্ঞান তোমাকে কহিলাম। বুদ্ধি—জ্ঞান। তাহাতে যদি তাহা তোমার হৃদয়ঙ্গম না হয়, তবে চিত্তশুদ্ধিদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত (শ্রী) যোগে তু ইমাং বুদ্ধিং শৃণু—কর্ম্মযোগবিষয়ে এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞান (উপদেশ) শ্রবণ কর। কর্ম্মযোগ কি তাহা পরে বলিবেন। যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ—কর্ম্মযোগবিষয়ক যে জ্ঞানে বুদ্ধি দৃঢ় হইলে। কর্ম্ম-বন্ধং প্রহাস্যসি—কর্ম্ম রূপ বন্ধন ত্যাগ করিতে পারিবে।

কর্ম্মবন্ধ—কর্ম্ম রূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম নামে বন্ধন (শং)। কর্ম্ম করিলেই তাহাতে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম হয়, এবং তাহার ফলভোগের জন্য জীবের সংসারে পুনর্জন্ম হয়। সুতরাং কর্ম্মই বন্ধন। ৩৯।

কর্ম্ম দ্বিবিধ সকাম ও নিষ্কাম। লাভালাভ চিন্তা করিয়া আত্মসুখ-সাধনোদ্দেশ্যে যাহা করা হয় তাহা সকাম (৩।৩৭ দেখ)। আর যাহা ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যজ্ঞানে মাত্র (as a duty) করা হয়, তাহা নিষ্কাম। ৪০—৪৬ শ্লোকে সকাম, নিষ্কাম কর্ম্মের তারতম্য বুঝাইতেছেন।

সকাম কর্ম্ম যদি যথাশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত না

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

হয়, তবে তাহা নিষ্ফল; তজ্জন্য সমস্ত পরিশ্রম বৃথা। কিন্তু ইহ—এই বক্ষ্যমাণ কর্ম্মযোগে তাহা হয় না। ইহার অভিক্রমাশঃ নাস্তি—অভি,অভিমুখে ক্রম—গমন,অভিক্রম; উদ্যোগ, আরম্ভ। এই নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান আরম্ভ করিলে, তাহা অসম্পূর্ণ কাম্য কর্ম্মের ন্যায় নিষ্ফল হয় না। (৬।৪০ দেখ) ইহার সম্পাদনে প্রত্যবায়ঃ—বিঘ্নঃ। ন বিদ্যতে। অস্য ধর্ম্মস্য স্বল্পম্ অপি—ইহার "অল্পমাত্র অনুষ্ঠানও। মহতঃ ভয়াৎ ত্রায়তে—সংসার-পাশ রূপ মহাভয় হইতে ত্রাণ করে। ৪০।

ভগবান বুঝাইলেন যে কর্ম্ম সকাম অপেক্ষা নিষ্কাম ভাল; কারণ সকাম কর্ম্ম কোন কারণে যদি নিষ্ফল হয়

কাম্য কর্ম্মে কর্ম্মযোগে প্রভেদ বিস্তর,
সংক্ষেপেতঃ কহি তাহা শুন নরবর।
সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মে প্রভেদ। অসম্পূর্ণ কাম্য কর্ম্মে নাই কোন ফল,
অঙ্গহীন হয় যদি তাহাও বিফল;
কিন্তু এই যোগ, যাহা কহিব তোমায়,
যদ্যপি উদ্যোগ কর তার সাধনায়;
সে প্রয়াস কখন হে বিফলে না যায়,
যথাশক্তি কর নাই প্রত্যবায় তায়।
মানব অত্যল্প তার অনুষ্ঠান করি,
মহা ভয়ে ত্রাণ পায় কৌরব-কেশরি। ৪০।

তবে মনোবেদনার সীমা থাকে না; নিষ্কাম কর্ম্মে সে সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এখানে আপত্তি হইতে পারে, সকাম কর্ম্মে যেরূপ উত্তম থাকে, নিষ্কাম কর্ম্মে তাহা না থাকিতে পারে। এই শ্লোকে তাহা খণ্ডন করিতেছেন।

হে কুরুনন্দন! ইহ, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ একা। "ঈশ্বর-ভক্তির দ্বারা আমি নিশ্চয়ই ত্রাণ পাইব" ঈদৃশী বুদ্ধির নাম ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি (শ্রী)। পশ্চাৎ বুঝা যাইবে ঈদৃশী ঈশ্বর-নির্ভরতাই কর্ম্মযোগের প্রধান অঙ্গ। ইহ—এই কর্ম্মযোগে। তাদৃশী নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠ থাকে; ইহাতে চিত্ত বিবিধ কামনাজনিত চিন্তায় আকুল হইয়া নানাদিকে ধাবিত হয় না। কিন্তু অব্যবসায়িনাম্—যাহাদের তাদৃশী বুদ্ধি নাই, কামনার বশে, আত্মসুখেচ্ছায় কর্ম্ম করে। তাহাদের বুদ্ধয়ঃ—কাম্যকর্ম্মবিষয়িনী বুদ্ধি।

"ঈশ্বর কৃপায় আমি তরিব নিশ্চয়,"
একনিষ্ঠা হেন বুদ্ধি এই যোগে হয়;
অচঞ্চলা সেই বুদ্ধি একই দিকে ধায়
কামনা-চিন্তার স্রোতে ভাসি না বেড়ায়।
কিন্তু পার্থ! কামবশ হৃদয় যা'দের,
সেই একনিষ্ঠা বুদ্ধি না জাগে তা'দের।
কাম্যকর্ম্মে দোষ।　স্বার্থকামী তা'রা করে কামনা অনন্ত
অনন্ত কামনাবশে লালসা অনন্ত,
অনন্ত লালসাবশে অনন্ত পিপাসায়
বহুশাখা বুদ্ধি হায়! নিরন্তর ধায়। ৪১।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥৪২॥

বহুশাখাঃ অনন্তাঃ চ—নানা ভাগে বিভক্ত ও অসংখ্য। যেহেতু সংসারে কামনার বস্তু অসংখ্য।

সকাম কর্ম্মে মন নানা দিকে ধাবিত হয়; কখন অর্থ, কখন যশঃ, কখন প্রতিপত্তি ইত্যাদি কামনা করে। অর্থে লোভ করিলে যশঃ হয় না, যশে লোভ করিলে অর্থ হয় না, ইত্যাদি রূপে কোন দিকেই উৎকর্ষ লাভ হয় না; কিন্তু নিষ্কাম ব্যক্তি কর্ত্তব্যের পথে দৃষ্টি করিয়া এক দিকেই চলিতে থাকে। ৪১।

সকাম অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্ম তিন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। (১) ইহাতে সাফল্য-বৈফল্যের স্থল নাই; (২) বিফল হইলেও মনস্তাপের কারণ হয় না; (৩) মন নানাদিকে ধাবিত হয় না; সুতরাং ইহাই সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয়।

অতএব স্থির চিত্তে শুন ধনঞ্জয়!
কাম্যকর্ম্ম-অনুষ্ঠান কর্ম্মযোগ নয়।
কর্ম্মকাণ্ডে বেদের বিহিত কাম্য কর্ম্ম,
মূঢ়ে কহে ইহা ভিন্ন-নাহি আর ধর্ম্ম;—
সাধিলে বৈদিক কর্ম্ম স্বর্গলাভ হয়,
অপর পরম তত্ত্ব আর কিছু নয়।
কামনার বশীভূত তা'রা স্বার্থপর,
স্বর্গলাভই তাহাদের লক্ষ্য শ্রেষ্ঠতর।

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥৪৩॥

কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম ঈদৃশ মঙ্গলকর ও নিরবদ্য হইলেও সাধারণে তাহা ত্যাগ করিয়া সকাম কর্ম্ম করে কেন? তাহার উত্তর এই যে, মানুষ সাধারণতঃ ভ্রান্ত। তাহারা বেদের কদর্থকারিদের কথায় বিশ্বাস করিয়া ভ্রমে পতিত হয়। ৪২—৪৫ শ্লোকে সেই ভ্রমের নিরাশ করিতেছেন।

অবিপশ্চিতঃ বেদবাদরতাঃ * * * যাম্ ইমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্তি, তয়া অপহৃতচেতসাং ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তানাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।

অবিপশ্চিতঃ—মূঢ়। বেদবাদরতাঃ—যাহারা "বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য না জানিয়া অর্থবাদে রত।" ন অন্যৎ অস্তি ইতি বাদিনঃ—বেদোক্ত কাম্য-কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মব্যতীত আর কিছু ধর্ম্ম নাই, এরূপ যাহারা বলে। তাহারা কামাত্মানঃ—কামবশচিত্ত। এবং স্বর্গপরাঃ—স্বর্গই তাহাদের পরম পুরুষার্থ।

ভোগৈশ্বর্য্য-সাধনের উপায় স্বরূপ
কহে তা'রা কাম্য-কর্ম্ম-কথা বহুরূপ;
কুসুমিতা বিষলতা মনোজ্ঞ যেমন
সে-সকল কথা, পার্থ, মনোজ্ঞ তেমন;—
জন্ম-কর্ম্মফল-প্রদ, শ্রুতি সুখকর,
বহুক্রিয়াপূর্ণ কথা বড় মনোহর।

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪৪॥

জন্ম-কর্ম্ম-ফলপ্রদাং—জন্মই কর্ম্মের ফল, যাহা তাহা প্রদান করে (শং); জন্ম, তত্র কর্ম্ম ও কর্ম্মফল যাহা প্রদান করে (শ্রী)। মর্ম্মার্থ একই। ভোগৈশ্বর্য্য-গতিং প্রতি—ভোগৈশ্বর্য্য-প্রাপ্তির সাধন ভূতা। গতি—প্রাপ্তি। ক্রিয়া-বিশেষ-বহুলাং—বৈদিক ক্রিয়াবিশেষের বাহুল্য যাহাতে। তাদৃশী যাং পুষ্পিতাং—পুষ্পিতা বিষলতা-সদৃশী আপাত-রমণীয়া। ইমাং বাচং—স্বর্গাদিফলশ্রুতি সূচক এই যে বাক্য। প্রবদন্তি—বলে।

ভোগৈশ্বর্য্যে প্রসক্তানাং—আসক্তচিত্ত। এবং তয়া অপহৃতচেতসাং—পূর্ব্বোক্ত বাক্যে হৃতজ্ঞান ব্যক্তিগণের। ব্যবসায়াত্মিকা—একনিষ্ঠা। বুদ্ধিঃ। সমাধৌ ন বিধীয়তে—যাহাতে চিত্ত সমাহিত হয়, তাহা সমাধি, চিত্তের একাগ্রতা, ঈশ্বরাভিমুখত্ব। ন বিধীযতে—উৎপন্ন হয় না। কর্ম্মকর্ত্তৃ-বাচ্যে প্রয়োগ (শ্রী)। তাহাদের একনিষ্ঠা বুদ্ধি ঈশ্বাভি-মুখিনী হয় না (শং)। তাহাদেব অন্তঃকরণে "মোক্ষ-সাধনভূতা কর্ম্মবিষয়া বুদ্ধি" (রামা) একনিষ্ঠ হইয়া স্থিবীভূত হয় না।

ভোগৈশ্বর্য্যে সমাসক্ত অবিবেকিগণ
সে সকল বাক্যে হয় অপহৃত মন ;
তা'দের সে কামবশা বুদ্ধি, ধনঞ্জয় !
কখন ঈশ্বরপ্রতি অচলা না হয়। ৪২—৪৪।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥৪৫॥

এতদংশ যেন একটু বেদনিন্দার মত শুনায়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। বেদে সকল কথাই আছে। কর্ম্ম-কাণ্ডে যেমন সকাম কর্ম্মসমূহের বিধি আছে, জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদে তেমনি সর্ব্বোত্তম আত্মজ্ঞান-বিষয়ক উপদেশও আছে। কাম্য কর্ম্ম এবং আত্মজ্ঞান উভয়ই অধিকারী ভেদে প্রয়োজনীয়। কিন্তু এক সম্প্রদায় আছে, যথা—মীমাংসকগণ, তাঁহারা কেবল কাম্য কর্ম্মেরই পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন, সকাম কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গলাভ করা ভিন্ন আর অন্য পুরুষার্থ নাই। এই মীমাংসকগণকে নিন্দা করিয়াই কৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত উপদেশ দিয়াছেন। ইহা বেদ নিন্দা নহে, বৈদিক উপদেশের কদর্থকারিগণের নিন্দা। ৪২—৪৪।

এ শ্লোকেও কর্ম্মসম্বন্ধে সেই সাধারণ ভ্রমের কথা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ; ইহাদের যে কর্ম্ম তাহা

সত্ত্ব, রজ আর তম এই তিন গুণ,
সে তিন গুণের কর্ম্ম ত্রৈগুণ্য, অর্জ্জুন!
ইহাদের বশীভূত সংসারে যাহারা
কাম ভোগ ইচ্ছা করি কর্ম্ম করে তা'রা।
কাম্যকর্ম্মে সবিশেষ-বিধি সমুদয়
কর্ম্মকাণ্ড বেদের বিষয়, ধনঞ্জয়!
ত্রিগুণের সে বশ্যতা করি পরিহার
ত্যজ যত কাম্য কর্ম্ম, কৌরব-কুমার!

ত্রৈগুণ্য অর্থাৎ কাম্য কর্ম্ম (বল) ; কারণ গুণত্রয়ের বশে, রাগদ্বেষাদির দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সকাম। বেদাঃ ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ—বেদের কর্ম্মকাণ্ড সমূহ সেই কাম্য কর্ম্মের বিষয় লইয়া। কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অভ্যুদয় লাভ হয়, যাহারা সেই অভ্যুদয়-প্রার্থী, বেদের কর্ম্মকাণ্ড তাহাদের জন্য। বেদ শব্দে এখানে কর্ম্মকাণ্ড বুঝাইতেছে (গিরি)। অথবা ত্রিগুণের যে সমষ্টি তাহা ত্রৈগুণ্য। এই সমষ্টি কোথায় দেখি ?—সংসারে। সংসার যাহার বিষয়, প্রকাশয়িতব্য (Subject) তাহা ত্রৈগুণ্য-বিষয় (শং)।

উভয় ব্যাখ্যাই মর্ম্মতঃ এক। কৃষ্ণ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! বেদের কর্ম্মকাণ্ড কাম্যকর্ম্ম বা সংসার প্রতিপাদক। ত্বং তু নিস্ত্রৈগুণ্যঃ ভব—তুমি তাহা অতিক্রম করিয়া নিষ্কাম হও (শ্রী, শং)।

এবং নির্দ্বন্দ্বঃ—সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব রহিত। নিত্যসত্ত্বস্থঃ—নিত্য সত্ত্বগুণাবলম্বী অর্থাৎ ধৈর্য্যশালী (শ্রী)। নির্যোগক্ষেমঃ—অপ্রাপ্ত বস্তু পাওয়ার নাম যোগ এবং প্রাপ্ত বস্তু রক্ষার নাম ক্ষেম ; তদুভয় রহিত, নির্যোগক্ষেম। এবং আত্মবান্—অপ্রমত্ত, স্থিরচিত্ত, হও। ৪৫।

শীত-তাপ, সুখ-দুঃখ, ভাব সমতুল,
অলব্ধ পদার্থলাভে না হও আকুল,
লব্ধ বস্তু রক্ষাতরে ব্যস্ত না হইবে,
স্থির চিত্তে ধৈর্য্যসহ স্বধর্ম্ম পালিবে। ৪৫।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে ।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥৪৬॥

পুনরায় কাম্য কর্ম্মের নিকৃষ্টতার কথা বলিতেছেন। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে (দেশে)—যেখানে সকল স্থানই জলে প্লাবিত ; পুষ্করিণী, কূপ ইত্যাদি সমস্ত জলে ডুবিয়া একাকার (হনুমৎস্বামী)। সেখানে উদপানে যাবান্ অর্থঃ—পুষ্করিণী ইত্যাদিতে যেমন প্রয়োজন। যাহাতে উদক অর্থাৎ জল পান করা যায় তাহা উদপান, পুষ্করিণী প্রভৃতি। তদ্রূপ বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য—পরমার্থতত্ত্ব যে জানিয়াছে (শং), ভগবানে যাহার বুদ্ধি অচলা হইয়াছে (শ্রী) তাদৃশ ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানীর পক্ষে (শ্রী) সর্ব্বেষু বেদেষু—বেদোক্ত কাম্য কর্ম্মসমূহে (শং)। তাবান্ অর্থঃ—তাদৃশ প্রয়োজন। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে, ভগবানে ভক্তি জন্মিলে, বেদের কর্ম্মকাণ্ডে বা কাম্য কর্ম্মসমূহে কোন প্রয়োজন নাই। ৪৬।

প্লাবিত সকল স্থান সলিলে যেখানে
কূপাদির প্রয়োজন যেমন সেখা ন,
তেমনি বৈদিক কর্ম্মে তার প্রয়োজন
পরমার্থ তত্ত্ব, পার্থ ! জেনেছে যে জন।
ভগবানে হয় নিষ্ঠা অচলা যাহার
সকাম কর্ম্মেতে নাই প্রয়োজন তার। ৪৬।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥৪৭॥

অতঃপর ৪৭—৪৮ শ্লোকে কর্ম্মযোগ বুঝাইতেছেন। কর্ম্মণি এব তে অধিকারঃ—কর্ম্মেই তোমার অধিকার আছে। ফলেষু কদাচন মা—কিন্তু সেই কর্ম্মসমূহের ফলে কখন অধিকার নাই। আর কর্ম্মফল যখন তোমার আয়ত্ত নহে, তখন কর্ম্মফলহেতুঃ মা ভূঃ—কর্ম্মে ফললাভই যাহার কর্ম্মে প্রবৃত্তিহেতু, সে কর্ম্মফলহেতু; তুমি তাদৃশ হইও না, ফললাভের আশায় কর্ম্ম করিও না। হেতু—কর্ম্মে প্রবর্ত্তক (নীলকণ্ঠ)। কিন্তু তা' বলিয়া, অকর্ম্মণি তে সঙ্গঃ মা অস্তু—কর্ম্ম না করিতেও যেন তোমার নিষ্ঠা না হয়। ২।৬৪ ও ৩।৪—৮ দেখ। কর্ম্ম শব্দে এখানে সাধারণ কর্ম্ম মাত্রকেই বুঝাইতেছে।

ইহাই প্রসিদ্ধ কর্ম্মযোগ। শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে দুই মহদুপদেশ ও শেষার্দ্ধে দুই মহদাজ্ঞা। ভগবানের এই

কর্ম্মেই তোমার পার্থ, আছে অধিকার,
কর্ম্মযোগ। কর্ম্মফল কভু নয় আয়ত্ত তোমার।
অতএব যাহা কিছু, কর হে পাণ্ডব!
ফলের আশায় মাত্র না কর সে সব।
চাহিবে না ফল, কিন্তু শুন তথ্য সার
কর্ম্মত্যাগে ইচ্ছা যেন না হয় তোমার।
যেমনি দোষের কর্ম্মফলে অনুরাগ,
তেমনি দোষের পুনঃ কর্ম্মেতে বিরাগ। ৪৭।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮॥

উপদেশ ও এই আজ্ঞা যেখানেই উপেক্ষিত হইয়াছে বা হইতেছে, সেই খানেই অমঙ্গল নিশ্চিত। ৩ অধ্যায় ২০—২৩, ৩১ ও ৩২ শ্লোক দেখ। ৪৭।

কি ভাবে কর্ম্ম করিতে হয় সে সম্বন্ধে দুইটী বিধি বলিতেছেন। (১) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমঃ ভূত্বা যোগস্থঃ (সন্) কর্ম্মাণি কুরু। (২) সঙ্গং ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি কুরু। যোগ কি?—সমত্বং যোগঃ উচ্যতে।

কর্ম্ম সিদ্ধিতে হর্ষ ও অসিদ্ধিতে বিষাদ ত্যাগ করিয়া, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সমান জ্ঞান কর। এই সমত্বই যোগ (শং)। এইরূপ যোগস্থ হইয়া "কেবল ঈশ্বরার্থে" (শং)। এবং সঙ্গং ত্যক্ত্বা—আমি "করিতেছি" এরূপ অভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর (মধু)।

কর্ম্মযোগের উপরোক্ত দুইটি বিধি ব্যতীত, আর একটি বিধি আছে, শঙ্কর তাহার উল্লেখ করিযাছেন,—"কেবল ঈশ্বরার্থে"। এই তৃতীয় বিধিই সর্ব্বপ্রধান। ৩৯ শ্লোকে এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা আছে। ৪৮।

সিদ্ধ হয় কর্ম্ম যদি অসিদ্ধ বা হয়
উভয়ে যে তুল্যজ্ঞান তাবে "যোগ" কয়।
না ভাবি অসিদ্ধি সিদ্ধি, যোগস্থ হইয়া,
"আমি করি এই কর্ম্ম"—এ জ্ঞান ত্যজিয়া,
আর কর্ম্মে ফলতৃষ্ণা ত্যজি ধনঞ্জয়,
ঈশ্বর সেবার্থে মাত্র কর সমুদয়। ৪৮।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥৪৯॥
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥৫০॥

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগাৎ কর্ম্ম দূরেণ হি অবরম্—এই যে কর্ম্মসিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে তুল্য বুদ্ধি রূপ যোগ (শং) ঈশ্বরার্পিতবুদ্ধি নিষ্কাম কর্ম্মযোগ (শ্রী) ইহা হইতে অন্য কর্ম্ম (রামা) অর্থাৎ কাম্য কর্ম্ম (শ্রী) নিশ্চয়ই অত্যন্ত নিকৃষ্ট। অবর—নিকৃষ্ট। অতএব বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ—কর্ম্মযোগ-বুদ্ধির আশ্রয় কামনা কর; লাভালাভাদি চিন্তা না করিয়া, ধর্ম্মবুদ্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠানে যেন মতি থাকে, এরূপ প্রার্থনা কর। ২।৩৮ দেখ। ফলহেতবঃ—ফলকামিগণ। কৃপণাঃ—দীন, ক্ষুদ্রাশয়। ৪৯।

বুদ্ধিযুক্তঃ—পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মযোগবিষয়িনী বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি। ইহ লোকেই উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে জহাতি—পুণ্যপাপ উভয়ই ত্যাগ করে, কর্ম্মোৎপন্ন পুণ্যপাপের ভাগী হয় না। তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব—ঈশ্বরে চিত্তার্পণ পূর্ব্বক কর্ম্মযোগসাধনে প্রবৃত্ত হও। যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং—কর্ম্ম সংসারবন্ধনের হেতু হইলেও ঈশ্বরার্পিতচিত্তে অনুষ্ঠিত

এভাবে যে কর্ম্ম করা, তা' হতে নিশ্চয়
অত্যন্ত নিকৃষ্ট, পার্থ! কাম্য কর্ম্মচয়।
কর বাঞ্ছা কর্ম্মযোগে রয় যেন মতি;
ফলাকাঙ্ক্ষী যারা, তা'রা ক্ষুদ্রাশয় অতি। ৪৯।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥৫১॥
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥৫২॥

কর্ম্ম মোক্ষের সাধনভূত হয়। কর্ম্মসাধনে এই যে কৌশল বা চাতুর্য্য, ইহারই নাম যোগ (শ্রী)। ৫০।

পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিনঃ—জ্ঞানিগণ। কর্ম্মজং ফলং—কর্ম্মফল, পাপ পুণ্য। ত্যক্ত্বা। জন্মরূপ বন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্তাঃ—মুক্ত হইয়া। অনাময়ং পদং গচ্ছন্তি—সর্ব্বোপদ্রব শূন্য মোক্ষপদ লাভ করে। ২।৩৮ দেখ। ৫১।

নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে কখন সেই মোক্ষপদ লাভ হয়, বলিতেছেন। "এই আমি, আর ইহা আমার," এই জ্ঞানের নাম মোহ। এই মোহ বশতঃই "ইহা আমি

<u>নিষ্কামীর</u> এ নিষ্কাম ভাব হৃদে বদ্ধমূল যার
<u>পাপপুণ্য</u> পাপ পুণ্য এ সংসারে না হয় তাহার।
<u>হয় না</u>। অতএব ভগবানে অর্পিয়া হৃদয়
কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান কর, ধনঞ্জয়!
"যোগ"—কর্ম্ম অনুষ্ঠানে এই যে কৌশল,
নষ্ট হয় তাহে কর্ম্মবন্ধন সকল। ৫০।

<u>কর্ম্মযোগে</u> এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত যাহারা সংসারে
<u>মোক্ষ</u>। কর্ম্মফল তাহাদিকে পরশিতে নারে।
মুক্ত হ'য়ে জন্মরূপ সংসার-বন্ধনে,
শান্তিধামে চলি যায় সেই জ্ঞানিগণে। ৫১।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥৫৩॥

করিলাম ও ইহার ফল আমি ভোগ করিব," এরূপ মনে হয়। ইহা হইতে কর্ম্মফলে তৃষ্ণা উপস্থিত হয়। কিন্তু নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমশঃ সেই অহংজ্ঞান ও তজ্জনিত মোহ দূরীভূত হয়। তখন ভগবানে চিত্ত স্থির অর্থাৎ সমাধি হয়; এবং সমাধি হইলে মোক্ষ লাভ হয়। ৮।৭ দেখ। ৫২—৫৩ শ্লোকে এই কথাই বলিতেছেন।

যদা তে বুদ্ধিঃ মোহকলিলং—ফলাসক্তির হেতুভূত মোহরূপ কলিল, গহন বা দুর্গম বন। ব্যতিতরিষ্যতি—পরিত্যাগ করিবে; অন্তঃকরণে "অহং, মম" ভাব থাকিবে না। তদা—তখন। শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ—কর্ম্ম-ফলসম্বন্ধে যাহা শুনিবে ও যাহা শুনিয়াছ। তাহাতে নির্ব্বেদং গন্তাসি—বৈরাগ্য লাভ করিবে। ৫২।

এবং, শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে বুদ্ধিঃ—শ্রুতি অর্থাৎ নানা-

সহসা না মিলে কভু সেই শান্তিধাম
কখন না রয় সেখানে শান্তি, যেথা রয় কাম।
মোক্ষলাভ "অহং মম" জ্ঞান হ'তে মোহের উদয়,
হয়। মোহ হ'তে ফলতৃষ্ণা জন্মে ধনঞ্জয়!
কর্ম্মযোগ সাধনায় যবে শুদ্ধ মন
মোহের গহন সেই করিবে বর্জ্জন,
কাম্য কর্ম্ম বিষয়ে যা' শুনেছ, শুনিবে,
সে সবে তখন তব বিরাগ জন্মিবে। ৫২।

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪॥

বিধ লৌকিক-বৈদিকার্থ শ্রবণ (শ্রী); তদ্দ্বারা বিপ্রতিপন্না, বিক্ষিপ্তা তোমার বুদ্ধি। কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের ফলে নিশ্চলা—অন্য বিষয় দ্বারা অনাকৃষ্টা। অতএব অচলা—অভ্যাসবশে স্থির হইয়া (শ্রী)। যদা সমাধৌ স্থাস্যতি—যখন ভগবানে স্থাপিত হইবে। তদা যোগম্ অবাপ্স্যসি—তখন জীব ও পরমাত্মার একতারূপ যোগ (মধু) বা আত্ম-দর্শনরূপ যোগ (রামা) লাভ করিবে অর্থাৎ যোগী হইবে।

সমাধি—যাহাতে চিত্ত সমাহিত, স্থাপিত হয়, তাহা সমাধি—পরমেশ্বর (শ্রী) বা পরমাত্মা (শং)। ৫৩।

যোগীর প্রচলিত অর্থ জ্ঞানমার্গাবলম্বী সন্ন্যাসী। কিন্তু ভগবান্ কহিলেন, নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে যাঁহার বুদ্ধি স্থির হইয়া ঈশ্বরে বা পরমাত্মায় স্থাপিত হয়, তিনি যোগী হয়েন। যোগীর এই নূতন অর্থ শুনিয়া, অর্জ্জুন যোগীর প্রকৃত লক্ষণ জানিবার ইচ্ছায় বলিতেছেন।

বহু বহু লৌকিক বৈদিক কর্ম্মফল
শ্রবণে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত চঞ্চল।
কর্ম্মযোগ সাধনায় সেই বুদ্ধি যবে
আকৃষ্ট বিষয়রসে আর নাহি হবে,
অভ্যাসে অভ্যাসে হবে ভগবানে স্থির,
তবে তব যোগ লাভ হবে কুরুবীর।৫৩।

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥৫৫॥

হে কেশব! স্থিতপ্রজ্ঞস্য সমাধিস্থস্য কা ভাষা ?—পূর্ব্বোক্তরূপ নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে যাঁহার প্রজ্ঞা অর্থাৎ বুদ্ধি স্থিতা,—স্থির হওয়াতে, সমাধিস্থ হয়,—ভগবানে স্থাপিত হয়, তাঁহার ভাষা অর্থাৎ লক্ষণ কি ? জ্ঞানবাদী শঙ্কর বলেন—"আমিই ব্রহ্ম" ইত্যাকার জ্ঞান যাঁহার হয়, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। ঈশ্বরারাধনা-লক্ষণ কর্ম্মযোগের চরম ফল এই জ্ঞান। (৪।৯, ১০ ও ৩৩ দেখ)। স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত—স্থিতপ্রজ্ঞ কি ভাবে কথা বলেন। কিম্ আসীত—কি ভাবে অবস্থান করেন। ব্রজেত কিম্—এবং কি ভাবে গমন অর্থাৎ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ৫৪।

৫৫ শ্লোক হইতে অধ্যায় শেষ পর্য্যন্ত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণাদি বলিতেছেন, এবং সেই সঙ্গে আত্মজ্ঞান-লাভের উপায় স্বরূপ সাধন ও ব্যবহারাদিও বলিতেছেন।

অর্জ্জুন কহিলেন।

কৃষ্ণ হে, পরমেশ্বরে চিত্ত রহে যাঁর,—
স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি ? স্থিরবুদ্ধি যোগী যিনি,—কি লক্ষণ তাঁর ?
কি ভাবে কহেন তিনি কিরূপ বচন,
ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখি রহেন কেমন,
কি ভাবে বা বিচরণ করেন সংসারে ?—
হে কেশব! কৃপা করি বলহ আমারে। ৫৪।

৫৫—৫৬ শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের স্বরূপ বলিতেছেন। হে পার্থ! সাধক, যদা মনোগতান্—যখন মনোগত, অন্তরে প্রবিষ্ট। সর্ব্বান্ কামান্—সমস্ত কাম্যবস্তুর অভিলাষ। প্রজহাতি—সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করে। এবং আত্মনি এব আত্মনা তুষ্টঃ—আপনা আপনি তুষ্ট; সুখলাভের জন্য বাহ্য কোন বিষয়ের প্রত্যাশা না রাখিয়া যথালাভে তুষ্ট, আত্মারাম হয় (৩।১৭ দেখ)। তদা স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে।

স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ সংসারের সর্ব্বভোগ ত্যাগ করেন, ইহা এ শ্লোকের মর্ম্ম নহে। অমুক বস্তু আমার চাই, ঈদৃশ আকাঙ্ক্ষা পোষণ না করিয়া যে যদৃচ্ছালাভে তুষ্ট, তাহার বুদ্ধি ঈশ্বরে অর্পিত হইয়াছে; সে রাগ দ্বেষ হর্ষ বিষাদে

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

কামনা করিয়া নর ভোগ্যবস্তু কত
লালায়িত এ সংসারে হায়! অবিরত॥
কাম্য-বস্তু তরে এই পিপাসা প্রবল
তা' হতে জগতে যত দুঃখ অমঙ্গল।
মনোগত সেই যত কাম, ধনঞ্জয়!
আকাঙ্ক্ষা- যে জন যখন ত্যাগ করে সমুদয়,
ত্যাগে স্থিত- সংসারের কোন বস্তু প্রত্যাশা না করে,
প্রজ্ঞতা আপনা আপনি তুষ্ট আপন অন্তরে;
লাভ হয়। এই ভাবে আত্মারাম যখন সে হয়
পণ্ডিত সকল তারে স্থিতপ্রজ্ঞ কয়॥৫৫॥

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥৫৬॥

অচঞ্চল, ধীর, শান্ত। এ মার্গে যে যতটুকু অগ্রসর, সংসারে দুঃখের মাত্রা তাহার তত অল্প (২।৭১ দেখ)। ৫৫।

যে দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ—অক্ষুব্ধচিত্ত। সুখেষু বিগতস্পৃহঃ—বিষয় সুখের প্রতি স্পৃহাশূন্য। বীতরাগভয়-ক্রোধঃ—যাহার অন্তরে রাগ, ভয় ও ক্রোধ নাই। ঈদৃশ মুনিঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে।

দুঃখে যে কাতর হয়, সেই দুঃখী। যে তাহাতে উদ্বিগ্ন হয় না, সে দুঃখজয়ী। তাহার দুঃখ থাকে না। ইহা দুঃখনাশ ও সুখবৃদ্ধির অন্যতর উপায়। অন্যপক্ষে, সুখ-ভোগের জন্য যাহার স্পৃহা যত বলবতী সে, তত দুঃখী।

পূর্ব্বশ্লোকে অপ্রাপ্ত ভোগ্যবস্তু পাইবার জন্য কামনা নিষিদ্ধ হইয়াছে, এখানে প্রাপ্ত বিষয়ের প্রতি স্পৃহা নিবারিত হইল। এই কামনা ও স্পৃহাই সকল দুঃখের হেতু এবং এই দুইই পরিত্যাজ্য, ভোগ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য নহে (৩।৮ দেখ)।

রাগ—প্রাপ্ত বিষয়ের প্র ত আসক্তি। ভয়, ক্রোধ—প্রিয় বস্তুর বিঘ্ন সম্ভাবনায়, তন্নিবারণে আপনাকে অক্ষম

দুঃখ উপস্থিত হ'লে উদ্বিগ্ন না হয়,

স্থিতপ্রজ্ঞ কিম্বা যার সুখভোগে লালসা না রয়,

সুখ দুঃখে রাগ, ভয়, ক্রোধ নাই হৃদয় মাঝারে,

অবিচল। ঈদৃশ যে মুনি বলে স্থিতপ্রজ্ঞ তারে।৫৬।

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৭॥

বোধ করিলে, অন্তরে যে দীন ভাবের উদয় হয়, তাহা ভয়; ও তন্নিবারণে সক্ষম বোধ করিলে, যে দীপ্ত ভাবের উদয় হয়, তাহা ক্রোধ। স্থিতধীঃ—স্থিতপ্রজ্ঞ। ৫৬।

কিম্ প্রভাষেত, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন। যে ব্যক্তি পুত্র, মিত্র, দেহ, প্রাণ ইত্যাদি সর্ব্বত্র অনভিস্নেহঃ—স্নেহবর্জ্জিত। এবং তৎ তৎ শুভাশুভং প্রাপ্য—সেই সেই বিষয়ে শুভাশুভ প্রাপ্ত হইলে। ন অভিনন্দতি—শুভ ঘটিলে আনন্দিত হয় না। অথবা অশুভ ঘটিলে, ন দ্বেষ্টি—অসন্তোষ প্রকাশ করে না। তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা—তাহার বুদ্ধি ভগবানে স্থির হইয়াছে। সে সদানন্দ; রাগ, দ্বেষ, হর্ষ, বিষাদের বশীভূত নয়, সুতরাং যাহা নিরপেক্ষ ও ধর্ম্মসঙ্গত, সেইরূপ কথাই কহিয়া থাকে। ৫৭।

দেহ, প্রাণ, পত্নী পুত্র গৃহাদি যে আর
এ সকলে স্নেহ নাই সংসারে যাহার,
হর্ষ নাই সে সবার ঘটিলে মঙ্গল,
দুঃখ নাই কিম্বা যদি ঘটে অমঙ্গল,
স্থিতপ্রজ্ঞের সম্ভাষণ। আনন্দ বিষাদ নাই, নিত্য প্রীতিময়,
তার বুদ্ধি ভগবানে অবিচল হয়।
রাগ ভয়াদিতে চিত্ত কলুষিত নহে,
নিরপেক্ষভাবে সদা হাসি কথা কহে।৫৭।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥৫৮॥

"কিম্ আসীত" এই প্রশ্নের উত্তরে ৫৮—৬৩ এই ছয় শ্লোক। কূর্ম্মঃ অঙ্গানি ইব—কচ্ছপ তাহার অঙ্গ সমূহের ন্যায়। যদা চ অয়ং স্থিতপ্রজ্ঞঃ ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সংহরতে—ইন্দ্রিয়গণকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহ হইতে সঙ্কুচিত করে। তদা তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

এ শ্লোকে কচ্ছপের উপমার প্রতি মনোযোগ আবশ্যক। কচ্ছপ তাহার হস্ত পদাদি সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, ধ্বংস করে না; আবাব সময় মতে তদ্দ্বারা আবশ্যক কার্য্য সকল করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। তাহাদের সংযমই ধর্ম্ম, ধ্বংস নহে। ৫৮।

অতঃপর কহি, পার্থ! কর অবধান
স্থিতপ্রজ্ঞের কি ভাবে সে স্থিতপ্রজ্ঞ করে অবস্থান।
স্থিতি কূর্ম্ম যথা নিজ অঙ্গ সঙ্কুচিত করে
কচ্ছপের সে ভাবে যে জন নিজ ইন্দ্রিয়-নিকরে
ন্যায় ভোগের বিষয় হ'তে ফিরাইয়া আনে,
জানিও তাহার বুদ্ধি স্থির ভগবানে।
ইন্দ্রিয়ের বশে ভ্রমে মূঢ়মতিগণ,
ইন্দ্রিয়ে স্ববশে রাখি ভ্রমেণ সে জন।
সংযমীর সংযমিত ইন্দ্রিয় সকল
নিয়োজিত হয় পার্থ, ধর্ম্মার্থে কেবল ৫৮।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥৫৯॥

একটী অবস্থা আছে যাহাতে উপভোগ যায়, কিন্তু কামনা যায় না ; যেমন জরাগ্রস্ত বা আতুর ব্যক্তির উপভোগের সাধ্য থাকে না কিন্তু বাসনা থাকে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও শোচনীয় অবস্থা আছে। লোকনিন্দাভয়ে বা পবিত্র চরিত্রের ভাণ করিয়া বা অযথা কালে সন্ন্যাসাদি ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, অনেকে ভোগ ত্যাগ করে, কিন্তু বাসনা ত্যাগ করিতে পারে না। তার পর একদিন বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া পাপের স্রোতে সব ভাসিয়া যায়। এইরূপ মানসিক অবস্থা বড় শোচনীয়। ঈশ্বরে অনুরাগ না জন্মিলে ইহা দূরীভূত হয় না। এই তত্ত্ব বুঝাইয়া বলিতেছেন নিরাহারস্য ইত্যাদি।

ছাড়িয়াছে কেবল যে বিষয়-সম্ভোগ
ভোগত্যাগ মাত্রে তার সিদ্ধ নহে যোগ।
কঠোর সাধনে রত মূঢ়মতিগণ
ভোগত্যাগ সাহঙ্কারে উপভোগ করে হে, বর্জ্জন ;
মাত্রে তৃষ্ণা অথবা আতুর যেবা উপবাসী রয়,
যায় না। আর যে স্থবির, ভোগে শক্তিহীন হয়,
ইহাদেরও ভোগ যায়, যায় না কামনা ;—
স্থিতপ্রজ্ঞ মাঝে নয় তাদের গণনা।
কিন্তু যে হৃদয়ে ব্রহ্ম-দরশন পায়
কামনার রসও তার শুকাইয়া যায়।৫৯।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥৬০॥

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়-গ্রহণের নাম আহার (শ্রী)। সুতরাং নিরাহার শব্দে সাধারণতঃ উপবাসী ব্যক্তিকেও বুঝায় এবং জরা, পীড়া বা ব্রতাদির নিমিত্ত আহার বা অন্যান্য ভোগত্যাগী ব্যক্তিকেও বুঝায়। নিরাহারস্য দেহিনঃ—উপবাসী বা ভোগত্যাগী ব্যক্তির। বিষয়াঃ বিনিবর্ত্তন্তে—বিষয় ভোগ নিবৃত্ত হয়। কিন্তু রসবর্জ্জং —রস, রাগ তৃষ্ণা; তদ্বর্জ্জ, তদ্ব্যতীত; অর্থাৎ তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু পরং দৃষ্ট্বা—পরমেশ্বরকে দৃষ্টি অর্থাৎ উপলব্ধি করিলে। অস্য রসঃ অপি নিবর্ত্ততে—তাহার তৃষ্ণা পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হয়। অন্তরে ঈশ্বরতত্ত্ব উপলব্ধি হইলে, বিষয়ভোগে সুখ লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা আর থাকে না, তখন বুদ্ধি ভগবানে স্থির হয়। ৫৯।

কিন্তু ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে না পারিলে বুদ্ধির চঞ্চলতা যায় না। অতএব ইন্দ্রিয়-সংযমের জন্য বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। কারণ, প্রমাথীনি ইন্দ্রিয়াণি, যততঃ বিপশ্চিতঃ পুরুষস্য অপি মনঃ—যত্নশীল জ্ঞানীরও মনকে।

সর্ব্ব সাধনার মূল ইন্দ্রিয়-দমন,
কিন্তু পার্থ, সুদুষ্কর তাদের শাসন।
ইহারা যতনশীল বিবেকী যে জন
তাঁহারও মথিয়া চিত্ত, বলে হরে মন।৬০।

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬১॥

প্রসভং হরন্তি—বলপূর্ব্বক হরণ করে। প্রমাথী—যাহা হৃদয়কে মথিত করিয়া অন্যের বশীভূত করে। ৬০।

যত্ন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণকে বাহিরে সংযত করিয়া ভোগ-ত্যাগ করিলেও তাহারা যদি মনকে বলপূর্ব্বক হরণ করে, তবে জ্ঞানী কি উপায়ে ইন্দ্রিয় জয় করেন, বলিতেছেন।

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য—সেই ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া। যুক্তঃ—স্থিতপ্রজ্ঞ যোগী (শ্রী)। মৎপরঃ আসীত—আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া স্থিতি করে। কারণ—হি। ইন্দ্রিয়াণি যস্য বশে, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

কেবল বাহিরে ইন্দ্রিয় সংযত করিলে, ইন্দ্রিয়-জয় হয় না; মন ঈশ্বরে নিবিষ্ট হওয়া (মৎপর) আবশ্যক। মন স্বভাবতই বিষয়-প্রবণ। সে কোন না কোন বিষয় অব-লম্বন না করিয়া থাকে না। সাধারণ অবস্থায় মন ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়কে আশ্রয় করে; কিন্তু বাহিরের ভোগ্য পরিত্যক্ত হইলে সে কি অবলম্বন করিবে? সুতরাং

সেহেতু ইন্দ্রিয়গণে, কৌরব-কেশরি!
ভোগের বিষয় হ'তে বিনিবৃত্ত করি,
স্থিতপ্রজ্ঞের আমাতে অর্পণ করি চিত্ত জ্ঞানবান্
চিত্ত স্থিতপ্রজ্ঞ যোগীবর করে অবস্থান।
ঈশ্বরে। ইন্দ্রিয় সকল রহে বশীভূত যার।
জানিও অর্জ্জুন, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা তার।৬১।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২॥
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥৬৩॥

তখন তাহাকে ঈশ্বরে নিবিষ্ট করিতে হয়। ভগবদ্ধ্যান, তত্ত্বালোচনা, ভাগবৎ-শ্রবণ, কীর্ত্তন, নিঃস্বার্থে লোকহিত-কর কর্ম্ম ইত্যাদি বিষয়ে মনকে ব্যাপৃত রাখিতে হয়। (১২ অঃ ৮—১০ দেখ)। নতুবা পতন অবশ্যম্ভাবী। ৬২—৬৩ শ্লোকে সেই পতনের কথা বলিয়াছেন। ৬১।

বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসঃ—যে বাহিরে ভোগ ত্যাগ করিয়া, মনে মনে তদ্বিষয় চিন্তা করে, তাহার। তেষু সঙ্গঃ

যদিও বাহিরে ভোগ করে বিসর্জ্জন,
কিন্তু যে আমাতে চিত্ত না করি অর্পণ
মনে মনে চিন্তা করে ভোগের বিষয়
তার সর্ব্বনাশ, পার্থ! জানিও নিশ্চয়।
যে বিষয়ে অনুধ্যান সতত যাহার,
বিষয় তাহাতে আসক্তি জন্মে হৃদয়ে তাহার;
চিন্তায় দোষ আসক্তি হইতে ভোগ-লালসা উদয়,
না পেলে সে কাম্যবস্তু ক্রোধ উপজয়,
ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞান নষ্ট, নরবর!
না হয় স্মরণ তাহে হেতু পূর্ব্বাপর,
স্মৃতি নষ্ট হলে, বুদ্ধি নষ্ট ধনঞ্জয়!
বুদ্ধি নষ্ট হ'লে জীব সমুৎসন্ন হয়।৬২—৬৩।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্ ।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥৬৪॥

উপজায়তে—সেই বিষয়ে আসক্তি জন্মে। সঙ্গাৎ কামঃ সংজায়তে। কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে। কাম, ক্রোধ—৩।৩৭ দেখ। ক্রোধাৎ সম্মোহঃ—কার্য্যাকার্য্য জ্ঞানের অভাব। ভবতি। সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। কোন বিষয়ের সুমীমাংসা করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বাপর আনুষঙ্গিক বিষয় সমূহ স্মরণ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিতে হয়। সম্মোহ উপস্থিত হইলে, সেই স্মৃতি নষ্ট হয়। সুতরাং স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ। বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি—বুদ্ধি নষ্ট হইলে উৎসন্ন হয়।৬২—৬৩।

কোন বস্তু উপভোগ কর বা না কর, তদ্বিষয়ে, আসক্তি ও লালসাই সর্ব্ব অনর্থের মূল। নতুবা বিষয় ভোগ করিয়াও যদি তাহাতে আসক্তি না থাকে, তবে তাহা দোষের হয় না। জিতেন্দ্রিয় হইতে হইলে যে ভোগ ত্যাগ করিতে হয়, তাহা নহে। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ বিষয় ভোগ করেন,

---

কি কাজ ত্যজিয়া ভোগ, তৃষ্ণা যদি রয় ?
সেই ধন্য, যে অর্জ্জুন, তৃষ্ণা করে জয়।
মন যার আপনার বশীভূত রয়,
রাগ, দ্বেষ রাগ-দ্বেষ-বশ নয় ইন্দ্রিয়-নিচয়,
উভয়ই আত্মবশ ইন্দ্রিয়ে বিষয় করি ভোগ
পরিত্যজ্য। জিতেন্দ্রিয় সেই পার্থ, করে শান্তি ভোগ।

কিন্তু আসক্ত হয়েন না। এই বিষয় বুঝাইয়া ৬৪—৭১ শ্লোকে "ব্রজেত কিম্" এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।

যাহার আত্মা অর্থাৎ চিত্ত বা মন, বিধেয়—বশীভূত সে বিধেয়াত্মা। ইন্দ্রিয়গণ ঈদৃশ পুরুষের আজ্ঞাধীন। তিনি আত্মবশ্যৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ—আপনার বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা। বিষয়ান্ চরন্—বিষয় সমূহ উপভোগ করিয়া। প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি—শান্তি ভোগ করেন।

এ শ্লোকে একটী বিশেষ কথা আছে, যাহা আর কোন ধর্ম্মাচার্য্য পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাহা এই যে, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি রাগ দ্বেষ বিমুক্ত হইবেন। অর্থাৎ তিনি যেমন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আসক্ত হইবেন না, তেমনি বিদ্বেষ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তাহা পরিত্যাগও করিবেন না। কোন বিষয়ের প্রতি তাঁহার অনুরাগও থাকিবে না এবং ঘৃণাও থাকিবে না।

ইন্দ্রিয়-ভোগ্য-বিষয়ে অনুরাগ হইতে যে অনেক কুফল ফলে সকলেই তাহা জানেন ; কিন্তু তাহাতে বিদ্বেষ হইতেও যে কুফল ফলে, অনেকেই তাহা লক্ষ্য করেন না।

অনুরাগবশেতে যে নিত্য ভোগাসক্ত,
অথবা বিদ্বেষবশে সম্ভোগে বিরক্ত,
সমান মলিন হায়! দোঁহার হৃদয়,
ভোগাসক্ত ভোগত্যাগী সমান উভয়।
রাগ নাই, দ্বেষ নাই—শান্ত শুদ্ধ মন
স্থিতপ্রজ্ঞ সুখে নিত্য করে বিচরণ। ৬৪।

কিন্তু অনুসন্ধান করিলে তাহারও প্রচুর দৃষ্টান্ত মিলে। অনেক প্রসিদ্ধ দেবস্থানে ব্যক্তি বিশেষের চিরকৌমার-ব্রত অবলম্বন করিবার বিধি আছে। সেই সকল স্থানে উপরোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে চরিত্র-দোষ জনিত কলঙ্কের কথা বিরল নহে। ফল কথা, নিয়ম বিশেষ প্রতিপালন-জন্য অথবা লোক-লজ্জাদি কারণে বিষয় বিশেষে বিরত থাকিয়া, যে মনে মনে তাহা স্মরণ করে, আর যে ব্যক্তি আসক্তচিত্তে তাহা ভোগ করে, তদুভয়েরই হৃদয় সমান মলিন। দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকে কিছুতেই পা'ড়-ওয়ালা ধুতি বা গোড়তোলা জুতা পরিবেন না। ইহাদের মন এখনও বিকার শূন্য হয় নাই।*

আমাদের সাধারণ বিশ্বাস ও অনেক ধর্ম্মাচার্য্যের উপদেশের সহিত শ্রীভগবানের এই উপদেশ বড় মিলিবে না। কামিনী-কাঞ্চনই সকল অনর্থের মূল, অতএব তাহা ত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাই অনেকের বিশ্বাস এবং উপদেশ। কামিনী-কাঞ্চন যে বহু অনর্থের মূল, তাহা সর্ব্ব-বাদিসম্মত। কিন্তু তা' বলিয়া যে তদুভয় সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য, ভগবানের এমন আদেশ নয়। অন্য পক্ষে তদুভয় পরিত্যাগ করিতে নাই, এমন কথাও বলেন নাই।

কামিনী-কাঞ্চন সুখের হেতু, অতএব তাহা ভোগ করিতে হইবে,—ইহা রাগ। আর তাহা বহু অনর্থের হেতু, অতএব ত্যাগ করিতে হইবে,—ইহা দ্বেষ। ভগবানের উপদেশ, রাগ বা দ্বেষ কাহারও বশীভূত না হইয়া

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥৬৫॥

(৩।৩৪ দেখ) যে বিষয় ভোগ করিতে পারে সেই জিতেন্দ্রিয়। যে বিষয়ী স্ত্রী বা অর্থের অভাবে কাতর, আর যে সন্ন্যাসী তদুভয়ের সংযোগ-শঙ্কায় কাতর, সে দুয়ের মধ্যে কেহই শান্তিলাভের অধিকারী নহে। উভয়কেই অতি সন্তর্পণে কালযাপন করিতে হয়। পরন্তু যে তাহাদের সংযোগে বা বিয়োগে বিচলিত হয় না, সেই গুণাতীত পুরুষই ধন্য; ১৪।২২ দেখ। যাহার জ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছে, বিষয়ে আসক্তি গিয়াছে, অন্তরে ঈশ্বর-ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে, আপনা আপনি তাহার কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ হইয়া যাইবে। অন্য পক্ষে যাহার অন্তরে তাদৃশ জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির সঞ্চার হয় নাই, সে দুঃখবোধে যে ভোগ ত্যাগ করে, সে ত্যাগ রাজস; তাহাতে প্রকৃত ত্যাগের ফললাভ হয় না; ১৮।৮ দেখ। ৬৪।

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কোন বিষয়েই আসক্তি বা ঘৃণা থাকে না। তাহার নিকট সমস্তই সমান। সুতরাং হর্ষ, ক্ষোভ, ক্রোধাদি হইতে তাঁহাকে ব্যাকুল হইতে হয় না। তাঁহার চিত্ত সততই প্রসন্ন।

নির্ম্মল প্রশান্ত হেন হৃদয় যাহার
শান্তিলাভে সর্ব্বদুঃখ দূরে যায় তার।
প্রশান্ত হৃদয় মাঝে সে বুদ্ধি প্রকাশে
পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান যাহ'তে বিকাশে। ৬৫

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা ।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥৬৬॥

প্রসাদে—এইরূপে চিত্ত প্রসন্ন হইলে। অস্য সর্ব্ব দুঃখানাং হানিঃ উপজায়তে—সর্ব্বদুঃখ নষ্ট হয়। এবং ঈদৃশ প্রসন্ন-চেতসঃ—প্রসন্ন-চিত্ত ব্যক্তির। আত্মজ্ঞান-বিষয়িণী বুদ্ধিঃ। আশু পর্য্যবতিষ্ঠতেঃ—শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হয় (শ্রী) অর্থাৎ যাহাতে পরমার্থ জ্ঞান জন্মে, তাদৃশী বুদ্ধি দৃঢ়ীভূত হয়। ৬৫।

অযুক্তস্য বুদ্ধিঃ নাস্তি—অযুক্ত, ইন্দ্রিয়গণ যাহার বশীভূত নহে (শ্রী) যাহার চিত্ত ঈশ্বরে সমর্পিত নহে (শং, রামা) সে ব্যক্তি শাস্ত্রাদি আলোচনা করিলেও, তাহার চিত্তপ্রসাদলব্ধা আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির বিকাশ হয় না। আর অযুক্তস্য ভাবনা চ ন—ঈশ্বরতত্ত্বধ্যানে অভিনিবেশ হয় না। ভাবনা—ধ্যান। অভাবয়তঃ—আত্মতত্ত্ব বা ঈশ্বর-চিন্তায় যাহার মনোনিবেশ হয় না। তাহার

ইন্দ্রিয়বশ হওয়ার দোষ।

বশীভূত নহে যার ইন্দ্রিয়-নিচয়
ঈশ্বরে যাহার চিত্ত অবিচল নয়,
না হয় হৃদয় মাঝে কখন তাহার
পরমার্থ বিষয়িনী বুদ্ধির সঞ্চার;
তাহারে হৃদয়ে বুদ্ধি সতত চঞ্চলা,
পরমার্থ-ধ্যানে তাহা না হয় অচলা;
তত্ত্বচিন্তা বিনা কেহ শান্তি নাহি পায়,
তৃষ্ণাকুল হৃদয়ের সুখ বা কোথায় ।৬৬।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥৬৭॥

শান্তিঃ ন চ—শান্তিও নাই। অশান্তস্য—যাহার শান্তি অর্থাৎ বিষয়-তৃষ্ণা-নিবৃত্তি হয় নাই। তাহার কুতঃ সুখম্—সুখ কোথায়? বিষয়-তৃষ্ণাই দুঃখ এবং তাহার নিবৃত্তিই সুখ। তৃষ্ণা সত্ত্বে প্রকৃত সুখ হইতে পারে না—(শং)।

ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তির যে বুদ্ধি নাই, সাধারণ ভাবে এ কথা বলা যায় না, কিন্তু সে বুদ্ধি হইতে পরমার্থজ্ঞান ও শান্তিলাভ হয় না; সুতরাং সে বুদ্ধি বুদ্ধিই নয়। ৬৬।

ইন্দ্রিয়গণ সংযত না হওয়ার দোষ এই যে, মনঃ চরতাম্ ইন্দ্রিয়াণাং যৎ অনুবিধীয়তে—বিষয়ে ব্যাপৃত ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যেটীকে মাত্র লক্ষ্য করিয়া মন ধাবিত হয়। তৎ তস্য প্রজ্ঞাং হরতি—তাহাই তাহার বুদ্ধি হরণ করে। বায়ুঃ অম্ভসি নাবম্ ইব—যেমন বায়ু জলমধ্যে নৌকাকে বিঘূর্ণিত করে। ৬৭।

মিলে যবে অনুকূল ভোগের বিষয়
তাহাতে ব্যাপৃত হয় ইন্দ্রিয়-নিচয়।
সেই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাঝে, ধনঞ্জয়,
যাহাতে যাহাতে মন অনুরাগী হয়,
তাহাই তাহার বুদ্ধি করে, হে, হরণ,—
জলমাঝে নৌকা যথা হরে প্রভঞ্জন।
এক হ'তে এত যদি অনর্থ-সঞ্চার,
কি হয় সমস্ত হ'তে কর হে, বিচার ।৬৭।

তস্মাদ্‌যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬৮॥
যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥৬৯॥

তস্মাৎ হে মহাবাহো ইত্যাদি স্পষ্ট। ইন্দ্রিয়-জয়ের দ্বারাই স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ হয় ও স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ হইবার পরেও ইন্দ্রিয় সংযত থাকে। শত্রুজয়ী মহাবাহু অর্জ্জুন তাঁহার অন্তরের শত্রু ইন্দ্রিয়গণকেও জয় করিতে সমর্থ, ইহাই "মহাবাহো" সম্বোধনের মর্ম্ম।৬৮

জিতেন্দ্রিয় প্রসন্নচিত্ত স্থিতপ্রজ্ঞের অন্তরের ভাব বলিতেছেন। সংসারে দ্বিবিধ জ্ঞান দৃষ্ট হয়। বিষয়ীর

সে হেতু সর্ব্বদা যার ইন্দ্রিয়-নিচয়
ভোগের বিষয় হ'তে বিনিবৃত্ত হয়,
তার বুদ্ধি কোনরূপে না হয় চঞ্চল,
ইন্দ্রিয় সংযম তুমি কর, মহাবল।৬৮।
জিতেন্দ্রিয় স্থিরবুদ্ধি সংসারে যে জন
কি ভাব তাহার জাগে করহ শ্রবণ।
সংসারে দ্বিবিধ জ্ঞান কৌরব-কুমার!
বৈষয়িক ভাবনিষ্ঠ, আত্মনিষ্ঠ আর।
জ্ঞানীর যা' আত্মনিষ্ঠ জ্ঞান, হে ফাল্গুনি,
অজ্ঞানীর কাছে তাহা তিমিরা রজনী;—
অজ্ঞান তিমির ঘোরে তা'রা নিদ্রা যায়,
ঈশ্বর-স্বরূপ কভু দেখিতে না পায়।

সংযমী ও অসংযমীর মনোভাব।

বৈষয়িক জ্ঞান, ও জ্ঞানীর পরমার্থ জ্ঞান। এতদুভয়ের তারতম্য দেখাইতেছেন। যা—যে আত্মজ্ঞান। সর্ব্ব-ভূতানাং নিশা—ইন্দ্রিয়-পরবশ. সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে নিশার ন্যায় অপ্রকাশক। তস্যাং—সেই আত্মজ্ঞানে। সংযমী জাগর্ত্তি—জাগ্রত থাকে। রাত্রিকাল অন্ধকারময় ও নিদ্রার সময়, সে সময়ে সংঘটিত ব্যাপারের বিশেষজ্ঞান সাধারণে যেমন লাভ করিতে পারে না, অজ্ঞানীর নিকট ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞানও তদ্রূপ,—সব যেন অন্ধকারময়, সে বিষয়ে তাহারা যেন নিদ্রিত। কিন্তু সংযমাদি সাধনে যাহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলিত হইয়াছে সেই সংযমী জাগ্রত থাকে; সর্ব্বত্র ঈশ্বরসত্ত্বা জাজ্জ্বল্যমান প্রত্যক্ষ করে। আর যস্যাং—যে বিষয়জ্ঞানে। ভূতানি জাগ্রতি—ইন্দ্রিয়-বশ জীবগণ জাগ্রত থাকে; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ রসাদি বিষয়ে

কিন্তু হে, সংযম আদি সাধনে যাহার
হয়েছে হৃদয়ে দিব্য জ্ঞানের সঞ্চার,
থাকি সে জাগ্রত আত্ম-দরশন পায়
অজ্ঞান স্বরূপ সেই অজ্ঞের নিশায়।
রূপ রস আদি আর ইন্দ্রিয়-বিষয়,
যাহাতে ব্যাপৃত রহে অজ্ঞানী-নিচয়,
হৃদয়ে হয়েছে আত্ম-দরশন যার
তার কাছে, সে সকল নিশার আন্ধার;
না পায় দেখিতে রূপ রসাদি বিষয়,
নিরখে সে ঈশ্বরেরই লীলা সমুদয়।৬৯।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
　　সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
　　স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥৭০॥

ব্যাপৃত থাকে। পশ্যতঃ মুনেঃ—আত্মা বা ঈশ্বরতত্ত্ব যে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছে, তাদৃশ জ্ঞানীর পক্ষে। সা নিশা—তাহা নিশার ন্যায় অন্ধকারময় (রাত্রি)। জ্ঞানী—সেই রূপ রসাদি বিষয় সকল উপলব্ধি করেন না, তাঁহার কাছে সমস্তই ঐশী শক্তির বিলাস মাত্র। ৭ অধ্যায় ৪—১২ ও ১০ অধ্যায় ২০—৪২ দ্রষ্টব্য। ৬৯।

ঈদৃশ স্থিতপ্রজ্ঞের কোনরূপ চিত্ত-বিক্ষেপ হয় না তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন। আপূর্য্যমানং—সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ। অচল-প্রতিষ্ঠম্—যাহার প্রতিষ্ঠার কখন ব্যতিক্রম হয় না; অচলভাবে স্থিত। প্রতিষ্ঠা—স্থিতি, মর্য্যাদা। সমুদ্রং আপঃ যদ্বৎ প্রবিশন্তি,—ঈদৃশ সমুদ্রে আপঃ, বারি

যথা পরিপূর্ণ বিশাল সমুদ্রে
　　সহস্র তটিনী আসিয়া মিশায়,
অটল অচল মহাসিন্ধুবক্ষে,
　　কখন বিকার নাহি হয় তায়।
জিতেন্দ্রিয়ে মিশায় কামের সহস্র তটিনী
　　জিতেন্দ্রিয় যেই পুরুষে তেমন
না হয় বিকার স্থির বক্ষে তার,
　　সেই শান্তি পায়, নহে কামী জন।৭০।

জিতেন্দ্রিয়ে সমুদ্রের উপমা।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥৭১॥

অর্থাৎ নদী সকল যেমন প্রবেশ করে। তদ্বৎ সর্ব্বে কামাঃ যং প্রবিশন্তি,—তদ্রূপ কামসমূহ যাহাতে প্রবেশ করে। স শান্তিম্ আপ্নোতি। কিন্তু কামকামী ন—কামভোগপ্রার্থী ব্যক্তি শান্তি পায় না।

এখানে "নদীজল যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে" এই বাক্যের মর্ম্মানুধাবন আবশ্যক। নদী জল সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া সমুদ্রজলে মিশাইয়া যায়; তাহাতে সমুদ্রের জলবৃদ্ধি ইত্যাদি বিকার হয় না। সেইরূপ সংযমীর পক্ষে কাম্য বস্তু সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হয়; কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোনরূপ চিত্তবিকার উপস্থিত হয় না, সমস্তই যেন তাঁহাতে মিশাইয়া যায় (রামা)।৭০।

অতএব যঃ পুমান্ সর্ব্বান্ কামান্ বিহায় নিস্পৃহঃ চরতি—যে ব্যক্তি সমস্ত কাম্য বস্তু উপেক্ষা করিয়া (শ্রী) নিস্পৃহভাবে বিচরণ করে। কাম্যন্ত ইতি কামাঃ (রামা) যাহা কামনা করা যায়, তাহা কাম, অর্থাৎ কাম্য বস্তু ব

"এই বস্তু চাই"—হেন বাঞ্ছা যে করে না,
ব্রহ্মনিষ্ঠা। কিম্বা কোন পদার্থে যে লালসা রাখে না,
এমন কিছুই নাই সংসার ভিতরে,
যাহাকে "আমার" বলি ভাবে সে অন্তরে;
"আমি কর্ম্ম করি"—আর করে না ধারণা,
এ সংসারে শান্তিলাভ করে সেইজনা।৭১।

ভোগাভিলাষ। কাম্যবস্তু ও ভোগ্যবস্তু এক জিনিস নহে। এ সংসারে যাহা কিছু আছে সে সমস্তই কাহারও না কাহারও ভোগ্য ; কিন্তু সকলেই সেই সমস্তগুলিকে কামনা করে না। যখন যে বস্তু পাইবার জন্য কেহ কামনা করে, তাহা তখন তাহার পক্ষে কাম্য বস্তু হইয়া থাকে। ভগবানের উপদেশ, ভোগ-কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কোন বস্তু-সংগ্রহের চেষ্টা করা অনুচিত, কারণ সে বস্তু না পাইলে খেদ উপস্থিত হয়। নতুবা সর্ব্ববিধ ভোগত্যাগ সংসারে অসম্ভব। সর্ব্বভোগ-ত্যাগে প্রাণত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। যে সংসারত্যাগী, তাহার ভোগ্য বস্তুতে কামনা বা তাহার সংগ্রহের চেষ্টা থাকে না, কিন্তু ভোগ থাকে।

আর, যে কোন বস্তুই প্রার্থনা করে না, তাহার কোন অপ্রাপ্ত বস্তুতে স্পৃহাও থাকিতে পারে না। সে নিস্পৃহভাবে কেবল দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যথালাভ বিষয় ভোগ করে (চরতি)। এইরূপে যে ব্যক্তি ভোগ্য বস্তর জন্য লালায়িত নহে, এবং যে নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কারঃ—মমতা ও অহংভাব শূন্য। স শান্তিম্ অধিগচ্ছতি—সে শান্তি লাভ করে।

এই সকল বস্তু আমার বা এই দেহ এবং দেহের সুখদুঃখাদি আমার, এরূপ বুদ্ধির নাম মমতা এবং ইন্দ্রিয়-মাংস-শোণিতাদির সমবায় এই দেহই আমি, এবং তদ্দ্বারা নিষ্পন্ন যে সমস্ত ক্রিয়া তাহা আমি করিতেছি, এরূপ বুদ্ধির নাম অহঙ্কার—(রামা) ।৭১।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥৭২॥

ইতি সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

এই যে অবস্থা, যাহাতে ভোগ্য বস্তুতে কামনা ও স্পৃহা থাকে না, অন্তরে মমতা ও অহংভাব থাকে না, হে পার্থ! এষা ব্রাহ্মী স্থিতি—এই ভাবে থাকিলে ব্রহ্মলাভ হয়। ব্রাহ্মী—ব্রহ্মপ্রাপিকা (রামা)। এনাং প্রাপ্য—এ ভাব প্রাপ্ত হইলে। আর কেহ, ন মুহ্যতি—সংসারমোহ প্রাপ্ত হয় না। অন্তঃকালে অপি অস্যাম্ স্থিত্বা—মৃত্যু সময়েও এইভাবে অবস্থান করিলে। ব্রহ্ম-নির্ব্বাণম্ ঋচ্ছতি—ব্রহ্ম নির্ব্বাণ লাভ করে; শান্তিময় ব্রহ্ম-ভাব লাভ করায় তাহার সমস্ত সংসারজ্বালা নির্ব্বাপিত হয়।

তবেই ব্রহ্মনিষ্ঠা অল্প কথার ভিতর আসিল। অমুক বস্তু আমার চাই, এরূপ কামনা করিও না। যাহা স্বভাবতঃ পাইবে, তাহা দেহ-রক্ষার উপযোগী মাত্রায় ভোগ

এই যে অবস্থা পার্থ! নিত্য শান্তিময়,
যে পায় এ ভাব, তার ব্রহ্ম লাভ হয়।
নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, নিস্পৃহ-হৃদয়,
নিষ্কামী এ ভাব লভি বিমুগ্ধ না হয়;
ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ মরণকালেও যদি এই ভাব পায়,
শান্তিময় ব্রহ্মপদে জীবন জুড়ায়।৭২।

—:●:—

করিবে। তাহা হইলে আর, যে বিষয়-লালসা সকল দুঃখের হেতু, তাহা থাকিবে না। এবং সংসারের কোন বস্তু তোমার এবং যাহা করিতেছ, তাহা তুমি করিতেছ, এরূপ ভাবিও না। কারণ তোমার আত্মার সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। তাহা হইলেই শান্তিলাভ করিবে।

ইহাই ঈশ্বরার্পিত চিত্তের লক্ষণ; ইহাই সর্ব্ব সাধনার চরম উদ্দেশ্য। ইহাতেই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ। কর্ম্ম, জ্ঞান, ধ্যান বা ভক্তি, যে মার্গেই যে সাধনা করুক, এই ভাব না জন্মিলে, তাহার ব্রহ্মনিষ্ঠা জন্মে না। সাধনা সম্বন্ধে অন্যত্র আর যাহা কিছু উপদেশ আছে, তাহা এই কথার সম্প্রসারণ মাত্র; অধিকারী ভেদে পদ্ধতি-নির্ব্বাচন মাত্র। সকলেরই ইহা আয়ত্ত। স্ত্রী, শূদ্র, সমাজে পতিত, হিন্দু, ম্লেচ্ছ বা যবন, সকলেই ইহার সাধনা করিতে পারে। এমন কি, যে নাস্তিক আত্মা, ঈশ্বর বা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাহার পক্ষেও ইহাতে কোন প্রত্যবায় নাই। কৃষ্ণ বলিতেছেন, যে সর্ব্ব কাম্য বস্তু উপেক্ষা পূর্ব্বক নিস্পৃহ, নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হইয়াছে, সে শান্তি লাভ করে। এখানে আত্ম-জ্ঞান না হইলে শান্তিলাভ হয় না এমন কথা নাই (বৌদ্ধ-দর্শনে আত্মা ও ঈশ্বর স্বীকার করে না)। ইহাই মানব জাতির স্বধর্ম্ম। ৭২।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

অর্জ্জুন যুদ্ধে প্রস্তুত হইয়াও যে তাহাতে পরাঙ্মুখ ছিলেন তাহার কারণ, তাঁহার বিশ্বাস,—

(১) জ্ঞাতি বন্ধুগণকে বিনাশ করিলে তিনি কুলক্ষয়-জন্য পাপভাগী হইবেন। (১।৪২)।

(২) ভীষ্মাদি গুরুজনগণকে হত্যা করা অনুচিত।

(৩) জয় পরাজয়ের মধ্যে কোনটীও উত্তম নহে।

ভগবান্ বুঝাইলেন,—

(১) ভীষ্মাদির বিনাশাশঙ্কা বৃথা; কারণ দেহই নশ্বর। মৃত্যু হইলে দেহই নষ্ট হয় (১৮ শ্লোক) আত্মা নষ্ট হয় না। আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র এবং সর্ব্বকালস্থায়ী, সর্ব্বব্যাপী ও নির্ব্বিকার (১৭ শ্লোক)। সুতরাং ভীষ্মাদি হত হইবেন ও অর্জ্জুন তাঁহাদের হন্তা হইবেন, এ ধারণা অমূলক (১৯ শ্লোক)।

(২) যুদ্ধে জয় হইলে রাজত্ব ও মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ হইবে। অতএব উভয় পক্ষেই অর্জ্জুনের লাভ (৩৭ শ্লোক)।

(৩) পাপাশঙ্কারও প্রয়োজন নাই। কারণ সুখদুঃখ-লাভালাভ চিন্তা না করিয়া ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে, পাপভাগী হইতে হয় না (৩৮ শ্লোক)। বেদের কদর্থ-কারীদের কথায় বিশ্বাস না করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করাই উচিত (৪৫ শ্লোক)। নিষ্কাম কর্ম্মে সাফল্য বৈফল্যের চিন্তা বা মনস্তাপের কারণ থাকে না এবং বুদ্ধির একনিষ্ঠতা থাকে। যিনি আত্মসুখদুঃখচিন্তা না করিয়া নিষ্কামভাবে, অনুষ্ঠিত-কর্ম্ম হইতে প্রাপ্য বিষয়ের নিমিত্ত লালায়িত না হইয়া, কেবল ধর্ম্মবুদ্ধিতে কর্ম্ম করেন, তিনিই পরিণামে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া যোগী হইতে পারেন (৫১—৫৩

শ্লোক)। যিনি কোনরূপ ভোগ্য বস্তুর কামনা না করিয়া যদৃচ্ছালাভে তুষ্ট, যাঁহার অন্তরে কোন বিষয়েরই প্রতি অনুরাগ, স্পৃহা, মমতা এবং দ্বেষ নাই, যাঁহার ভয়, ক্রোধ ও শুভাশুভ চিন্তা নাই এবং যাঁহার চিত্ত ভগবানে সমর্পিত ও নিরহঙ্কার তিনিই প্রকৃত যোগী; তাঁহারই ব্রহ্মনিষ্ঠা জন্মিয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায় সমস্ত গীতার সূচীস্বরূপ।

দিয়া যিনি তত্ত্বজ্ঞান শোক-পঙ্কে মজ্জমান
ভক্তিমান ধনঞ্জয়ে করিলা উদ্ধার,
ভক্তের পাপের ভার বিনষ্ট কৃপায় যাঁর
সেই কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণ আমার।—শ্রীধর।

সাংখ্যযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

কর্ম্ম-যোগঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥১॥

জ্ঞান-কর্ম্মযোগে প্রভেদ ভাবিয়া
জন্মেছে সংশয় পার্থের অন্তরে ;
তাই কর্ম্মযোগ কহিলা শ্রীহরি,
উভয়ে অভেদ বুঝাবার তরে।—শ্রীধর।

জ্ঞান ও কর্ম্ম এতদুভয়ের কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে কোথাও তাহা স্পষ্টতঃ বলা হয় নাই ; কর্ম্ম এবং জ্ঞান, দুয়েরই প্রশংসা আছে। কিন্তু শেষ শ্লোকে "এষা

অর্জ্জুন কহিলেন।

হে কেশব ! মনে বড় হ'তেছে সংশয়,—
অর্জ্জুনের সন্দেহ — কর্ম্ম হ'তে জ্ঞান যদি শ্রেষ্ঠতর হয়,
কি হেতু আমায় তবে, বল হৃষীকেশ,
এই ঘোর যুদ্ধে তুমি দাও উপদেশ ? ১।

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥২॥

ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ" ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া বাক্য শেষ করায়, এবং স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ মধ্যে স্পষ্টতঃ কর্ম্মের উল্লেখ না থাকায়, কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বুঝিয়া অর্জ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন ;—

হে জনার্দ্দন! চেৎ—যদি। কর্ম্মণঃ বুদ্ধিঃ জ্যায়সী—কর্ম্মাপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। ইহা তে মতা—তোমার অভিপ্রায়। তৎ কিং ঘোরে কর্ম্মণি মাং নিয়োজয়সি—তবে হিংসাত্মক কর্ম্মে কেন আমায় নিযুক্ত করিতেছেন? যাহাতে আমি জ্ঞানার্জ্জন পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় যোগী হইতে পারি, সেই চেষ্টা করি না কেন? ঘোর—হিংসাত্মক। ১।

ব্যামিশ্রেণ ইব বাক্যেন মে বুদ্ধিং মোহয়সি ইব।

আত্মজ্ঞানে উপদেশ দিলে সবিশেষ,
তথাপি আমায় যুদ্ধে করিলে আদেশ,
কহিলে কর্ম্মেই মম আছে অধিকার,
কর্ম্ম-পরিহার নহে উচিত আমার ;
ক্ষত্রিয়-সন্তান, যুদ্ধ আমার স্বধর্ম্ম,
ধর্ম্মযুদ্ধ চেয়ে মম নাহি শ্রেষ্ঠধর্ম্ম।
আবার কহিলে তুমি, স্থিরবুদ্ধি যার,
মমতা লালসা নাই, নাই অহঙ্কার,
সংসারের কোন বস্তু করে না কামনা,
এ সংসারে শান্তিলাভ করে সেই জনা।

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥৩॥

ব্যামিশ্র—সংকীর্ণ; কোথাও জ্ঞানের প্রশংসা, কোথাও কর্ম্মের প্রশংসা, সুতরাং যেন সন্দেহোৎপাদক (ambiguous)। ঈদৃশ বাক্যে আমার বুদ্ধিকে যেন মুগ্ধ করিতেছেন। অতএব, তৎ একং নিশ্চিত্য বদ—স্থির করিয়া সেই একটি কথা বলুন। যেন অহং শ্রেয়ম্ আপ্নুয়াম্—যাহাতে আমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারি। ২।

অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ ৩—৩৫ শ্লোকে কর্ম্মের উপযোগিতা বুঝাইতেছেন। এ সম্বন্ধে একে একে ১৩টী যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা যথাস্থানে তাহা দেখাইয়াছি।

শম, দম আদি হয় সাধন তাহার
যা'হ'তে সংযত হয় ইন্দ্রিয়-ব্যাপার।
কর্ম্মে কিন্তু উপদেশ দিতেছ আমায়,
সর্ব্বেন্দ্রিয় বিষয়ে ব্যাপৃত রহে যায়।
জ্ঞান, কর্ম্ম,—পরস্পর বিরুদ্ধ সাধনা,
জটিল সন্দেহ বাক্য না হয় ধারণা।
মনে হয় এ সকল অস্পষ্ট যেমন,
মনে হয় তাহে মম বিমোহিছ মন।
অতএব একমাত্র বল, কৃপাময়!
যাহাতে নিশ্চিত মম শ্রেয়োলাভ হয়। ২।

হে অনঘ!—নিষ্পাপ-স্বভাব অর্জ্জুন! অস্মিন্ লোকে দ্বিবিধ! নিষ্ঠা পুরা ময়া প্রোক্তা—এ সংসারে ব্রহ্মনিষ্ঠা দুই প্রকার, ইহাই আমি পূর্ব্বাধ্যায়ে বলিয়াছি। নিষ্ঠা দ্বিবিধা তথাপি এক বচন। কারণ ব্রহ্মনিষ্ঠা একই; কেবল জ্ঞানী ও অজ্ঞানী অধিকারী ভেদে তাহার সাধন-প্রণালী দ্বিবিধা। সাংখ্যানাং জ্ঞানযোগেন—যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান ও চিত্তশুদ্ধি লাভ হইয়াছে, তাহাদের নিষ্ঠা জ্ঞানমার্গে, "প্রজহাতি যদা কামান্" ইত্যাদি বাক্যে (২।৫৫)। এবং যোগিনাং কর্ম্মযোগেন—সে জ্ঞান যাহাদের নাই, তাদৃশ কর্ম্মযোগাধিকারীদিগের নিষ্ঠা জ্ঞান ও চিত্ত-

---

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

বুঝিলে না, হে নিষ্পাপ, আমার বচন,
ব্রহ্ম নিষ্ঠার জ্ঞান, কর্ম্ম নহে দুই বিভিন্ন সাধন।
দ্বিবিধ সাধন ভগবানে নিষ্ঠা ভিন্ন মোক্ষ নাহি হয়,
দ্বিবিধ সাধনে সেই নিষ্ঠার উদয়।
নিষ্কাম, নির্ম্মল চিত্ত জ্ঞানবান্ যাঁরা
ঢালে প্রাণ ভগবানে জ্ঞানমার্গে তাঁরা।
কর্ম্মে যাঁরা অধিকারী, নহে জ্ঞানবান্
কর্ম্মযোগে তাঁরা পার্থ! সেবে ভগবান্।
একই মাত্র ব্রহ্মনিষ্ঠা প্রকাশে উভয়,
জ্ঞান কর্ম্ম পরস্পর ভাল মন্দ নয়। ৩।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪॥

শুদ্ধির সাধনভূত কর্ম্মমার্গে "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" ইত্যাদি বাক্যে (২।৪৭) বলিয়াছি—(রামা)।

একটীর উপর প্রাণঢালা ভালবাসার নাম নিষ্ঠা (কথামৃত)। ভগবানে তাদৃশ ভালবাসা ভগবন্নিষ্ঠা।৩।

কর্ম্ম-সম্বন্ধে ১ম যুক্তি। আর জ্ঞান বা নিবৃত্তি-মার্গই যদি উত্তম হয়, তথাপি কর্ম্মত্যাগ উচিত নহে। কারণ, কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ—কর্ম্ম না করিলেই। পুরুষঃ নৈষ্কর্ম্ম্যং ন অশ্নুতে—নিষ্কর্ম্মভাব অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করে না (শ্রী)।

জ্ঞান লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া কর্ম্মত্যাগ অনুচিত। বিনা কর্ম্মে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না। উপদেশ বা গ্রন্থ-পাঠে যাহা শিক্ষা করা যায়, তাহার দৃঢ়তা বা পরিপক্কতা নাই। কার্য্যক্ষেত্রে তাহাঁর অধিকাংশই বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। কর্ম্মযোগ-সাধনার দ্বারা কাল সহকারে হৃদয় হইতে রাগ, দ্বেষ, দম্ভ, হিংসা, আত্মাভিমান প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হইলে, আপনা হইতে জ্ঞানের বিকাশ হয় ; ৪ অঃ ৩৮ শ্লোক দেখ।

<u>কর্ম্মের উপযোগিতা</u> জ্ঞানই যদ্যপি হয় উত্তম সাধন,
তথাপি পার না কর্ম্ম করিতে বর্জ্জন।
কর্ম্মত্যাগমাত্রে নয় জ্ঞানের উদয়,
কেবল সন্ন্যাসে মাত্র মোক্ষ নাহি হয়। ৪।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥৫॥

আরও, সন্ন্যসনাৎ এব—চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞান ব্যতীত কেবল কর্ম্মত্যাগ হইতেই (শ্রী)। ন চ সিদ্ধিম্ অধিগচ্ছতি —মুক্তিলাভ হয় না। যতদিন চিত্তশুদ্ধি না হয়, ততদিন সংসারে থাকিয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করা উচিত, পরে চিত্তশুদ্ধি হইলে বৈরাগ্য অবলম্বন করা যায়।

বিনা কর্ম্মে জ্ঞান লাভ হয় না,—ইহাতে এমন বুঝায় না যে, কর্ম্ম করিলেই জ্ঞান লাভ হইবে। বিষয়-তৃষ্ণায় কর্ম্ম করিলে জ্ঞান হয় না। জ্ঞান লাভ ইচ্ছা করিলে সাধনা করিতে হয়। ১৩ অঃ ৮—১২ শ্লোক দেখ।৪।

২য় যুক্তি। আরও দেখ, কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব। ক্ষণম্ অপি কশ্চিৎ অকর্ম্মকৃৎ জাতু ন হি তিষ্ঠতি—কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও কেহই কোন অবস্থাতেই থাকে না। জাতু—কখনও। হি—কারণ। সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ অবশঃ কর্ম্ম কার্য্যতে—সকলেই প্রকৃতিজাতগুণে বাধ্য হইয়া অবশ ভাবে কর্ম্ম করে; অর্থাৎ জীব ইচ্ছা করিয়া কর্ম্ম করে না, প্রকৃতি তাহাকে কর্ম্ম করিতে বাধ্য করে। ২।২৭ দেখ। অবশ—অস্বতন্ত্র।

হউক অজ্ঞানী, পার্থ! কিম্বা তত্ত্ববিৎ
সকলেই কর্ম্ম ছাড়ি কেহ কভু না রহে ক্বচিৎ।
প্রকৃতিবশে বশীভূত প্রকৃতির গুণে জীব যত
কর্ম্ম করে করে হে, অবশ ভাবে কর্ম্ম অবিরত। ৫।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬॥

এই তত্ত্ব ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে। প্রকৃতি ও তাহার গুণের বিষয় ৭ম, ১৩শ ও ১৪শ অধ্যায়ে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ও জড়জগৎ পরস্পর ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ। যথা,—গন্ধ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় ক্ষিতির বিকার; রস ও রসনেন্দ্রিয় জলের বিকার; চক্ষু ও রূপ অর্থাৎ আকৃতি, বর্ণাদি তেজের বিকার; স্পর্শেন্দ্রিয় ও স্পর্শের বিষয় শীত-উষ্ণ-কাঠিন্যাদি, বায়ুর বিকার এবং শ্রবণেন্দ্রিয় ও শব্দ আকাশের বিকার। সুতরাং তাহারা পরস্পর সম্বদ্ধ।* ইচ্ছা করিয়া তাহার প্রতিরোধ করা যায় না। তাহাদের বশেই অবশভাবে সকল কর্ম্ম হয়। ১৮ অঃ ১৪—১৮ শ্লোক দেখ। ৫।

৩য় যুক্তি। অন্তরে বিষয়-বাসনা থাকিতে বাহিরের কর্ম্ম হইতে বিরত হইলেই সন্ন্যাস হয় না। অন্তরের বিষয়-তৃষ্ণাই দোষের। যঃ বিমূঢ়াত্মা—মূর্খ। হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য, ইন্দ্রিয়ার্থান্ মনসা স্মরন্ আস্তে—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সকল মনে মনে স্মরণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করে। স মিথ্যাচারঃ—কপটাচারী। উচ্যতে। ৬।

যে মূর্খ সংযত করি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ
<u>কপট সন্ন্যাস</u> মনে মনে করে ভোগ্য বিষয় স্মরণ,
কপট-আচারী তারে সাধুগণে কয়,
তাহার এ কর্ম্মত্যাগে সিদ্ধি নাহি হয়। ৬।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥৭॥
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥৮॥

৪র্থ যুক্তি। যঃ তু—তদপেক্ষা বরং যিনি। ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিযম্য—জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল মনে মনে সংযত পূর্ব্বক ঈশ্বরপরায়ণ করিয়া (শ্রী)। অসক্তঃ—অনাসক্ত চিত্তে। হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগম্ আরভতে, স বিশিষ্যতে—সে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। এখানে অসক্ত শব্দে চিত্তের যে ভাব বুঝায় ২।৪৮ শ্লোকে উপদিষ্ট সঙ্গত্যাগ ও সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে তুল্য জ্ঞানও সেই ভাব। ৭।

৫ম যুক্তি। অতএব ত্বং নিয়তং কর্ম্ম কুরু। অকর্ম্মণঃ—কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা। কর্ম্ম জ্যায়ঃ—শ্রেষ্ঠ। প্রত্যুত অকর্ম্মণঃ

তাব চেয়ে শ্রেষ্ঠ জানি সেই মহাজন
নিষ্কাম অন্তরে সংযত করি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ
কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরে যে সমর্পিয়া আপন হৃদয়
কর্ম্মেন্দ্রিয়ে নিত্য কর্ম্ম করে সমুদয়,
মূঢ় কর্ম্মত্যাগী হ'তে শ্রেষ্ঠ জানি তারে,
চিত্তশুদ্ধি লভি জ্ঞান সে লভিতে পারে। ৭।
সেহেতু কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর অনুষ্ঠান,
কর্ম্মত্যাগ অকর্ম্ম হইতে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, মতিমান্!
অসম্ভব সর্ব্ব কর্ম্ম যদি তুমি কর বিসর্জ্জন
অসম্ভব হবে তব শরীর-ধারণ। ৮।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

তে শরীরযাত্রা অপি ন চ প্রসিধ্যেৎ—কর্ম্মে নিবৃত্ত হইলে তোমার শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না।

নিয়তং কর্ম্ম—নিয়ত শব্দের অর্থ সম্বন্ধে মত ভেদ আছে। যথা,—নিয়ত কর্ম্ম, নিত্য কর্ম্ম সন্ধ্যাবন্দনাদি (শ্রী); আবশ্যক কর্ম্ম (বল); যাহা শাস্ত্রোপদিষ্ট এবং যে কর্ম্মে যাহার অধিকার ও যে কর্ম্ম যাহার পক্ষে নিশ্চিত ফলপ্রদ, তাহার তাহা নিয়ত কর্ম্ম (শং)। শঙ্করের এই ব্যাখ্যাই সুসঙ্গত। শ্রীধর স্বামীর অভিপ্রেত—সন্ধ্যা-বন্দনাদি কর্ম্মমাত্রকেই যদি নিত্য কর্ম্ম বলা যায় (অনেকে তাহাই বলেন) তাহা হইলে কর্ম্মযোগের মর্ম্মানুধাবন করা দুঃসাধ্য। এ অর্থ সঙ্কীর্ণ। সংসারে আমাদের শত সহস্র "কর্ত্তব্য" আছে; সে সকলের প্রত্যেকেই "নিয়ত কর্ম্ম"। সন্ধ্যাবন্দনাদি তাহার অতি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। অর্জ্জুনের এই জ্ঞাতিবধ রূপ কর্ম্মও এখন তাহার পক্ষে "নিয়ত"। ৮।

৬ষ্ঠ যুক্তি। কর্ম্ম করিলেই যে তাহা বন্ধনের হেতু হইবে, তাহা নহে। যে উপায়ে কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হয় না, তাহার দুইটী নিয়ম,—(১) অনাসক্তি (২) কর্ত্তৃত্বাভি-

---

বুঝ পার্থ! বিচারিয়া, বুঝ কি কারণ
প্রবৃত্তি প্রধান কর্ম্মে আছে প্রয়োজন।
শরীর থাকিতে কর্ম্ম ছাড়া নাহি যায়,
কর্ম্মত্যাগ মাত্রে জ্ঞান কেহ নাহি পায়।

নিবেশ ত্যাগ, ২।৪৮ শ্লোকে বলিয়াছেন ; এবং ৩।৭ শ্লোকেও তাহাই অন্যরূপে বলিয়াছেন। এক্ষণে তাহার তৃতীয় নিয়ম বলিতেছেন।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণঃ—যজ্ঞের নিমিত্ত যে কর্ম্ম, তদ্ভিন্ন। অন্যত্র—অন্যকর্ম্মে (শং), আত্মসুখোদ্দিষ্ট কর্ম্মে (বল)। অয়ং লোকঃ—এই সংসার। কর্ম্মবন্ধনঃ—কর্ম্মই যাহার বন্ধন, তাহা কর্ম্মবন্ধন ; তাদৃশ কর্ম্ম এ সংসারে বন্ধন স্বরূপ। ২।৩৯ দেখ। অতএব মুক্তসঙ্গঃ সন্—সঙ্গ অর্থাৎ ফলাসক্তি ও কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ পূর্ব্বক, নিষ্কাম হইয়া (শ্রী)। তদর্থং কর্ম্ম সমাচর—যজ্ঞার্থ কর্ম্ম কর।

কামনা থাকিতে বৃথা সন্ন্যাস-গ্রহণ
সেহেতু সহসা কর্ম্ম না কর বর্জ্জন ;
নিষ্কামে স্বধর্ম্ম তব কর অনুষ্ঠান,
ক্রমে কাম দূরে যাবে, পাবে তুমি জ্ঞান।
ঈশ্বর সেবায়—সর্ব্বভূতের সেবায়
আত্মত্যাগ যাহা, তারে “যজ্ঞ” বলা যায়।
যে কর্ম্মের মূলে নাই স্বার্থসিদ্ধি-আশা,
মূলে নাই যার আত্ম-সুখের পিপাসা,
জগৎ-ব্যাপার মাত্র করিতে সাধন,
জগৎ-পোষণ হেতু আত্ম-সমর্পণ,—
ইহা “যজ্ঞ” ;—বেদী তার এ বিশ্ব মহান্,
যজ্ঞেশ্বর এ যজ্ঞের স্বয়ং ভগবান্।

যজ্ঞ শব্দের অর্থের উপর এ শ্লোকের অর্থগৌরব নির্ভর করে। সাধারণতঃ যজ্ঞ সকাম। যজ্ঞকে আমরা এখন "যগ্‌গি"তে পরিণত করিয়াছি। একটা ধুমধাম্ হৈ চৈ ব্যাপারই আমাদের দৃষ্টিতে যজ্ঞ। কিন্তু যজ্ঞের আদিম অর্থ এরূপ নহে। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা এ অর্থ গ্রহণ করেন না। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরঃ। যজ্ঞ বিষ্ণু, ঈশ্বর, ইহা বেদে আছে (শং, শ্রী)। যজ্ঞঃ পরমেশ্বরারাধনম্, যজ্ দেবপূজায়াম্ (নীলকণ্ঠ)। যজ্ঞঃ ফলাভিসন্ধিরহিতঃ ভগবদারাধনম্ (রামা ১৬।১)। যজ্ঞঃ কর্ম্মযোগঃ (রামা ৪।২২)। ইজ্যতে পূজ্যতে পরমেশ্বরম্ অনেনেতি যজ্ঞঃ (গিরি)। অতএব যজ্ঞ শব্দের মৌলিক অর্থ ঈশ্বর-আরাধনা। (৪।৩০ টীকা দেখ)। সুতরাং শ্লোকের অর্থ এইরূপ,—ঈশ্বর আরাধনা যে সকল কর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে, সে সকল কর্ম্মই সংসারে বন্ধন মাত্র। অতএব কেবল ঈশ্বরারাধনার উদ্দেশ্যে অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম কর। ৪।২৩ দেখ। "সর্ব্ব কর্ম্মই বন্ধন স্বরূপ"—এই সাংখ্যমত এতদ্দ্বারা খণ্ডিত হইল।

যজ্ঞের উদ্দেশে ভিন্ন, শুন ধনঞ্জয়!
কামবশে মাত্র যার অনুষ্ঠান হয়,
যজ্ঞার্থ কর্ম্মে বন্ধন-স্বরূপ হয় তাহাই সংসারে,
মুক্তি হয় যার ফলভোগে জীব জন্মে বারে বারে।
অতএব কর তুমি নিষ্কাম হৃদয়
ঈশ্বরসেবার্থ মাত্র কর্ম্ম সমুদয়। ৯

কিন্তু এখানে আর একটী প্রশ্ন উত্থিত হয়। অষ্টম শ্লোকে বলিয়াছেন, কর্ম্ম না করিলে আমাদের শরীর যাত্রাও চলিবে না; এখন বলিতেছেন ঈশ্বরারাধনা ভিন্ন যাহা কিছু কর্ম্ম, তাহাই বন্ধন স্বরূপ। শরীর-ধারণের জন্য স্নান, আহারাদি আবশ্যক; আর ঈশ্বরারাধনার জন্য পুষ্প, চন্দন, নৈবেদ্য, মন্ত্র, তপঃ, জপ ইত্যাদি আবশ্যক; অন্ততঃ সাধারণের এইরূপ বিশ্বাস। এখন এই সকলের সামঞ্জস্য কোথায়?

অতএব প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা কি, অগ্রে তাহা বুঝা উচিত। মানুষের আরাধনা করিতে গেলে, আরাধ্যব্যক্তির স্তবস্তুতি ও তাঁহার অভিমত নৈবেদ্য (ভেট বা ঘুস্) আবশ্যক। ইহা তোষামোদ। ভগবানও কি এইরূপ, ক্ষুদ্রচেতা মনুষ্যের ন্যায় তোষামোদপ্রিয়? অতএব কেবল পুষ্পচন্দনাদিতে ঈশ্বরারাধনা হয় না।

ভগবান্ বলিয়াছেন সিদ্ধি প্রাপ্ত সাধুব্যক্তি "প্রসন্নাত্মা", ও "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু", সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, (১৮।৫৪) "জিতেন্দ্রিয়ঃ" ও "সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা" সকলের প্রতি আত্ম-তুল্য ভাব (৫।৭), "সর্ব্বভূতহিতেরতঃ" সকলের হিতসাধনে রত (৫।২৫) "অদ্বেষ্টাঃ সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণঃ" সকলের প্রতি প্রীতিযুক্ত, মিত্রভাবাপন্ন ও কৃপালু (১২।১৩), "সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী" কামবশে কোন কর্ম্ম করেন না, (১২।১৬), "ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ" তাঁহার মন বুদ্ধি ঈশ্বরে সমর্পিত ইত্যাদি।

ইহাই সর্ব্বসাধনার চরম ফল। ইহাই প্রকৃত সাধকের লক্ষণ। স্বধর্ম্মের অনুরূপ (৩।৩৫ দেখ) কর্ম্মানুষ্ঠানে ইহার আরম্ভ ও মোক্ষলাভে শেষ; ১৮।৪৬—৫৫ দেখ। অতএব আত্মরক্ষার জন্য স্বধর্ম্মের অনুরূপ, ঈশ্বরে সমর্পিত যে পান ভোজনাদি (৯।২৭) তাহাও ঈশ্বরারাধনা।

"যজ্ঞের মর্ম্মভাগ ত্যাগ (Sacrifice)। পূর্ব্বকালে যজ্ঞ বলিলে লোকের মনে এই ত্যাগের ভাবই ফুটিয়া উঠিত। জগতের পোষণের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশে যে ত্যাগ, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা তাহাকেই যজ্ঞ নামে অভিহিত করিতেন। যে কর্ম্মে কোন স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্য নাই, যে কর্ম্মের মূলে সঙ্কল্প-লাভের প্রত্যাশা নাই, যে কর্ম্ম অহংকার-রহিত হইয়া, ভগবানের উদ্দেশে অর্পণ করা হয়, তাহাই যজ্ঞ কর্ম্ম। সে যজ্ঞের বেদী জগতের হিত, ত্যাগ আত্মবলিদান এবং যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং ভগবান্। কৃষ্ণের উপদেশ, মানুষ যাহা কিছু করিবে, তাহা যেন তাঁহাকে অর্পণ করে, তাহা হইলে আর তাহাকে কর্ম্ম-বন্ধনে বদ্ধ হইতে হইবে না।"—গীতায় ঈশ্বরবাদ।

৪—৯ শ্লোকের মর্ম্ম এই,—

(১) জ্ঞানলাভের জন্য সহসা কর্ম্মত্যাগ করিও না। বিনা কর্ম্মে প্রকৃত জ্ঞানোদয় হয় না।

(২) সহসা বৈরাগ্য অবলম্বন করিও না। যাহারা বাহিরে কর্ম্মত্যাগ করিয়া অন্তরে বিষয়-চিন্তা করে তাহারা মিথ্যাচারী।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥১০॥

(৩) ঈশ্বরারাধনার উদ্দেশে নিষ্কামভাবে কর্ম্ম কর। তাহাতে সংসারবন্ধন ঘটে না; এবং তাহা হইতেই প্রকৃত জ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভ হইবে। ৯।

কর্ম্মসম্বন্ধে নিজের এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া, ইহা যে শাস্ত্রানুমোদিত, তাহা দেখাইয়া ১০—১৩ শ্লোকে প্রজাপতির উক্তি শুনাইতেছেন। ইহা ৭ম যুক্তি।

পুরা—পূর্ব্বে, সৃষ্টিকালে। প্রজাপতিঃ সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা উবাচ—সহযজ্ঞাঃ অর্থাৎ নিজ নিজ আশ্রমধর্ম্মের সহ বর্ত্তমান; বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুরক্ত ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন (মধু)। অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্—এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর অভ্যুদয় লাভ কর। প্রসব—বৃদ্ধি। এষঃ বঃ ইষ্টকামধুক্—ইহা তোমাদিগের অভিষ্টপ্রদ হউক।

কর্ম্মের মাহাত্ম্য এই, কৌরব কুমার!
৭ যুক্ত পুরাকালে চতুর্ম্মুখ করিলা প্রচার।
শাস্ত্রসম্মত সৃষ্টিকালে প্রজাপতি করিয়া সৃজন
বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে রত যত প্রজাগণ,
কহিলেন সম্বোধন করি সে সবায়,
প্রজাগণ! কর সবে যজ্ঞ সমুদায়।
নিত্য নিত্য অভ্যুদয় ইহা হ'তে পাবে,
কামধেনু সম ইহা অভীষ্ট পূরাবে। ১০

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥১১॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২॥

এখানে যজ্ঞের প্রশংসাদ্বারা কর্ম্মেরই প্রশংসা করা হইল। কর্ম্মই যজ্ঞের মূল। ১০।

তোমরা অনেন দেবান্ ভাবয়তঃ—এই যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে সংবর্দ্ধিত, প্রীত কর। তে দেবাঃ। বঃ ভাবয়ন্তু—তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুক। এইরূপে, পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ, পরং শ্রেয়ম্ অবাপ্স্যথ—পরম শ্রেয়োলাভ করিবে। ১১।

দেবাঃ যজ্ঞভাবিতাঃ—যজ্ঞ দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া। ইষ্টান্ ভোগান্ বঃ দাস্যন্তে হি—বাঞ্ছিত ভোগ্যবস্তু তোমাদিগকে নিশ্চয়ই দিবেন। তৈঃ দত্তান্ (ভোগান্)—তাঁহাদের প্রদত্ত ভোগ্যসমূহ। এভ্যঃ অপ্রদায়—তাঁহাদিগকে না দিয়া। যঃ ভুঙ্‌ক্তে সঃ স্তেন এব—যে ভোজন করে, সে তস্কর তুল্য।

যজ্ঞ দ্বারা দেবগণে কর সংবর্দ্ধন,
দেবগণ করিবেন মঙ্গল সাধন;
এইরূপে সংবর্দ্ধনা করি পরস্পর
পরস্পর শ্রেয়োলাভ কর নিরন্তর। ১১।

পুরাণাদিতে দেবগণের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা হইতে এ সকল উক্তির মর্ম্ম অনুধাবন করা সহজ নয়। প্রাচীন ভাষ্যকারগণ বিশ্বাসের জাহাজে পা'ল তুলিয়া দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, মনুষ্যকৃত যজ্ঞের হবির্ভাগে দেবগণ পুষ্ট হয়েন, আর দেবগণের প্রদত্ত বৃষ্টি-আদির দ্বারা মনুষ্যগণ পুষ্ট হয়েন। আমরা ইহা বেশ বুঝিলাম না। উপনিষদে দেবগণের যে বর্ণনা আছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, যে তাঁহারা প্রাকৃতিক পদার্থ সমূহের অন্তর্নিহিত শক্তি সমূহ। অষ্টবসু, একাদশ ইন্দ্রিয়, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি,—এই ৩৩ দেবতা। অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য,* দ্যৌঃ (আকাশ), চন্দ্রমা (রস) ও নক্ষত্র সকল,—এই অষ্টবসু। দশ প্রাণ (দশ ইন্দ্রিয়) ও আত্মা (মন),—এই একাদশ রুদ্র। বৎসরের দ্বাদশ মাস, দ্বাদশ আদিত্য। স্তনয়িত্নু (অশনি, বিদ্যুৎ) ইন্দ্র। যজ্ঞই প্রজাপতি (পশু সকলকে যজ্ঞ বলা হইয়াছে, কারণ পশু দ্বারাই যজ্ঞ সম্পন্ন হয়—শাঙ্কর ভাষ্য)।—বৃহদারণ্যক ৩।৯। ২—৬। চতুর্বর্ণের আশ্রমধর্ম্ম যথারীতি অনুষ্ঠিত হইলে, ঐ সকল প্রাকৃতিক শক্তি সুসংবর্দ্ধিত (দেবগণের পুষ্টি) এবং তাহার ফলে বিবিধ সুখ লাভ হয়। ১২।

যজ্ঞে প্রীত হয়ে সেই দেবতা-নিচয়
বিবিধ বাঞ্ছিত, দ্রব্য দিবেন নিশ্চয়।
নাহি দিয়া তাঁ' দিকে তাঁদের দত্ত ধন
আপনি যে খায়; সে'ত তস্কর যেমন। ১২।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥১৩॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ—যজ্ঞাবশেষ দ্রব্যাদির দ্বারা যে সাধুগণ দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন (৪।৩১ দেখ)। তাঁহারা সর্ব্বকিল্বিষৈঃ—সর্ব্ব পাপ হইতে। মুচ্যন্তে। যে তু আত্মকারণাৎ পচন্তি—আপনার জন্য পাক করে অর্থাৎ আত্মসুখের জন্য সংসারে কর্ম্ম করে। তে পাপাঃ—সেই পাপিগণ। অঘং ভুঞ্জতে—পাপ ভোজন করে।

১১—১৩ শ্লোকের মর্ম্ম এই যে, দেব প্রীত্যর্থে বা পৃথিবীর মঙ্গলের জন্যই কর্ম্ম করা উচিত, কেবল নিজের জন্য নহে। যে অগ্রে ঈশ্বরপ্রীতির জন্য কর্ম্ম করিয়া পরে আত্মজীবন-ধারণের চেষ্টা করে সেই সাধু। পাঠক দেখিবেন, এখানেও কর্ম্মের নিষ্কামত্ব রক্ষিত হইয়াছে।১৩।

অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ কর্ম্ম করি সমাপন
অবশেষ যাহা রয়, ওহে প্রজাগণ,
দেহযাত্রা সমাধান করিয়া তাহায়
সাধুগণ সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়ে যায়।
আপনার তরে অন্ন পাক করে যারা
পাপ মাত্র ভুঞ্জে, হায়! মহাপাপী তারা।
অগ্রে অপরের তুষ্টি করি যে সাধন
পরে নিজ কর্ম্ম করে, সাধু সেই জন।১৩।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥১৪॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫॥

৮ম যুক্তি। জগৎ-চক্র অব্যাহত রাখিবার জন্যও কর্ম্ম করা উচিত। ১৪—১৬ শ্লোকে জগৎ-চক্র কি, তাহা বলিতেছেন।

অন্নাৎ ভূতানি ভবন্তি, পর্জন্যাৎ অন্নসম্ভবঃ। পর্জন্য একটি বৈদিক দেবতা, তিনি বৃষ্টি করেন। অতএব পর্জন্য অর্থে মেঘ বুঝিতে হইবে। অন্ন হইতে জীবের ও মেঘ অর্থাৎ বৃষ্টি হইতে অন্নের অর্থাৎ আহার্য্য দ্রব্যের, উৎপত্তি। যজ্ঞাৎ পর্জন্যঃ ভবতি, যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ—যজ্ঞ হইতে মেঘ এবং কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ হয়। ১৪।

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি—ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ হইতে কর্ম্ম উৎপন্ন জানিও; কর্ম্মের বিষয় বেদে বিধিবদ্ধ আছে। ব্রহ্ম অক্ষর-সমুদ্ভবং—বেদ পরম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন; ব্রহ্ম-কৃপায় আপনা আপনিই বেদের উৎপত্তি। তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম যজ্ঞে নিত্যং প্রতিষ্ঠিতম্। শ্রীধর এই অংশ দুই প্রকারে ব্যাখ্যা করেন। এক মতে, শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে

নিরখি সংসার চক্র অর্জ্জুন! আবার
সংসার চক্র অনুচিত হয় তব কর্ম্ম পরিহার।
অন্ন হ'তে জন্মে জীব, বৃষ্টি হতে অন্ন
যজ্ঞে বৃষ্টি, যজ্ঞ পুনঃ কর্ম্মে সমুৎপন্ন। ১৪।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬॥

ব্রহ্ম শব্দে বেদ ও শেষোর্দ্ধে পরব্রহ্ম বুঝিয়া ব্যাখ্যা করেন, অতএব যখন পরব্রহ্ম হইতেই যজ্ঞের প্রবৃত্তি, তখন তিনি সর্ব্বগত অর্থাৎ সর্ব্বময় হইলেও সতত যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত, যজ্ঞ দ্বারা প্রাপ্য, অতএব যজ্ঞ দ্বারা যখন ব্রহ্মলাভ হয়, তখন যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। অন্যমতে ব্রহ্মশব্দে সর্ব্বত্রই বেদ বুঝিয়া ব্যাখ্যা করেন, যখন কর্ম্মই জগৎরক্ষার মূল, তখন জগৎকর্ত্তার বাক্যস্বরূপ বেদ, সর্ব্বগত অর্থাৎ সর্ব্বার্থ প্রকাশক হইলেও তাহার তাৎপর্য্য সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত; অতএব যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। শঙ্করের ব্যাখ্যাও এই শেষোক্ত রূপ। স্থূল তাৎপর্য্য একই।

এই সংসার চক্রের বর্ণনার মধ্যে, বৃষ্টি হইতে অন্ন ও অন্ন হইতে জীব,—এই অংশটুকু মাত্র আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝা যায়, অন্য অংশ নহে। বোধ হয় জড়বিজ্ঞান এখনও সে অংশে অগ্রসর হইতে পারে নাই। ১৫।

এবম্—এইভাবে। প্রবর্ত্তিতং জগৎচক্রং যঃ ইহলোকে,

বেদ হতে প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম সমুদায়
সে বেদ প্রকাশে পুনঃ ব্রহ্মের কৃপায়;
সে হেতু যদিও বেদ প্রকাশে সকল,
প্রতিষ্ঠিত মর্ম্মতার যজ্ঞেই কেবল;—
যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা মিলে ভগবান্
অতএব সমুচিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান। ১৫।

ন অনুবর্ত্তয়তি—অনুবর্ত্তন করে না। সঃ অঘায়ুঃ—তাহার জীবন পাপস্বরূপ। এবং সে ইন্দ্রিয়ারামঃ—ইন্দ্রিয় সুখেই তাহার আরাম, সে মোক্ষার্থী নহে। সঃ মোঘং জীবতি—তাহার বাঁচিয়া থাকা বৃথা। ১৬।

সংসার চক্র

এই হে সংসার-চক্র, শুন ধনঞ্জয়!
ব্রহ্ম হ'তে বেদ, কর্ম্ম বেদ হ'তে হয়;
কর্ম্মে যজ্ঞ, যজ্ঞে বৃষ্টি, বৃষ্টি হ'তে অন্ন,
সংসারের সর্ব্বভূত অন্নে সমুৎপন্ন।
গতিমান্ মহাযন্ত্র সম এ সংসার;
ব্রহ্মাদি যা' কিছু বস্তু, সবই অঙ্গ তার।
প্রত্যেক অঙ্গের আছে ক্রিয়া স্বতন্তর,
নিজ শক্তি মত সবে সদা কর্ম্মপর।
প্রতি জীব, প্রতি অণু, পরমাণু আর
সাহায্য করিছে সদা ক্রিয়ায় তাহার।
নিজ নিজ কর্ম্ম যদি নাহি করে সবে,
ক্রিয়ার ব্যাঘাত তার এ যন্ত্রের হবে।
ইহলোক মাঝে করি শরীর ধারণ,
এ চক্রের অনুবর্ত্তী না হ'য়ে যে জন
অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম তার করে পরিহার,
পাপের স্বরূপ হায়! জীবন তাহার।
ইন্দ্রিয়ের সুখ তার জীবনের সার,
সংসারে বাঁচিয়া থাকা বিফল তাহার। ১৬।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥১৭॥

৯ম যুক্তি। অতএব সকলেরই কর্ম্ম করা উচিত। কেবল যাঁহার চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তিনি কর্ম্ম না করিতে পারেন। ১৭—১৮ শ্লোকে ইহা বুঝাইতেছেন।

যঃ তু মানবঃ আত্মরতিঃ এব, আত্মতৃপ্তঃ চ আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ স্যাৎ, তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে—আত্মাতেই যাঁহার রতি (প্রীতি) ও তৃপ্তি; আত্মাতেই যিনি সন্তুষ্ট, যিনি আপনার তৃপ্তি বা সন্তোষের জন্য সংসারের রূপ রসাদি কোন বিষয়েরই প্রত্যাশী নহেন, তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই।

এরূপ ব্যক্তিকে আত্মারাম কহে। কোন অবস্থায় এ ভাব হয়, ২। ৫৫ শ্লোকের মর্ম্মানুধাবন করিলে তাহা বুঝা যায়। ঈদৃশ ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই; অর্থাৎ এমন কোন কর্ম্ম নাই যাহা না করিলে তাঁহার কর্ত্তব্য বা ধর্ম্মহানি হয়। কিন্তু এ কথায় এমন বুঝায় না, যে তাঁহাকে কর্ম্ম করিতে

অতএব ভাবি দেখ, কৌরব-কুমার।
পৃথিবীতে কর্ম্মকরা উচিত সবার।
কেবল — কেবল হৃদয়ে যার হয় জ্ঞানোদয়,
জ্ঞানীর — আত্মাতেই প্রীতি যার, বিষয়েতে নয়,
কর্ম্ম নাই — আত্মাতে যে তৃপ্ত, নহে অন্নাদির রসে,
আত্মাতেই তুষ্ট, নহে কামভোগবশে,
তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই এ সংসারে
ইহলোকে কর্ম্ম ত্যাগ সে করিতে পারে। ১৭।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥১৮॥

নাই বা তিনি কর্ম্ম করেন না ? বরং কর্ম্ম করিবার পক্ষে বিশেষ বিধি আছে ; "যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্" (৩।২৬)। তবে অজ্ঞানীর কর্ম্মত্যাগ যেমন দোষের (১৬ ও ৩২ শ্লোক দেখ), জ্ঞানীর তাহা নহে।

"যখন একবার হরি বা রাম নাম করলে, রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন আর কর্ম্ম করতে হয় না, কর্ম্ম আপনা আপনি ত্যাগ হ'য়ে যায়।"—(কথামৃত)।

ফল হ'লে আর ফুল থাকে না, ঈশ্বর লাভ হ'লে আর কর্ম্ম করতে হয় না ; মনও লাগে না।—ঐ। ১৭।

জ্ঞানীর কর্ম্ম আবশ্যক নহে—কারণ সংসারে, তস্য কৃতেন—কার্য্য করায়। অর্থঃ ন এব—প্রয়োজন নাই। অকৃতেন চ—এবং কার্য্য না করাতেও। ইহ কশ্চন অর্থঃ ন—কোন প্রত্যবায় নাই (শং)। অস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ ন চ অস্তি—অর্থ, প্রয়োজন (শং) তন্নিমিত্ত ব্যপাশ্রয়, অবলম্বন, আশ্রয়ের বস্তু, নাই ; সংসারে এমন কিছু নাই যাহা অবলম্বন করিয়া তিনি অবস্থিতি করেন।

কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে তাঁর নাই প্রয়োজন।
না করিলে প্রত্যবায় না হয় কখন।
সর্ব্বভূতে কোন কিছু এমন না রয়,
রহেন সে জ্ঞানী যারে করিয়া আশ্রয়। ১৮।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥১৯॥

প্রাচীন আর্য্যসমাজে মনুষ্যজীবন চারিভাগে বিভক্ত ছিল,—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। "ব্রহ্মচারী ভূত্বা গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ"। (জাবালোপনিষদ্, ৪)। মনুষ্য প্রথমে ব্রহ্মচারী হইবে, পরে গৃহস্থ হইবে, পশ্চাৎ বনচারী হইবে, অনন্তর সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। এই সন্ন্যাস দশাতেই আত্ম-বিদ্যায় অধিকারী হইতেন। তখন তাঁহার পক্ষে কর্ম্ম-কাণ্ড বেদের বিধি নিষেধের অপেক্ষা থাকিত না, সম্ভাবনাও থাকিত না। ১৮।

পুনরায় কর্ম্মের উপযোগিতা সম্বন্ধে বলিতেছেন। ইহা ১০ম যুক্তি। যখন তোমার তাদৃশ জ্ঞানোদয় হয় নাই, তখন তুমি, সততং অসক্তঃ—অনাসক্ত হইয়া। কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর—অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আচরণ কর। যেহেতু (হি) পুরুষঃ অসক্তঃ—অনাসক্ত ভাবে। কর্ম্ম আচরন্, পরম্ আপ্নোতি—মোক্ষ লাভ করেন। ১৯।

সে জ্ঞান তোমার নাই, কুন্তীর নন্দন!
অতএব নিত্য কর্ম্ম করহ সাধন।
অনাসক্ত কর কর্ম্ম, অনাসক্ত ফল-কামনায়
কর্ম্মে মুক্তি অনাসক্ত কর্ম্মে জীব মোক্ষপদ পায়।১৯।

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥২০॥

১১শ যুক্তি। দেখ, জনকাদয়ঃ কর্ম্মণা এব—কর্ম্ম দ্বারাই। সংসিদ্ধিম্ আস্থিতাঃ—সম্পূর্ণ সফলতা অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান (শ্রী), মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন।

আর যদি মনে কর যে তোমার সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইয়াছে তাহা হইলেও, লোকসংগ্রহম্ এব অপি সংপশ্যন্—লোক-সংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি করিয়াও। কর্ম্ম কর্ত্তুম্ অর্হসি—তোমার কর্ম্ম করা উচিত।

লোক সংগ্রহ—দৃষ্টান্ত দেখাইয়া লোককে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করা। জ্ঞানিগণ যেরূপ কর্ম্ম করেন সাধারণেও তাদৃশ কর্ম্ম করে। সুতরাং তাঁহারা কর্ম্ম না করিলে অন্যেও কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পতিত হইবে, এই ভাবিয়া কর্ম্ম করিয়া লোকরক্ষণই লোকসংগ্রহ (শ্রী)। ২১ শ্লোক দেখ।

বর্ত্তমান কালে ভারতের জ্ঞানিগণ বোধ হয় ভগবানের এ উপদেশটী বিস্মৃত হইয়াছেন, তজ্জন্যই বোধ হয় এখন আমাদের এই দুর্দ্দশা। ২০।

ভাব যদি জ্ঞানী তুমি, কৌরব কেশরি,
জ্ঞানীরও কর্ম্ম লোকস্থিতি প্রতি তবু দৃষ্টিপাত করি ;
আবশ্যক অনুষ্ঠেয় কর্ম্মকরা সমুচিত হয়,
কর্ম্ম-পরিহার তব উপযুক্ত নয়।
জনকাদির দেখ হে, জনক আদি রাজর্ষি যাঁহারা
দৃষ্টান্ত কর্ম্মেই সফলকাম্ হইলা তাঁহারা। ২০।

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥২১॥
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥২২॥

কর্ম্মদ্বারা লোকসংগ্রহ কিরূপ তাহা বুঝাইতেছেন। শ্রেষ্ঠঃ (লোক) যৎ যৎ আচরতি, ইতরঃ জনঃ—সাধারণ লোকে। তৎ তৎ এব—সেই সেই কর্ম্মই করে। স যৎ প্রমাণং কুরুতে—তিনি, কর্ম্ম অথবা কর্ম্মত্যাগ, যাহা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন। লোকঃ তৎ এব অনুবর্ত্ততে—সাধারণে তাহারই অনুসরণ করে। ২১।

এ বিষয়ে ভগবান্ আপনিই দৃষ্টান্ত। হে পার্থ! ত্রিষু লোকেষু—ত্রিভুবনে। মে কিঞ্চন কর্ত্তব্যং নাস্তি। কারণ আমার কিছুই অনবাপ্তম্ অবাপ্তব্যং ন—অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্য নাই। তথাপি কর্ম্মণি এব চ বর্ত্তে—কর্ম্ম করিতেছি। ২২।

এ সংসারে যাহা কিছু করে শ্রেষ্ঠ জন
তাহা দেখি কর্ম্ম করে অন্য সাধারণ।
যেরূপ করেন তাঁরা প্রামাণিক বলি,
সেইরূপ করে, পার্থ, অপরে সকলি। ২১।
স্বধর্ম্ম-পালন তুমি কর নরবর!
তা' দেখি অপরে হবে স্বধর্ম্মে তৎপর।
আমার কর্ত্তব্য কিছু নাই এ সংসারে,
কারণ কিছুই নাই ব্রহ্মাণ্ড-মাঝারে,
অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্য যাহা অর্জ্জুন, আমার,
তবু দেখ, আমি কর্ম্ম করি অনিবার। ২২।

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয় জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥২৩॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥২৪॥

যদি অহং অতন্দ্রিতঃ—তন্দ্রাশূন্য, অনলস হইয়া। জাতু—কদাচিৎ। কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়—কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হই। তাহা হইলে মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ—সর্ব্ব প্রকারে। মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে—আমার পথ অনুসরণ করিবে। ২৩।

দেখ চেৎ—যদি। অহং কর্ম্ম ন কুর্য্যাম্—কর্ম্ম না করি। তবে ইমেঃ লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ—কর্ম্মলোপবশতঃ এই প্রজাগণকে আমি উৎসন্ন দিব। আর কর্ম্মলোপবশতঃ ধর্ম্মসঙ্কর হইবে সুতরাং সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাম্—আমিই সেই ধর্ম্মসঙ্করের কারণ হইব। অতএব, উপহন্যাম্ ইমাঃ প্রজাঃ—আমিই এই প্রজাগণের ধর্ম্মলোপবশতঃ মালিন্য বা বিনাশের হেতু হইব (মধু)।

আলস্য ত্যজিয়া যদি আমি কদাচিৎ
নাহি করি নিরন্তর কর্ম্ম সমুচিত,
সর্ব্বশঃ আমার পথে করিয়া গমন
পার্থ হে, ছাড়িবে কর্ম্ম সর্ব্বসাধারণ।২৩।
জ্ঞানীর কর্ম্ম- তাই, যদি আমি কর্ম্ম না করি সাধন
ত্যাগে দোষ আমিই উৎসন্নে দিব এই প্রজাগণ।
অপরে ছাড়িবে কর্ম্ম, দেখিয়া আমারে,
আমা হ'তে হবে ধর্ম্মসঙ্কর সংসারে।

সঙ্কর—পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন পদার্থের একত্র সংমিশ্রণের নাম সঙ্কর। এখানে সঙ্কর শব্দে ধর্ম্মসঙ্কর বুঝাইতেছে—(মধু)। শ্রীকৃষ্ণোক্তির মর্ম্ম এই যে, তিনি কর্ম্মত্যাগ করিলে, তাঁহার দৃষ্টান্তে অন্যেও নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে বিরত হইবে; তাহার ফলে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা (disorder), যথা—চৌর্য্য, হত্যা, দুর্ভিক্ষ, দান তপস্যাদি ধর্ম্মের তিরোভাব, পরদারাসক্তি ইত্যাদি বহুতর অমঙ্গল উপস্থিত হইবে। ইহারই নাম ধর্ম্ম-সঙ্কর।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতের প্রায় সর্ব্ব সমাজে এই দোষ সম্পূর্ণরূপে স্পর্শ করিয়াছে। পূর্ব্বতন মহাত্মগণ যে কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তিময় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা কালক্রমে কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সংসারের

যজ্ঞ দান তপস্যাদি লোকধর্ম্মনাশ,
ব্যাধি কলহাদি হ'তে প্রজার বিনাশ,
কৃষি বাণিজ্যাদি হানি, তায় অর্থ ক্ষতি,
পরদারদোষে বর্ণসঙ্কর সন্ততি,
হত্যা, চৌর্য্য, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধাদি অমঙ্গল
আমার আলস্য হ'তে হবে এ সকল।
সংসার-শৃঙ্খলা হবে আমা হ'তে নষ্ট
আমা হ'তে প্রজাগণ মলিন বিনষ্ট।
সে হেতু আমি হে, করি কর্ম্ম নিরন্তর,
আমার দৃষ্টান্তে তুমি হও কর্ম্ম-পর ।২৪।

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥২৫॥

কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের আদর্শ কিছু নাই। সেই প্রাচীন রাজর্ষি জনক বা আধুনিক রাজ রাজর্ষি রামানন্দ রায়* আর নাই। আমাদের এখন সাধারণ বিশ্বাস, সংসারাশ্রমে থাকিয়া কেহই প্রকৃত জ্ঞানী বা ধার্ম্মিক হইতে পারে না; সংসারাশ্রম ত্যাগ ভিন্ন সাধনার উত্তম পন্থা নাই। অথচ সংসার ছাড়িয়া থাকিতেও পারি না। এইরূপে উভয় সঙ্কটে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি।

হায়, কি দুর্ভাগ্য! আমরা মুখে বলি "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" কিন্তু কার্য্যতঃ সেই আদর্শ-কর্ম্মী, আদর্শ-জ্ঞানী, আদর্শ-ধার্ম্মিকের অনুকরণে বা উপদেশমতে চলি না। শ্রীভগবানের উপদেশ অবহেলা করিয়া মানব-প্রদত্ত উপদেশ মস্তকে বহন করি। অবশ্যই বুঝিয়াছি, ঈশ্বরের অপেক্ষা মানুষের বুদ্ধি বেশী, নহিলে এমন করি কেন?। ২৪।

অতএব জ্ঞানিগণও সাধারণের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া লোকস্থিতির জন্য কর্ম্ম করিবেন। তবে, প্রভেদ এই যে, অবিদ্বাংসঃ—অজ্ঞানিগণ। কর্ম্মণি সক্তাঃ—আসক্ত

* রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্য দেবের সমসাময়িক। তিনি উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রের রাজত্বের দক্ষিণাংশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি পরম রাজনীতিজ্ঞ ও সঙ্গীত-মালা-বেশ-ভূষা রচনাদি কলা বিদ্যায় সুদক্ষ, অথচ উত্তম পণ্ডিত, পরম ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, নিস্পৃহ, নিষ্কাম ভক্ত ছিলেন। এক দিকে যোগ এক দিকে ভোগ তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥২৬॥

হইয়া। যথা কুর্ব্বন্তি। বিদ্বান্ অসক্তঃ—আসক্ত না হইয়া। লোক-সংগ্রহম্ চিকীর্ষুঃ—লোকস্থিতির ইচ্ছায়। তথা কুর্য্যাৎ—সেইরূপ কর্ম্ম করিবেন। ২৫।

১২শ যুক্তি। যদি বল, যেমন অজ্ঞানীর উপকারার্থে লৌকিক কর্ম্ম করা জ্ঞানীর উচিত, তেমনি তাহাকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেওয়াও উচিত। তাহা নহে। কারণ, যদি তুমি অজ্ঞানীর মনে জ্ঞানোদ্রেক করিতে যাও, তাহার জ্ঞান ত হইবেই না, পরন্তু তাহার কর্ম্মের প্রতিও অনাস্থা জন্মিবে। তাহাতে তাহার উভয়

জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর কর্ম্মে ভেদ

লোকস্থিতি ইচ্ছা করি জ্ঞানীও, ভারত,
কৃপা করি করিবেন কর্ম্ম অবিরত,
কিন্তু কামবশে করে যেমন অজ্ঞানী
সতত নিষ্কামে তথা করিবেন জ্ঞানী। ২৫।

মূর্খকে জ্ঞানোপদেশ অনুচিত

অজ্ঞানীকে উপদেশ দিলে, ধনঞ্জয়,
কর্ম্মে তার পূর্ব্বমত শ্রদ্ধা নাহি রয়;
অথচ তাহাতে জ্ঞান অজ্ঞানী না পায়;
কর্ম্ম-মার্গ, জ্ঞান-মার্গ, দুই দিক্ যায়।
সে হেতু, যে অজ্ঞ কর্ম্মে অনুরক্ত রয়,
তার বুদ্ধিভেদ কভু উচিত না হয়।
সাবধানে কর্ম্ম করি জ্ঞানী অবিরত,
অজ্ঞানীকে সর্ব্ব কর্ম্মে রাখিবে নিরত। ২৬।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥২৭॥

ফল নষ্ট হইবে (শ্রীধর)। গাধাকে পিটিয়া ঘোড়া করিতে গেলে, সে ঘোড়া ত হয় না, পরন্তু সে গাধার মত কর্ম্মও করিতে পারে না। উপদেশলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা স্বভাবের ব্যতিক্রম বহুকাল সাপেক্ষ। অতএব, অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্ বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ—কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞানীকে আত্মোপদেশ দিয়া তাহার কর্ম্ম-বিষয়ে বুদ্ধির অন্যথা ভাব জন্মাইও না। অপি তু—বরং। বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্—সাবধানে স্বয়ং কর্ম্ম করিয়া (বরং) অজ্ঞানীকে, সর্ব্বকর্ম্মাণি যোজয়েৎ—সর্ব্ব কর্ম্ম করাইবে। "তাহাদিগকে তাহাদের রুচি-অনুযায়ী বৈদিক ক্রিয়াপরম্পরাদ্বারা ক্রমশঃ উচ্চাধিকারস্থ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিবে।"—(বস্)। ২৬।

পণ্ডিত ও মূর্খে আরও কি প্রভেদ তাহা বলিতেছেন। প্রকৃতেঃ গুণৈঃ—প্রকৃতির গুণত্রয়ের বিকারে উৎপন্ন

কর্ম্ম করে জ্ঞানী আর অজ্ঞানী উভয়,
উভয়েতে যে ভেদ তাহা শুন, ধনঞ্জয়।
পণ্ডিত　সত্ত্ব, রজ আর তমঃ প্রকৃতির গুণ;
ও মূর্খে　ইন্দ্রিয় শরীর আদি তা'হ'তে, অর্জ্জুন!
প্রভেদ　যাহা কিছু কর্ম্ম তুমি দেখ এ সংসারে
সেই ইন্দ্রিয়াদি হ'তে জানিবে সবারে।
কিন্তু এই দেহ মন ইন্দ্রিয় নিচয়,
এই সমবায় "আমি"—এই যে নিশ্চয়,

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥২৮॥

দেহ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা; ১৪।৩ টীকা দেখ। সর্ব্বশঃ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি—সর্ব্ব কর্ম্ম হয়; ১৪।১৯ ও ১৮।১৪-১৫ দেখ। অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়গণ স্বভাববশে পরিচালিত হইয়া সর্ব্ব কর্ম্ম করে। কিন্তু অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা—দেহ ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির সমষ্টিই আত্মা বা "আমি" বলিয়া যে ধারণা, তাহার নাম অহঙ্কার; সেই অহঙ্কারে যাহার আত্মা বিমূঢ়, অন্তঃকরণ মুগ্ধ; সেই মূর্খ (শং)। অহং কর্ত্তা ইতি মন্যতে—আমি কর্ম্ম করিলাম মনে করে। ২৭।

কিন্তু (তু) হে মহাবাহো! গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ—গুণত্রয় এবং কর্ম্ম সমূহ হইতে আত্মার প্রভেদ-তত্ত্ব যে জানে; অর্থাৎ যে গুণত্রয়ের বিকারে দেহ ইন্দ্রিয়াদি উৎপন্ন হয়, এবং যে দেহাদি হইতে সর্ব্ব কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই গুণত্রয় আত্মার কোন অংশ নহে,

---

সেই অহঙ্কারে হ'য়ে মোহিত-হৃদয়
জ্ঞানহীন ভাবে,—"আমি করি সমুদয়"। ২৭।
না হয় আত্মার অংশ কিন্তু গুণত্রয়,
আত্মা হ'তে কোন কর্ম্ম কখন না হয়,
গুণত্রয় এই যে প্রভেদ, গুণ, কর্ম্ম ও আত্মায়,
হইতেই সে তত্ত্ব যে জ্ঞানবান্ জানে সমুদায়,
কর্ম্ম হয় ইন্দ্রিয় বিষয়মুখে ধায় অবিরত
জানিয়া, ভাবে না—"আমি কর্ম্ম করি যত" ।২৮।

প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥২৯॥

এবং সেই কর্ম্ম সমূহ দেহাদি হইতেই হয়, আত্মা কোন কর্ম্ম করে না (১৮।১৪ দেখ) এই তত্ত্ব যে জ্ঞাত আছে। সে, গুণাঃ—ইন্দ্রিয়গণ। গুণেষু বর্ত্তন্তে—ইন্দ্রিয়-বিষয়-সমূহে প্রবৃত্ত থাকে (শ্রী), জড় জড়ের সহিত সম্বদ্ধ হয়। ইতি মত্বা ন সজ্জতে—ইহা জানিয়া, "আমি করিতেছি" এরূপ ভাবে না।

প্রকৃতি বা জড় পদার্থের আকর্ষণ, সংঘর্ষণ ও বিশ্লে-ষণ দ্বারা সংসারের সমস্ত কার্য্য হয়। তেজ হইতে চক্ষু ও রূপের উৎপত্তি। এইজন্য যেখানে রূপ সেইখানে চক্ষু আকর্ষিত হয়। মন ইন্দ্রিয়ের বশীভূত থাকায় চক্ষুর অনুগমন করে। তত্ত্ববিৎ জ্ঞানিগণ ইহা জড়শক্তির কার্য্য জানিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান করেন না। অজ্ঞ ব্যক্তি এ তত্ত্ব না জানায়, আমি দেখিলাম বলিয়া অভিমান করে। ২৮।

প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ—প্রকৃতির গুণে মুগ্ধ পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞানিগণ। গুণকর্ম্মসু সজ্জন্তে—প্রকৃতির গুণ ও তাহা-দের কর্ম্মে আসক্ত হয়। কৃৎস্নবিৎ—সম্যক্‌দর্শী জ্ঞানী। অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্ তান্ ন বিচালয়েৎ—অসম্যক্‌দর্শী

মোহিত প্রকৃতিগুণে অজ্ঞানী নিচয়
অজ্ঞের প্রকৃতির গুণ কর্ম্মে সমাসক্ত হয়।
বুদ্ধি ভেদ সেই সব মন্দমতি অজ্ঞানীর মন
অনুচিত বিচলিত করিবে না কভু জ্ঞানিগণ। ২৯।

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥৩০॥

মন্দবুদ্ধি সেই অজ্ঞানিগণের বুদ্ধিকে বিচলিত করিয়া দিবেন না ; ২৬ শ্লোক দেখ। ২৯।

জ্ঞানীরও যখন কর্ম্ম করা উচিত, তখন তুমি কর্ম্ম ত্যাগ করিবে কেন? অতএব, অধ্যাত্মচেতসা—আত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরের অভিমুখে যে চেতঃ, তাহা অধ্যাত্মচেতঃ ; তদ্দ্বারা। কর্ত্তা ভগবানের অধীনে ভৃত্যবৎ কার্য্য করিতেছি, এইরূপ জ্ঞান অধ্যাত্মজ্ঞান (শং)। এইরূপ জ্ঞানে, সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য—আমায় অর্পণ করিয়া। এবং নিরাশীঃ—ফলকামনাশূন্য, নিষ্কাম হইয়া। অতএব নির্ম্মমঃ—মমতা শূন্য অর্থাৎ এই কর্ম্ম আমার স্বার্থ-সাধনের জন্য এইরূপ না ভাবিয়া (শ্রী)। বিগতজ্বরঃ, যুদ্ধস্ব—জ্বর, সন্তাপ অর্থাৎ বন্ধুবধ জন্য শোক, ত্যাগ করিয়া, যুদ্ধ কর।

ভগবান্ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, অহং জ্ঞানই সকল অনর্থের মূল। "অহং" থাকিতে কিছু হয় না ; অথচ, যতই চেষ্টা করা হউক, অহং যায় না। রামকৃষ্ণ পরমহংস

জ্ঞানীও যখন কর্ম্ম করিবে নিশ্চয়
তুমি হে, ত্যজিবে কর্ম্ম কেন ধনঞ্জয়?
জ্ঞানীর কর্ম্ম ভৃত্য আমি, করি কর্ম্ম প্রভুর ইচ্ছায়,
'দাস আমি' এই ভাবে সর্ব্ব কর্ম্ম অর্পিয়া আমায়,
নিষ্কাম নির্ম্মম চিত্তে, শোক পরিহরি,
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও কৌরব-কেশরি ॥৩০॥

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥৩১॥
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥৩২॥

বলিতেন, "অহং" যদি যাবে না, তবে থাক্ শালা 'দাস আমি' হ'য়ে। দাস আমিতে দোষ নাই। মিষ্টি খেলে অম্বল হয়, কিন্তু মিছরিতে হয় না। এখানে অধ্যাত্মচেতসা বাক্যে, ভগবান্ সেই 'দাস আমির' কথাই বলিয়াছেন। ৩০।

যে মানবাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ এবং অনসূয়ন্তঃ—অসূয়াবিহীন। মে ইদং মতং—নিষ্কামে ভগবানে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য-পালন রূপ আমার এই মত। নিত্যম্ অনুতিষ্ঠন্তি—সদা অনুষ্ঠান করে। তে কর্ম্মভিঃ অপি—অনাদিকাল-প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতেও (রামা)। মুচ্যন্তে—ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্ত হয় (শ্রী)। ৩১।

যে তু যে এতৎ মতম্ অভ্যসূয়ন্তঃ—কিন্তু যাহারা আমার এই মতের নিন্দা করিয়া। ন অনুতিষ্ঠন্তি—অনুষ্ঠান করে না। তান্ সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ অচেতসঃ, নষ্টান্ বিদ্ধি। অচেতসঃ—নির্ব্বোধ।

<u>কর্ম্মযোগের</u> অসূয়া বিহীন যারা, যারা শ্রদ্ধাবান্
<u>গুণ</u> নিত্য মম এই মত করে অনুষ্ঠান,
ইহ কিম্বা পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্ম সমুদয়,
লভি জ্ঞান সে সমস্ত হ'তে মুক্ত হয়। ৩১।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩॥

২১ হইতে ৩২ শ্লোকের মর্ম্ম বিশেষরূপে প্রণিধান-যোগ্য। যখন এমন অবস্থা হয় যে, "একবার হরি বা রাম নাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন আর কর্ম্ম করতে হয় না, কর্ম্ম আপনা আপনি ত্যাগ হ'য়ে যায়" (কথামৃত); তখনকার কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু অনেকে জ্ঞান বা বৈরাগ্যমার্গের ব্যপদেশে সামর্থ্য সত্ত্বেও; ইচ্ছা পূর্ব্বক লৌকিক কর্ম্ম ত্যাগ করেন। এই আধ্যাত্মিক স্বার্থপর বৈরাগ্যপন্থী শৈব ও শাক্ত সন্ন্যাসী বা ভেকধারী বৈষ্ণবগণ সম্বন্ধে আমরা যতই কেন প্রশংসা করি না, ভগবান্ বলিতেছেন "সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টান্ অচেতসঃ,—তাহাদের কোন জ্ঞান নাই, তাহাদিগকে নষ্ট বলিয়া জানিও।

আবার সাধক "যাঁহার কর্ম্ম আপনা আপনি ত্যাগ হ'য়ে যায়" তিনিও, সিদ্ধিলাভের পর, লোক-রক্ষার্থ কর্ম্ম করিবেন। ২৫—২৬ শ্লোক দেখ। ৩২।

কিন্তু সকলে যে এই ভাবে কর্ম্ম করে না তাহার কারণ আছে। এ দোষ সকলেরই ইচ্ছাকৃত নহে।

কিন্তু মম উপদেশে দোষ দৃষ্টি করি,
কর্ম্মযোগ করে না পালন যারা কৌরব-কেশরি!
অসাধনে বুদ্ধিহীন তা'রা সবে, সর্ব্বজ্ঞানহারা;
দোষ বিনষ্ট বলিয়া, হায়! জানিও তাহারা। ৩২।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥৩৪॥

কারণ, জ্ঞানবান্ অপি স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশং চেষ্টতে—জ্ঞানীও আপনার প্রকৃতি বা স্বভাবের অনুরূপ কর্ম্ম করে। প্রকৃতি—পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের সংস্কারানুযায়ী স্বভাব (শ্রী)। ভূতানি প্রকৃতিং যান্তি—সর্ব্বজীবই স্বভাবের অনুগমন করে। নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি—ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিলে কি হইবে ? ৩৩।

সংসারে, ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য অর্থে—ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে প্রত্যেকেরই স্ব স্ব বিষয়ে। বীপ্সায় দ্বিরুক্তি। অর্থ—বিষয়। রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ—অনুরাগ ও দ্বেষ

তবে কেন হায় ! সংসারে সকলে
　　এই পথে সবে করে না গমন,
স্ববশ ইন্দ্রিয়ে নিষ্কাম হৃদয়ে
　　সর্ব্বে সর্ব্ব কর্ম্ম করে না সাধন ?
তাহার কারণ, বর্ত্তমানে রহে
　　যত পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মসংস্কার,
<u>সকলেই</u> জ্ঞানী বা অজ্ঞানী ভেদ কিছু নাই,
<u>প্রকৃতিবশ</u>　　সংস্কারবশে প্রকৃতি সবার।
জ্ঞানীও আপন প্রকৃতির বশে
　　সর্ব্বরূপ কর্ম্ম করেন সাধন ;
কি ফল ফলিবে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে ?
　　স্বভাবের বশে চলে ভূতগণ। ৩৩।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥৩৫॥

অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তা' বলিয়া, তয়োঃ বশং ন আগচ্ছেৎ—সেই রাগ দ্বেষের বশে আসিও না। কারণ, তৌ হি—সেই দুটীই অস্য পরিপন্থিনৌ—ইহার অর্থাৎ সকলেরই, শত্রু (রাগা)। ৩৪।

১৩শ যুক্তি। —যদি বল, রাগ-দ্বেষের বশ না হইয়া

রাগ দ্বেষ স্বাভাবিক — অনুকূল অর্থ পাইলে ইন্দ্রিয়
তাহাতে তাহার জন্মে অনুরাগ,
তেমনি আবার স্বভাবতঃ তার
প্রতিকূল অর্থে জনমে বিরাগ।
ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে এই নিত্য ধর্ম্ম
অন্যথা তাহার না হয় কখন ;

রাগ দ্বেষই শত্রু — এই রাগ, দ্বেষ, শত্রু পুরুষের
তাহাদের বশে না কর গমন। ৩৪।

ভাব যদি ঘোর ক্ষাত্র ধর্ম্ম হ'তে
শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম শান্তিময়,
মিথ্যা এ ধারণা, ওহে ক্ষত্রবীর;
যুদ্ধই স্বধর্ম্ম, তব ধনঞ্জয়!

স্বধর্ম্ম পালনই শ্রেষ্ঠ — পরধর্ম্ম যদি সুসম্পন্ন হয়,
বিগুণ স্বধর্ম্ম তবু শ্রেয়স্কর ;
স্বধর্ম্ম-সাধনে মৃত্যুও মঙ্গল,
পরধর্ম্ম কিন্তু তবু ভয়ঙ্কর। ৩৫।

ইন্দ্রিয়-সংযম-পূর্ব্বক কর্ম্ম করাই যদি কর্ত্তব্য হয়, তবে যুদ্ধাদি হিংসাপ্রধান ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম অপেক্ষা শান্তি ও সংযম-প্রধান ব্রাহ্মণের কর্ম্মই ভাল। তাহা নহে। কারণ, যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম। স্বধর্ম্মঃ বিগুণঃ—কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন হইলেও তাহা স্ব-অনুষ্ঠিতাৎ পর-ধর্ম্মাৎ—সুসম্পন্ন পরধর্ম্ম হইতে শ্রেয়ান্—উত্তম। স্ব ধর্ম্মে বর্ত্তমান থাকিয়া নিধনম্ অপি শ্রেয়ঃ। তথাপি পরধর্ম্মঃ (অবলম্বন করা) ভয়াবহঃ।

৩৩, ৩৪, ৩৫ এই তিন শ্লোকের প্রতি বিশেষ মনো-যোগ আবশ্যক। ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য-পালনই যদি উত্তম, তবে সকলে তাহা করে না কেন? তাহার কারণ জ্ঞানীই হউন, আর অজ্ঞানীই হউন, সকলেই আপনস্বভাবের বশে কার্য্য করে। স্বভাবের গতি রোধ করিয়া ফল নাই; সে চেষ্টা বৃথা; কিন্তু তথাপি ইন্দ্রিয়ের বশেও যাইও না। যে কার্য্যে তোমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সে কার্য্য তুমি কর; কিন্তু তোমার জানা উচিত যে, সে সমস্ত স্বভাব-পরিচালিত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য, তোমার কার্য্য নহে, ইন্দ্রিয়গণ তোমায় ঐ সমস্ত কার্য্য করাইতেছে (৩।২৭ দেখ)। প্রকৃতিকে আমি বা প্রকৃতির কার্য্যকে আমার কার্য্য বলিয়া ধারণা করিও না। গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে, জড় জড়ের সহিত সংশ্লিষ্ট; কিন্তু তুমি জড় নহ, জড় প্রকৃতির কার্য্যের দ্রষ্টা, চৈতন্যময় পুরুষ (১৩।২৩),—এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবে। অন্ততঃ মনে মনেও ইন্দ্রিয় হইতে

তোমার এইরূপ স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে অভ্যাস করিবে। মনঃ-সংযমের পক্ষে অভ্যাসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় (৬।৩৫); ইহাতে ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়ের বল কমিয়া যায়। এইরূপে স্বভাবের সহিত কলহ না করিয়া; স্বাভাবিক নিয়মেই স্বভাবের উপর আধিপত্য করিতে হয়।

যেমন স্রোতে পতিত হইলে স্রোতের বিপরীতে নৌকাচালনার চেষ্টা করিলেই বিপদ। স্রোতের অনু-কূলেই নৌকা ভাসাইয়া তাহারই মধ্যে, কৌশল পূর্ব্বক নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইতে হয়, তদ্রূপ সংসারেও স্বভাবের অনুকূলে চলিয়াই তাহারই মধ্যে চেষ্টা ও অভ্যাস দ্বারা নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া উন্নতির পথে চলিতে হয়। তজ্জন্য কৃষ্ণ বলিতেছেন, স্বধর্ম্ম অর্থাৎ নিজ স্বভাবানুসারে চলিয়া যদি মরণ হয়, সেও ভাল, তথাপি অন্যের স্বভাবের অনুকরণ করা উচিত নয়। এমনি প্রকৃতির নিয়ম যে, যদি কেহ আপন স্বভাব মত চলিতে পায়, তবে তাহার অমঙ্গলের সম্ভাবনা অতি অল্প।

"তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব"। অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তর এতক্ষণে শেষ হইল।

এখানে সাধন সম্বন্ধেও একটু গূঢ় রহস্যের কথা আছে। ৩—৮ শ্লোকে বলিয়াছেন, সাধনের পক্ষে কর্ম্ম-মার্গই সুখসাধ্য; গীতার অন্যান্য স্থানেও বলিয়াছেন, জ্ঞানমার্গ দুঃসাধ্য, কর্ম্মমার্গ সহজ (৫।২; ১২।৫; ৮।১৪ ইত্যাদি)। এখানেও সেই কথাই বলা হইল।

প্রকৃতির নিয়মে দেবগণ সত্ত্বপ্রধান, মনুষ্যগণ রজঃপ্রধান আর ইতর জীব ও স্থাবর সমূহ তমঃপ্রধান, (সাংখ্য-কারিকা ৫৪ সূত্র)। মনুষ্য যখন স্বভাবতই রজঃপ্রধান, তখন রজোগুণোচিত কর্ম্মমার্গ আশ্রয় না করিয়া সত্ত্বগুণোচিত জ্ঞানমার্গ আশ্রয় করা স্বভাবের বিরুদ্ধ। তজ্জন্য মনুষ্যের পক্ষে জ্ঞানমার্গে বহু বিঘ্ন।

রামানুজ বলেন, স্বধর্ম্ম কর্ম্মযোগ আর পরধর্ম্ম জ্ঞানযোগ। জীবমাত্রেই প্রকৃতিসংসৃষ্ট; সুতরাং প্রকৃতি-সমুৎপন্ন ইন্দ্রিয়ব্যাপারের অনুসরণ ক্রমে কর্ম্ম করাই জীবের পক্ষে স্বাভাবিক; তাহাতে কিঞ্চিৎ দোষ থাকিলেও তাহা উত্তম; সংসারে নির্দ্দোষ কিছুই নাই, (১৮ অঃ ৪৬—৪৮)। কর্ম্মযোগ-কথন-প্রসঙ্গে যখন এ কথা উত্থাপিত, তখন রামানুজের এই ব্যাখ্যা খুব সঙ্গত।

এতদ্ভিন্ন, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ— এই ভগবদুক্তির মর্ম্ম কত প্রকারে লওয়া যায়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এখানে অর্জ্জুন বুঝিলেন, তিনি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ তাঁহার বর্ণাশ্রমোচিতকর্ত্তব্য কর্ম্ম; তাহা পালন করিতে যদি মৃত্যু হয়, তাহাও ভাল তথাপি ব্রাহ্মণের পালনীয় ভিক্ষাদি কার্য্য ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিহিত নহে। কিন্তু আমরা অন্যরূপে দেখিব, যে সংসারে সকল সময়ে সকল দেশে, সকল কার্য্যেই, যেখানে কোন কার্য্যের পরিণামে কোনরূপ অমঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে, সেই খানেই কোন না কোন ব্যক্তির স্বধর্ম্ম পালনে ত্রুটি আছে। এই

মহৎ উপদেশ সকল দেশে, সকল সময়ে, সকল কার্য্যেই খাটে।

একক্ষণে স্বধর্ম্ম শব্দের অর্থ সম্বন্ধে কিছু বলা যাইবে।

স্ব—আপনার+ধর্ম্ম। এখন যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ধর্ম্ম শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহার প্রত্যেকের সহিত "স্ব" শব্দ যোগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়, যথা,—

(ক) বস্তুর নিত্য স্বভাবকে ধর্ম্ম বলে—যেরূপ প্রকৃতি লইয়া যাহার জন্ম; দেশ, কাল শিক্ষা ইত্যাদি ভেদে, শরীর ও মনের গঠনের সঙ্গে সঙ্গে যে যেমন ভাবে গঠিত, তাহাই তাহার ধর্ম্ম বা নিত্য-স্বভাব। ইংরাজী Nature; এবং তদনুরূপ কার্য্য করা স্বধর্ম্ম-পালন।

(খ) শাস্ত্রানুযায়ী আচার ব্যবহারকে ধর্ম্ম বলে। নিজ দেশ বা সমাজপ্রচলিত শাস্ত্রানুযায়ী আচার ব্যবহার প্রতিপালন স্বধর্ম্ম-পালন। ইহার নামান্তর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। ইংরাজী Caste system.

(গ) দেশ বা জাতি বিশেষের উপাসনা-প্রণালীর নাম ধর্ম্ম; এবং স্বদেশ ও স্বজাতি মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুসারে উপাসনা স্বধর্ম্ম-পালন। ইংরাজী Religion.

(ঘ) কর্ত্তব্য পালনের নাম ধর্ম্ম। দেশকাল স্রোতে পড়িয়া, নিজ প্রয়োজন বশতঃ বা অন্য কারণে যে যে কার্য্যের ভার আপনি স্বীকার করিয়া লইয়াছে, বা তাহার উপর অর্পিত হইয়াছে, তাহা যথাযথ বহন করার নাম স্বধর্ম্ম-পালন। ইংরাজী Duty.

অর্জ্জুন উবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥৩৬॥

(ঙ) রীতি বা আচার-প্রণালীকে ধর্ম্ম বলে। দেশ ও কালানুযায়ী রীতি অনুসারে চলা স্বধর্ম্ম-পালন।

(চ) স্বাভাবিক অবস্থার নাম ধর্ম্ম। স্বভাবের অনুসরণে কার্য্য করা স্বধর্ম্ম-পালন।

(ছ) যদ্দারা লোকস্থিতি সিদ্ধ হয়, তাহা ধর্ম্ম। যাহাতে নিজ দেশ, জাতি ও সমাজের স্থিতি অর্থাৎ রক্ষা সাধিত হয়, তাহা স্বধর্ম্ম-পালন। ইংরাজী Patriotism.

(জ) যাহাতে যাহার ধারণ অর্থাৎ রক্ষা হয়, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। ধৃ—ধারণ করা, রক্ষা করা + মন্। যাহাতে আপনার রক্ষা বা সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল লাভ হয়, তদনুরূপ কার্য্য করা স্বধর্ম্ম-পালন, ইত্যাদি। ৩৫।

৩৪ শ্লোকে বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের রাগ বা দ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। ইচ্ছা না থাকিলেও

বল, কৃষ্ণ! বল, মোরে না ঘুচে সংশয়,
বিষয়ে এ রাগ দ্বেষ কোথা হ'তে হয়?
কে পাপ করায়? জ্ঞানবান্ শাস্ত্রবিধি জানিয়া অন্তরে
তথাপি প্রকৃতি বশে কেন কর্ম্ম করে?
কে করে পুরুষে বল, পাপে প্রণোদিত,
অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন বলে নিয়োজিত। ৩৬।

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥৩৭॥

মানুষ তাহাদের বশীভূত হইয়া পাপে রত হয়। এখন অর্জ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন, কেন এমন হয়?

হে বার্ষ্ণেয়! অথ কেন প্রযুক্তঃ অয়ং পুরুষঃ অনিচ্ছন্ অপি বলাৎ নিয়োজিতঃ ইব পাপং চরতি। বার্ষ্ণেয়—বৃষ্ণিকুলপ্রসূত, কৃষ্ণ। ৩৬।

ভগবান্ বলিতেছেন, রাগদ্বেষের হেতু, রজোগুণোদ্ভবঃ এষ কামঃ এষ ক্রোধঃ—এই কাম, এই ক্রোধ। কাম ও ক্রোধ দুইটী; কিন্তু এক বচন প্রযুক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ কাম ও ক্রোধ একই বস্তু, দুটী পৃথক নহে। দুগ্ধ যেমন অম্লসংযোগে দধিরূপে পরিণত হয় (বল), তদ্রূপ উপভোগে বাধা পাইলে কামই ক্রোধরূপে পরিণত হয়। অপ্রিয়কারীকে প্রতিহত করিবার জন্য মনের যে উগ্রভাব, তাহাই ক্রোধ। কাম, ক্রোধ রজো-

---

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

"আত্মেন্দ্রিয়ে প্রীতি ইচ্ছা, তারে বলি কাম,"
কাম ক্রোধ প্রতিহত কাম ক্রোধে পায় পরিণাম।
পাপের মূল এই কাম, এই ক্রোধ, রজোগুণোদ্ভব,
পাপ পথে লয়ে যায় ইহাই, পাণ্ডব!
কেহ না কামের ক্ষুধা মিটাইতে পারে
অতিশয় উগ্র, শত্রু জানিবে ইহারে। ৩৭।

গুণোৎপন্ন, অতএব সাত্ত্বিক কর্ম্মানুষ্ঠানে সত্ত্বের বৃদ্ধি হইয়া, রজঃ ক্ষয়িত হইলে, কাম ক্রোধেরও ক্ষয় হয়। কাম মহাশনঃ—অত্যধিক অশন, ভোজন করে, অর্থাৎ দুষ্পূরণীয়। মহাপাপ্মা—অত্যুগ্র (শ্রী)। এনং বৈরিণং বিদ্ধি—ইহাকেই শত্রু জানিও।

কাম, নিষ্কাম, সকাম প্রভৃতি শব্দের অর্থসম্বন্ধে অনেকের ভ্রম ধারণা আছে। কম্ ইচ্ছা করা+ঘঞ্ ভাবে—কাম। এই ব্যুৎপত্তি হইতে কাম শব্দের অর্থ ইচ্ছা, সঙ্কল্প, উদ্দেশ্য ইত্যাদি। কিন্তু ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য-শূন্য কর্ম্ম হইতে পারে না; এবং তাহা হইলে গীতায় উপদিষ্ট কর্ম্মযোগ, অর্থশূন্য কথার কথা মাত্র।

তাহা নহে। গীতায় বা অন্য শাস্ত্রগ্রন্থে কাম শব্দ ঠিক এরূপ অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। শাস্ত্রকারেরা পরিভাষিক শব্দের ন্যায় ইহা বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করেন; যথা—

ইন্দ্রিয়-গোচরপ্রাপ্ত-ইষ্টবিষয়ে শ্রূয়মাণে, স্মর্য্যমাণে, বানুভূতে সুখহেতৌ যা তৃষ্ণা সঃ কামঃ (শং)। ইন্দ্রিয়-পথে আগত অনুকূল বিষয় শ্রবণে, স্মরণে বা অনুভবে তাহা সুখের হেতুভূত বোধে তৎপ্রতি যে তৃষ্ণা তাহা কাম।

কামেভ্যঃ—ঐহিক-আমুষ্মিক ভোগেভ্যঃ। অর্থাৎ, ইহ পরকালের ভোগ্য বস্তু, কাম।—শ্রী ৬।১৮।

ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ পঞ্চানাং মনসো হৃদয়স্য চ।
বিষয়ে বর্ত্তমানানাং যা প্রীতি রূপজায়তে।
স কাম ইতি মে বুদ্ধিঃ কর্ম্মাণাং ফলমুত্তমম্॥

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥৩৮॥

পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন ও হৃদয় স্ব স্ব বিষয়ে বর্ত্তমান থাকিলে যে প্রীতি অনুভূত হয়, তাহা কাম; ইহাই কর্ম্মের উত্তম ফল।—মহাভারত, বনপর্ব্ব ৩৩ অঃ।

"আত্মেন্দ্রিয়ে প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।"—চৈতন্যচরিতামৃত। অতএব "কামের" অর্থ আত্মপ্রীতি। "কামের তাৎপর্য্য আত্মসম্ভোগ কেবল"।—চৈতন্য চরিতামৃত। সুতরাং আত্মসুখের সঙ্কল্পে যাহা করা যায় তাহা সকাম; আর যাহা তদ্বিপরীত,—পরার্থে, কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম বুদ্ধিতে মাত্র করা যায়, তাহা নিষ্কাম। ৩৭।

৩৩ শ্লোকে বলিয়াছেন, সকলেই নিজস্বভাবের অনুরূপ কার্য্য করে; কিন্তু কেন এমন হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন, ইহার কারণ এই যে সাধারণতঃ, জীবের জ্ঞান কামে আবৃত হয়। তাহার দৃষ্টান্ত,—যথা বহ্নি ধূমেন আব্রিয়তে। আদর্শ—দর্পণ (শং)। মলেন আব্রিয়তে। যথা চ গর্ভঃ উল্বেন—জরায়ুদ্বারা। আবৃতঃ। তথা তেন—সেই কামের দ্বারা। ইদং—জ্ঞান (পর শ্লোকে উল্লিখিত)। আবৃতম্।

ধূমে সমাবৃত রহে যথা হুতাশন,
জ্ঞান কামে মলে সমাচ্ছন্ন রয় যেমন দর্পণ,
আবৃত জরায়ুতে গর্ভ যথা সমাবৃত হয়,
কামে সমাচ্ছন্ন তথা জ্ঞান, ধনঞ্জয়! ৩৮।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥৩৯॥

যতক্ষণ অগ্নি ধূমে, দর্পণ মলে ও গর্ভ জরায়ুতে আবৃত থাকে, ততক্ষণ তাহাদের প্রকাশ হয় না। তদ্রূপ যতক্ষণ হৃদয়ে রজোগুণ প্রবল থাকে, ততক্ষণ সত্ত্বগুণোৎপন্ন জ্ঞানের বিকাশ হয় না। সত্ত্ব ও রজঃ উভয়েই হৃদয়ে কার্য্য করে; রজঃ বলবান্ হইলেও সত্ত্ব দুর্ব্বলভাবে থাকে। তজ্জন্যই রজের বশে পাপে রত থাকে, আবার পুণ্যের দিকেও কথঞ্চিৎ দৃষ্টি থাকে,—কখন কখন পাপে অনিচ্ছা হয়, আবার পাপ করে। ৩৮।

কাম যে সর্ব্ব অনর্থের মূল, সাধারণে বিষয় ভোগ-কালে, সাময়িক সুখে মুগ্ধ হইয়া, তাহা বুঝিতে পারে না; কিন্তু জ্ঞানী তাহা বুঝিয়া, তাহাকে নিত্য শত্রু বিবেচনা করে। তজ্জন্য বলিতেছেন, হে কৌন্তেয়!

কৌন্তেয়! দুষ্পূর কাম অনল সমান,
নিত্য শত্রু জ্ঞানীর, আবৃত করে জ্ঞান।
কামবশে পঞ্চেন্দ্রিয় মন ও হৃদয়
রূপ, রস আদি পঞ্চে অনুরক্ত হয়;
"কামের তাৎপর্য্য এই সম্ভোগ কেবল,"
বিমোহিত হয় তাহে পরাণী সকল;
বিমুগ্ধ বুদ্ধিতে জ্ঞান কভু না বিকাশে
সেই হেতু চলে তা'রা প্রকৃতির বশে। ৩৯।

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥৪০॥

জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা এতেন কামরূপেণ দুষ্পূরেণ অনলেন জ্ঞানম্ আবৃতম্।

অনল—যাহার অলম্ অর্থাৎ পর্য্যাপ্তি নাই; দহন করিয়া যাহার তৃপ্তি নাই (শং)। ভোগের দ্বারা কামের শান্তি হয় না, পরন্তু বর্দ্ধিত হইয়া সন্তাপের হেতু হয়, অতএব তাহা অগ্নিতুল্য দুষ্পূর—দুষ্পূরণীয়। ৩৯।

সেই কাম থাকে কোথায়? ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃ অস্য অধিষ্ঠানম্—আশ্রয়, থাকিবার স্থান। উচ্যতে। এষ এতৈঃ—এই সকল অর্থাৎ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির দ্বারা। জ্ঞানম্ আবৃত্য, দেহিনং—দেহাভিমানী জীবকে। বিমোহয়তি—মুগ্ধ করে। কাম জীবকে মুগ্ধ করে মাত্র, কিন্তু তাহাকে আশ্রয় করিতে, স্পর্শ করিতে পারে না। ৪০।

"ইন্দ্রিয়ের" দ্বারে মিলে বিষয়ের জ্ঞান,
"মন" করে সে বিষয়ে সংশয় উত্থান;
কামের পরে "বুদ্ধি" করে তার স্বরূপ নিশ্চয়,
আশ্রয় অতঃপর "কাম"-ভোগ-বাসনা-উদয়।
অতএব, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-নিচয়
কামের আশ্রয়স্থান, সাধুগণে কয়।
এদের ছলায় কাম জ্ঞানে আবরিয়া
দেহ-অভিমানী জীবে রাখে ভুলাইয়া। ৪০।

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥৪১ ॥
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ ॥৪২॥

সেই কামজয়ের উপায় বলিতেছেন। তস্মাৎ—ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিই যখন কামের আশ্রয়। তখন, ত্বম্ আদৌ—ইন্দ্রিয়াদিকে মুগ্ধ করিবার পূর্ব্বেই। ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য—ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিকে সংযত করিয়া (শ্রী)। পাপ্মানং—পাপস্বরূপ। জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ এনম্ হি প্রজহি—এই কামকে নিঃশেষে হনন কর।

শাস্ত্রপাঠ ও উপদেশলব্ধ যে শিক্ষা তাহার নাম জ্ঞান ; আর তাহা নিজ হৃদয়ে অনুভব করিয়া, তাহার যে স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়, সে বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা জন্মে তাহার নাম বিজ্ঞান। চিনি মিষ্ট, ইহা জানার নাম জ্ঞান, আর চিনি খেয়ে মিষ্টতার উপলব্ধি করার নাম বিজ্ঞান। জ্ঞান বিজ্ঞান অর্থাৎ পরোক্ষ ও অপরোক্ষ সর্ব্ববিধ জ্ঞান। ৪১।

অতঃপর যে উপায়ে ইন্দ্রিয় ও কাম উভয়ই বশীভূত হয়, তাহা বলিতেছেন। ইন্দ্রিয়াণি—চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ সকল। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ সকল হইতে পরাণি—

কামজয়ের উপায়

জিনিলে আশ্রয় সেই, হবে কামজয় ;
অতএব বিমুগ্ধ না করিতে হৃদয়,
অগ্রে করি মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সংযত,
সর্ব্বজ্ঞাননাশী পাপ কামে কর হত। ৪১।

শ্রেষ্ঠ। আহুঃ—পণ্ডিতগণ এরূপ বলেন। ইন্দ্রিয়গণই প্রকাশক ও সর্ব্বক্রিয়ার নিবর্ত্তক। ইন্দ্রিয়ক্রিয়া ব্যতীত সংসারের সকল ভাবই নিষ্ফল; অতএব ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে, ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। আবার মনঃসংযোগ বিনা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন ক্রিয়া হয় না, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না পাইলেও মনের ক্রিয়া হইতে পারে। অতএব ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরম্। মনসঃ তু বুদ্ধিঃ পরা—বুদ্ধি মন হইতেও শ্রেষ্ঠ। অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মিকা

সত্য বটে সুদুর্জ্জয় ইন্দ্রিয় নিকর,
অতএব গূঢ়তত্ত্ব শুন, নরবর!
রূপ রস আদি যত ভোগ্য এ সংসারে,
সকলেরই ভোগ হয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারে।
সে হেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা' কিছু বিষয়
তা'হতে ইন্দ্রিয়গণে শ্রেষ্ঠ বলা হয়।
মনোযোগ বিনা কিন্তু কোন কর্ম্ম হয়?
সেহেতু মনই শ্রেষ্ঠ, দেখ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধি বিনা পুনরায় জ্ঞানোদয় নাই
ইন্দ্রিয় মন — মন হ'তে বুদ্ধি পুনঃ শ্রেষ্ঠতরা তাই।
বুদ্ধি আত্মা — বুদ্ধির পরেও কিন্তু যাহা, মহেষ্বাস!
পর পর — বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়ের যা'হতে বিকাশ,
শ্রেষ্ঠ — সেই শ্রেষ্ঠতম বস্তু আত্মা, ধনঞ্জয়!
নির্ব্বিকার, অন্তর্য্যামী, দেহ মাঝে রয়। ৪২।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥৪৩॥

ইতি কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

বৃত্তিকে বুদ্ধি বলে। রূপ রসাদি বিষয় সকল চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়পথে, মনের সাহায্যে, অন্তঃকরণে নীত হয়; পরে মন তদ্বিষয়ে "উহা অমুক বস্তু কি না", এরূপ সংশয় উৎপাদন করে। অনন্তর, বুদ্ধি হইতে "উহা এই বস্তু" এরূপ জ্ঞান হয়। অতএব মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠা। প্রত্যেক জ্ঞানোৎপত্তির সময়েই অন্তরে এই সমস্ত ক্রিয়া পরে পরে হয়। তবে এত অল্প সময়ের মধ্যে হইয়া যায় যে সাধারণতঃ তাহাদের পার্থক্য উপলব্ধি হয় না।

বুদ্ধেঃ যঃ তু পরতঃ—কিন্তু সমস্ত অন্তঃকরণ বৃত্তি হইতে শ্রেষ্ঠা সেই বুদ্ধি হইতেও যাহা শ্রেষ্ঠ, যাহা বুদ্ধির আভ্যন্তর (শং); অন্তর্য্যামী রূপে নিয়ন্তা। তাহা সঃ—আত্মা; কাম যাহাকে আবৃত এবং মুগ্ধ করে। কামাদি বিক্রিয়া বুদ্ধিরই হয় আত্মার নহে (শ্রী)। ৪২।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা—বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ ঈদৃশ যে আত্মা, তাহাকে জানিয়া, অর্থাৎ তাহার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক। আত্মানং সংস্তভ্য—অচঞ্চলা বুদ্ধি যোগে, মনকে সেই আত্মা বা ভগবানে স্থির করিয়া (বল)। কামরূপং দুরাসদং শত্রুং জহি—কামরূপ শত্রুকে বিনাশ কর। দুরাসদ—যাহা দুঃখে আসাদনীয়, প্রাপ্য; অর্থাৎ দুর্ব্বিজ্ঞেয় (শং, শ্রী); অথবা দুর্দ্ধর্ষ (বল)।

স্বভাবের অনুরূপ কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করিতে করিতে, যত রজের ক্ষয় হইতে থাকে, ততই সত্ত্বের বৃদ্ধি ও জ্ঞানের বিকাশ হয় ; ১৪অঃ ১১—১২ দেখ ; এবং ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির উপর আধিপত্য জন্মে। তখন হৃদয়ে ঈশ্বরতত্ত্বের উপলব্ধি হয় ও তাঁহাতে চিত্ত স্থির হয়। তখন কাম বশীভূত হয়। ইহাই ইন্দ্রিয়জয়ের ও কামজয়ের শ্রেষ্ঠ উপায়। জ্ঞানিগণ এই পন্থাই অবলম্বন করেন। যদি ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পিত না হয়, তবে কেবল সন্ন্যাসী সাজিলে কিছু হয় না। ৪৩।

তৃতীয় অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

অর্জ্জুন কহিলেন, যদি জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় হইতেই মুক্তি লাভ হয়, এবং কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আমাকে এই ঘোর যুদ্ধ কেন উপদেশ দিতেছেন ?

বুদ্ধি' পরে আত্মা সেই, সর্ব্ব সারাৎসার
<u>কামজয়ের</u> করি ধ্যান, মতিমান্, স্বরূপ তাহার,
<u>উপায়</u> অচঞ্চলা বুদ্ধিযোগে আপনার মন
<u>ভগবানে</u> স্থিরভাবে তদুপরি করিয়া স্থাপন,
<u>চিত্তার্পণ</u> কর নাশ, মহাবাহু, তুমি ধনঞ্জয় !
কামরূপ শত্রু সেই দুর্জ্জেয়,—দুর্জ্জয়।
ঈশ্বর-স্বরূপ যার হৃদয়ে না জাগে
কি ফল সন্ন্যাসে তার সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগে ? ৪৩।

ভগবান্ বুঝাইলেন,—(১) জ্ঞান ও কর্ম্ম কোনটীও মন্দ নয়; অবস্থা ভেদে দুইই ভাল। তবে সাধারণতঃ কর্ম্মই উত্তম। কারণ কর্ম্ম না করিলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না। (২) চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কেবল কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই মুক্তি হয় না। (৩) সকলেই প্রকৃতিবশে কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়; কর্ম্ম ত্যাগ করিলে দেহযাত্রাও চলে না। (৪) যাহারা বাহিরে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মনে মনে তদ্বিষয় স্মরণ করে, তাহারা কপটাচারী। (৫) অতএব হঠাৎ বৈরাগ্য অবলম্বন না করিয়া অনাসক্ত ভাবে, *ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনীয় কর্ম্ম,* ধর্ম্ম বুদ্ধিতে করিয়া যাও; তাহা হইলে কালে প্রকৃত জ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভ করিতে পারিবে। (৬) সর্ব্বদা ঈশ্বর-প্রীতির উদ্দেশে কর্ম্ম কর, তাহাতে সংসারপাশ ঘটিবে না। (৭) প্রজাপতিও কর্ম্মের উপযোগিতা স্বীকার করিয়া দেব-প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যাহারা দেবপ্রীত্যর্থে বা পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য কর্ম্ম না করিয়া আত্মোদর পূরণের চেষ্টা করে তাহারা পাপী। (৮) সংসার-চক্রের বিষয় ভাবিলেও বুঝা যায় যে, যাহারা ইন্দ্রিয়ারাম ও পাপাত্মা তাহারাই অযথা কালে কর্ম্ম ত্যাগ করে। (৯) কেবল যাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি ও আত্ম-জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহাদের কর্ম্ম আপনা হইতেই ত্যাগ হইয়া যায়। অন্যের কর্ম্মত্যাগ অনুচিত। (১০) জনকাদি জ্ঞানিগণ কর্ম্মদ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছিলেন। আমি নিজেও

লোকশিক্ষার্থ মাত্র কর্ম্ম করিতেছি; আমার নিজের কোন প্রয়োজন নাই। (১১) সাধারণে জ্ঞানিগণের অনুকরণ করে, সুতরাং তাঁহারা কর্ম্ম ত্যাগ করিলে, সাধারণেও কর্ম্ম ত্যাগ করে। তাহার ফলে সংসারে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। অতএব জ্ঞানিগণও কর্ম্ম করিবেন। তবে প্রভেদ এই যে, মূর্খে বিষয়-সুখাভিলাষে করে, কিন্তু জ্ঞানী ধর্ম্মবুদ্ধিতে, লোকহিতার্থে করিবেন। মূর্খকে জ্ঞানোপদেশ দেওয়া অনুচিত। কারণ, তাহাতে তাহার জ্ঞান লাভও হয় না এবং কর্ম্মেও পূর্ব্বের মত আস্থা থাকে না; সুতরাং দুই দিকই যায়। (১২) স্বভাববশে পরিচালিত, আমাদের ইন্দ্রিয়গণ হইতেই সর্ব্ব কর্ম্ম হয়, জ্ঞানী তাহা বুঝেন, কিন্তু মূর্খ তাহা না বুঝিয়া "আমি করিলাম" মনে করিয়া, তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়ে। অতএব "আমি ঈশ্বরের দাস মাত্র" ভাবিয়া ঈশ্বরে সমস্ত অর্পণ পূর্ব্বক কর্ম্ম করাই উচিত। যাহারা এ কথার অনাদর করে, তাহাদের কোন জ্ঞান নাই জানিও; তাহাদের বিনাশ নিশ্চিত। (১৩) জ্ঞানিগণও স্বভাবের বশে কর্ম্ম করে; অন্যের কথা কি? স্বভাবের গতি রোধ করা বৃথা; তবে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হওয়াও অনুচিত। স্বভাবের সহিত কলহ না করিয়া, নিজের স্বভাবের অনুরূপ কর্ম্ম করায় যদি কিছু দোষ হয়, তাহাও ভাল; তথাপি অন্যের স্বভাবের অনুকরণ অনুচিত। তুমি ক্ষত্রিয়; যুদ্ধ তোমার স্বভাবের অনুরূপ, অতএব যুদ্ধই তোমার কর্ত্তব্য।

অনন্তর অর্জ্জুন জিজ্ঞাসিলেন, মানুষ জানিয়া শুনিয়াও প্রকৃতির বশে পাপ করে কেন? ভগবান্ বুঝাইলেন, রজোগুণোৎপন্ন কাম-ক্রোধই পাপের মূল। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্ব ও রজঃ দুইই আছে। কিন্তু রজঃ বলবান্ হইলে সত্ত্ব দুর্ব্বল ও জ্ঞান আবৃত হয়। তখন মন কামভোগে আসক্ত ও পাপে রত হয়। যে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা রজোগুণকে ক্ষয়িত করিয়া, ভগবত্তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক, তাঁহাতে চিত্ত সমর্পণ করিতে পারে, তাহারই কামজয় ও পাপক্ষয় হয়; কেবল সংসার ত্যাগ করিলেই হয় না।

স্বধর্ম্মে থাকিয়া ভক্তিসহ যাঁরে
　　আরাধিয়া মুক্তি লভে বুধগণ,
পরম আনন্দ কৃষ্ণে তুষ্ট কর
　　সর্ব্বে সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়া সাধন।—শ্রীধর।

কর্ম্মযোগ নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।



চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

জ্ঞান-যোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥১॥

দেখায়ে আদর্শ কর্ম্ম স্থাপন করিতে ধর্ম্ম
যুগে যুগে অবতীর্ণ হ'ন ভগবান ;
লক্ষ্যি সেই কর্ম্মপথ চলে যার মনোরথ,
আপনি লভিয়া জ্ঞান, পায় সে নির্ব্বাণ।

সংসারাশ্রমী গৃহস্থগণ দেশকালপাত্রানুযায়ী অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, অনাসক্তভাবে সম্পন্ন করিয়া মুক্তিলাভ করেন, ২।৫০ ; ৩।৯ ; ৩।১৯ দেখ। আর কর্ম্মযোগানুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক নিস্পৃহ, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার ও সর্ব্বত্যাগী আত্মারাম

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

অসক্ত হৃদয়ে করি স্বধর্ম্ম পালন
গৃহস্থ পরমপদ করেন অর্জ্জন।
কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠানে লাভ করি জ্ঞান
তত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসিগণ লভেন নির্ব্বাণ।

এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥২॥

সন্ন্যাসিগণ জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মলাভ করেন; ২।৭১ ও ৩।১৭ দেখ। এই দ্বিবিধ সাধনের কথা যাহা পূর্ব্ব দুই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, তাহাই সমগ্র বেদের সার (শং)। এই তত্ত্ব অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য এই প্রথম উত্থাপিত নহে (রামা)। ইমম্ অব্যয়ং যোগং—কর্ম্ম-জ্ঞানাত্মক নিশ্চয় ফলপ্রদ এই যোগ। অহং বিবস্বতে প্রোক্তবান্—সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম। বিবস্বান্ মনবে প্রাহ। মনুঃ ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ।

জগতের প্রতিপালক ক্ষত্রিয়গণের বলাধানের জন্য ভগবান্ এই যোগ ক্ষত্রিয়কুলের আদিপুরুষ সূর্য্যকে বলিয়াছিলেন (শং)। বাস্তবিক মনুষ্যকে সর্ব্বতোভাবে প্রকৃত বলীয়ান্ করিতে যদি কিছু থাকে, তাহা গীতার এই ব্রহ্মবিদ্যা। ১।

এবম্—এই ভাবে। পরম্পরাপ্রাপ্তম্ ইমম্—এই যোগ। রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ। ইহ—ইদানী। সঃ যোগঃ মহতা কালেন—সর্ব্বগ্রাসী সুদীর্ঘ কালবশে। নষ্টঃ, হে পরন্তপ! ২।

দ্বিবিধ এ ধর্ম্ম যাহা কহিনু তোমায়
সমস্ত বেদার্থ, পার্থ, পাইবে ইহায়।
সনাতন অধুনা তোমায় মাত্র উৎসাহিতে রণে
যোগমার্গ বলি হে, নূতন কথা না ভাবিও মনে।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥৩॥
অর্জ্জুন উবাচ।
অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥৪॥

তুমি মে ভক্তঃ সখা চ অসি। সমানবয়াঃ স্নিগ্ধ-সহায় সখা (গিরি)। ইতি—এই জন্য। অয়ং সঃ পুরাতনঃ যোগঃ অদ্য ময়া তে প্রোক্তঃ। হি—যেহেতু। এতৎ উত্তমং রহস্যম্—অতিশয় গোপনীয় (মধু)। সুতরাং দেশকাল পাত্র না দেখিয়া সকলকে বলা যায় না। ৩।

ভবতঃ—আপনার। জন্ম অপরং—পরে। বিবস্বতঃ জন্ম পরং—পূর্ব্বে। কথম্—কি উপায়ে ইত্যাদি স্পষ্ট।৪।

অব্যয় এ যোগ কভু না হয় বিফল,
সবিতায় পূর্ব্বে আমি কহিনু সকল;
তিনি কহিলেন তাহা স্বপুত্র মনুরে,
মনু কহিলেন পুনঃ পুত্র ইক্ষ্বাকুরে। ১।
বংশ-পরম্পরাক্রমে ওহে গুড়াকেশ,
এইরূপে ক্রমে ক্রমে লভি উপদেশ
জেনেছিলা এই যোগ রাজঋষিগণ,—
সর্ব্বগ্রাসী কালবশে বিলুপ্ত এখন। ২।
এই সেই পুরাতন যোগ সারাৎসার,
ভক্ত তুমি, তুমি পুনঃ সখা হে আমার,
তাই তাহা আজি আমি কহিনু তোমায়;
এ রহস্য যারে তারে নাহি বলা যায়। ৩।

শ্রীভগবানুবাচ ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন ।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥৫॥
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥৬॥

হে অর্জ্জুন। মে বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি। তব চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি। অহং তানি সর্ব্বাণি বেদ—সে সমস্ত জানি, কারণ আমি নিত্যমুক্ত, নিত্যবুদ্ধ (শং)। কিন্তু, ত্বং ন বেত্থ—তুমি জান না ; ধর্ম্মাধর্ম্ম-রাগ-দ্বেষ-লোভাদিতে তোমার জ্ঞান সমাচ্ছন্ন (গিরি)। ৫।

যদিও আমি এবং তোমরা সকলে পুনঃপুনঃ জগতে আগত হই, তথাপি আমার আগমন ও তোমাদের আগমনে বিশেষ প্রভেদ আছে। দেখ, অজ্ঞানই জীবের

অর্জ্জুন কহিলেন ।

অগ্রে আদিত্যের জন্ম, তব জন্ম পরে,
কি সে বুঝি,—তুমি পূর্ব্বে কহিলা ভাস্করে ? ৪।

শ্রীভগবান্ কহিলেন ।

বহুজন্ম পরন্তপ, গিয়াছে আমার,
সেইরূপ বহু জন্ম গিয়াছে তোমার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম-রাগ-দ্বেষ-মোহের আঁধার,
তাহাতে আবৃত জ্ঞান রয়েছে তোমার ;
জান না, সে সব তাই তুমি ধনঞ্জয়!
নিত্যবুদ্ধ মুক্ত আমি জানি সমুদয়। ৫।

পুনর্জন্মের হেতু, কিন্তু আমি অব্যয়াত্মা—আমার জ্ঞান বুদ্ধি ইত্যাদির ক্ষয় নাই (শং)। তজ্জন্য অজঃ সন্ অপি—জন্মহীন হইয়াও। অথবা অজ ও অব্যয়াত্মা—অনশ্বর স্বভাব (শ্রী) অর্থাৎ জন্মমৃত্যুহীন নির্ব্বিকার হইয়াও। এবং অন্যে প্রকৃতি-বশীভূত, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম-পরতন্ত্র, কিন্তু আমি ঈশ্বরঃ সন্ অপি—সকলের নিয়ন্তা, সুতরাং প্রকৃতিবশ ও কর্ম্মপরতন্ত্র না হইয়াও। স্বাং প্রকৃতিং—আমার ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়াতে (শং); ৭।৪ শ্লোকে কথিতা অষ্টধা বিভক্তা অপরা প্রকৃতিতে। অধিষ্ঠায়—অধিষ্ঠান করিয়া বা আশ্রয় করিয়া। আত্মমায়য়া সম্ভবামি—আপন মায়াতে উৎপন্ন হই। আপন মায়ায় অর্থাৎ অন্যে যেমন প্রকৃতির বশে জন্মলাভ করে (৮।১৯ ও ৯।৮ দেখ) ইহা সেরূপ নহে (শং); আমি আপন ইচ্ছায়, আপন মায়া শক্তিকে আশ্রয় পূর্ব্বক আবির্ভূত হই; আমার দেহদেহিভাব না থাকিলেও দেহীব ন্যায় ব্যবহার করি।৬।

তোমরাও আস, আসি আমিও সংসারে,
বিস্তর প্রভেদ কিন্তু দুয়ের মাঝারে।
যদিও আমার জন্ম নাহি, ধনঞ্জয়!
অজ্ঞানেতে জন্ম,—জ্ঞান আমার অক্ষয়,
জনম-মরণ-হীন আমি নির্ব্বিকার,
এ সংসারে সর্ব্বভূত অধীন আমার;—
অবতার তবু নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করি
আপন মায়ায় আমি জীবরূপ ধরি। ৬।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৭॥

কখন শরীর ধারণ করিয়া আবির্ভূত হই? যদা যদা হি ইত্যাদি। ধর্ম্ম—জগতঃ স্থিতিকারণং প্রাণিনাং সাক্ষাদ-ভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সহেতুঃ (শং); যাহাতে জগতের স্থিতি ও যাহা হইতে ইহলোকে সর্ব্বজীবের সাক্ষাৎ অভ্যুদয় ও পরলোকে শ্রেয়োলাভ হয়, তাহা ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণাদি চারি-বর্ণের বেদবিধি অনুযায়ী ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ্য ও ভৈক্ষ্য এই চতুরাশ্রমে অনুষ্ঠেয় যে সমস্ত কর্ম্ম, তাহা ধর্ম্ম (রামা)। "হিংস্রদিগের হিংসানিবারণার্থই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণিগণকে ধারণ (রক্ষা) করে বলিয়া ধর্ম্মনামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম। মহাভারত, বনপর্ব্ব ৭০ অঃ। ৭।

যাহে জগতের স্থিতি, যাহে অভ্যুদয়,
অবতারের　যাহে পুনঃ সর্ব্ব জীবে শ্রেয়ো লাভ হয়,
উদ্দেশ্য　ধর্ম্ম তাহা; করে যাহা জগৎ-ধারণ,
ধর্ম্ম স্থাপন　হিংস্র-হিংসা-নিবারণে ধর্ম্মের সৃজন।
জগতে ধর্ম্মের গ্লানি যখন যখন,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান,—আমিও তখন,
শরীর-স্বীকার করি, ভরত-কেশরি,
আপনিই আপনাকে প্রকাশিত করি। ৭।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮॥

আমার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য কি? পরিত্রাণায় সাধূনাম্ ইত্যাদি স্পষ্ট। বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্—দুষ্ট বিনাশের জন্য তাঁহার আবির্ভাব। এই বাক্যে যদি কেহ আপত্তি করেন যে, খৃষ্ট বুদ্ধ চৈতন্যাদির ন্যায়, কৃষ্ণ উপদেশ আদির দ্বারা পাপীর উদ্ধার না করিয়া, অনেককে বিনাশ করিয়াছিলেন, তবে তাঁহাকে দয়াময় ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করা যায় কিরূপে? তত্ত্ববিচারে এ আপত্তি খাটে না। মৃত্যু আমাদের নিকট যাহাই প্রতীয়মান হউক, জ্ঞানীর নিকট উহা অন্যরূপ। নিত্য বিদ্যমান সূর্য্যের উদয় ও অস্ত যেরূপ, জ্ঞানীর নিকট জীবের মৃত্যুও তদ্রূপ (২ অঃ ১৩, ২২ দেখ)। বরং যে শরীরে ও যে অবস্থায় জীব পাপাসক্ত থাকে, সে শরীর ও সে অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাহার অধিকতর মঙ্গলের সম্ভাবনা। আর কৃষ্ণ যে পাপাচারীকে সদুপদেশদ্বারা পাপের পথ ত্যাগ করিতে অবসর দেন নাই, তাহা নহে। জরাসন্ধ, শিশুপাল ও দুর্য্যোধনকে যথেষ্ট উপদেশ দিয়াছিলেন, যথেষ্ট ক্ষমা

পুণ্যকর্ম্মা সাধুদের রক্ষার কারণ,
অবতারের দুষ্টকর্ম্মা পাপীদের করিতে নিধন,
কার্য্য ধর্ম্মের স্থাপনা তাহে করিতে সংসারে
যুগে যুগে আবির্ভূত হই বারে বারে। ৮।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥৯॥

করিয়াছিলেন; কিন্তু উপদেশে যেখানে ফল দর্শে না, শরীরের পরিবর্ত্তনই সেখানে অধিকতর মঙ্গলজনক। ৮।

প্রকৃতির বশীভূত হইয়া সকলে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু মে এবং জন্ম দিব্যম্—আমার পূর্ব্বোক্ত জন্ম অপ্রাকৃত, অর্থাৎ প্রকৃতিবশে নহে (শং) আমার স্বেচ্ছাকৃত (শ্রী)। এবং লোকে প্রকৃতিবশেই কর্ম্ম করে, কিন্তু আমার কর্ম্ম দিব্যম্—অপ্রাকৃত; প্রকৃতিবশে নহে। এতদুভয়, যঃ তত্ত্বতঃ বেত্তি—যথাযথ ভাবে জানে। স দেহং ত্যক্ত্বা পুনর্জন্ম ন এতি—পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয় না। পরন্তু, মাম্ এতি—আমাকে প্রাপ্ত হয়। সে আমার আদর্শ কর্ম্মতত্ত্ব বুঝিয়া তদনুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে মুক্তিলাভ করে।

প্রকৃতির বশে নাহি কলেবর ধরি
প্রকৃতি-তাড়িত হ'য়ে কর্ম্ম নাহি করি;
অপ্রাকৃত জন্ম মম, অপ্রাকৃত কর্ম্ম,
যে বুঝে, অর্জ্জুন, তার যথাযথ মর্ম্ম,—
যে বুঝে, যে ভাবে করি শরীর ধারণ,
অবতারের আদর্শ মানব-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা-কারণ,
আদর্শ আদর্শ কর্ম্মের পন্থা জীবে দেখাবারে,
কর্ম্মিত্ব অবিরাম কর্ম্ম করি যে ভাবে সংসারে,—
সে জন, সে ভাবে কর্ম্ম করি সমুদায়
দেহান্তে না লভে জন্ম, পায় সে আমায়। ৯।

এখানে "মাম্ এতি"—এই বাক্যে "মাম্" এই শব্দের প্রতি মনোযোগ আবশ্যক। ভগবান্ নানা স্থানে বলিয়াছেন "আমাকে ভক্তি কর" "আমাকে পূজা কর" "আমাকে পাইবে" ইত্যাদি। এই সকল বাক্যে "আমি" শব্দের প্রকৃত মর্ম্মানুধাবন আবশ্যক ; নতুবা প্রকৃত অর্থবোধ হইবে না ও সাম্প্রদায়িক দোষ আসিয়া পড়িবে। এই আমি শব্দের লক্ষ্য, কৃষ্ণনামে প্রসিদ্ধ দেবকীর গর্ভজাত নরদেহধারী পুরুষ বিশেষ নহে। ধর্ম্ম-স্থাপনের জন্য ভগবান্ যে লীলাবিগ্রহ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অনন্ত বিভূতির মধ্যে একটী বিভূতি মাত্র। বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ। গীতা ১০।৩৭। অর্থাৎ ইন্দ্র চন্দ্র হিমালয়াদি যেমন ভগবানের বিভূতি, কৃষ্ণার্জ্জুনও তেমনি তাঁহার বিভূতি,—ভগবৎশক্তিতে বিশিষ্টরূপে অনুপ্রাণিত পুরুষ। সুতরাং "আমি" "আমার" ইত্যাদি শব্দে ভগবানের যাহা যথার্থ স্বরূপ, সর্ব্বময, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বেশ্বর ভাব, ৭ হইতে ১৫ অধ্যায়ে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই বুঝিতে হইবে। তবে যে "আমি" "আমার" ইত্যাদি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার কারণ কৃষ্ণ যোগযুক্ত হইয়া ঐশ্বরীয় শক্তি প্রকটিত করত গীতার উপদেশ দিয়াছিলেন। মহাভারতীয় অনুগীতা পর্ব্বাধ্যায়ে আছে, অর্জ্জুন আবার গীতোক্ত উপদেশাবলী শুনিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—"আমি তৎকালে যোগযুক্ত হইয়া সেই পরমব্রহ্মপ্রাপক বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলাম।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥১০॥

এক্ষণে তাহা আমি পুনরায় কীর্ত্তন করিতে পারিব না।" অশ্বমেধ পর্ব্ব ১৬ অধ্যায়। অর্জ্জুন-গুরু, গীতার উপদেষ্টা কৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনসখা, দেবকীনন্দন কৃষ্ণ, স্বতন্ত্র বস্তু। ৯।

এই কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তিময়ধর্ম্ম অদ্য নূতন প্রচার করিতেছি না। পূর্ব্বেও বহবঃ—অনেকে, যাঁহারা আমার দিব্য জন্ম ও আদর্শ কর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বীতরাগ-ভয়-ক্রোধাঃ—রাগ, ভয় এবং ক্রোধশূন্য হইয়া। এবং তদ্দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল ও বিক্ষেপশূন্য হওয়াতে (শ্রী) মন্ময়াঃ—মদেকচিত্ত। মাম্ উপাশ্রিতাঃ—আমাকে আশ্রয় করিয়া। এইরূপে জ্ঞানতপসা পূতাঃ—জ্ঞান লাভের জন্য

কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি-নিষ্ঠা, এই ধনঞ্জয়,—
পরম এ ধর্ম্মতত্ত্ব অভিনব নয়।
পূর্ব্বেও এ যোগতত্ত্ব অনেকে জানিয়া,
দিব্য জন্ম, দিব্য কর্ম্ম, আমার বুঝিয়া,
অবতারের ঘুচায়ে বিষয়-রাগ আর ক্রোধ ভয়,
কর্ম্মতত্ত্ব- নিশ্চল হৃদয়ে হ'য়ে আমাতে তন্ময়,
জ্ঞানে মুক্তি আমাকে আশ্রয় করি, কৌরব-কেশরি,
মহান্ সাধনে হেন জ্ঞান লাভ করি,
জ্ঞানতপস্যায় পূত, নিষ্পাপ-অন্তর,
পেয়েছে আমার ভাব, কুরুবংশধর! ১০।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥১১॥

কঠোর সাধনার দ্বারা পবিত্র হইয়া। মদ্ভাবম্ আগতাঃ—মোক্ষ লাভ করিয়াছেন।

রাগ—যাহা পাইয়াছি তাহা আবার পাইব, এবং তাহা অক্ষয় থাকিবে ইত্যাদি ভাবনাবশে তৎপ্রতি আসক্তি; ১৪।৭ দেখ। ভয়—অনিষ্টের সম্ভাবনায়, তন্নিবারণে অসমর্থ বোধ হইলে চিত্তের যে কাতর ভাব, তাহা ভয়। আর অনিষ্টকারীকে প্রতিহত করিবার জন্য চিত্তের যে দীপ্ত ভাব, তাহা ক্রোধ। ধর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশে কামভোগের সংযমের নাম তপঃ। জ্ঞানলাভের জন্য যে সাধনা যথা,—নিষ্কামে স্বধর্ম্ম-পালন, রাগ, ভয়, ক্রোধ, দম্ভ, দর্পাদি ত্যাগের জন্য মহান্ যত্ন, ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ ইত্যাদি (১৩। ৮—১২ দেখ,) তাহা জ্ঞানতপঃ। ১০।

যদি কেবল নিষ্কাম ভাবে একান্ত ভক্তিতে ভজনা করিলেই তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করা যায়, তবে কি অভক্তের সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল ? তাহা হইলে আর ঈশ্বর সর্ব্বত্র সমান

ভক্তে বা অভক্তে মম ভিন্ন ভাব নাই,
যাহার যেমন ভাব লভয়ে সে তাই।
যেমন ভাব যে জন যে ভাবে করে আমারে কামনা,
তেমন লাভ আমি করি সেই ভাবে তাহারে ভজনা।
সর্ব্ব ভাবে এ সংসারমাঝে নরগণ
করে হে, আমার পথে সবে আগমন।

কিরূপে? তজ্জন্য বলিতেছেন; যে যথা—যাহারা যে প্রকারে, যে প্রয়োজনে, যে ফলকামনা করিয়া (শং)। মাং প্রপদ্যন্তে—আমাকে কামনা করে, ভজনা করে, আশ্রয় করে। তান্ তথা এব—তাহাদিগকে তদনুরূপ ফলদানে (শং) ভজামি—অনুগৃহীত করি (শং) অথবা তাহার নিকট তদনুরূপ ভাবে আপনাকে প্রদর্শন করি। যে যাহা চায়, তাহার কাছে আমি তাহাই। হে পার্থ মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ—সর্ব্ব প্রকারে; মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমস্ত করণ-দ্বারে (রামা)। মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে—আমার পথের অনুসরণ করে; অর্থাৎ "উপাসনা বিষয়ে মানুষ যে পথেই চলুক না, আমি যে পথে আছি, তাহাকে সেই পথে চলিতে হয়।" মানুষ বুদ্ধি, মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা যে ভাবে যাহার সেবা করুক, সে ভগবানেরই সেবা। প্রত্যেক কার্য্যেই মানুষ ভগবান্‌কে চাহিতেছে।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে—এই বাক্যে সংসারের সমস্ত ভাবই বুঝাইতেছে। মানুষের ভাবের সীমা নাই, ভগবানেরও ভাবরূপের সীমা নাই। তিনিই জ্ঞানীর নির্গুণ ব্রহ্ম; ভক্তের সগুণ ভগবান্—হর, গৌরী, বিষ্ণু, আল্লা।

যা' ইচ্ছা যাহার, সেবা করুক সে তা'র;
সে সেবা আমার,—অন্য সেবা নাই আর।
মনবুদ্ধি ইন্দ্রিয়ে বা, পরাণী সকল
একমাত্র আমাকেই চাহিছে কেবল। ১১।

তিনিই জড়বাদীর দুর্জ্ঞেয় জড়শক্তি, Inscrutable Power in natuıe ; ১৫ অঃ ১২—১৫ দেখ। যাহারা প্রাকৃতিক শক্তি বিশেষের উপাসক, তাহাদের উপাস্য চন্দ্র, সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতিও তিনি। যাহারা মহাপুরুষের সেবা করে, তিনিই তাহাদের উপাস্য, বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্যাদি অবতারগণ। এতদ্ভিন্ন যাহারা বিষয়ভোগ-সুখাসক্ত তাহাদের ভোগ্য— রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দও সেই ঈশ্বর (৭ অঃ ৮—১১)। রমণীর যে রূপে পুরুষ মুগ্ধ, সেই নারী-সৌন্দর্য্যও ভগবানের বিভূতি (১০।৩৪)। তিনিই তেজস্বীর তেজ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি (৭।১০)। তার্কিকের যুক্তি (১০।৩২); বলীর বল (৭।১১); ঔদরিকের প্রিয় অন্নরস (৯।১৬) যশস্বীর যশঃ; ধার্ম্মিকের সত্য, শম, দম, প্রভৃতি সদ্‌গুণ (১০।৪); অধার্ম্মিকের প্রতারণা (১০।৩৬)। তিনিই সর্ব্বময়। কেবল ভাবের তারতম্য।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণের গোপীভাবের মূল এই শ্লোকে। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বনিয়ন্তা, প্রভু এবং আমরা তাঁহার অধীন, নিকৃষ্ট জীব; এই ভাবে ভজনা করিলে তিনি এই ভাবেই অনুগ্রহ করিবেন; তিনি নিয়ন্তা প্রভু, এবং আমরা তাঁহার অধীন নিকৃষ্টই থাকিব। তবে তিনি ভক্তের প্রেমে ভক্তের অধীন হইবেন কি সে? অতএব তাঁহাকে প্রভু না ভাবিয়া সখা, পিতা, মাতা, বা পুত্রের ন্যায় ভাবিতে হইবে। অথবা তদপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর যে পতিপত্নীর ভাব, সেই ভাবে ভাবিতে হইবে। চৈতন্যচরিতামৃতকার

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥১২॥

ইহা পরিষ্কার বুঝাইয়াছেন। আমরা তাঁহার রচনার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম ;—

"ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত
ঐশ্বর্য্য মিশ্রিত প্রেমে নাহি মোর প্রীত।
আমাকে ঈশ্বর মতি, আপনাকে হীন,
তার প্রেম বশে আমি না হই অধীন।
আমাকেত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে।
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি,
এই ভাবে যেই মোর করে শুদ্ধা ভক্তি,
আপনাকে বড় মানে, আমাকে সম, হীন,
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন। চৈঃ চঃ ১।৪

এই ভাবসম্বন্ধে অন্যান্য কথা একাদশ অধ্যায়ের উপসংহারে বলা হইবে। ১১।

কিন্তু প্রকৃতিবশ জীব ইচ্ছাদ্বেষের বশবর্ত্তী ; ৭।২৭ দেখ। তজ্জন্য বস্তু বিশেষে অনুরক্ত হইয়া তাহাই চাহে,

কিন্তু হে, প্রকৃতিবশ জীব, ধনঞ্জয়!
নিরন্তর ইচ্ছা-দ্বেষ-বশীভূত রয়।
সেই ইচ্ছাদ্বেষবশে, হায়! এ সংসারে
কাম্য বস্তু চায় তা'রা, চায় না আমারে।
কামবশে কর্ম্মফল করিয়া কামনা,
ইন্দ্রাদি দেবতাগণে করে আরাধনা,

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥১৩॥

সাক্ষাৎভাবে আমাকে চাহে না। তাহারা সেই অনুরাগ-বশে, কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ--কাম্য কর্ম্মের সফলতা কামনা করিয়া। ইহলোকে ইন্দ্রাদি দেবতাঃ যজন্তে। হি—কারণ। মানুষে লোকে, কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং ভবতি—কাম্য কর্ম্মের সফলতা শীঘ্র হয়। কাম্য বস্তুতে সহজেই চিত্তের একাগ্রতা জন্মে এবং তাহার ধারণাও সহজ, সুতরাং তদুদ্দেশে যে ক্রিয়া, তাহা যত্নে অনুষ্ঠিত ও শীঘ্র সফল হয়। নিষ্কাম কর্ম্মে অনুরাগের অভাব প্রযুক্ত তাহাতে অপরিণামদর্শী মনুষ্যের চিত্তের একাগ্রতা সহজে হয় না, কাজেই তাহার ফলও সুদূর। ১২।

ভিন্ন ভিন্ন লোকের যে ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি, তাহার কারণ, সকলের প্রকৃতি একরূপ নহে। জীব মাত্রেরই স্বভাব সত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ে গঠিত। তন্মধ্যে সত্ব হইতে জ্ঞান, সুখ প্রভৃতি, রজঃ হইতে রাগ দ্বেষ প্রভৃতি ও তমঃ

কাম্যকর্ম্ম কারণ, কামনা-বশে অনুষ্ঠান যার
শীঘ্র ফলে নরলোকে সফলতা শীঘ্র হয় তার। ১২।

বিভিন্ন কামনাবশে পুনঃ জীবগণ
সংসারে বিভিন্ন বস্তু করে আকিঞ্চন।
এরূপ প্রবৃত্তি ভেদে কারণ, অর্জ্জুন!
সত্ত্ব, রজ, তম, তিন প্রকৃতিজ গুণ।

হইতে আলস্য প্রমাদ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়; ১৪ অঃ ৫—১৩ শ্লোক দেখ। গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ—গুণানুযায়ী কর্ম্মের এই তারতম্যানুসারে। চাতুর্ব্বর্ণ্যং—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ। স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয়। ময়া সৃষ্টম্—আমার দ্বারা সৃষ্ট; আমার ঐশী নিয়মে উৎপন্ন। (১৮।৪১—৪৪ দেখ)। কিন্তু ঈশ্বরই যদি এই জাতিভেদের কর্ত্তা, তবে তিনি সর্ব্বত্র সমান কি রূপে? তজ্জন্য বলিতেছেন, তস্য কর্ত্তারম্ অপি—সেই জাতিভেদের কর্ত্তা হইলেও। মাম্ অকর্ত্তারম্ অব্যয়ং বিদ্ধি—আমাকে বস্তুতঃ অকর্ত্তা জানিও, কারণ আমি অব্যয়, নির্ব্বিকার; আমার সবই সমান (৯।২৯)। এই কথার মর্ম্ম এই যে, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন পুরুষ বিশেষের দ্বারা মনুষ্য-সমাজে জাতিভেদ প্রথা

গুণত্রয় ভেদে হয় প্রকৃতি বিভিন্ন,
প্রকৃতি প্রভেদে হয় কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন।
জাতিভেদের কারণ　এইরূপ গুণ কর্ম্ম প্রভেদে প্রভেদে,
সৃজিয়াছি চারি বর্ণ ব্রাহ্মণাদি ভেদে।
এরূপ যে ভেদ,—বটে আমি কর্ত্তা তায়,
তথাপি জানিবে তুমি অকর্ত্তা আমায়।
প্রকৃতি যেমন যার, অনুরূপ তার,
কালবশে ভিন্ন হয়, নিয়মে আমার।
অতএব আমি মাত্র ভেদকর্ত্তা নই,
অব্যয়,—সর্ব্বত্র সম—আমি নিত্য রই। ১৩।

প্রবর্ত্তিত হয় নাই ; তবে মনুষ্য-সমাজ মধ্যে যে ঐশী শক্তি অন্তর্নিহিত আছে, সেই শক্তি প্রভাবে কাল সহকারে, আপনা হইতে, তাঁহাদের স্বকৃত কর্ম্মজনিত স্বভাবের অনুরূপ, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। ঈশ্বর ইচ্ছা পূর্ব্বক কাহাকেও বড়, কাহাকেও ছোট, করেন নাই। অতএব ঈশ্বর প্রকারান্তরে জাতি-ভেদের কর্ত্তা হইলেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্ত্তা নহেন।

জাতিভেদ প্রথার দ্বারা কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের সুবিধা হয়, তজ্জন্য এখানে জাতিভেদ-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের অবতারণা। যুদ্ধই অর্জ্জুনের জাতিগত কর্ত্তব্য, ভিক্ষাদি নহে।

এই জাতিভেদ সম্বন্ধে অনেকের ধারণা যে, ইহা হইতেই হিন্দু-সমাজ বর্ত্তমান উৎসন্নের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, তজ্জন্য এতদ্বিষয়ে কোন বিচক্ষণ পণ্ডিতের অভিমত শুনাইতেছি ;—

"কোন এক সমাজের আদ্যন্ত বিবেচনা করিলে তিনটি অবস্থা দেখিতে পাইবে। প্রথম, বাল্যাবস্থা। এ অবস্থায় মনুষ্যে মনুষ্যে বড় প্রভেদ থাকে না ; সকলেই একই প্রকার কার্য্য করে। দ্বিতীয়, যৌবনাবস্থা। এ অবস্থায় সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উদ্ভূত হইয়া অর্থাৎ সমাজস্থ ব্যক্তিগণ নানা শ্রেণীতে বা জাতিতে বিভক্ত হইয়া, সমাজের বলাধান ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। তৃতীয়, বৃদ্ধাবস্থা। এই অবস্থায় এক একটি করিয়া সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ শিথিল হয়,—জাতিভেদ বন্ধন আলগা হইতে থাকে, এবং শেষে

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪॥

সমাজ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যতদিন জাতিভেদ প্রবল থাকে, ততদিন সমাজের বিনাশ নাই। কিন্তু যখন শ্রেণী-বিভাগ নষ্ট হয়, সকল মনুষ্য একই প্রকার কার্য্য করিতে যায়, তখন সমাজের শেষ দশা। এই জন্য প্রাচীন পণ্ডিতেরা "একাকার" হওয়াকে এত ভয় করিতেন। যে দিন হিন্দু সমাজে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য না করিয়া সকলেই, উকীল, ডাক্তার বা বেতনভোগী ভৃত্য হইবার ইচ্ছা করিবে, সেইদিন জানিও হিন্দু সমাজের অন্তিম দশা উপস্থিত। জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও হিন্দু সমাজের এই যে অধঃপতন ঘটিয়াছে তাহার কারণ, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু অনিবার্য্য। ঐ যে পত্র-পুষ্প-শোভিত বৃক্ষটী দেখিতেছ, উহার রক্ষণে যতই যত্ন কর না, কালে উহা বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নষ্ট হইবে।"—নীলকান্ত মজুমদার। ১৩।

ঈশ্বরের নিষ্কাম কর্ম্মিত্ব বুঝাইতেছেন। যাহা কিছু করা যায়, তাহা হইতে ভাল হউক বা মন্দ হউক, কিছু

ফলের আশায় কর্ম্ম করি, ধনঞ্জয়!
শুভাশুভ কর্ম্মফলে জীব লিপ্ত হয়।
<u>ঈশ্বরের</u> কিন্তু হে, কর্ম্মের ফলে স্পৃহা মম নাই,
<u>নিষ্কামত্ব</u> কর্ম্মরাশি আমায় না লিপ্ত করে তাই।
এ নিষ্কাম ভাব মম যে বুঝিতে পারে,
সে পারে নিষ্কামে কর্ম্ম করিতে সংসারে;

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥১৫॥

না কিছু, ইহ বা পরকালে, পাওয়া যায়; ইহার নাম কর্ম্মফল। জীব সেই ফলের স্পৃহায় কর্ম্ম করিয়া, তাহাতে লিপ্ত হয়। কিন্তু কর্ম্মফলে মে স্পৃহা ন অস্তি—আমার স্পৃহা নাই। সুতরাং কর্ম্মাণি মাং ন লিম্পন্তি—জগৎ সৃষ্টি আদি কর্ম্ম সমূহ আমাকে লিপ্ত করে না; সে সকলে আসক্ত করে না (শ্রী)। ইতি মাং যঃ অভিজানাতি—যে আমাকে এইরূপ জানে; আমার নিষ্কাম কর্ম্মিত্ব বুঝিতে পারে। সঃ কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে—কর্ম্মে বদ্ধ হয় না।

ঈশ্বরের নিষ্কামকর্ম্মিত্ব বুঝিলে, মানুষ নিষ্কাম হইতে পারে। নিষ্কাম না হইলে, কামকলুষিত জীব শুদ্ধ সত্ত্ব নিষ্কাম ভগবানে মিলিত হইবার অধিকারী হয় না। ১৪।

ভগবান্ কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা, এই তত্ত্ব ৯ম অধ্যায় ৪—৯ শ্লোকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। এখানে চাতুর্ব্বর্ণ্য

করিলেও সর্ব্ব কর্ম্ম সংসারে সে জন,
কখন ঘটে না তার কর্ম্মের বন্ধন।
কামকলুষিত জীব, না হ'লে নিষ্কাম,
নাহি পায় ঈশ্বরের শুদ্ধ সত্ত্ব ধাম। ১৪।

ইহা জানি পূর্ব্বকালে মুক্তিকামী যাঁরা,
কর্ম্মই কর্ত্তব্য — নিষ্কাম হৃদয়ে কর্ম্ম করেছিলা তাঁরা।
অতএব পূর্ব্বে তাঁরা করিলা যেমন,
তুমিও এখন পার্থ, করহ তেমন। ১৫।

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১৬॥
কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

বিভাগ কথন-প্রসঙ্গে সংক্ষেপে তাহা বলিয়া আবার কর্ম্মযোগ-সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিতেছেন। এবং জ্ঞাত্বা—নিষ্কাম না হইলে, কর্ম্ম সংসার-বন্ধন স্বরূপ ইহা জানিয়া পূর্ব্বৈঃ মুমুক্ষুভিঃ অপি—পুরাকালের মুক্তিকামী সাধুগণ দ্বারাও। কর্ম্ম কৃতম্। তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং—পূর্ব্বকালে প্রাচীনগণ-সেবিত। কর্ম্ম এব কুরু। ১৫।

কর্ম্ম করাই যে অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্ধারিত হইল। কিন্তু কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও কুকর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকের ভ্রম ধারণা আছে। ১৬—২৩ শ্লোকে তাহার খণ্ডন করিতেছেন। কিং কর্ম্ম, কিম্ অকর্ম্ম, ইতি অত্র—এ বিষয়ে। কবয়ঃ অপি—পণ্ডিতগণও। মোহিতাঃ। তৎ তে—অতএব তোমাকে। কর্ম্মসম্বন্ধে প্রবক্ষ্যামি। যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে—সংসারপাশ হইতে মুক্ত হইবে। ১৬।

যদি বল দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের ক্রিয়ামাত্রেই কর্ম্ম, আর তাহাদের ক্রিয়ার অভাবই অকর্ম্ম, তাহা প্রকৃত কথা

কিন্তু কর্ম্ম কারে বলে, কিবা কর্ম্ম নয়,—
নিরূপণে পণ্ডিতেও বিমোহিত হয়,
কহিব তোমারে তাই রহস্য তাহার,
যা' জানি সংসারপাশ ঘুচিবে তোমার। ১৬।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

নহে। কর্ম্মণঃ অপি (তত্ত্বং) বোদ্ধব্যং হি—কর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব নিশ্চয়ই জানা উচিত। বিকর্ম্মণঃ অপি—অশাস্ত্রীয় কুকর্ম্মেরও তত্ত্ব জানা উচিত। অকর্ম্মণঃ চ—কর্ম্ম-অভাবেরও তত্ত্ব জানা উচিত। কর্ম্মণঃ গতিঃ গহনা—কর্ম্ম শব্দ এখানে উপলক্ষ্য মাত্র; ইহাতে কর্ম্ম, কুকর্ম্ম ও অকর্ম্ম তিনই বুঝাইতেছে (শ্রী)। এই তিনের গতি—গমন অর্থাৎ পরিণাম দুর্জ্ঞেয়া; এই তত্ত্ব বুঝা সুকঠিন।১৭।

এই জটিল কর্ম্ম তত্ত্ব যাঁহারা বুঝিতে পারেন, সেই সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানিগণের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন। যঃ কর্ম্মণি—দেহাদির ব্যাপারে (শং)। অকর্ম্ম—কর্ম্মের অভাব। পশ্যেৎ। অকর্ম্মণি চ—এবং দেহাদির ক্রিয়া না থাকিলেও। তাহাতে যঃ কর্ম্ম পশ্যেৎ, স মনুষ্যেষু

যদি বল, ইন্দ্রিয়ে বা দেহে, মনে আর
যাহা কিছু ক্রিয়া হয়, কর্ম্ম নাম তার,
ক্রিয়ার অভাব যাহা, তাহাই অকর্ম্ম;—
কর্ম্ম তত্ত্ব তা নয়, হে মতিমান্! কর্ম্মাকর্ম্ম মর্ম্ম।
কি বা কর্ম্ম, কি কুকর্ম্ম, অকর্ম্ম কি হয়,
সযতনে অবধান কর সমুদয়।
কর্ম্ম ও কুকর্ম্ম আর অকর্ম্ম, কৌন্তেয়!
জানিও তিনের তত্ত্ব অতীব দুর্জ্ঞেয়। ১৭।

বুদ্ধিমান্ ইত্যাদি। মর্ম্মার্থ এই,—অনুরাগ বা দ্বেষ বশতঃ, শরীরে, ইন্দ্রিয়ে বা মনে, যে যাহা কিছু করে, তাহার ফল-ভোগের জন্য তাহাকে সংসার-পাশে বদ্ধ হইতে হয় (৫।১২ দেখ)। ইহা সাধারণ নিয়ম। কিন্তু যদি এমন কোন উপায় থাকে, যে কর্ম্ম করিলেও তাহার ফলভোগ করিতে হয় না (৩।৯ দেখ) তবে সে স্থলে কর্ম্ম করিলেও তাহা না করার সমান। যে উপায়ে তাহা হয় ১৯—২৩ শ্লোকে তাহা সবিশেষ বলিয়াছেন। ইহাই কর্ম্মে অকর্ম্ম। আবার এমন অবস্থা আছে, যাহাতে কোনরূপ ক্রিয়া দেহাদির দ্বারা করা হয় না, অথচ একটা না একটা ফল উৎপন্ন হয় যথা, কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে, কর্ত্তব্যের অপালন জন্য পাপভাগী হইতে হয়। ইহাই অকর্ম্মে কর্ম্ম (শ্রী)।

এই তত্ত্ব যিনি বুঝিতে পারেন তিনিই, মনুষ্যেষু—কর্ম্মানুষ্ঠানকারী মনুষ্যমধ্যে। যথার্থ বুদ্ধিমান্—পণ্ডিত। এবং তিনি যুক্তঃ—যোগী (শং); কারণ যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত আহার বিহারাদি সমস্ত করিলেও সে সকলে তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে না; তাঁহার চিত্ত নিয়ত ঈশ্বরেই নিবিষ্ট

স্থূলদর্শী কর্ম্ম বলি মনে ভাবে যায়,
কর্ম্ম তত্ত্ব কর্ম্মের অভাব তায় দেখিতে যে পায়;
যে জানে আবার অকর্ম্ম যাহা দেখে অন্য জন,
সেই জ্ঞানী যে জন তাহাতে কর্ম্ম করে দরশন;
সেই যোগী পণ্ডিত সে, তার চিত্ত যুক্ত ভগবানে,
নরলোকে সর্ব্ব কর্ম্ম সে করিতে জানে। ১৮।

(যুক্ত) থাকে (শ্রী)। এবং তিনি কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ—সর্ব্ব কর্ম্ম করিতে জানেন; কর্ম্ম করিয়াও কি উপায়ে তাহার ফলভাগী হইতে না হয়, তাহা জানেন।

আবার লৌকিক ভাবেও এ শ্লোকের মর্ম্ম বড় সুন্দর ও উপদেশপূর্ণ। যথা,—(১) কোন প্রকাশ্য সভায় যখন কোন বক্তা, বহু অঙ্গ-ভঙ্গী সহ,সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তখন লোকে মনে করে যে বক্তা বড় একটা কর্ম্মই করিতেছেন; কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি হয়ত কিছুই করিলেন না, তাঁহার সে দীর্ঘ বক্তৃতায় কোন ফল হইল না। এ কর্ম্মকে অকর্ম্ম বলা যাইতে পারে। (২) আবার শিশু যখন আপনার ক্ষুদ্র হস্তপদগুলি সঞ্চালিত করিয়া খেলা করে, লোকে ভাবে যে সে কোন কর্ম্মই করিতেছে না; কিন্তু সে সেই সময়েই আপনার ভবিষ্যৎ জ্ঞান-ভাণ্ডার সঞ্চয় করিতেছে। ইহা অকর্ম্মে কর্ম্ম। (৩) "দুইজন বন্ধু যাচ্ছে, এক জায়গায় ভাগবত পাঠ হচ্ছিল। একজন বল্লে, এস ভাই, একটু শুনি। এই ব'লে সে শুন্‌তে লাগলো। আর একজন উঁকি মেরে দেখে চলে গিয়ে এক বেশ্যালয়ে গেল। বেশ্যালয়ে খানিক পরে সে ভাবতে লাগ্‌লো, ধিক্ আমাকে, আমি কি কর্‌ছি। বন্ধু হরিকথা শুন্‌চে আর আমি এ নরকে পড়ে আছি। এ দিকে, সে বন্ধু ভাবতে লাগলো, আমি কি বোকা; কি ব্যাড়্ ব্যাড়্ করে বক্‌চে, আর আমি এখানে বসে আছি। বন্ধু কেমন আমোদ কর্‌ছে। এরা যখন মরে গেল, তখন যে ভাগবত

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯॥

শুনেছিল তাকে যমদূতে নিয়ে গেল। আর যে বেশ্যালয়ে গিছ্‌লো তাকে বিষ্ণুদূতে নিয়ে গেল। ভগবান্ মন দেখেন, কে কি কাজে আছে তাহা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন—(কথামৃত)। এখানে সুকর্ম্মও কুকর্ম্ম এবং কুকর্ম্মও সুকর্ম্ম স্বরূপ। (৪) অনেক সময়ে এমন ঘটে (যথা আদালতের মোকদ্দমায়) যে সত্য বলিলে আপনার বা কোন আত্মীয় বন্ধুর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, অথচ মিথ্যা বলিতেও চক্ষুলজ্জা হয়। এরূপ স্থলে উভয় দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, তিনি সত্য মিথ্যা কিছুই না বলিয়া কোন রূপে সরিয়া পড়েন। তাহাতে বিবাদের বিষয়ের অযথারূপে নিষ্পত্তি হয়; এবং তজ্জন্য সত্যের অবজ্ঞাকেই পাপভাগী হইতে হয়। এখানে অকর্ম্ম ও কুকর্ম্ম। (৫) নরহত্যা কুকর্ম্ম। কিন্তু বিচারক শাস্ত্রানুযায়ী বিচারে অপরাধীর যে প্রাণদণ্ড করেন তাহা সুকর্ম্ম। ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধে যে নরহত্যা, তাহাও সুকর্ম্ম। (৬) দয়া করা সুকর্ম্ম; কিন্তু অপরাধীকে দয়া করিয়া দণ্ড না দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া কুকর্ম্ম। ইত্যাদি। ১৮।

১৯—২৩ শ্লোকে কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও কুকর্ম্মের মর্ম্ম বলিতেছেন। লোকের কর্ম্ম দেখিয়া মাত্র তাহা সুকর্ম্ম কি কুকর্ম্ম—তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। জ্ঞানিগণ তদ্বিষয়ে কিরূপ চিন্তা করেন, তাহা বলিতেছেন।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ। যাহার আরম্ভ অর্থাৎ অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা সমারম্ভ; সাধারণে যাহাকে কর্ম্ম বলে। যাহা কামনা করা যায়, তাহা কাম অর্থাৎ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম হইতে প্রাপ্য কাম্য বস্তু (শ্রী)। যাহার সর্ব্ব কর্ম্ম কাম্য বস্তু লাভের সঙ্কল্প বর্জ্জিত,—পরার্থে, ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে মাত্র, অনুষ্ঠিত। এবং তাদৃশ নিষ্কাম কর্ম্মে জ্ঞানোদয় হওয়ায়, জ্ঞানরূপ অগ্নিতে যাহার সেই কর্ম্ম সকল দগ্ধ হয়, অর্থাৎ নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায় সেই কর্ম্ম, পাপ পুণ্য ও সংসার-বন্ধনের হেতু না হওয়াতে তাহা অকর্ম্ম তুল্য (দগ্ধবৎ), হয়; ২।৫০—৫১ দেখ। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তং বুধাঃ পণ্ডিতম্ আহুঃ—তাঁহাকে জ্ঞানিগণ পণ্ডিত বলেন। অতএব কাম্যবস্তু লাভের সঙ্কল্পে যাহা করা হয়,

---

কাম্য বস্তু পাইবার সঙ্কল্পে যে জন
নিষ্কামীর এ সংসারে কোন কর্ম্ম করে না সাধন;
সর্ব্ব কর্ম্ম যাহা কিছু করে কর্ম্ম, করে সে সকল;
অকর্ম্মতুল্য অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম-কর্ম্ম ভাবিয়া কেবল;
নিষ্কাম সে কর্ম্মে হয় জ্ঞানের উদয়
যে জ্ঞান-অগ্নিতে কর্ম্ম ভস্মীভূত হয়।
সংসারে তাহার কর্ম্ম অকর্ম্ম যেমন;
তাহাকে পণ্ডিত, পার্থ, কহে বুধগণ।
কামরাগে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়
সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম যত তা' হ'তে উদয়। ১৯।

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০ ॥

তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম; এবং তাহা সুকর্ম্মও হইতে পারে, কুকর্ম্মও হইতে পারে। ১৯।

সঃ—পূর্ব্বোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মী। কর্ম্মফলাসঙ্গং ত্যক্ত্বা—কর্ম্মাসঙ্গ ও ফলাসঙ্গ, কর্ম্মফলাসঙ্গ। আমি ইহা করিলাম, এই জ্ঞান কর্ম্মাসঙ্গ; আর ইহার ফল আমি ভোগ করিব, এই জ্ঞান ফলাসঙ্গ (মধু)। তদুভয় ত্যাগ করিয়া। নিত্যতৃপ্তঃ—যে কাম্যবস্তু লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা রাখে, সে যতক্ষণ তাহা না পায়, ততক্ষণ তাহার তৃপ্তি নাই। কিন্তু অমুক বস্তু আমার চাই, এরূপ কামনা না করিয়া যে "যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট" (৪।২২) তাহার উদ্বেগের কোন হেতু নাই; সে নিত্যতৃপ্ত। আর যে নিরাশ্রয়ঃ—এ

আমি কর্ম্ম করি,—নাই এ ধারণা যার,
আসক্তি ও না রয় কর্ম্মের ফলে আসক্তি যাহার,
অভিমান কাম্য বস্তু লাভ তরে লালায়িত নয়,
শূন্য কর্ম্ম আপনি আপন মনে নিত্য তৃপ্ত রয়,
অকর্ম্ম তুল্য এমন কিছুই নাই এ সংসারে যার,
জীবন যাপন করে আশ্রয়ে যাহার,
সতত প্রবৃত্ত কর্ম্মে যদিও সে রয়,
জানিবে, সে কিছুই না করে, ধনঞ্জয়!
ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া মাত্র করিলে বর্জ্জন,
অকর্ম্ম বলে না পার্থ, তারে জ্ঞানিগণ। ২০।

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১ ॥

সংসারে এমন কিছুই নাই, যাহাকে আশ্রয় করিয়া, অবলম্বন করিয়া, সে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে (৩।১৮); অথবা কর্ম্মাসক্তির অভাব প্রযুক্ত কর্ম্মফল যাহাকে আশ্রয় করে না (৫।১২)। সঃ কর্ম্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি—সে কর্ম্মে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত থাকিলেও। ন কিঞ্চিৎ করোতি এব—সূক্ষ্ম দর্শনে কিছুই করে না। সেই যথার্থ অকর্ম্মা। কেবল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া রুদ্ধ করিয়া চুপ করিয়া থাকিলেই অকর্ম্ম হয় না; ৩।৬ দেখ। ২০।

যে নিরাশীঃ—যাহার আশী অর্থাৎ ফলকামনা নাই। যতচিত্তাত্মা—যাহার চিত্ত, অন্তঃকরণ (শং) এবং আত্মা অর্থাৎ শরীর, সংযত। ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ—ইন্দ্রিয়-যোগে যাহা গ্রহণ করা যায়, তাহা পরিগ্রহ অর্থাৎ ভোগের উপকরণ (মধু) অথবা সাংসারিক দ্রব্যে মমতার নাম পরিগ্রহ

কর্ম্মফলে তৃষ্ণা নাই অন্তরে যাহার,
শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বশীভূত যার,
নিষ্কাম — বিষয়-সম্ভোগে যার না রহে কামনা,
জিতেন্দ্রিয় — সংসারের কোন দ্রব্যে মমতা রাখে না,
সংসারে বদ্ধ — "আমি করি" অভিমান না রাখি অন্তরে
হয় না — দেহে মাত্র করে কর্ম্ম দেহযাত্রা তরে,
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলভোগে আসিতে না হয়
আর তারে এ সংসারে—জন্মমৃত্যুময়।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥২২॥

(রামা); যে তৎসমস্ত ত্যাগ করিয়াছে, সে ত্যক্ত-সর্ব্ব-পরিগ্রহ। ঈদৃশ ব্যক্তি কেবলং শারীরং কর্ম্ম—অহং-জ্ঞানশূন্য হইয়া কেবল শরীরের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্ম (শ্রী) অথবা শরীর রক্ষার নিমিত্ত মাত্র কর্ম্ম (শং)। কুর্ব্বন্। কিল্বিষং ন আপ্নোতি—সংসারে পুনরাগমন করে না। কিল্বিষ—সংসার, যেখানে ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভূত জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখ ভোগ হয় (রামা)। অন্য পক্ষে যদি কর্ম্মফলে লালসা থাকে, চিত্ত ভোগাসক্ত ও রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হয়, ইন্দ্রিয় অসংযত হয়, তবে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও সে সকল সাত্ত্বিকভাবে অনুষ্ঠিত হয় না ও তদ্দ্বারা সংসারপাশ ছিন্ন হয় না। ২১।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ—বিশেষ যত্ন, চেষ্টা ও প্রার্থনা ব্যতীত যাহা স্বভাবতঃ পাওয়া যায়, তাহা যদৃচ্ছালাভ; তাহাতে সন্তুষ্ট। এবং দ্বন্দ্বাতীতঃ—সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব ভাবের অতীত। বিমৎসরঃ—বৈরবুদ্ধিশূন্য, যে কাহাকেও শত্রু বলিয়া ভাবে না। সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ। স কর্ম্ম কৃত্বা অপি ন

অন্যপক্ষে, যদি চিত্তে ভোগাসক্তি রয়,
না রয় স্ববশে যদি ইন্দ্রিয়-নিচয়,
করুক্ সে যজ্ঞ দান ব্রতাদি সাধন,
না ঘুচে তাহাতে তার সংসার-বন্ধন। ২১

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

নিবধ্যতে। অন্যপক্ষে যাহার প্রকৃতি তাদৃশী নহে, যুদ্ধাদি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাবলম্বনও তাহার বৃথা। ২২।

গতসঙ্গস্য—যাহার আসক্তি সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত হইয়াছে (শং) অর্থাৎ নিষ্কাম (শ্রী); অথবা যাহার অহং-জ্ঞান নাই (শ্রী ২।৪৮)। মুক্তস্য—রাগ-দ্বেষাদি হইতে মুক্ত (শ্রী)। জ্ঞানাবস্থিত-চেতসঃ—জ্ঞানে, আত্মজ্ঞানে অথবা জ্ঞানময় ভগবানে নিবিষ্ট-চিত্ত। যজ্ঞায় কর্ম্ম আচরতঃ—আর যে ঈশ্বর-আরাধনার্থ (শ্রী) ভগবৎ-প্রীতির

যে রহে যদৃচ্ছালাভে তুষ্ট নিরন্তর,
শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখে না হয় কাতর,
শত্রুজ্ঞানে কা'রো প্রতি দ্বেষ নাই যার,
যথালাভে সফলে বিফলে কর্ম্মে তুল্য ব্যবহার;
তুষ্ট কর্ম্মী ঘটে না বন্ধন তার কর্ম্ম করি যত,
বদ্ধ হয় না সে সব অকর্ম্মরূপে হয় পরিণত।
অন্যপক্ষে, কাম্য বস্তু তরে যে ব্যাকুল,
আত্মপর, ভালমন্দ চিন্তায় আকুল,
ইনি শত্রু, ইনি মিত্র,—ভাবে নিরন্তর,
বাসনা-সফলে হৃষ্ট, বিফলে কাতর;
ত্যজি শস্ত্র বৃথা তার অরণ্যে নিবাস,
হয় না বিচ্ছিন্ন তার সংসারের পাশ। ২২।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥২৪॥

জন্য (গিরি) কর্ম্ম করে,; অথবা যে যজ্ঞাদি সাধনের জন্যই কর্ম্ম করে (শং, রামা)। তাহার কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে—অগ্র অর্থাৎ ফলের সহিত (শং) কিম্বা বাসনা অর্থাৎ সংস্কারের সহিত বিলীন হয়; ৩।৯ দেখ। ২৩।

এইরূপে নিষ্কাম কর্ম্মীর সর্ব্ব কর্ম্ম অকর্ম্ম সমান হয়, ইহা বুঝাইলেন। এক্ষণে বলিতেছেন, যিনি তত্ত্বদর্শী

আসক্তির লেশ নাই অন্তরে যাহার
ঈশ্বরার্থ রাগ নাই, দ্বেষ নাই, নাই অহঙ্কার,
কর্ম্ম সকল জ্ঞাননিষ্ঠ চিত্ত যার অর্পিত ঈশ্বরে,
বিলীন ঈশ্বর-প্রীতির তরে সর্ব্ব কর্ম্ম করে,
হইয়া যায় তাহার সমস্ত কর্ম্ম কর্ম্মফল আর
বিলীন হইয়া যায়, কৌরব-কুমার। ২৩।
ঈদৃশ নিষ্কামকর্ম্মী যাঁরা, মতিমান।
ব্রহ্মজ্ঞানীর তাঁদের সমস্ত কর্ম্ম অকর্ম্ম সমান।
সর্ব্ব কর্ম্মও তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী আর সংসারে যে জন
অকর্ম্মতুল্য তাঁহারও যা' কর্ম্ম, তাহা অকর্ম্ম যেমন।
ব্রহ্ম স্রুব, ব্রহ্ম হবিঃ, ব্রহ্ম হোমানল,
ব্রহ্ম হোতা, ব্রহ্ম হোম, ব্রহ্মই সকল;—
সর্ব্ব ভাবে সর্ব্ব কর্ম্মে করি ব্রহ্ম জ্ঞান
ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয় সেই জ্ঞানবান্। ২৪।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥২৫॥

জ্ঞানী, যিনি সর্ব্ব কর্ম্মে, সর্ব্ব ভাবে, ব্রহ্মজ্ঞান করেন, তাঁহারও সর্ব্ব কর্ম্ম অকর্ম্ম তুল্য (শ্রী)। কর্ম্মযোগ ও ব্রহ্ম-জ্ঞান উভয়ই সমানফল (৪।৫)।

অর্পণং—যদ্দ্বারা অর্পণ করা যায়, তাহা অর্পণ, স্রুবাদি পাত্র। যজ্ঞে ব্যবহৃত কাঠের হাতার নাম স্রুব। তাহা ব্রহ্ম। হবিঃ—ঘৃত। ব্রহ্ম। ব্রহ্মাগ্নৌ—ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে। ব্রহ্মণা—ব্রহ্মরূপী হোতা কর্ত্তৃক। হুতম্—হোম। অগ্নি, হোতা ও হোম, সমস্তই ব্রহ্ম। ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা তেন—এইভাবে সর্ব্ব কর্ম্মই ব্রহ্ম, এইরূপ যাঁহার নিশ্চয় জ্ঞান, তাদৃশ পুরুষ-কর্ত্তৃক। সমাধি—চিত্তের একাগ্রতা (শ্রী)। ব্রহ্ম এব গন্তব্যম্—ব্রহ্মই লাভ হয়, অন্য কিছু নহে (শ্রী)।

"এখন ঠিক্ দেখ্‌ছি,—তিনিই বলি, তিনিই হাড়কাঠ, তিনিই কামার।"—কথামৃত। ২৪।

নিষ্কামে অনুষ্ঠিত হইলে সর্ব্ব যজ্ঞ হইতেই ব্রহ্মদর্শনরূপ জ্ঞানের উদয় হয়; তজ্জন্য অন্যান্য যে সকল যজ্ঞ অধিকারী

নিষ্কামে যদ্যপি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়
সর্ব্ব যজ্ঞে হয় সেই জ্ঞানের উদয়।
দ্বাদশ যজ্ঞ অধিকারী ভেদে যজ্ঞ বিবিধ প্রকার,
সংক্ষেপতঃ কহি শুন, কৌরব-কুমার!
দৈবযজ্ঞ দৈব সহায়তা বাঞ্ছা করিয়া অন্তরে
(১) কর্ম্মিগণ ইন্দ্রাদি দেবের পূজা করে।

ভেদে অনুষ্ঠিত হয় তাহা বলিতেছেন। অপরে যোগিনঃ—কর্ম্মিগণ (শং)। দৈবম্ এব যজ্ঞং পর্য্যুপাসতে—শ্রদ্ধা সহ অনুষ্ঠান করে (শ্রী)। দৈব-সাহায্য প্রাপ্তির উদ্দেশে ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজা করে। মূলে যে "এব" শব্দ আছে তাহার মর্ম্ম এই যে, ইহাতে ইন্দ্রাদি দেবতায় ব্রহ্মবুদ্ধি থাকে না (শ্রী)। ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব শক্তির উপাসনা করিতেন, কিন্তু শক্তিই পরমব্রহ্ম, "ব্রহ্মময়ী অম্বা" বলিয়া চিন্তা করিতেন। অপরে—ব্রহ্মবিদ্‌গণ (শং)। যজ্ঞেন—ব্রহ্মার্পণাদি পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞের দ্বারা, অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্ম এই জ্ঞানে। ব্রহ্মাগ্নৌ—ব্রহ্মরূপী অগ্নিতে। যজ্ঞম্ উপজুহ্বতি—যজ্ঞাদি সর্ব্ব কর্ম্ম হোম করেন ; ব্রহ্মে সমস্ত অর্পণ করেন (শ্রী)। অথবা যজ্ঞম্—যজ্ঞশব্দবাচ্য আত্মাকে। যজ্ঞেন—পূর্ব্বোক্ত সর্ব্ব-ব্রহ্মজ্ঞানে। উপজুহ্বতি—হোম করেন অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মে অভেদ দর্শন করেন (শং)। ইহা অদ্বৈতবাদীর উপাসনা। অদ্বৈতবাদমতে, ব্রহ্ম ভিন্ন জগতের পারমার্থিক সত্ত্বা নাই। বহির্জগৎ জাগ্রদবস্থায় চিত্তে অনুভবের বিষয় মাত্র (মাণ্ডুক্য-কারিকা)। জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে ; জীব অহঙ্কারাদি উপাধি-সংযুক্ত

ব্রহ্মজ্ঞানী এ জগৎ দেখি ব্রহ্মময়,
ব্রহ্মাগ্নিতে যজ্ঞাদি কর্ম্মের করে লয়।
জ্ঞানযজ্ঞ ব্রহ্ম-হুতাশনে দিয়া আহুতি আত্মায়
(২)　অভেদ জীবে ও ব্রহ্মে দেখিবারে পায়। ২৫।

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥২৬॥

থাকায়, ভিন্ন মনে হয় মাত্র। জ্ঞানোদয় হইলে সে ভাব থাকে না; তখন দেখা যায়, সবই এক। "আমায় দপ্ করে দেখিয়ে দিলে, যা'ই সব হ'য়ে রয়েছেন, তিনিই জীব, তিনিই জগৎ"।—কথামৃত। ইহা ব্রহ্মজ্ঞান। ২৫।

অন্যে—নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মচারিগণ (শ্রী)। শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি, সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি—সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেয়; ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করে (শং)। ইহা ব্রহ্মচর্য্য। অন্যে—গৃহস্থগণ। শব্দাদীন্ বিষয়ানি, ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি—ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়কে আহুতি দেয়; অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করে (শ্রী)। ইহা নিষ্কাম-কর্ম্ম-যজ্ঞ।

এখানে যজ্ঞের আধ্যাত্মিক ভাব বর্ণিত হইয়াছে। সকল বিষয়েই লৌকিক ও আধ্যাত্মিক দ্বিবিধ ভাব আছে। সাধারণে লৌকিক ভাব আর জ্ঞানিগণ আধ্যাত্মিক ভাব

কেহ বা আহুতি দেয় সংযম-অনলে
ব্রহ্মচর্য্য নয়ন শ্রবণ আদি ইন্দ্রিয় সকলে;—
যজ্ঞ (৩) ইন্দ্রিয়-সংযম-ব্রত করি অনুষ্ঠান
জিতেন্দ্রিয় তাহে পার্থ! সেবে ভগবান্।
শব্দাদি বিষয়ে, আর গৃহবাসিগণ
ইন্দ্রিয়-অনলে করে আহুতি অর্পণ;—
নিষ্কামকর্ম্ম অনাসক্ত ইন্দ্রিয়ে বিষয় করি ভোগ
যজ্ঞ (৪) সংসারী ঈশ্বরে ভজে সাধি কর্ম্মযোগ। ২৬।

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭॥

গ্রহণ করেন। আধ্যাত্মিক যজ্ঞে চরু, হবিঃ, অগ্নি, হোতাদির প্রয়োজন নাই, অথচ এ যজ্ঞ সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ। ২৬।

অপরে চ—এবং ধ্যাননিষ্ঠগণ। জ্ঞানদীপিতে—জ্ঞানরূপ তৈলে দীপিত, উজ্জ্বলীকৃত। আত্মসংযম-যোগাগ্নৌ—আত্মসংযম, আত্মাতে ধ্যানের একাগ্রতা; তাহাই যোগ; সেই আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে অর্থাৎ ধ্যেয় আত্মাকে জ্ঞানযোগে সম্যক্ জানিয়া, তাহাতে মনঃসংযম পূর্ব্বক। সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি, প্রাণকর্ম্মাণি চ জুহ্বতি—সমস্ত ইন্দ্রিয়-কর্ম্ম ও প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর কর্ম্ম উপরম করেন (শ্রী)। সর্ব্ব ব্যাপার নিরুদ্ধ করিয়া আত্মায় চিত্ত স্থির করেন (গিরি)। অথবা আত্মসংযম—মনঃ-সংযম রূপ

অন্যবিধ যজ্ঞ করে ধ্যাননিষ্ঠগণ,
কহি শুন, নিষ্ঠাবান্! তার বিবরণ।
দর্শন স্পর্শন আদি ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম
নিশ্বাস প্রশ্বাস আদি প্রাণাদির ধর্ম্ম।
জ্ঞান-তৈলে দীপ্ত আত্মসংযম-অনল,
তাহাতে আহুতি দেয় সে কর্ম্ম সকল।
কর্ম্মাসক্ত প্রাণ আর ইন্দ্রিয়-নিকরে
ধ্যানযোগে ধ্যাননিষ্ঠ সংযমিত করে;—
ধ্যানযজ্ঞ (৫) রোধিয়া সমস্ত ক্রিয়া করে আত্মধ্যান।
অন্যবিধ যজ্ঞ পুনঃ শুন, মতিমান্! ২৭।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥২৮॥

যোগাগ্নিতে ইত্যাদি। অর্থাৎ মনে মনে ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ বায়ুর কর্ম্ম-প্রবণতা নিবারণ করেন (রামা)। উভয় ব্যাখ্যাই মর্ম্মতঃ এক। ইহা ধ্যানযোগ।

ইন্দ্রিয় কর্ম্ম—চক্ষুর কর্ম্ম দর্শন, কর্ণের শ্রবণ, নাসিকার আঘ্রাণ, জিহ্বার রসাস্বাদন ও ত্বকের স্পর্শজ্ঞান। ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়। হস্তের কর্ম্ম গ্রহণ, পদের গমন, মুখের বাক্যোচ্চারণ, পায়ুর মলত্যাগ ও উপস্থের বিসর্গানন্দানুভব। ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়। প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর কর্ম্ম—প্রাণের কর্ম্ম বহির্গমন, নিশ্বাস; অপানের অধোনয়ন, প্রশ্বাস; ব্যানের ব্যাপ্তি, আকুঞ্চন, প্রসারণাদি; সমানের ভুক্তদ্রব্য পাক করা; উদানের ঊর্দ্ধনয়ন, কণ্ঠস্বরোৎপাদন। ২৭।

কেহ দ্রব্যযজ্ঞাঃ—দ্রব্যদ্বারা সম্পাদনীয় যজ্ঞ; অন্নবস্ত্রাদি দান, পথ-নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। কেহ তপোযজ্ঞাঃ—চান্দ্রায়ণাদি তপোরূপ যজ্ঞ। কেহ যোগযজ্ঞাঃ—চিত্তবৃত্তি-নিরোধ রূপ অষ্টাঙ্গ যোগযজ্ঞ। তথা অপরে,

---

নৃ-যজ্ঞ (৬) কেহ অন্নদান আদি দ্রব্য-যজ্ঞ করে,
তপোযজ্ঞ(৭) ব্রত আদি তপোযজ্ঞ সাধে বা অপরে।
যোগযজ্ঞ (৮) চিত্ত-বৃত্তি রুদ্ধ করি কেহ যোগযজ্ঞ,
ঋষিযজ্ঞ (৯) বেদপাঠে শাস্ত্রপাঠে কেহ জ্ঞানযজ্ঞ।
যত্নশীল দৃঢ়ব্রত ইহারা সকল,
যতনে সাধিয়া যজ্ঞ লভে শুভ ফল। ২৮।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥২৯॥

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ চ—স্বাধ্যায় যজ্ঞ, বেদাভ্যাস, এবং জ্ঞান-যজ্ঞ, শাস্ত্রার্থ পরিজ্ঞান (শং) অথবা বেদাভ্যাসে যে জ্ঞান লাভ হয়, তদ্রূপ যজ্ঞ (শ্রী) অনুষ্ঠান করে। ইহারা যতয়ঃ—যত্নশীল। এবং সংশিতব্রতাঃ—দৃঢ়ব্রত। দ্রব্যযজ্ঞ প্রভৃতি পদগুলি বহুব্রীহি-সমাস-নিষ্পন্ন বিশেষণ পদ। দ্রব্য-দানাদিরূপ যজ্ঞ যাহারা অনুষ্ঠান করে, এইরূপ পদচ্ছেদ।২৮।

তথা—আবার। অপরে, অপানে—অপান বায়ুর বৃত্তিতে। প্রাণং জুহ্বতি—প্রাণবায়ুর বৃত্তিকে নিক্ষেপ করে; অর্থাৎ প্রশ্বাস বায়ু গ্রহণ করিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করে

ঊর্দ্ধগামী শ্বাস-বায়ু, তারে বলে প্রাণ,
অধোগামী শ্বাস যাহা তাহাই অপান।
অপানে নিক্ষেপ করে প্রাণ কোন জন,—
পূরক (১০) রুদ্ধ করে দেহ মাঝে প্রশ্বাস পবন।
প্রাণে বা নিক্ষেপ করে অপান অপরে,—
রেচক (১১) ত্যজিয়া নিশ্বাস বায়ু, শ্বাস রুদ্ধ করে।
দ্বিবিধ এ প্রাণায়াম,—পূরক রেচক,
মনের স্থিরতা তরে সাধয়ে সাধক।
যে কৌশলে রুদ্ধ এই দ্বিবিধ পবন
তাহাকে কুম্ভক-যোগ কহে যোগিগণ।

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ॥৩০॥

না। ইহা পূরক। কেহ বা, প্রাণে অপানং জুহ্বতি—নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রশ্বাস গ্রহণ করে না। ইহা রেচক (শং)।

নিয়তাহারাঃ—পরিমিতাহারী। অপরে প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ—প্রাণসংযমপরায়ণ হইয়া (শ্রী)। প্রাণাপানগতী রুদ্ধা—নিশ্বাস প্রশ্বাস দুই রুদ্ধ করিয়া। প্রাণান্—ইন্দ্রিয়গণকে। প্রাণেষু জুহ্বতি—প্রাণাদি বায়ুতে লয় করে। ইহা কুম্ভক (শ্রী)। এই প্রাণায়াম ও কুম্ভকতত্ত্ব গ্রন্থপাঠে বুঝা যায় না। জানিতে হইলে গুরুর আবশ্যক। এই ক্রিয়ায় সমস্ত বায়ুর ক্রিয়া একীভূত হয় ও তাহাতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ক্রিয়া বিলীন হয় (শ্রী)। নিয়তাহার—কুক্ষির অর্দ্ধাংশ অন্নে ও তৃতীয়াংশ জলে পূর্ণ, বাকি সিকি অংশ বায়ু-সঞ্চরার্থ শূন্য থাকে;—(শ্রী)। ২৯।

যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল বলিতেছেন। সর্ব্বে অপি এতে—পূর্ব্বোক্ত ইহারা সকলেই। যজ্ঞবিদঃ—যজ্ঞতত্ত্ববেত্তা। এবং যজ্ঞক্ষয়িত-কল্মষাঃ—যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা ইহাঁদের পাপ ক্ষয় হইয়া যায়।

প্রাণায়ামে রত কেহ সংযত-আহারী
সাধিয়া কুম্ভক যোগ, কৌরব-কেশরি!
প্রাণ ও অপান, ব্যান, সমান, উদান,
স্তম্ভিত করিয়া এই পঞ্চবিধ প্রাণ,
কুম্ভক (১২) জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয় লয় করিয়া তাহাতে
নিরখে অভেদ জীবে ব্রহ্মে আপনাতে। ২৯।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥৩১॥

৩য় অধ্যায় ৯ শ্লোকের "যজ্ঞার্থ" শব্দের মর্ম্ম এই ২৫-৩০ শ্লোক হইতেও পাওয়া যায়। এই দ্বাদশ যজ্ঞের মধ্যে, ১ম, ৬ষ্ঠ ও ৯ম, স্মৃতিবিহিত দৈবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ঋষিযজ্ঞ। বাকি নয়টি স্মৃতি বিহিত কাম্য কর্ম্মাত্মক যজ্ঞ নহে। এই দ্বাদশ স্থলেই তৎ তৎ উপায়ে ঈশ্বরারাধনা না বুঝিলে মর্ম্ম বোধ হয় না। রামানুজ বলেন,—যজ্ঞ, কর্ম্মযোগ। সাধারণতঃ এই অর্থই সরল। ৩০।

যজ্ঞাশিষ্টামৃতভুজঃ—যজ্ঞ সাধনের পর অন্নাদি যে যে বস্তু অবশিষ্ট থাকে তাহা অমৃত-সদৃশ। যজ্ঞ করণান্তর অবশিষ্ট সময়ে, ঐ অমৃততুল্য অন্নাদির দ্বারা যাঁহারা জীবন ধারণ করেন তাঁহারা যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ। তাঁহারা

যজ্ঞ ভেদে যোগী এই দ্বাদশ প্রকার
যজ্ঞবিৎ সবে, যজ্ঞে নষ্ট-পাপভার। ৩০।
　সাধিয়া বিবিধ যজ্ঞ অন্নাদি যা' রয়
অমৃত সমান তাহা, সাধুগণে কয়।
শরীর ধারণ করে সে অমৃতে যারা
সনাতন ব্রহ্মধামে যায় সবে তা'রা।
এ সংসার-মাঝে করি শরীর ধারণ,
অযজ্ঞের　সে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না যে জন,
গতি নাই। মনুষ্য লোকেও হায়, স্থান নাই তার,
অন্য যে স্বর্গাদি লোক কথা কি তাহার? ৩১।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥৩২॥

সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি। অযজ্ঞস্য—যজ্ঞহীন ব্যক্তির। অয়ং (মনুষ্য) লোকঃ নাস্তি। অন্যঃ কুতঃ—স্বর্গাদি অন্য লোক-লাভ ত দূরের কথা; ৩।১৩ দেখ। ৩১।

এবম্—এবম্বিধ। বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ ব্রহ্মণো মুখে বিততাঃ—বেদে সবিস্তারে কথিত আছে। তান্ সর্ব্বান্ কর্ম্মজান্ বিদ্ধি—বাক্য-মন-শরীরে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম হইতে সেই যজ্ঞ সকল নিষ্পন্ন হয় জানিও। এবং জ্ঞাত্বা—যথাবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, ইহা জানিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক। বিমোক্ষ্যসে—মুক্তি লাভ করিবে (রামা)। শঙ্কর বলেন, এবং জ্ঞাত্বা অর্থাৎ ঐ যজ্ঞ সকল শরীরাদির কর্ম্ম হইতে সম্পন্ন, সুতরাং আত্মার সহিত সংস্পর্শশূন্য, আত্মা নিষ্ক্রিয় জানিয়া, জ্ঞাননিষ্ঠ হইলে মুক্ত হইবে। এখানে বক্তব্য যে, যখন কর্ম্মযোগের উপ-যোগিতা ও কর্ম্মসাধ্য যজ্ঞের আবশ্যকতা কথনাবসরে

বেদ-মধ্যে হেন বহু যজ্ঞের বিষয়
সবিস্তারে বিধিবদ্ধ আছে, ধনঞ্জয়,
কায়-মন-বাক্যে যাহা কর্ম্ম করা যায়,
সে কর্ম্ম-সম্ভূত সেই যজ্ঞ সমুদায়।
যথারীতি কর্ম্ম হ'তে হয় যজ্ঞ যত
জানি, কর্ম্ম করি, মুক্ত হও হে, ভারত! ৩২।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৩॥

এ কথা প্রসঙ্গতঃ উত্থাপিত, তখন রামানুজের ব্যাখ্যাই সুসঙ্গত; শঙ্করের ব্যাখ্যা যেন সাম্প্রদায়িক। ৩২।

এই সকল যজ্ঞের মধ্যে তারতম্য আছে; এবং প্রত্যেক যজ্ঞের মধ্যেও অনুষ্ঠান ও ভাবের তারতম্য আছে। হে পরন্তপ! দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ—দৈবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ প্রভৃতি দ্রব্য সাধ্য যজ্ঞ, দ্রব্যময় যজ্ঞ (১ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম যজ্ঞ দেখ); ঐ সকল দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা (শ্রী)। জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্—শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান-সাধ্য যে যজ্ঞ, তাহা জ্ঞানযজ্ঞ (২য়, ৫ম ও ৯ম যজ্ঞ দেখ)। আবার সকল যজ্ঞেই দ্বিবিধ ভাব থাকে। দ্রব্যময় ভাব ও জ্ঞানময় ভাব। যজ্ঞসাধনোপযোগী নৈবেদ্য পুষ্প, চন্দনাদি দ্রব্যময় ভাব এবং তদনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা, ভক্তি

দৈবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞাদি দ্রব্যযজ্ঞ যত,
জ্ঞানোদ্দেশে তাহা হ'তে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, হে ভারত।
জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। সর্ব্ব যজ্ঞে পুনরায় দুই ভাব রয়,
এক ভাব দ্রব্যময়, অন্য জ্ঞানময়।
দ্রব্যময় ভাব,—যজ্ঞ-দ্রব্য সমুদায়,
জ্ঞানময় ভাব,—শ্রদ্ধা ভক্তি আদি তায়।
জ্ঞানেরই নিমিত্ত যত যজ্ঞের বিধান,
জ্ঞানময় ভাব সেই শ্রেষ্ঠ, মতিমান্।
জ্ঞানে কারণ বিকাশে জ্ঞান হৃদয়ে যখন,
কর্ম্ম শেষ সর্ব্ব কর্ম্ম, কর্ম্মফল, ফুরায় তখন। ৩৩।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥৩৪॥

পবিত্রতা ইত্যাদি যে সকল ভাব, যে সকলের অনুশীলন হইতে জ্ঞানের বিকাশ হয় (১৩। ৮—১২ দেখ) সে সকল জ্ঞানময় ভাব। যজ্ঞের ঐ দ্রব্যময় অংশ অপেক্ষা এই জ্ঞানময় অংশ শ্রেষ্ঠ; এবং যে যজ্ঞ যজ্ঞীয় উপকরণের পারিপাট্যেই পর্য্যবসিত, তাহা অপেক্ষা, যে যজ্ঞের উদ্দেশ্য জ্ঞান, তাহা উত্তম। কারণ, হে পার্থ। অখিলং— ফলের সহিত। সর্ব্বং কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে— পরিসমাপ্ত হয় (শং); ১৯, ২৩ ও ৩৭ শ্লোক দেখ। অথবা জ্ঞানে সতি—জ্ঞানলাভ হইলে। অখিলং সর্ব্বং কর্ম্ম পরিসমাপ্যতে—সাঙ্গসঙ্গ সর্ব্ব কর্ম্ম নিবৃত্ত হয়; ৩।১৮ দেখ (বল)। মর্ম্মার্থ একই। আবার, সর্ব্ব কর্ম্মের পরিণাম জ্ঞান; সর্ব্ব কর্ম্ম হইতেই কিছু না কিছু জ্ঞান লাভ হয়, এরূপ সাধারণ ভাবও এখানে আছে বলা যায়। ৩৩।

অতএব তুমি জ্ঞানলাভের উদ্দেশে কর্ম্ম কর। এবং সেই জ্ঞানলাভে সাহায্যের জন্য সদ্‌গুরুর সেবা কর। প্রণিপাতেন—দণ্ডবৎ পতিত হইয়া গুরুকে নমস্কার পূর্ব্বক। পরিপ্রশ্নেন—ঈশ্বর কি, জীব কি, সংসার কি, কিসে মুক্তি,

---

অতএব কর কর্ম্ম লক্ষ্য করি জ্ঞান,
যত্নে আর গুরুসেবা কর গুণবান্।
<u>গুরুসেবা</u> ভক্তিভরে গুরুপদে প্রণিপাত করি,
শুশ্রূষায় তাঁর মনে সন্তোষ বিতরি,

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥৩৫॥

ইত্যাদি প্রশ্নের দ্বারা। এবং সেবয়া—তাঁহার সেবার দ্বারা। তৎ জ্ঞানং বিদ্ধি। তত্ত্বদর্শিনঃ জ্ঞানিনঃ—যে জ্ঞানিগণ পরমার্থ-তত্ত্বের দ্রষ্টা। তাঁহারা, তে জ্ঞানম্ উপদেক্ষ্যন্তি। যাঁহারা কেবল গ্রন্থপাঠে জ্ঞানী, তাঁহারা আত্মতত্ত্বোপদেষ্টা গুরু হইতে পারেন না। ৩৪।

যৎ জ্ঞাত্বা—যে জ্ঞান লাভ হইলে। এবং—বন্ধুবধাদি নিমিত্ত ঈদৃশ। মোহং ন পুনঃ যাস্যসি। যেন—যে জ্ঞানে। অশেষেণ ভূতানি—স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব বস্তু (শং)। আত্মনি দ্রক্ষ্যসি—আত্মা অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ বা পরা প্রকৃতিতে

প্রশ্নে প্রশ্নে সেইজ্ঞান লভ, গুড়াকেশ।
তত্ত্বজ্ঞ যে জ্ঞানী সেই দিবে উপদেশ।
গুরু। পরমার্থ-তত্ত্বদর্শী বিহনে অপর
পারে না সে জ্ঞান দিতে কভু, নরবর। ৩৪।
যে জ্ঞান পাইলে পার্থ, এ প্রকার আর
বন্ধুবধ-আদি মোহ রবে না তোমার।
স্থাবর জঙ্গমময় যত ভূতগণ
যে জ্ঞানে আত্মায় সব করিবে দর্শন ;—
জ্ঞান। দেখিবে, যা' কিছু আছে জড় বা চেতন,
আমার চিদংশ সবে করিছে ধারণ,
ওতপ্রোত চরাচরে সেই একই শক্তি,
জীবভূতা জগদ্ধাত্রী মম পরাশক্তি।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥৩৬॥

দেখিবে। যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ; ৭।৫ দেখ। সমস্তই ক্ষেত্রজ্ঞরূপ চিন্ময় তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। অথ—অনন্তর। জড় ও চৈতন্যময় সেই সমস্তই আবার, ময়ি—আমাতে; পরমাত্মায়, পরমেশ্বর বাসুদেবে (শং) প্রতিষ্ঠিত দেখিবে। এতদ্‌যোনীনি ভূতানি (৭।৬) ; বাসুদেবঃ সর্ব্বম্ (৭।১৯) ; যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ (১৩।২৭) ; "যো কুচ্ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়।"—(কথামৃত), ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। এই জ্ঞানই জ্ঞানবাদী আচার্য্যগণের লক্ষ্য। ইহা হইতেই মুক্তি লাভ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য জড়বিজ্ঞানের জ্ঞানকে প্রাচীনেরা "জ্ঞান" বলিতেন না। ৩৫।

অপি চেৎ অসি পাপেভ্যঃ ইত্যাদি। পাপেভ্যঃ—পাপী হইতে। বৃজিনং—পাপরূপ সমুদ্র। প্লব—নৌকা। পাপীরও জ্ঞান লাভ হইলে বুঝিতে পারে, সে আত্ম-

শক্তি-জড়ময় বিশ্ব, দেখিবে পশ্চাতে,
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে রয়েছে আমাতে ;
জড় দেহ এ বিশ্বের আমি ক্ষেত্ররূপে,
আমিই সে দেহে প্রাণ, ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপে,
অভেদ সমস্ত ভূতে আত্মায় আমায়,
দেখিবে সংসার মাঝে আমি সমুদায়। ৩৫।

জ্ঞানফল সর্ব্ব পাপী হ'তে যদি হও মহাপাপী
জ্ঞানপোতে পাপসিন্ধু তরিবে তথাপি। ৩৬।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥৩৭॥
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥৩৮॥

স্বরূপে অকর্ত্তা ; পাপ যাহা করিয়াছে তাহা ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্ম। এইরূপে অহংজ্ঞান নষ্ট হইলেই নিষ্পাপ হয়। ৩৬।

যদি বল নৌকাযোগে সাগর পার হওয়ার ন্যায় জ্ঞানে পাপরাশি উত্তীর্ণ হওয়া যায় মাত্র, কিন্তু তাহা নষ্ট হয় না। তজ্জন্য বলিতেছেন,—যথা সমিদ্ধঃ—প্রজ্জ্বলিত। অগ্নিঃ। এধাংসি—কাষ্ঠ রাশিকে। ভস্মসাৎ কুরুতে। তথা জ্ঞাগ্নানি সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে। ৩৭।

জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং—শুদ্ধিকর। ইহলোকে ন হি বিদ্যতে। আত্মজ্ঞান যদি এতই উত্তম, তবে সকলে তল্লাভার্থ যত্ন করে না কেন? তাহার কারণ, সে জ্ঞান সহসা মিলে না। কালেন যোগসংসিদ্ধঃ—কর্ম্মযোগানুষ্ঠান দ্বারা কাল-সহকারে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হইলে (শ্রী, রামা, মধু)। আত্মনি

প্রজ্জ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠে ভস্ম করে যথা,
জ্ঞান-অগ্নি সর্ব্ব কর্ম্মে ভস্ম করে তথা। ৩৭।
পবিত্র জ্ঞানের মত কিছু নাই আর,
দুর্লভ সে জ্ঞান কিন্তু কৌরব-কুমার!
সুলভ হইলে সবে করিত আশ্রয়
কাল সহকারে হয় সে জ্ঞান-উদয়।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥৩৯॥

স্বয়ম্ এব বিন্দতি—আপন অন্তঃকরণে আপনি লাভ করে। কর্ম্মযোগ ব্যতীত সে জ্ঞান লাভ হয় না (শ্রী)। ৩৮।

কাহার জ্ঞানলাভ হয়? যিনি শ্রদ্ধাবান্—শাস্ত্রোপদেশাদিতে শ্রদ্ধাযুক্ত। এবং কেবল শ্রদ্ধাযুক্ত নহেন, পরন্তু তিনি তৎপরঃ—তাহাতে বিশেষ নিষ্ঠাযুক্ত। ও সংযতেন্দ্রিয়ঃ। তিনি, জ্ঞানং লভতে, অন্যে নহে (শ্রী)। জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে, কর্ম্মযোগ আবশ্যক, জ্ঞানোদয়ের পর নহে (৩।১৭) কারণ জ্ঞানং লব্ধ্বা, ন চিরেণ—অবিলম্বে। পরাং শান্তিম্ অধিগচ্ছতি—মোক্ষলাভ করেন (শ্রী)। ৩৯।

কর্ম্মযোগ-অনুষ্ঠানে চিত্ত শুদ্ধ যবে,
রাগ-ভয়-দ্বেষ যবে তিরোহিত হবে,
জ্ঞানোদয় তখন আপনা হ'তে অন্তরে তোমার
কখন হইবে, জানিও পার্থ, সে জ্ঞান-সঞ্চার।
হয়। কর্ম্মে কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি বিনা, ধনঞ্জয়!
না হয় সহসা সেই জ্ঞানের উদয়। ৩৮।
শাস্ত্র-উপদেশে রাখি সুদৃঢ় বিশ্বাস
জ্ঞানোদয় দৃঢ় যত্নে জ্ঞানলাভে করে যে প্রয়াস,
কাহার শ্রদ্ধাবান্ জিতেন্দ্রিয় সেই লভে জ্ঞান,
হয়। লভি জ্ঞান, পায় শীঘ্র পরম নির্ব্বাণ। ৩৯।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥৪০॥

অন্য পক্ষে, যে অজ্ঞঃ—শাস্ত্রাদিতে অনভিজ্ঞ। অশ্রদ্দধানঃ চ—এবং যে অজ্ঞ নহে কিন্তু শাস্ত্রাদির উপদেশে শ্রদ্ধাহীন। আর যে সংশয়াত্মা—সর্ব্বদা সন্দেহযুক্ত চিত্ত, গুরু বা শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসহীন, সর্ব্বদা সন্দিগ্ধ। সে বিনশ্যতি—স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয় অর্থাৎ তাহার জ্ঞান লাভ হয় না(শ্রী)। এই তিনের মধ্যেও আবার সংশয়াত্মনঃ—সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির। ন অয়ং লোকঃ অস্তি, ন পরলোকঃ অস্তি, ন সুখম্ অস্তি।

সংশয়ই সর্ব্বনাশের মূল। অজ্ঞ ব্যক্তি, উপদেশে বিশ্বাস পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে উত্তীর্ণ হইতে পারে; শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির পারলৌকিক সুখলাভ না হইলেও ঐহিক সুখ

অজ্ঞ আর শাস্ত্র-বাক্যে শ্রদ্ধা নাহি যার,
সতত সন্দেহপূর্ণ হৃদয় যাহার,
জ্ঞানোদয়　তাহার মঙ্গল, পার্থ, কখন না হয়,
কাহার　বিশেষতঃ যার চিত্তে সতত সংশয়।
হয় না　অজ্ঞ যে, তরিতে পারে বিশ্বাসের ভরে,
শ্রদ্ধাহীনও ইহলোকে সুখী হ'তে পারে,
অবিশ্বাসই　কিন্তু হে, বিশ্বাস নাই হৃদয়ে যাহার,
সর্ব্বনাশের　ইহলোক পরলোক—কিছু নাই তার।
মূল।　এ সংসারে কোন সুখ তাহার না হয়
জানিবে পাপিষ্ঠতম তারে, ধনঞ্জয়! ৪০।

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥৪১॥

লাভ হইতে পারে কিন্তু যে সংশয়াত্মা, সে নির্দ্দোষকে সদোষ মনে করে, পবিত্রকে অপবিত্র ভাবে, মিত্রকে শত্রু ভাবিয়া সন্দেহ করে ইত্যাদি ইত্যাদি। সংসারে তাহার সুখলাভ দুর্লভ। সে পাপিষ্ঠতম (শং)। ৪০।

অতঃপশ্চাৎ দশাভেদে জ্ঞানকর্ম্মময়ী দ্বিবিধা ব্রহ্মনিষ্ঠার উপসংহার করিতেছেন (৪১—৪২)। যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং—যোগ অর্থাৎ ঈশ্বরারাধনা রূপ কর্ম্মযোগ, তদ্দ্বারা যাহার সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে অর্পিত (শ্রী); অথবা পরমার্থ-দর্শন অর্থাৎ আত্মজ্ঞান রূপ যোগে যে ধর্ম্মাধর্ম্ম সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে (শং)। পর শ্লোকের উপর দৃষ্টি করিলে শ্রীধরের ব্যাখ্যাই উত্তম মনে হয়। আবার মনে সন্দেহ থাকিতে ঈশ্বরে সমস্ত অর্পণ হয় না, অতএব জ্ঞান-সংছিন্ন-সংশযং—জ্ঞানে যাহার সর্ব্ব সংশয় অপগত হইয়াছে; ধর্ম্মাধর্ম্ম সর্ব্ব কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে কে? তাহার প্রবর্ত্তক কে? দেহ ও আত্মা, জীব ও সংসার ইত্যাদির গূঢ় মর্ম্ম যে অবগত হইয়াছে। এবং যিনি আত্মবন্তম্—অপ্রমাদী, স্থিরবুদ্ধি (শ্রী)। ঈদৃশ ব্যক্তিকে কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি। ৪১।

বশ্যাসী নিষ্কামে অর্পিত যার কর্ম্ম ভগবানে,
কর্ম্মযোগী সমস্ত সংশয় যার বিদূরিত জ্ঞানে,
বদ্ধ হয় না। সাবধান, স্থির চিত্ত,—তাঁহারে কখন
কর্ম্মচয়, ধনঞ্জয়! করে না বন্ধন। ৪১।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥৪২॥

ইতি জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

তস্মাৎ—অতএব সংশয ত্যাগ পূর্ব্বক আমার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া। আত্মনঃ অজ্ঞান-সম্ভূতং নিজ অজ্ঞান-সমুৎপন্ন। হৃৎস্থম্ এনং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা, যোগম্ আতিষ্ঠ—কর্ম্মযোগ আশ্রয় কর। এবং উত্তিষ্ঠ—যুদ্ধার্থ উত্থিত হও (শং, শ্রী, রামা)। হে ভারত! ক্ষত্রিয় ভরতের পুত্র, অতএব যুদ্ধ তোমার স্বধর্ম্ম। ৪২।

চতুর্থ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

ভগবান্ কহিলেন হে অর্জ্জুন! এই কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তিময় ধর্ম্মতত্ত্ব পূর্ব্বে সূর্য্যাদি ক্ষত্রিয় রাজগণ আমার নিকট পাইয়াছিলেন। কালবশে তাহা লুপ্ত হইয়াছে। যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, তখনই আমি কর্ম্মের আদর্শ, ধর্ম্মের আদর্শ দেখাইয়া পুনঃ ধর্ম্ম-স্থাপনার জন্য শরীর স্বীকার করিয়া আবির্ভূত হই। জ্ঞানিগণ মৎপ্রচারিত

অতএব শোক-মোহ-অজ্ঞান-সঞ্চিত
এই যে সংশয়ে তব চিত্ত ব্যাকুলিত,
জ্ঞান-খড়্গে হৃদয়ের ছেদি সে সংশয়
কর্ম্মযোগ, হে নরেন্দ্র, করহ আশ্রয়।
উঠ হে ভারতমণি! ধর শরাসন,
ধর্ম্ম যুদ্ধে, হে ধার্ম্মিক, কর ধর্ম্ম রণ।৪২।

কর্ম্মতত্ত্বের মর্ম্ম অবগত হইয়া, তদনুসারে চলিয়া, আমাকে ভজনা পূর্ব্বক মুক্ত হয়েন ; আর অজ্ঞানিগণ তাহা না বুঝিয়া, ইহপরলোকে সুখকামনা পূর্ব্বক অন্যান্য দেবগণের পূজা করে। কিন্তু যে যাহারই সেবা করুক, সে আমারই সেবা ; আমাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। তবে যাহার যেমনি ভাব, তাহার তেমনি লাভ। মানুষের মধ্যে এই যে প্রবৃত্তিভেদ দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ, সর্ব্বেরই প্রকৃতি, সত্ত্ব রজ ও তম এই গুণত্রয়ে গঠিত। কিন্তু ঐ গুণত্রয় সকলের মধ্যে সমান ভাবে নাই ও থাকে না। সেই সেই গুণ ও গুণানুরূপ কর্ম্মের প্রভেদানুসারে তাহারা ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণে বিভক্ত ও ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে অনুরক্ত। তুমি এই তত্ত্ব বুঝিয়া পূর্ব্বতন জ্ঞানিগণের পদাঙ্কানুসরণে ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।

কর্ম্মতত্ত্ব অতীব দুর্জ্ঞেয়। হস্তপদাদির দ্বারা ক্রিয়া করিলেই, কর্ম্ম হয় না, কিম্বা না করিলেই, কর্ম্ম না করা হয় না। যিনি কাম্য বস্তু-লাভের উদ্দেশে কোন কর্ম্ম করেন না, যিনি জিতেন্দ্রিয়, অহংভাবশূন্য, যদৃচ্ছালাভে তুষ্ট, রাগদ্বেষাদি বিহীন, এবং যাঁহার সর্ব্ব কর্ম্ম ঈশ্বর-প্রীতি-কামনায় অনুষ্ঠিত, তাঁহার সে সমস্ত কর্ম্ম অকর্ম্মতুল্য ; অন্য পক্ষে যাঁহার হৃদয় তাদৃশ নহে, তিনি অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম ত্যাগ করিলে, তাঁহাকে তজ্জন্য প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, সুতরাং তাঁহার সেই অকর্ম্মও কর্ম্মতুল্য। আর যাঁহারা জ্ঞানী, জগৎকে ব্রহ্মময় দেখেন, তাঁহাদেরও সর্ব্ব কর্ম্ম অকর্ম্ম তুল্য।

লোকে নানা উদ্দেশে নানাবিধ যজ্ঞ করে। কেহ তদ্গতপ্রাণে ব্রহ্মের উপাসনা করে, কেহ দৈবসাহায্য-প্রাপ্তির জন্য দেবপূজা করে; কেহ জ্ঞানলাভের জন্য, কেহ ইন্দ্রিয়-সংযমের জন্য, কেহ যোগাভ্যাসের জন্য যজ্ঞ করে। এই সকল যজ্ঞ করিলে পাপক্ষয় হয়। কিন্তু যে যজ্ঞের উদ্দেশ্য জ্ঞান, তাহা ফলান্বেষণপর দ্রব্যযজ্ঞ হইতে উত্তম। সর্ব্ব কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। কর্ম্ম দ্বারাই সর্ব্ব যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, অতএব তুমি কর্ম্ম করিতে করিতেই ক্রমশঃ জ্ঞানলাভের চেষ্টা কর, এবং সেই জ্ঞান লাভের সাহায্যের জন্য তত্ত্বদর্শী গুরুর সেবা কর। একদিন আপনি তোমার হৃদয়ে সেই জ্ঞানের বিকাশ হইবে। তখন তুমি ঈশ্বরকে সর্ব্বময় প্রত্যক্ষ করিবে ও তোমার কর্ম্মানুষ্ঠানকালীন সমস্ত পাপ-পুণ্য বিনষ্ট হইবে এবং অচিরাৎ শান্তিলাভ করিবে।

সংশয়ই সর্ব্বনাশের মূল। তুমি আমার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া কর্ম্মযোগ-সাধনে প্রবৃত্ত এবং যুদ্ধার্থ উত্থিত হও।

অধিকারী ভেদে জ্ঞান-কর্ম্মময়ী
কহিলেন যিনি দ্বিবিধা সাধনা,
সংশয়-সংছেদী শৌরি বাসুদেব,
তাঁর পাদ-পদ্ম করি হে, বন্দনা।—শ্রীধর।

জ্ঞান-যোগ নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

সন্ন্যাস-যোগঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥১

কর্ম্মের সন্ন্যাসে কর্ম্মযোগে আর
জন্মেছে সংশয় পার্থের অন্তরে,
নাশি সে সংশয়, কহিলা পঞ্চমে
জিতেন্দ্রিয় কি সে মুক্তিলাভ করে।—শ্রীধর।

যদি গুরুসেবা ও পরিপ্রশ্ন দ্বারাও জ্ঞানলাভ হয়,(৪।৩৪) তবে সে উপায়ে জ্ঞান লাভ করায় ক্ষতি কি? জ্ঞান-

---

অর্জ্জুন কহিলেন।

প্রথমেতে কর্ম্মযোগে দিলে উপদেশ,
অর্জ্জুনের কর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব কহিলা অশেষ;
সন্দেহ কর্ম্মময় যজ্ঞবিধি কহি সবিস্তার
কহিলে যে যজ্ঞহীন গতি নাই তার।

শ্রীভগবানুবাচ।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।

তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥২॥

চর্চ্চাদ্বারা জ্ঞান লাভ ও কর্ম্মদ্বারা জ্ঞান লাভ, এ দুয়ের মধ্যে কোনটী উত্তম তাহা জানিবার ইচ্ছায় অর্জ্জুন বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ! কর্ম্মণাং সন্ন্যাসং, পুনঃ যোগং চ শংসসি—কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ দুয়েরই কথা বলিতেছেন। এতয়োঃ—এই দুয়ের মধ্যে। যৎ মে শ্রেয়ঃ স্যাৎ, তৎ একং সুনিশ্চিতং ব্রূহি—নিশ্চয় করিয়া বল। ১।

ভগবান্ উত্তর করিলেন, সন্ন্যাসঃ—কর্ম্মত্যাগ (শং) বা জ্ঞানযোগ (রামা)। কর্ম্মযোগঃ চ, উভৌ

জ্ঞানের প্রশংসা কৃষ্ণ, করি পুনরায়

কহিলে সকল কর্ম্ম জ্ঞানে লয় পায়;

আবার কহিলে কর্ম্ম করিতে সাধন,

জ্ঞানের অসিতে করি সংশয় ছেদন।

কর্ম্ম-সন্ন্যাসের কথা কহ একবার,

কর্ম্মযোগে উপদেশ দাও পুনর্ব্বার।

এ সকল কথা আমি বুঝিতে না পারি,

অতএব কৃপা করি, ওহে শ্রীমুরারি,

এ দুয়ের মধ্যে যাহা শ্রেয়স্কর হয়,

তাহাই আমারে তুমি বলহ নিশ্চয়।

গুরুর কৃপায় যদি লাভ হয় জ্ঞান,

কি হেতু তবে হে, এত কর্ম্মের বিধান? ১।

নিঃশ্রেয়সকরৌ—উভয়ই মুক্তির হেতু। তয়োঃ তু—কিন্তু সেই দুয়ের মধ্যে। কর্ম্মযোগঃ কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ বিশিষ্যতে—কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগ বিশেষরূপে শ্রেষ্ঠ।

মর্ম্ম এই যে, যাঁহাদের জ্ঞানলাভ হইয়াছে, কর্ম্মযোগের উপদেশ তাঁহাদের সম্বন্ধে নহে; (৩।১৭ দেখ)। যাঁহাদের সে জ্ঞান নাই, তাঁহাদের সম্বন্ধেই কর্ম্মযোগের ব্যবস্থা। কর্ম্মযোগানুষ্ঠানদ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ হইলে জ্ঞান

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

বুঝিলে না মম বাক্য তুমি, ধনঞ্জয়!
জ্ঞানবানে কর্ম্মযোগ আবশ্যক নয়।
পরিস্ফুট আত্মতত্ত্ব হৃদয়ে যাঁহার,
লৌকিক কর্ম্মেতে নাই প্রয়োজন তাঁর।
সে জ্ঞান যাঁহার নাই, সংসারে সে জন
স্থিরচিত্তে কর্ম্মযোগ করুক সাধন।
তা'হতেই কালে হ'বে জ্ঞানের উদয়,
সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ তুল্য ফল — তখন সন্ন্যাসে জ্ঞান পরিপক্ক হয়।
জ্ঞান মার্গে চল পার্থ, যোগ্য যদি হও,
অযোগ্য যদ্যপি তবে কর্ম্মপথ লও।
সন্ন্যাস ও যোগ ফলে সমান উভয়,
উভয় সাধনা হ'তে মোক্ষলাভ হয়।
এ দুয়ের মাঝে কিন্তু, ভরত-নন্দন!
সন্ন্যাস অপেক্ষা যোগ উত্তম সাধন। ২।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥৩॥
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥৪॥

লাভ হয় (৪।৩৮)। তখন তাঁহাদের জ্ঞান পরিপাকার্থ সন্ন্যাস অবলম্বনীয় (৬।৩)। সন্ন্যাস করিবার ক্ষমতা যাহার হইয়াছে সে সন্ন্যাস করুক ; তাহাতেই মুক্ত হইবে ; নতুবা কর্ম্মযোগই অবলম্বনীয়, ইহাতেও মুক্ত হইবে (শ্রী) ।২।

যঃ ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি—অপ্রীতিকর বিষয়ে দ্বেষ বা প্রীতিকর বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করে না। সঃ—কর্ম্মযোগী। নিত্যসন্ন্যাসী—সর্ব্বদাই জ্ঞাননিষ্ঠ (রামা)। ৬।১ দেখ। জ্ঞেয়ঃ। হি—কারণ। নির্দ্বন্দ্বঃ—যে রাগ দ্বেষাদি দ্বন্দ্বভাব শূন্য। সে সুখসাধ্য কর্ম্মযোগানুষ্ঠান দ্বারা (রামা) বন্ধাৎ—সংসার-পাশ হইতে। সুখং মুচ্যতে—সুখে মুক্ত হয়। ৩।

সাংখ্য-যোগৌ—সাংখ্য, জ্ঞাননিষ্ঠা এবং যোগ—কর্ম্মনিষ্ঠা। এই দুই পৃথক্, ইতি বালাঃ—বাল-বুদ্ধি লোকে। প্রবদন্তি, ন পণ্ডিতাঃ। কারণ, এক অপি—

---

* নাই যার প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ,
কর্ম্মযোগী চাহে না বা অনুকূল বস্তু, গুড়াকেশ,
সুখে মুক্ত সুধন্য সে কর্ম্মযোগী সংসার-মাঝারে
হয় নিরন্তর জ্ঞাননিষ্ঠ জানিবে তাহারে।
রাগ দ্বেষ, দ্বন্দ্বভাব—নাহি চিত্তে যার
সংসার-বন্ধন সুখে ঘুচে যায় তার'। ৩।

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৫॥

এ দুয়ের মধ্যে একটিকেও। সম্যক্ আস্থিতঃ—সর্ব্বতো-ভাবে আশ্রয় করিলে। উভয়োঃ যৎ ফলং—মোক্ষ। তৎ বিন্দতে—লাভ করে। ৪।

সাংখ্যৈঃ—জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ কর্ত্তৃক। যৎ স্থানং প্রাপ্যতে। যোগৈঃ অপি—কর্ম্মযোগনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের দ্বারাও। তৎ স্থানং গম্যতে। সাংখ্য ও যোগ পদদ্বয় মতুপ্ অর্থে, অর্শাদিগণীয় অচ্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ। যেখানে স্থিতি করিলে আর চ্যুত হইতে হয় না, তাহা স্থান অর্থাৎ মোক্ষ (গিরি)। এবম্—এইরূপে। সাংখ্যং চ (কর্ম্ম) যোগং চ একং—সমান ফল, অতএব এক। যঃ পশ্যতি, সঃ পশ্যতি। এই তত্ত্ব ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে। ৫।

জ্ঞাননিষ্ঠা, কর্ম্মনিষ্ঠা,—দুয়ে ভিন্ন ফল
বালকেই বলে, নহে পণ্ডিত সকল।
জ্ঞান, কর্ম্ম সম্যক্ সাধনা কর একের কেবল
তুল্যফল মোক্ষ পাবে তায়, যাহা উভয়ের ফল। ৪।
জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী যে মোক্ষপদ পায়,
কর্ম্মনিষ্ঠ কর্ম্মযোগী সেই স্থানে যায়।
একরূপে সমান ফল জ্ঞান কর্ম্ম আর
যে দেখে, যথার্থ পার্থ! দর্শন তাহার। ৫।

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬॥
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭॥

কর্ম্মনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠা উভয়েরই ফল যখন এক, তখন হিংসাত্মক যুদ্ধাদি কর্ম্ম না করিয়া প্রথম হইতেই জ্ঞাননিষ্ঠা ভাল, যদি এরূপ ভাবা যায়, তজ্জন্য বলিতেছেন। অযোগতঃ সন্ন্যাসঃ তু দুঃখম্ আপ্তুম্—কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া একবারে জ্ঞানমার্গ অবলম্বন, দুঃখের নিমিত্ত মাত্র। কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞাননিষ্ঠা অসম্ভব। পরন্তু যোগযুক্তঃ—কর্ম্মযোগনিষ্ঠ ব্যক্তি। নিরন্তর ঈশ্বরস্মরণ হেতু মুনিঃ—সন্ন্যাসী হইয়া (শ্রী)। ন চিরেণ ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি—অচিরাৎ ব্রহ্ম লাভ করেন। অতএব অগ্রে কর্ম্মানুষ্ঠানই বিহিত। মুনি—ঈশ্বর-চিন্তা-পরায়ণ ব্যক্তি। ৬।

যিনি যোগযুক্তঃ—কর্ম্মযোগে অভিনিবিষ্ট চিত্ত। তিনি

চরমে সমান যদি জ্ঞান আর কর্ম্ম,
কি হেতু পালিব ঘোর ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ?
এরূপ না, মহাবাহু ! কর অনুযোগ,
<u>কর্ম্মবিনা</u> সন্ন্যাস যন্ত্রণা মাত্র বিনা কর্ম্মযোগ।
<u>সন্ন্যাস</u> কর্ম্মযোগী নিরন্তর স্মরিয়া ঈশ্বরে
<u>যন্ত্রণা মাত্র</u> সিদ্ধিলাভ করি শীঘ্র ব্রহ্মলাভ করে।
সে হেতু মনের মলা না যায় যাবৎ
জ্ঞান হ'তে কর্ম্মনিষ্ঠা উত্তম তাবৎ। ৬।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥৮॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥৯॥

বিশুদ্ধাত্মা—নির্ম্মলচিত্ত হয়েন (শং)। এবং তিনি বিজিতাত্মা—বশীকৃতমনা (রামা)। অতএব জিতেন্দ্রিয়ঃ হয়েন। অর্থাৎ দেহ, মন, ইন্দ্রিয়ের উপর তাঁহার আধিপত্য জন্মে। আর তিনি সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা—সর্ব্বভূতের আত্মাকে নিজের আত্মার ন্যায় বোধ করেন; সকলকে আত্ম-নির্ব্বিশেষে দেখেন। তিনি কুর্ব্বন্ অপি ন লিপ্যতে—কর্ম্ম করিয়াও লিপ্ত হয়েন না। ৭।

পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মযোগে যুক্তঃ—অভিনিবিষ্ট-চিত্ত ব্যক্তি। নির্ম্মল চিত্তে কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ক্রমে তত্ত্ববিৎ হইয়া (শ্রী)। পশ্যন্ শৃণ্বন্ ইত্যাদি—দর্শন শ্রবণাদি কর্ম্ম করিয়াও। ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্—ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়-বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হইতেছে ইহা নিশ্চয় করিয়া। নৈব কিঞ্চিৎ করোমি ইতি মন্যেত—

নিষ্কামে যে সর্ব্ব কর্ম্ম করে এ সংসারে
না রয় কামের কালি তাহার অন্তরে।
মন তা'র নিরন্তর বশীভূত রয়,
সেই হেতু বশে রহে ইন্দ্রিয়-নিচয়।
সতত সে আত্মতুল্য দেখে সমুদায়,
কর্ম্ম করিলেও লিপ্ত না হয় সে তায়। ৭।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥১০॥

আমি কিছুই করি না, এইরূপ মনে করেন। ১৮।১৪ দেখ। স্বপন্—স্বাপো বুদ্ধেঃ (শ্রী); অবসাদ বশতঃ বুদ্ধির ক্রিয়া-বিরতি হইলে নিদ্রাবেশ হয়। বিসৃজন্—ত্যাগ করিয়া। গুহ্য ও উপস্থের ক্রিয়া মলমূত্রাদি ত্যাগ ও তজ্জন্য আনন্দা-নুভব, বিসর্গানন্দ। ৮—৯।

কিন্তু "আমি করিতেছি" এরূপ জ্ঞান থাকিলে অনুষ্ঠিত কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হয়, তজ্জন্য বলিতেছেন, কর্ম্মাণি ব্রহ্মণি আধায়—ব্রহ্ম শব্দে এখানে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, যেমন ১৪।৩ শ্লোকে "মম যোনি মহদ্ ব্রহ্ম"। ইন্দ্রিয়গণ প্রকৃতির বিকারে উৎপন্ন; ১৪।৩ টীকা দেখ। অতএব ব্রহ্মণি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণে কর্ম্মসমূহ আধায়—নিক্ষেপ

জ্ঞান অভিজ্ঞতা, ক্রমে করিয়া সঞ্চয়
দেখে সে ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম কর্ম্ম সমুদয়;—
জ্ঞানীর　চক্ষু করে দরশন, শ্রবণ শ্রবণ,
আচরণ　ত্বক্ স্পর্শ, নাসা ঘ্রাণ, বদন ভোজন,
নিদ্রা যায় বুদ্ধি, হস্ত করয়ে গ্রহণ,
বাগিন্দ্রিয় কহে বাণী, চরণ গমন,
নিশ্বাস, উন্মেষ আদি প্রাণ আদি বায়ু,
বিসর্গ-আনন্দ ভুঞ্জে উপস্থ ও পায়ু।
করি সর্ব্ব, ভাবে যোগী, সে কিছু না করে,
ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব বিষয়ে বিহরে। ৮—৯।

করিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণই স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়া কর্ম্ম করিতেছে, ভাবিয়া; ৯ শ্লোক দেখ (রামা)। অথবা কর্ম্মসমূহ ব্রহ্মণি অর্থাৎ পরমেশ্বরে অর্পণ করিয়া তাঁহার ভৃত্যবৎ করিতেছি ভাবিয়া (শং) অথবা ঈশ্বরই সকলের হৃদয়ে থাকিয়া সকল করাইতেছেন, এই ভাবে ঈশ্বরে সমস্ত অর্পণ করিয়া; ১৮।৬১ দেখ। এবং সঙ্গং ত্যক্ত্বা—কর্ত্তৃত্বের অভিমান ত্যাগ করিয়া কিংবা কর্ম্মের ফলাভিলাষ ত্যাগ করিয়া। যঃ করোতি, সঃ পদ্মপত্রম্ অম্ভসা ইব, পাপেন ন লিপ্যতে। অম্ভসা—জলের দ্বারা। পাপ—যাহা আত্মার অবরোধক, সংসার বন্ধনের হেতুভূত, তাহা পাপ (শ্রী)। কাম্য কর্ম্ম মাত্রেরই ফলাফল-নিবন্ধন জীব সংসারে লিপ্ত হয়, অতএব কর্ম্মের সেই ফলাফলই পাপ। ন লিপ্যতে—লিপ্ত হয় না, এই বাক্যে পাপ শব্দের অর্থ নির্দ্দেশ করিতেছে। এখানে পদ্মপত্র ও জলের উপমাটী

এইরূপে এ সংসারে যত কিছু কর্ম্ম
জানি মনে সে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম,
নিষ্কামী ঈশ্বরে যে সমুদয় করি সমর্পণ,
পাপে লিপ্ত "আমি করি" অভিমান করি বিসর্জ্জন,
হয় না ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যজি করে সমুদায়,—
ভৃত্য যথা করে কর্ম্ম প্রভুর সেবায়;
পদ্মপত্র যথা লিপ্ত নাহি হয় জলে,
সে জন না লিপ্ত হয় তার ফলাফলে। ১০।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥১১॥

লক্ষ্য করা উচিত। জল পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ পাপ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। ১০।

কর্ম্মযোগিনঃ আত্মশুদ্ধয়ে—চিত্তশুদ্ধি লাভের জন্য (শ্রী)। সঙ্গং ত্যক্ত্বা—কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাভিলাষ ত্যাগ করিয়া। কেবলৈঃ কায়েন, মনসা, বুদ্ধ্যা, ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি—কেবল কায়াদির দ্বারা কর্ম্ম করেন। কেবল—মমত্ববর্জ্জিত, ঈশ্বরে সমর্পিত (শং) কর্ম্মে অভিনিবেশ শূন্য (শ্রী)। কায় প্রভৃতির দ্বারা সাধ্য কর্ম্ম স্বর্গাদি কামনা ত্যাগ পূর্ব্বক করেন (রামা)। কেবল শব্দ কায়, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় ইহাদের প্রত্যেকরই বিশেষণ।

আত্মশুদ্ধি—ভোগ্যবস্তুতে রাগ দ্বেষ স্বাভাবিক (৩।৩৪)। এই রাগ-দ্বেষ ও তদুৎপন্ন কাম, ক্রোধ হিংসাদিই চিত্তের মলিনতা। যে চিত্তে সেই মলিনতা নাই, সেই চিত্তকে শুদ্ধ, নির্ম্মল বলা হয়। কর্ম্মযোগীর কর্ম্মের উদ্দেশ্য এই চিত্তশুদ্ধি লাভ করা। ১১।

অনুরাগ অনুকূলে, প্রতিকূলে দ্বেষ,
স্বভাবতঃ মনের এ ধর্ম্ম, গুড়াকেশ!
<u>কর্ম্মযোগীর</u> এই "ইচ্ছা দ্বেষ" চিত্তে কালি, ধনঞ্জয়!
<u>কর্ম্মের</u> সেই চিত্ত "শুদ্ধ" যাহে এ দুই না রয়।
<u>উদ্দেশ্য</u> কর্ম্মযোগী সেই চিত্তশুদ্ধি লাভ তরে
<u>চিত্ত শুদ্ধি</u> আসক্তি বা অহংজ্ঞান ত্যজি কর্ম্ম করে।

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥১২॥

কর্ম্ম দ্বারাই কেহ মুক্ত আর কেহ বা সংসারে বদ্ধ হয়; যথা, যুক্তঃ—যাহার চিত্ত ঈশ্বরে নিবিষ্ট। সে কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা। নৈষ্ঠিকীম্—ঈশ্বরনিষ্ঠা হইতে উৎপন্না, অতএব নিশ্চলা, আত্যন্তিকী (৬।১৫)। শান্তিম্ আপ্নোতি। আর অযুক্তঃ—যে ঈশ্বর-বহির্মুখ। সে কামকারেণ ফলে সক্তঃ—কামের প্রেরণায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ায়, ফলে আসক্ত হইয়া। নিবধ্যতে—সংসারপাশে বদ্ধ হয়। ১২।

সে করে শরীরে মাত্র পান ভোজনাদি,
মনে মনে করে ধ্যান ধারণা ইত্যাদি,
বুদ্ধিযোগে করে মাত্র তত্ত্বার্থ-নিশ্চয়
অসক্ত ইন্দ্রিয়ে ভুঞ্জে ইন্দ্রিয়-বিষয়। ১১।
ভগবানে যার চিত্ত সমর্পিত রয়
সেই সাধু কর্ম্মফল ত্যজি সমুদয়
ঈশ্বর নিষ্ঠা অনন্ত শান্তির সুখ-পারাবারে ভাসে
হইতে ভগবানে নিষ্ঠা হ'তে যে শান্তি বিকাশে।
শান্তি কিন্তু সেই নিষ্ঠা নাই যাহার অন্তরে,
কামের প্রেরণে মাত্র সর্ব্ব কর্ম্ম করে,
সেই হে, আসক্ত হয়ে কর্ম্মফলে যত,
হায় রে! আবদ্ধ হয় সংসারে নিয়ত। ১২।

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্ ॥১৩॥

ঈশ্বর প্রীতিকামনায় স্বধর্ম্মানুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যাহার চিত্তশুদ্ধি লাভ ও দেহ, মন, ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য হয় (৫।৭ দেখ) সেই বশী দেহী—জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি। সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য—মনে মনে সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ; অর্থাৎ স্বভাব-প্রেরিত ইন্দ্রিয়াদিই স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাপৃত হয়, ইহাই কর্ম্ম ; আত্মা নিষ্ক্রিয় ; মনে ইহা জানিয়া। ন এব কুর্ব্বন্, ন কারয়ন্—স্বয়ং কর্ম্ম না করিয়া বা না করাইয়া ; অর্থাৎ আমি কিছু করিতেছি বা করাইতেছি, এরূপ না ভাবিয়া। নবদ্বারে পুরে সুখম্ আস্তে—

এ সংসার মাঝে, পার্থ! সেই সুখী হয়
কামবশ নহে যার ইন্দ্রিয়-নিচয়।
শরীর স্বরূপ গৃহে নয়টী দুয়ার,—
ইন্দ্রিয়ের জয়েই সুখ
দুই দুই চক্ষু কর্ণ, দুই নাসা আর
বদন, উপস্থ, গুহ্য। নবদ্বারময়
এই গৃহে জিতেন্দ্রিয় যোগী, ধনঞ্জয়!
মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ে বা হয় যত কর্ম্ম
জানিয়া সে সব মাত্র স্বভাবের ধর্ম্ম,
মনে মনে সর্ব্ব কর্ম্ম করি, বিসর্জ্জন,
নিরন্তর সুখে কাল করেন যাপন।
আমি কোন কর্ম্ম করি, অথবা করাই,
তাঁহার হৃদয়মাঝে এ ধারণা নাই। ১৩।

ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥১৪॥

নবদ্বারযুক্ত দেহরূপ গৃহে সুখে থাকেন (শং, শ্রী); অথবা নবদ্বারে পুরে সর্ব্বকর্ম্মাণি সংন্যস্য—সর্ব্বকর্ম্মই নব-দ্বারযুক্ত শরীরের ধর্ম্ম, ইহা জানিয়া, সুখে থাকেন।

তিনি জানেন, স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে (৫।১৪) স্বভাব-পরিচালিত ইন্দ্রিয়াদি হইতেই সর্ব্ব কর্ম্ম হয়; এবং এইরূপে দেহাদি হইতে আত্মার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন বলিয়াই তিনি কোন কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়েন না, বা কোন কার্য্য তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে হইতেছে মনে করেন না; অতএব রাগদ্বেষাদি জনিত হর্ষ-বিষাদ তাঁহার থাকে না; তিনি নিত্য প্রসন্নচিত্ত—সুখী।

এই সকল উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, মনুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্য এই শান্তি, জ্ঞান নহে। এই শান্তির জন্যই জ্ঞানের এবং জ্ঞানের জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন। ১৩।

১৪—১৫ শ্লোকে একটী অতি গুরুতর বিষয়ের উপদেশ দিতেছেন। জীব যদি কোন কর্ম্মের কর্ত্তা নহে, তবে সংসারে পাপ-পুণ্যাদির প্রবর্ত্তক কে? ভগবান্ বুঝাইতে-ছেন,—প্রভুঃ—ঈশ্বর (শ্রী)। কর্ত্তৃত্বং ন সৃজতি— জীবের

ভাব যদি জীব যবে কর্ম্মকর্ত্তা নয়,
কে করায় পাপ পুণ্য কর্ম্ম সমুদয়?
অতএব ভগবান্‌ই করান সকল,—
তিনি কর্ত্তা, তিনি কর্ম্ম, তিনি কর্ম্মফল।

কর্ত্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না ; অর্থাৎ জীবগণ যাহা কিছু করে, তিনি তাহার প্রবর্ত্তক নহেন। ন কর্ম্মাণি সৃজতি—লোকের কর্ম্মমালাও সৃষ্টি করেন না। ন কর্ম্মফল-সংযোগং—অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলে উৎপন্ন যে সুখ-দুঃখাদি তাহার সহিত জীবের যে সম্বন্ধ, তাহাও তিনি করেন না ; ঈশ্বর জীবকে সুখী বা দুঃখী, পাপী বা পুণ্যাত্মা করেন না। তবে এ সকল কোথা হইতে হয় ? স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে—স্বভাবই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। প্রাণি-গণের জন্মান্তরকৃত কর্ম্মের অব্যক্ত সংস্কার, যাহা বর্ত্তমানে যথোপযুক্ত কালে, স্বানুরূপ কার্য্যে অভিব্যক্ত হয়, তাহার নাম স্বভাব (শং ১৮।৪১) অর্থাৎ পূর্ব্বকর্ম্ম-সংস্কারের নাম স্বভাব (শ্রী)। সেই স্বভাবই জীবকে কখন পাপ-

---

ঈশ্বর কারেও কর্ম্মে করে না প্রেরণ,
ঈশ্বর　কর্ম্মমালা কাহারো বা করে না সৃজন ;
পাপ পুণ্য　ঘটায়ে সংযোগ কিম্বা কর্ম্মফল সনে
করায় না　করে না দুঃখী বা সুখী কভু জীবগণে।
পূর্ব্বকালে পূর্ব্বজন্মে যে কর্ম্ম যে করে
সংস্কার রহে তার তাহার অন্তরে।
সেই পূর্ব্ব সংস্কার অনুরূপ ভাব
যথাকালে ব্যক্ত হয় ;—ইহাই স্বভাব।
স্বভাবই　এই যে স্বভাব পার্থ, ইহাই করায়
কর্ম্ম করায়　এ সংসারে ভাল মন্দ কর্ম্ম সমুদায়। ১৪।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥১৫॥

কর্ম্মে, কখন পুণ্যকর্ম্মে আকৃষ্ট করে। স্বভাবই প্রবর্ত্তক। অজ্ঞ লোকেই সে সকল ঈশ্বরকৃত বলিয়া থাকে। ১৪।

পুনশ্চ বলিতেছেন, বিভুঃ কস্যচিৎ পাপং ন আদত্তে। বিভু—পরিপূর্ণ। ভগবান্ পূর্ণকাম; সুতরাং পাপ পুণ্যাদিতে তাঁহার স্বার্থ নাই; তিনি কাহারও পাপপুণ্য গ্রহণ করেন না। তবে যে কেহ কেহ ভগবান্‌কে ভক্তের প্রতি প্রসন্ন ও অভক্তের প্রতি অপ্রসন্ন মনে করিয়া, তাঁহাকে পক্ষপাতী মনে করে (শ্রী) তাহার কারণ, অজ্ঞানেন জ্ঞানম্ আবৃতং—জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত। তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ—তজ্জন্য জীবগণ মুগ্ধ হয়। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে না জানিয়া অজ্ঞতাবশতঃ ঈশ্বরই সদসৎ কর্ম্ম করান্ মনে করে। ৬।৩ টীকা দেখ।

পূর্ণকাম ভগবান্, ভরত-নন্দন!
পাপ কিম্বা পুণ্যে তাঁর নাই প্রয়োজন।
কারো পাপ কারো পুণ্য বহন না করে,
সমান অসাধু সাধু তাঁহার গোচরে।
অজ্ঞানে জীবের জ্ঞান সমাচ্ছন্ন রয়
তাহাতে সকল জীব বিমোহিত হয়;
দেখে না ঈশ্বরে তাই সর্ব্বত্র সমান
ভাবে, ভাল মন্দ কর্ম্ম ঈশ্বর করান। ১৫।

ভগবানের এই উপদেশ সম্বন্ধে অনেকের বিশেষ আপত্তি থাকিতে পারে। আমরা অন্যত্র উপদেশ পাইয়াছি,—

"সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি ;
তোমার কার্য্য তুমি করাও মা, লোকে বলে করি আমি",

পুনশ্চ—ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

মহাজনদিগের এ সকল কথার মর্ম্ম,—জীব যাহা কিছু করে, ঈশ্বরই সে সব করান। কিন্তু ভগবান্ স্পষ্টতঃই বলিতেছেন,—ঈশ্বর কিছুই করান না।

এস্থলে আমাদিগের জানা উচিত যে, ঐ সকল উক্তিতে ও গীতার উক্তিতে প্রভেদ অনেক। গীতার উপদেশ অলঙ্কার এবং উপাখ্যানবর্জ্জিত খাঁটি সত্য ; কিন্তু মহাজনদিগের উপদেশ লৌকিক ন্যায়, দেশ-কাল-পাত্রানু-যায়ী কথা। কাজেই উভয়ে অনেক প্রভেদ। "যা করাও মা, তাই করি" বলিয়া যে ভগবানে নির্ভর করিতে পারিয়াছে, তাহার যে পারমার্থিক শ্রেয়োলাভে আর বিলম্ব নাই, ইহা সত্য। কিন্তু ইহা জ্ঞানী বা ভক্তের পক্ষে সমীচীন হইলেও, বিচার স্থলে সত্য নহে। "আমরা যে সমস্ত কর্ম্ম করি তদ্দ্বারা আমাদের স্বভাব গঠিত হয় ; পরে ঐ স্বভাবই আবার আমাদিগকে কর্ম্মে প্রযুক্ত করে। অতএব যদি স্বভাবের উন্নতি করিতে হয়, তবে কর্ম্মের দ্বারাই তাহা করিতে হইবে।" সুতরাং তত্ত্ববিচারে, খাঁটি সত্যের হিসাবে, "যা' করাও, তাই করি" ইহা সত্য নয় ; তাহা

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥১৬॥

হইলে, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ প্রভৃতি উপদেশ সকল অসত্য হয়। যিনি সর্ব্বত্র সম, নিরপেক্ষ, নির্ব্বিকার, উপদ্রষ্টা মাত্র, তাঁহাকে পাপ পুণ্য কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলা চলে না। ১৮।৬১ টীকা দেখ। ১৫।

কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা যাঁহারা জ্ঞানলাভ করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে যে সকল সদ্‌গুণের বিকাশ হয় ১৬—২৬ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। যেষাং তু তৎ অজ্ঞানম্ আত্মনঃ জ্ঞানেন নাশিতম্—ঈশ্বরই ভাল মন্দ সব করান, যাহাদের এইরূপ বৈষম্য-বোধক অজ্ঞান, ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করায়, নষ্ট হয়—(শ্রী)। তেষাং তৎ জ্ঞানং পরং—পূর্ণ ঈশ্বরস্বরূপ। প্রকাশয়তি। আদিত্যবৎ—যেমন আদিত্য অন্ধকার নষ্ট করিয়া সমস্ত প্রকাশ করে।

অদ্বৈতবাদ মতে জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন; কেবল অজ্ঞান-রূপ উপাধির (Medium এর) সংযোগে জীবকে ভিন্ন মনে হয়। কিন্তু দ্বৈতবাদী রামানুজ এখানে বলেন, আত্মার ভিন্নত্ব বা বহুত্ব উপাধিকৃত নহে, কারণ যাহাদের অজ্ঞান নষ্ট হইয়াছে তাহাদের উপাধিগন্ধ থাকিতে পারে না, কিন্তু

ভাল মন্দ পুণ্য পাপ ঈশ্বর করান,
সে ভ্রম যাদের ঘুচে লভি আত্মজ্ঞান,
সে জ্ঞান, আদিত্য সম, তাদের অন্তরে
পরম ঈশ্বর তত্ত্ব প্রকাশিত করে। ১৬।

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥ ১৭॥
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮॥

তাহাদের সম্বন্ধেও "তেষাম্" এই বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে; অতএব আত্মার বহুত্ব এখানে স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে। ১৬।

তদ্বুদ্ধয়ঃ—ঈশ্বরার্পিত-বুদ্ধি। তদাত্মানঃ—তন্মনা (রামা)। তন্নিষ্ঠাঃ—সর্ব্বদা ঈশ্বরে নিষ্ঠাযুক্ত। তৎপরায়ণাঃ—ঈশ্বরই যাঁহাদের পরম আশ্রয়। জ্ঞাননির্ধূত-কল্মষাঃ—কল্মষ অর্থাৎ সংসারের কারণীভূত পাপাদি দোষ জ্ঞান দ্বারা যাঁহাদের নিরস্ত হইয়াছে (শং)। তাঁহারা অপুনরাবৃত্তিং যান্তি—মুক্তিলাভ করেন। ১৭।

পণ্ডিতাঃ—সেই পণ্ডিতগণ। ব্রাহ্মণে, গবি, শুনি, শ্বপাকে, হস্তিনি—ব্রাহ্মণ, গো, কুক্কুর, চণ্ডাল ও হস্তিতে। সমদর্শিনঃ—সমদর্শী হয়েন। তাঁহারা সম অর্থাৎ এক অবিক্রিয় ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র দেখেন, সুতরাং তাঁহাদের কাছে সকলই সমান। ১৮।

যাহার হৃদয়ে হয় সে জ্ঞান-উদয়
ভগবানে তার বুদ্ধি অবিচল রয়;
ভগবানে নিষ্ঠা তার, ভগবানে মন,
একান্ত আশ্রয় করে তাঁর শ্রীচরণ।
জ্ঞানের সলিলে তার ধৌত পাপভার,
যায় সেথা যেথা হ'তে নাহি আসে আর। ১৭

ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

এইরূপে, যেষাং মনঃ সাম্যে স্থিতঃ—এক ঈশ্বর সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত জানিয়া যাঁহারা সকলকে সমভাবে দর্শন করেন। তৈঃ ইহ ইব সর্গঃ জিতঃ—তাঁহারা জীব-দশাতেই সংসার হইতে বিমুক্ত। কারণ (হি) ব্রহ্ম নির্দ্দোষং সমং—"নির্দ্দোষ ভাবে সম, absolute homogenity তাঁহাতে স্বজাতীয়, বিজাতীয়, স্বগত, দেশ, কাল প্রভৃতি কোন ভেদ নাই, তিনি সর্ব্বাংশে এক রূপ।" অথবা ব্রহ্ম সমং—সর্ব্বত্র সমান এবং নির্দ্দোষং—প্রকৃতি-

---

সেই যে পণ্ডিতবর নির্ম্মল হৃদয়,
পণ্ডিতের গুণ — উত্তম অধম তাঁর তুল্য সমুদয়;—
বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ উত্তম,
গো, হস্তী, কুক্কুর কিম্বা চণ্ডাল অধম,
একই ঈশ্বর জানি সবার অন্তরে,
সকলে সমান ভাবে দরশন করে। ১৮।

এই ভাবে সাম্যজ্ঞানে স্থির বুদ্ধি যার
ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সম — সংসারেই থাকি জয় করে সে সংসার।
ব্রহ্মে নাই গুণময়ী প্রকৃতির দোষ
সর্ব্বত্র সম-সে ব্রহ্ম, সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ
সে হেতু সর্ব্বত্র জ্ঞানী নিরখি সমান
নিরন্তর ব্রহ্মভাবে করে অবস্থান। ১৯

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥২০॥
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১ ॥

সংসর্গ-দোষ-বর্জ্জিত (বামা)। তস্মাৎ তে ব্রহ্মণি স্থিতাঃ—ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়েন। ১৯।

২০—২১ শ্লোকে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত সাধকের গুণ বলিতেছেন; ১৮।৫৪—৫৫ দেখ। ব্রহ্মবিৎ হইয়া যিনি ব্রহ্মণি—স্থিতঃ—ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়েন। তিনি প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ, অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য ন উদ্বিজেৎ (২।৫৬ দেখ)। যেহেতু তিনি স্থিরবুদ্ধিঃ অসংমূঢ়ঃ—মোহ নিবৃত্ত হওয়ায় তাঁহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে। ২০।

তাঁহার বুদ্ধি যে স্থির (তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ) তাহার কারণ তিনি বাহ্যস্পর্শেষু অসক্তাত্মা—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বাহ্য বিষয়ে অনাসক্ত চিত্ত হইয়া। আত্মনি যৎ সুখং—অন্তঃকরণে প্রকাশমান যে শান্তিময় সাত্ত্বিক সুখ (১৮।৩৭ দেখ)।

ঈদৃশ যে ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মে স্থিতি যাঁর,
ইষ্ট লাভে হর্ষ নাই কখন তাঁহার।
জ্ঞানীর গুণ অনিষ্ট সঞ্চারে কিম্বা উদ্বিগ্ন না হয়
যেহেতু অজ্ঞানমোহ তাঁহার না রয়;
অতএব তাঁর বুদ্ধি না হয় চঞ্চল,
প্রিয় বা অপ্রিয় দেখে সমান সকল। ২০।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥২২॥
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

তৎ বিন্দতি—লাভ করেন (শ্রী)। ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা—ব্রহ্মে নিবিষ্টমনা। স অক্ষয়ং সুখম্ অশ্নুতে। ২১।

তাঁহারা বাহ্যসুখ চাহেন না; কারণ, সংস্পর্শজাঃ যে ভোগাঃ—বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ হইতে উৎপন্ন যাহা কিছু ভোগ-সুখ। তে দুঃখযোনয়ঃ এব—সে সকল দুঃখের যোনি অর্থাৎ কারণ মাত্র। আদ্যন্তবন্তঃ—তাহাদের আরম্ভ ও শেষ আছে; আসে আবার যায়। অতএব বুধঃ তেষু ন রমতে—সে সকলে প্রীতি লাভ করেন না। ২২।

কাম-ক্রোধ-জনিত আবেগই নির্ম্মল সুখের প্রতিবন্ধক। সে আবেগ যাঁহারা সহ্য করিতে পারেন তাঁহারাই মোক্ষ-ভাগী। শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্—দেহত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাবজ্জীবন (শ্রী)। কামক্রোধোদ্ভবং বেগং—কাম-ক্রোধ হইতে উৎপন্ন শারীরিক ও মানসিক বিকার। ইহ

অনাসক্ত থাকি বাহ্য ইন্দ্রিয়-বিষয়ে
জাগে যে সাত্ত্বিক সুখ তাঁহার হৃদয়ে,
আপনার অন্তরের সে সুখ উচ্ছ্বাসে
ব্রহ্মবিৎ সেই জ্ঞানী নিরন্তর ভাসে।
নিরন্তর ব্রহ্মে রাখি নিবিষ্ট হৃদয়
করেন সে সুখ ভোগ, যে সুখ অক্ষয়। ২১।

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

এব—তাহা উৎপন্ন হওয়া মাত্রে, অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে (শ্রী)। যঃ সোঢ়ুং শক্নোতি—সহ্য বা প্রতিবোধ করিতে সমর্থ। সঃ যুক্তঃ—যোগী, ঈশ্বরে নিবিষ্টচিত্ত। সঃ নরঃ সুখী। ২৩।

জীব সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ভগবানের অংশ (১৫।৭ দেখ) সুতরাং আনন্দ তাহার স্বাভাবিক অবস্থা। কাম ক্রোধ জনিত আবেগই তাহার নির্ম্মল আনন্দে বিঘ্ন উপস্থিত করে (বিচক্ষণ ব্যক্তি সময় বিশেষে ইহা নিজ হৃদয়ে অনুভব করিতে পারেন)। সুতরাং কাম ক্রোধ জয় হইলেই বাহ্য বিষয়ের আর প্রত্যাশা থাকে না ও জীব আপনার অন্তরে আপনি সুখী, আত্মারাম হয়। এইরূপ

বিষয়-সম্ভোগে হ'তে সুখ যাহা হয়
বিষয়সুখ দুঃখের কারণ মাত্র তাহা সমুদয়।
দুঃখের কৌন্তেয়, সে সুখ যত আসে পুনঃ যায় ;—
হেতু মাত্র বুধগণ প্রীতিলাভ নাহি করে তায়। ২২।

কামের ক্রোধের বেগ, শুন নরবর,
নির্ম্মল সুখের পথে বিঘ্ন নিরন্তর।
সে হেতু, সে বেগ চিত্তে উদিত যেমন
অমনি যে পারে তারে করিতে দমন ;
আমরণ করে হেন কামক্রোধে জয়
তারই চিত্ত ভগবানে,—সেই সুখী হয়। ২৩।

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥২৫॥

যঃ অন্তঃসুখঃ, অন্তরারামঃ। আরাম—ক্রীড়া। তথা এব চ অন্তর্জ্যোতিঃ—অন্তর্দৃষ্টি। ব্রহ্মভূতঃ স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ অধিগচ্ছতি—ব্রহ্মভাবে স্থিতি করিয়া তাঁহার ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হয়, সংসার-ক্লেশাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, জীবদ্দশাতেই মুক্ত হয়েন (শং)। ২৪।

এইরূপ সাধনায় আরও কি কি সদ্‌গুণের বিকাশ হয়, তাহা বলিতেছেন। ক্ষীণ-কল্মষাঃ—বিনষ্ট পাপাদি দোষ (শং)। ছিন্নদ্বৈধাঃ—বিগত-সংশয়। যতাত্মানঃ—সংযত-দেহ-মন। সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ঋষয়ঃ। ব্রহ্ম-

---

কামাদির বেগ নাই যাহার অন্তরে
<u>জ্ঞানীর গুণ</u> বাহ্য-সুখ সে কখন প্রত্যাশা না করে।
কাম-ক্রোধ-জয়ী যেই যোগী ধনঞ্জয়,
আপন অন্তর সুখে নিত্য সুখী রয়।
বাহ্য বস্তু ত্যজিয়া অন্তরে ক্রীড়া করে,
দৃষ্টি রাখে নিরন্তর অন্তরে অন্তরে;
সংসার-সংস্পর্শে যত জ্বলে দুঃখানল
ব্রহ্মভাবে থাকি তাঁর জুড়ায় সকল। ২৪।

যাঁদের সাধনাবশে ক্ষীণ পাপচয়,
বশীভূত দেহ মন, বিগত-সংশয়,
সর্ব্বভূতহিতে রত সেই ঋষিগণ
ব্রহ্মানন্দ লাভ করি জুড়ায় জীবন। ২৫।

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬ ॥
স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥

নির্ব্বাণং লভন্তে। জ্ঞান নিত্য; সেই জ্ঞান যিনি দর্শন করেন, স্বহৃদয়ে অনুভব করেন, তিনি ঋষি।২৫।

কামক্রোধ হইতে বিযুক্তানাং সংযত-চেতসাং বিদিতাত্মনাং যতীনাং অভিতঃ—উভয়তঃ, জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থাতেই (শং ; শ্রী)। ব্রহ্ম নির্ব্বাণং বর্ত্ততে। তাঁহারা যে কেবল দেহান্তেই মুক্ত হয়েন তাহা নহে, পরন্তু জীবদ্দশাতেও মুক্ত। যতী—যত্নশীল সন্ন্যাসী।২৬।

পূর্ব্বোক্ত রূপ নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে আত্মজ্ঞানের উদয় হয়, তখন অষ্টাঙ্গ-যোগ-সাধন দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান হয়, ২৯ শ্লোক দেখ। ২৭—২৮ শ্লোক সেই অষ্টাঙ্গযোগের সূত্র স্বরূপ।

বাহ্যান্ স্পর্শান্ বহিঃ কৃত্বা—বাহ্য বিষয় সকল বাহিরে রাখিয়া। কাম্য বিষয় সকল চিন্তাদ্বারা মনোমধ্যে প্রবেশ

কাম নাই, ক্রোধ নাই, সংযত হৃদয়,
পরমার্থ-তত্ত্ববেত্তা সন্ন্যাসী-নিচয়,
এ দেহে দেহান্তে কিম্বা ব্রহ্মানন্দে রয়,—
জীবনে মরণে তাঁরা মুক্ত ধনঞ্জয় ! ২৬ ।

করে, অতএব তদ্বিষক চিন্তা ত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদিগকে মনোমধ্যে প্রবেশ করিতে না দিয়া (শ্রী)। চক্ষুঃ চ ভ্রুবোঃ অন্তরে এব সংস্থাপ্য—চক্ষু নিমীলিত থাকিলে নিদ্রাবেশের সম্ভাবনা, আর উন্মীলিত থাকিলে, তাহা বাহ্য বিষয়ে ব্যাপৃত হইবার সম্ভাবনা, তজ্জন্য ভ্রুমধ্যে চক্ষু অর্থাৎ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া। নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণ-অপানৌ সমৌ কৃত্বা—নিশ্বাস ও প্রশ্বাসকে সমান অর্থাৎ উভয়কে নিরোধ পূর্ব্বক কুম্ভক করিয়া (শ্রী)। যঃ মুনিঃ সংযত-ইন্দ্রিয়-মনঃ-বুদ্ধিঃ বিগত-ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধঃ, স সদা—জীবিত কালেও। মুক্তঃ এব।

মুক্ত—জীব জন্মমাত্রেই ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে রাগদ্বেষে অভিভূত হয় (৭। ২৭ দেখ)। সেই রাগদ্বেষজনিত মোহ-

---

কেমনে নিষ্কাম কর্ম্মে চিত্ত শুদ্ধ হয়,
কেমনে নির্ম্মল চিত্তে জ্ঞানের উদয়,
কেমনে হৃদয় মাঝে নির্ম্মল সে জ্ঞান,
প্রকাশে আদিত্যবৎ, পূর্ণ ভগবান্,
যে জ্ঞানে না রয় চিত্তে মিথ্যা ভেদ জ্ঞান,
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল—যাহে সকলি সমান,
যে জ্ঞানের তরি লয় পাপসিন্ধু পারে
সবিশেষ এ সকল বলেছি তোমারে।
এবে শুন ধ্যানযোগ, অষ্টাঙ্গ সাধন,
যাহে হয় ঈশ্বরের স্বরূপ দর্শন।

পাশ ছিন্ন করিয়া আত্মার যে স্বাধীনভাব তাহাই মুক্তি, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি। পণ্ডিতেরা মুক্তিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। সাষ্টি (ঈশ্বরের সহিত সমান ঐশ্বর্য্যাদি সম্পন্ন হওয়া), সারূপ্য, সালোক্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য। সাযুজ্য বা ঐক্যভাবেরই নামান্তর নির্ব্বাণ,—কাষ্ঠহীন অগ্নির ন্যায় বিলীন হওয়া। ভক্ত বৈষ্ণবগণের মতে মুক্তি দ্বিবিধা,—নির্ব্বাণ মুক্তি ও হরিভক্তিপ্রদা মুক্তি। ভক্তেরা ভক্তিসুখ চায়, অন্য সম্প্রদায় নির্ব্বাণ চায়।

কাম্য বিষয়ের চিন্তা উদিলে মানসে
চিন্তাদ্বারে সে সকল মনোমাঝে পশে,
অতএব সেই চিন্তা ত্যজি, ধনঞ্জয়!
যোগ সাধন — মনের বাহিরে রাখি সে সব বিষয়,
ভ্রূযুগল মধ্যে দৃষ্টি করিয়া স্থাপন,
প্রাণ ও অপান নামে যে দুই পবন,
নিশ্বাস প্রশ্বাস রূপে নাসায় সঞ্চরে,
সেই দুয়ে অবরুদ্ধ করিয়া অন্তরে,
সমান করিয়া দোঁহে, কুম্ভক সাধিয়া,
ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি স্ববশে রাখিয়া,
ইচ্ছা, ভয় আর ক্রোধ করি বিসর্জ্জন
আত্মধ্যানে যেবা হয় মোক্ষ পরায়ণ,
এ দেহেই মুক্ত সেই, কুরুবংশধর!
সংশয় কি পুনঃ তায় দেহান্তের পর ২৭—২৮।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ ২৯॥

ইতি সন্ন্যাস-যোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—চিনি হ'তে চাই না মা'গো চিনি খেতে ভালবাসি। ইহা ভক্তের ভাব। ২৭—২৮।

এইরূপ ধ্যানযোগে তাঁহারা, যে জ্ঞান লাভ করিয়া, যাহা দর্শন করিয়া মুক্ত হয়েন, তাহা বলিতেছেন। তাঁহারা আমাকেই (মাং) যজ্ঞ-তপসাং ভোক্তারং—কর্ত্তৃরূপে ও দেবতারূপে যজ্ঞাদির ভোক্তা ও পালক। ৮।৪ ও ৯। ২৪ দেখ। সর্ব্বলোকমহেশ্বরং—বিধি বিষ্ণু আদি লোকেশ্বর-গণেরও ঈশ্বর (১৩।২৩ দেখ)। সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং জ্ঞাত্বা, শান্তিম্ ঋচ্ছতি—শান্তি লাভ করেন। এই শান্তিই সর্ব্ব সাধনার চরম লক্ষ্য। ২৯।

এই ভাবে যোগী যবে যোগে মগ্ন হয়,
এ বিশাল বিশ্বে দেখে আমি সর্ব্বময়।
আমি সর্ব্ব যজ্ঞ তপস্যার ভোক্তা,
সর্ব্ব লোক মাঝে আমি মহেশ্বর,
আমি সর্ব্বভূতে নিরপেক্ষ বন্ধু,
জানিয়া অন্তরে শান্তি পায় নর। ২৯।

—o—

পঞ্চম অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগানুষ্ঠান উভয় হইতেই মুক্তি লাভ হয়; কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি জন্মিবার পূর্ব্বে সন্ন্যাস অবলম্বন দুঃখ ভোগের নিমিত্ত মাত্র। যিনি নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করেন, তাঁহার রাগ দ্বেষাদি ক্ষয়িত হয়, দেহ মন ও ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য হয়, অন্যের উপর আত্মনির্ব্বিশেষে স্নেহ জন্মে এবং ক্রমশঃ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তিনি বুঝিতে পারেন, যে আমরা যাহা কিছু করি, তাহা ইন্দ্রিয়াদিরই ধর্ম্ম; আত্মা দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র। পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এবং রাগ-দ্বেষাদি জনিত হর্ষ-বিষাদ দূরীভূত হওয়ায়, তিনি নবদ্বারযুক্ত দেহরূপ পুরীতে থাকিয়া সুখ ও শান্তিতে জীবন যাপন করেন।

অনেকে মনে করে, জীব পাপ পুণ্যাদি যাহা করে বা সুখ দুঃখাদি ভোগ যাহা হয়, ঈশ্বরই তাহা করান। ইহা ভ্রম। ঈশ্বর ভাল মন্দ কোন কর্ম্ম করান না, এবং কাহারও পাপ পুণ্যের ভার নিজে বহন করেন না। মানুষ স্বকৃত পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মের সংস্কারবশেই কখন পুণ্যে কখন পাপে আকৃষ্ট হয় এবং স্বভাবের বশেই সুখ-দুঃখে অভিভূত হয়। অজ্ঞান বশতই সে সমস্ত ঈশ্বর-কৃত মনে করে।

ঈশ্বরতত্ত্ব যাঁহারা সম্যক্ জ্ঞাত হয়েন, তাঁহাদের মন, বুদ্ধি ঈশ্বরে। ঈশ্বরেই তাঁহাদের নিষ্ঠা এবং ঈশ্বরই আশ্রয়। তাঁহারা নিষ্পাপ হইয়া মোক্ষলাভ করেন।

তাঁহাদের নিকট ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল, গাভী বা কুক্কুর সবই সমান। তাঁহারা বাহ্য-সুখ অনিত্য জানিয়া, তাহা অবহেলা পূর্ব্বক, আপনার অন্তরে দৃষ্টি স্থাপন করতঃ অন্তরের সুখে সুখী হয়েন ও সর্ব্বভূতের হিতসাধনে রত থাকিয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন।

কাম ক্রোধই দুঃখের হেতু। যাঁহারা সেই কাম-ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারেন, তাঁহারা ইহ পর, উভয় লোকেই মুক্ত। তাঁহারা ধ্যানযোগে ভগবানকে সর্ব্ব যজ্ঞতপস্যার পালক, সর্ব্বলোক-মহেশ্বর ও সকলের সুহৃদ্ জানিয়া শান্তিলাভ করেন।

কর্ম্মযোগে জ্ঞান লভি নিষ্ঠাবান্
পরে ধ্যানযোগে পায় অধিকার,
জ্ঞানগর্ভ কর্ম্ম করে যোগধর্ম্ম
তাহে মোক্ষলাভ, পঞ্চমের সার।—বলদেব।

সন্ন্যাস-যোগ নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ধ্যান-যোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১॥

কর্ম্মে শুদ্ধ মন জিতেন্দ্রিয়গণ
কি উপায়ে যোগ করেন সাধন,
অস্থির হৃদয় কিসে স্থির হয়,—
ষষ্ঠে হৃষীকেশ করিলা বর্ণন।—বলদেব।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যান-যোগের কথা বলিবেন; কিন্তু
ষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কাম ক্রোধাদির ক্ষয় হইয়া চিত্ত

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

সংক্ষেপে অষ্টাঙ্গ যোগ বলেছি তোমায়,
সবিস্তারে ধনঞ্জয়! শুন পুনরায়।
কিন্তু তাহে অধিকার না জন্মে যাবৎ
নিষ্কামেতে গৃহধর্ম্ম পালিবে তাবৎ।
অধিকার বিনা, পার্থ, ত্যজি কর্ম্ম মাত্র
বিফল সংসারত্যাগ ল'য়ে ভিক্ষাপাত্র।

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥

শুদ্ধ না হইলে ধ্যান-যোগে অধিকার জন্মে না, তজ্জন্য প্রথমে কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিয়া প্রকৃত যোগীর লক্ষণ বলিতেছেন ; ২।৫৩ দেখ।

কর্ম্মফলম্ অনাশ্রিতঃ যঃ কার্য্যং কর্ম্ম করোতি—কর্ম্মফলের প্রত্যাশা না করিয়া যিনি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল করিয়া থাকেন। সঃ সন্ন্যাসী চ যোগী চ—তিনিই প্রকৃত জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী এবং তিনিই প্রকৃত যোগী। নিরগ্নিঃ ন—অগ্নিহোত্রাদি ইষ্টকর্ম্মবর্জ্জিত সন্ন্যাসিবেশী ব্যক্তিই প্রকৃত যোগী নহে। অক্রিয়ঃ চ ন—এবং যজ্ঞ বা লোকহিতকর পূর্ত্তকর্ম্মত্যাগী ব্যক্তিও প্রকৃত যোগী নহে। ১।

যং সন্ন্যাসম্ ইতি প্রাহুঃ—যাহাকে সন্ন্যাস অর্থাৎ জ্ঞানযোগ বলা হয়। তং যোগং বিদ্ধি—তাহাই কর্ম্মযোগ জানিও (রামা)। যেহেতু (হি) অসংন্যস্তসংকল্পঃ

ত্যজি মাত্র লোকধর্ম্ম, অগ্নিহোত্র আদি কর্ম্ম
যতিবেশে সন্ন্যাস না হয়,
কিম্বা ত্যজি যজ্ঞ ব্রত লোকহিত কর্ম্ম যত
নয়ন মুদিলে যোগী নয়।
<u>প্রকৃত</u> কর্ম্মফল তৃষ্ণা যত পরিহরি অবিরত
<u>যোগী কে?</u> নিত্য কর্ম্মে যিনি মনোযোগী
পার্থ, সেই মহাজন যথার্থ সন্ন্যাসী হ'ন
যথার্থ তিনিই হ'ন যোগী। ১।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

কশ্চনঃ—কর্ম্মফলের আশা ত্যাগ না করিলে কেহই। যোগী ন ভবতি। যোগী—যাহার চিত্ত ঈশ্বরে যুক্ত। ২।

কিন্তু ঐ কর্ম্মযোগ কি চিরকালই পালনীয়? অথবা তাহার সীমা আছে? যোগম্ আরোরুক্ষোঃ মুনেঃ—জ্ঞানযোগে আরোহণ অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করিতে যাহার ইচ্ছা, কিন্তু এখনও জ্ঞান লাভ হয় নাই। তাহার পক্ষে, কর্ম্ম তদারোহণে কারণম্ উচ্যতে—কারণ বলিয়া কথিত হয়; কর্ম্ম দ্বারাই সে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। যোগা-রূঢ়স্য তস্য এব—আবার যোগে আরূঢ় হইলে, অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করিলে তখন তাহারই পক্ষে। শমঃ কারণম্ উচ্যতে—সর্ব্ব-কর্ম্ম-নিবৃত্তিই জ্ঞান পরিপাকের কারণ বলা হয় (শ্রী)। কারণ—সাধন, উপায়। ৩।

যারে জ্ঞানযোগ কয়　　তাই কর্ম্মযোগ হয়
　　জানিবে, হে পাণ্ডুর-নন্দন!
কর্ম্মে　যেই জন এ সংসারে　সঙ্কল্প ত্যজিতে নারে,
জ্ঞান　　যোগী হ'তে পারে না সে জন। ২।
জ্ঞানে　জ্ঞান লাভে ইচ্ছা যার　কর্ম্মই সাধন তার,
সন্ন্যাস　　কর্ম্মেই সে জ্ঞান লাভ করে,
জ্ঞানোদয় যবে হয়　　ছাড়ে কর্ম্ম সমুদয়,
　　সেই জ্ঞান পরিপাক তরে। ৩।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৫॥

কখন সাধককে যোগারূঢ় বা যোগী বলা যায়।—যদা হি ইন্দ্রিয়ার্থেষু—যখন সাধক ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে। এবং কর্ম্মষু—সেই বস্তু লাভের উপায়ভূত কর্ম্ম সকলে। ন অনুসজ্জতে—আসক্ত হয় না। এবং সর্ব্ব-সঙ্কল্প-সন্ন্যাসী—সেই আসক্তির মূলীভূত তদ্বিষয়ক সঙ্কল্প ত্যাগ করে। তদা যোগারূঢ় উচ্যতে। ইহা করিতে হইবে ও তদ্দ্বারা ইহা লাভ করিব ঈদৃশ মনোবৃত্তির নাম সংকল্প ; ৬।২৪ দেখ। ৪।

পূর্ব্বোক্ত ভাব লাভ করিতে হইলে, আপনার উদ্যমেই তাহা লাভ করিতে হয়। কিন্তু তজ্জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা

অতঃপর কহি শুন, কেমন সে জন
যোগারূঢ় বলি যারে জানে সাধুগণ।
এ সংসার মাঝে আছে ভোগ্য বস্তু যত
কর্ম্মে মাত্র সে সকল মিলে, হে ভারত!
সেই কর্ম্ম আর সেই ভোগের বিষয়ে
সঙ্কল্প হইতে জন্মে আসক্তি হৃদয়ে।
যোগীর ত্যজি সে আসক্তিমূল সঙ্কল্প-নিচয়,
লক্ষণ কর্ম্ম আর কর্ম্মজাত ভোগের বিষয়,
অনাসক্ত চিত্তে যোগী রহেন যখন,
যোগারূঢ় কহে তাঁরে পণ্ডিত তখন। ৪।

চিত্তশুদ্ধি লাভের পূর্ব্বেই, অত্যধিক ক্লেশসাধ্য তপশ্চরণ অনুচিত। কারণ প্রকৃতির নিগ্রহ করা নিষ্ফল। কঠোর শাসনে শারীরিকী ও মানসিকী বৃত্তি সকল অবসন্ন হয় মাত্র; ৩।৩৩ দেখ। অতএব তাহা না করিয়া স্বভাবের বশে নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাকিলে মানুষ সময়ে সর্ব্ব-সঙ্কল্প-ত্যাগী যোগী হইতে পারে। ৫—৬ শ্লোকে এই কথা বলিতেছেন।

এই দুই শ্লোকে আত্মা শব্দ নানা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা,—(১) জীব (২) মন (৩) দেহ (৪) ইন্দ্রিয় (৫) স্বভাব (৬) আপনি বা স্বয়ং।

সেই যোগী হ'তে হয় যাঁহার কামনা
আপনার যতনে সে করিবে সাধনা।
সযতনে কর্ম্মযোগ সাধে যে সংসারে
কালে সে সঙ্কল্পত্যাগী যোগী হ'তে পারে।
কিন্তু যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া কামনা
সকাম হৃদয়ে বৃথা কঠোর সাধনা।
স্বধর্ম্মে স্বভাব নিজ করি অনুসার
আপন যত্নে ধীরে ধীরে ক্রমোন্নতি করিবে আত্মার।
ধীরে ধীরে এ ভাবে আপনি কর উদ্ধার আপন
আত্মোন্নতি অবসন্ন না করিও দেহেন্দ্রিয় মন।
করিতে হয় আপনি জানিও তুমি বন্ধু আপনার,
তুমিই তোমার শত্রু জানিবে আবার।৫।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥৬॥

আত্মনা—আপনার দ্বারা, আপনার যত্নে। আত্মানম্ উদ্ধরেৎ—আত্মাকে, মনকে, স্বভাবকে উন্নত করিবে। উৎ, ঊর্দ্ধ, হরেৎ—উদ্ধরেৎ। অযথা কঠোর সাধনায় ন অবসাদয়েৎ—দেহ, ইন্দ্রিয়, মনকে অবসন্ন করিবে না। হি—কারণ। আত্মা এব আত্মনঃ বন্ধুঃ আত্মা এব আত্মনঃ রিপুঃ। যদি ইন্দ্রিয়াদিকে বশে রাখিয়া যথোপযুক্ত ভাবে কর্ম্ম করিতে পার, তবে তাহারাই বন্ধু। অন্যথা তাহারাই শত্রু। ৩।৩৪ দেখ। অতএব তুমিই তোমার মিত্র, তুমিই তোমার অমিত্র। ৬।৩৫ টীকা দেখ।

কেবল যোগ বা জ্ঞান লাভে কেন, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। কোন বস্তু লাভ করিতে হইলে, যত্ন ও অধ্যবসায় সহ স্বয়ং চেষ্টা করিতে হয়; অন্যের উপর নির্ভর করিলে, পরের মুখ চাহিয়া থাকিলে হয় না।৫।

যেন পুরুষেণ আত্মনা এব আত্মা জিতঃ—যে নিজ-চেষ্টায়, আপনার দেহ ইন্দ্রিয়াদিকে বশ করিয়াছে

আপন উদ্যমে পার্থ, সংসারে যে জন
বশে রাখে আপনার দেহেন্দ্রিয় মন,
আপনিই বশীভূত ইন্দ্রিয়াদি জানিও তাহার
আপনার বন্ধুর স্বরূপ হয়, কৌরব-কুমার।
মিত্র বা কিন্তু যার ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত নয়,
অমিত্র তা'রা তার শত্রুবৎ অপকারী হয়। ৬।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥৭॥

(শং ; শ্রী)। আত্মনঃ তস্য আত্মা বন্ধুঃ—সেই জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির দেহ মন প্রভৃতি, তাহার বন্ধু। অনাত্মনঃ তু আত্মা এব—অবিজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির নিজ মন প্রভৃতিই। শত্রুবৎ শত্রুত্বে—অপকার করণে। বর্ত্তেত।

২৬ শ্লোকের প্রতি দৃষ্টি করিলে এ শ্লোকের আরও একটু অর্থ পাওয়া যায়। মন স্বভাবতই নানা বিষয়ে ধাবিত হয় এবং তাহার ক্রিয়া নানা বিষয়ে ছড়াইয়া পড়ে; তাহাতে তাহার শক্তি-হ্রাস হয়। মনের এই অযথা সম্প্রসারণ নিবারণ করিয়া, ছড়ান মনকে কুড়াইয়া কেন্দ্রীভূত করিতে পারিলে ইচ্ছাশক্তি প্রবলা হয়। বলবতী ইচ্ছাশক্তি অসাধ্যসাধন করিতে পারে। যেনৈবাত্মাত্মনাজিতঃ কথার বোধ হয় ইহাও মর্ম্ম।৬।

ঈদৃশ সাধনায়, শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু তথা মান-অপমানয়োঃ জিতাত্মনঃ—শীতোষ্ণাদিতে যাহার দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, নির্ব্বিকার (রামা)। অতএব প্রশান্তস্য—রাগ

এইভাবে আত্মজয়ী যে জন সংসারে
যোগের অভ্যাস পার্থ! সে করিতে পারে।
দ্বন্দ্বভাব শীতাতপে সুখ-দুঃখে আর
যোগীর　কিম্বা মান অপমানে চিত্ত নির্ব্বিকার,
অন্তর　রাগ নাই, দ্বেষ নাই,—প্রশান্ত হৃদয়,
তারই মন আত্মধ্যানে অবিচল হয়। ৭।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥৮॥

দ্বেষাদিশূন্য ব্যক্তির। আত্মা—মন। পরং—কেবল তাহারই, অন্যের নহে (শ্রী)। শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখাদি বর্ত্তমান সত্ত্বেও, সমাহিতঃ—সমাধিস্থ, আত্মনিষ্ঠ হয়।৭।

ঈদৃশ যে যোগী—কর্ম্মযোগী (রামা)। যে সংসারাশ্রমে নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে, জ্ঞান-বিজ্ঞান—জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করায় (৩।৪১ দেখ) তৃপ্তাত্মা হয়েন; ভোগ্য বিষয় সমূহের স্বভাবসম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করাতে সে সকলে বীততৃষ্ণ হওয়ায়, বিষয়-তৃষ্ণা-জনিত অসন্তোষ না থাকাতে যিনি তুষ্ট। অতএব যিনি কূটস্থঃ—ক্ষোভ্যবস্তু বিদ্যমানেও নির্ব্বিকার। অতএব বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। অতএব সমলোষ্ট্র-অশ্ম-কাঞ্চনঃ—মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও স্বর্ণ যাহার সমান। সঃ যুক্তঃ—যোগারূঢ়। উচ্যতে। ৬।২ দেখ। ৮।

সেই যোগী কর্ম্মযোগ সাধিয়া যে জন
বহু জ্ঞান অভিজ্ঞতা করিয়া অর্জ্জন,
<u>সিদ্ধযোগী</u> ত্যজিয়া বিষয়-তৃষ্ণা সন্তুষ্ট নিয়ত,
নির্ব্বিকার চিত্ত যার যেহেতু সতত,
অতএব বশীভূত ইন্দ্রিয়-নিকর,
যার কাছে তুল্য লোষ্ট্র কাঞ্চন প্রস্তর,
তাহাকেই যোগারূঢ় সাধুগণে কয়,
সংসারে তাহার চিত্ত চঞ্চল না হয়। ৮।

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥৯॥
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥১০॥

পূর্ব্বোক্ত সমলোষ্ট্রকাঞ্চন ব্যক্তি, যিনি, সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন ইত্যাদি সকলের প্রতি সমবুদ্ধিঃ—সমান ভাব। তিনি বিশিষ্যতে—বিশিষ্ট, সর্ব্বযোগিশ্রেষ্ঠ (মধু)। সুহৃৎ—বিনা কারণে স্বভাবতঃ উপকারী। মিত্র—স্নেহ বশতঃ, কারণবশতঃ উপকারী। অরি—শত্রু, পরোক্ষে অনিষ্টকারী। দ্বেষ্য—সমক্ষে অপ্রিয়কারী (গিরি)। উদাসীন—অন্যের ভাল মন্দতে নিরপেক্ষ। মধ্যস্থ—বিবাদে প্রবৃত্ত উভয়ের হিতৈষী। বন্ধু—সম্বন্ধবশতঃ উপকারী। পাপ—পাপকর্ম্মকারী।৯।

সাধনার দ্বারা যিনি পূর্ব্বোক্ত গুণসমূহ লাভ করিয়াছেন, তিনি অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের উপযুক্ত। ১০—৩২ শ্লোকে সেই সাধনপ্রণালী বলিতেছেন। যোগী—পূর্ব্বোক্ত যোগারূঢ় ব্যক্তি। আত্মানং যুঞ্জীত—মনকে সমাহিত, একাগ্র করিবেন। কি উপায়ে তাহা হয়, ক্রমশঃ তাহা বলিতেছেন। সততং—নিরন্তর। একাকী—সঙ্গশূন্য।

শ্রেষ্ঠ যোগী এরূপে সুহৃৎ, মিত্র, উদাসীন, সাধু,
অরি, বন্ধু, মধ্যস্থ বা দ্বেষ্য ও অসাধু
সকলের প্রতি যার হৃদয় সমান
যোগীর মাঝেও [illegible]নঃ তিনি গুণবান্। ৯।

রহসি—নির্জ্জনে অর্থাৎ নিঃশব্দ স্থানে (রামা)। শঙ্কর বলেন গিরিগুহাদি নির্জ্জনে। কিন্তু ১৭শ্লোকে বলিয়াছেন, "যুক্তাহার-বিহার" দ্বারাই সিদ্ধি লাভ হয়; আবার একাকী বলাতেই নির্জ্জন বলা হইয়াছে। অতএব রামানুজের ব্যাখ্যাই সঙ্গত। যতচিত্তাত্মা—যাহার চিত্ত (৬।১৪ দেখ) ও আত্মা অর্থাৎ শরীর (শ্রী) বশীভূত। নিরাশী—নিরাকাঙ্ক্ষ। অপরিগ্রহঃ—নিরাহার (বল); অর্থাৎ পত্নী, পুত্র, অর্থাদি বিষয়-ভোগ-ত্যাগী (৪।২১ দেখ)।

যোগের আটটী অঙ্গ এই,—

(১) যম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরি না করা), ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ। ১০ ও ১৪ শ্লোক।

(২) নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান। ১৪ শ্লোক।

(৩) আসন—১১ শ্লোক।

(৪) প্রাণায়াম—৪ অধ্যায় ২৯ শ্লোক।

(৫) প্রত্যাহার—বাহ্য ভোগ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করা। ১২, ২৪, ২৬ শ্লোক।

যোগের সাধনে যোগ্য সেই মহাজন,
অষ্টাঙ্গ যোগ অতঃপর কহি শুন অষ্টাঙ্গ সাধন।
স্থান একাকী নিঃশব্দ স্থানে থাকি নিরন্তর
সংযত শরীর মন, নিস্পৃহ অন্তর,
যম বিষয়জ ভোগ যোগী বিসর্জ্জন করি
একাগ্র করিবে চিত্ত কৌরব-কেশরি। ১০।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥১১॥

(৬) ধারণা—চিত্তকে বিষয়ান্তর হইতে নিবৃত্ত করিয়া ভ্রূমধ্যে স্থিরীকরণ। ১৩ ও ২৬ শ্লোক।

(৭) ধ্যান—অবিচ্ছেদে ভগবচ্চিন্তা। ১৪ শ্লোকে "মচ্চিত্ত" শব্দে এই ধ্যান বুঝাইতেছে।

(৮) সমাধি—যে অবস্থায় চিত্ত সমাহিত হয় অর্থাৎ অহং জ্ঞানের লোপ হইয়া, চিত্তে কেবল ধ্যেয় বস্তুই উদ্ভাসিত হয় তাহার নাম সমাধি। বিষয় বিশেষে চিত্তের স্থিরতার নাম "ধারণা"; ধারণা বদ্ধমূল হওয়ার নাম "ধ্যান", এবং ধ্যান বদ্ধমূল হওয়ার নাম "সমাধি"। যাহা হইতে আর অধিক মনোযোগ হইতে পারে না তাহার নাম সমাধি। ২৫শ্লোক দেখ।১০।

প্রথমে আসন। শুচৌদেশে—পবিত্র স্থানে। আত্মনঃ—আপনার। আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য—স্থাপন করিয়া। সেই আসন কিরূপ? স্থিরং—নিশ্চল। ন অতি উচ্ছ্রিতং—অনতি উচ্চ। ন অতি নীচং। চেল বস্ত্র, অজিন

সুপবিত্র স্থানে যোগী কুশাসন পরে
আসন　ব্যাঘ্রাদির চর্ম্ম রাখি, বস্ত্র তদুপরে,
করিবে নিশ্চলভাবে আপন আসন,
অতি উচ্চ, অতি নিম্ন না হয় যেমন।

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥১২॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥১৩॥

ব্যাঘ্রাদির চর্ম্ম, এবং কুশ উত্তরে, ক্রমে ক্রমে উপরিভাগে যে আসনে। অগ্রে কুশ তার পর চর্ম্ম, তার পর বস্ত্র এই রূপ বিপরীত ক্রমে (শং)। তত্র—আসনে। মনঃ একাগ্রং কৃত্বা, যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ সন্ উপবিশ্য আত্মবিশুদ্ধয়ে—অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য (শং) যোগং যুঞ্জ্যাৎ—যোগ অভ্যাস করিবে (শ্রী)। আত্মশুদ্ধি—৫।১১ দেখ।১১—১২।

চিত্তের একাগ্রতা-সাধনোপযোগী উপবেশনাদির বিষয় বলিতেছেন। কায়ঃ—দেহমধ্যভাগ। শিরঃ ও গ্রীবা—কায়শিরোগ্রীবং—মূলাধার হইতে মূর্দ্ধাগ্র পর্য্যন্ত অংশ (শ্রী)। সমম্ অচলং ধারয়ন্—সরল এবং স্থিরভাবে ধারণ করতঃ। স্থিরঃ—দৃঢ় যত্নে। স্বং নাসিকাগ্রং

সে আসনে বসি, মন একাগ্র করিয়া,
সংযমি চিত্তের আর ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া,
যোগিগণ চিত্তশুদ্ধি লাভের কারণ
করিবেন যোগাভ্যাস, কৌরব-নন্দন। ১১-১২।
কায় শির গ্রীবা করি সরল অচল,
ধারণা যতনে নাসাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া কেবল,
ইতস্ততঃ না দেখিয়া, প্রশান্ত হৃদয়,
যম ব্রহ্মচারী হয়ে থাকি, ত্যজি সর্ব্বভয়,

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥১৪॥

সংপ্রেক্ষ্য—আপনার নাসাগ্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে (শ্রী)। এবং দিশশ্চ অনবলোকয়ন্—ইতস্ততঃ দৃষ্টি না করিয়া; অর্থাৎ চাক্ষুষী বৃত্তিকে অন্য দিক হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক নাসাগ্রস্থ আকাশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া। ১৩।

প্রশান্তাত্মা—রাগ-দ্বেষাদি-শূন্য-চিত্ত। বিগতভীঃ—নির্ভয়। এবং ব্রহ্মচারিব্রতে, ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতঃ। মনঃ সংযম্য—মনকে বাহ্য বিষয় হইতে ফিরাইয়া লইয়া। মচ্চিত্তঃ ও মৎপরঃ হইয়া। যুক্তঃ আসীত—যোগী পুরুষ অবস্থান করিবেন।

মন, চিত্ত;—অন্তঃকরণের চারি বৃত্তি,—মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার। প্রথমে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন শ্রবণাদি ক্রিয়া হয়। পরে "মন" তদ্বিষয়ে সংশয় উৎপাদন করে, ইহা "এই বস্তু কি না"? পরে "বুদ্ধি" নিশ্চয় করে, "ইহা এই"। দূরে কোন বস্তু দেখিয়া মনে হইল, ইহা কি?—মানুষ বা অন্য কিছু। ইহা মনের ক্রিয়া। পরে নিশ্চয় হইল ইহা বৃক্ষ। ইহা বুদ্ধির ক্রিয়া। আর যে বৃত্তির দ্বারা

<u>প্রত্যাহার</u> বাহ্য বস্তু হতে মনে লয়ে ফিরাইয়া,
<u>ধ্যান</u> সতত আমাতে চিত্ত অর্পণ করিয়া,
<u>নিয়ম</u> একমাত্র আমাকেই করিয়া আশ্রয়
অবস্থান করিবেন যোগী, ধনঞ্জয়।১৩-১৪।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥১৫॥
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥১৬॥

আমরা অহরহঃ নানা বিষয় দেখিতে, শুনিতে, জানিতে, চেষ্টিত, তাহার নাম "চিত্ত", অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি, এবং যে বৃত্তির দ্বারা আমি ইহা দেখিলাম, পাইলাম, ইত্যাদি মনে হয়, তাহা "অহংকার"। ১৪।

যোগাভ্যাসের ফল বলিতেছেন। নিয়তমানসঃ যোগী আত্মনম্ এবং যুঞ্জন্—এই ভাবে মনকে সমাহিত, আত্মায় বা ঈশ্বরে একাগ্র করিয়া। নির্ব্বাণপরমাং—নির্ব্বাণই যাহাতে পরম প্রাপ্য বস্তু; মোক্ষলাভের সাধনভূতা। এবং মৎসংস্থাং—যাহা আমাতে সংস্থিতা (রামা); মদধীনা (শং); আমাকে না পাইলে বা আমার অনুগ্রহ বিনা যাহা লাভ হয় না। তাদৃশী শান্তিম্ অধিগচ্ছতি।১৫।

যোগীর আহারাদির নিয়ম বলিতেছেন। অতি-অশ্নতঃ—অতিভোজনশীল ব্যক্তির। যোগঃ ন অস্তি ইত্যাদি। যোগ এখানে সমাধি (শ্রী)। ১৬।

সুসংযত-চিত্ত, পার্থ! সেই যোগিগণ
এ ভাবে আমাতে নিত্য একনিষ্ঠ মন,
যে শান্তি না পায় কেহ না পেলে আমায়,
যে শান্তিতে মোক্ষ হয়,—সেই শান্তি পায়।১৫।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

যুক্তাহারঃ ইত্যাদি। যুক্ত-স্বপ্ন-অববোধঃ—উপযুক্ত নিদ্রা এবং জাগরণ। রাত্রিমানকে তিন ভাগ করিয়া, প্রথম ও শেষভাগে জাগরণ ও মধ্যভাগে নিদ্রা (মধু)। ১৭।

কখন যোগে সিদ্ধি লাভ হইয়াছে বলা যায়? যদা বিনিয়তং—বিশেষরূপে সংযত। চিত্তম্। আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে—আত্মাতেই অবিচল ভাবে স্থিতি করে। এবং সর্ব্বকামেভ্যঃ নিস্পৃহঃ—ইহ পরকালের সর্ব্ব ভোগ্য বস্তুতে

অত্যন্ত অধিক যে বা করয়ে ভোজন,
<u>যোগীর</u> অতিশয় অল্লাহারী অথবা যে জন,
<u>আহার</u> অত্যন্ত নিদ্রিত কিম্বা জাগরিত রয়,
<u>বিহার</u> তাহার অর্জ্জুন! যোগে সিদ্ধি নাহি হয়। ১৬।
উপযুক্ত করে যেবা আহার বিহার,
সর্ব্ব কর্ম্মে উপযুক্ত চেষ্টা রহে যার,
উপযুক্ত নিদ্রা যার, আর জাগরণ,
দুঃখহারী যোগে হয় সুসিদ্ধ সে জন। ১৭।
পরিহরি বাহিরের চিন্তা সমুদয়
যবে চিত্ত আত্মাতেই স্থিরভাবে রয়,
কোনরূপ কামভোগে স্পৃহা নাহি থাকে,
তখন পণ্ডিতগণ যোগী বলে তাকে। ১৮।

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥১৯॥
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥২০॥

স্পৃহা ত্যাগ করে (শ্রী)। তদা যুক্তঃ ইতি উচ্যতে—তখন সাধককে যোগসিদ্ধ বলা হয়। ১৮।

নিবাতস্থঃ দীপঃ যথা ন ইঙ্গতে—বায়ুপ্রবাহ শূন্য স্থানে দীপশিখা যেমন চঞ্চল হয় না। সা—সেই দীপশিখা। আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ যোগিনঃ—আত্মযোগ-সাধনা-রত যোগীর। যতচিত্তস্য উপমা স্মৃতা—সংযত অন্তঃকরণের উপমা বলিয়া কথিত হয়। অচঞ্চলা দীপশিখা যেমন পদার্থকে সমভাবে প্রকাশিত করে, অচঞ্চলা চিত্তবৃত্তি তদ্রূপ আত্মাকে সমভাবে প্রকাশিত করে। ১৯।

কোন্ অবস্থার নাম যোগ ২০—২৩ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। যত্র চিত্তম্ উপরমতে—যে অবস্থায় চিত্তের

পবন-প্রবাহ যথা নাই, ধনঞ্জয়!
দীপশিখা যথা সেথা চঞ্চল না হয়,
যোগীর সংযত চিত্ত বুঝ সেই মত,
যোগ-সাধনায় যোগী যবে হয় রত। ১৯।
চিত্তের সমস্ত বৃত্তি যবে সাধনায়
নিরুদ্ধ, নিবৃত্ত হয়,—"যোগ" বলে তায়।
যোগের ফল যাহাতে হৃদয়ে করি আত্মদরশন,
আত্মাতেই পরিতুষ্ট হ'য়ে যোগিগণ। ২০।

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ২১॥

সমস্ত ক্রিয়া নিবৃত্ত হয়, তং যোগসংজ্ঞিতম্—তাহার নাম যোগ। ২৩ শ্লোকের সহিত অন্বয়। ইহাই ধ্যানযোগের স্বরূপ লক্ষণ। যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ—পাতঞ্জল সূত্র। এই অবস্থায় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগ হয়, তজ্জন্য ইহার নাম যোগ (শ্রী ৬।২৪)।

যত্র—যে অবস্থায়। যোগসেবয়া নিরুদ্ধং চিত্তম্ উপরমতে—যোগাভ্যাসের দ্বারা অবরুদ্ধ, সমস্ত লৌকিক বিষয় হইতে নিবৃত্ত, চিত্ত উপশম প্রাপ্ত হয়; চিত্তের সর্ব্ব ক্রিয়া নিবৃত্ত হয়। এবং যত্র আত্মনা আত্মানং পশ্যন্—যে অবস্থায় নির্ম্মল অন্তঃকরণের দ্বারা পরম জ্যোতিঃ স্বরূপ আত্মাকে (১০।২০ টীকা) দর্শন করিয়া। আত্মনি এব তুষ্যতি—আত্মাতেই তুষ্ট হয়। এ অবস্থায় অন্য কোন বস্তুতেই দৃষ্টি থাকে না, সুতরাং তুষ্ট (৬।১৮)। ২০।

এবং যত্র বুদ্ধিগ্রাহ্যং—যে অবস্থায় কেবল অনুভবগম্য (গিরি)। অতীন্দ্রিয়ং—ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় সম্ভোগ হইতে

ক অনন্ত সুখে ভাসমান রয়,
বিষয়-সম্ভোগ হ'তে যে সুখ না হয়,
কেবল অন্তরে মাত্র অনুভব যার,
যে ভাব করিয়া লাভ, কৌরব-কুমার,
আত্মভাব হ'তে যোগী স্খলিত না হয়,
যা' লভিলে অন্য লাভে তুচ্ছ মনে হয়,

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগ-বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩ ॥

যাহা পাওয়া যায় না। আত্যন্তিকং—নিত্য। যৎ সুখং তৎ বেত্তি। এবং যত্র চ স্থিতঃ অয়ং (যোগী) তত্ত্বতঃ ন চলতি—আত্মতত্ত্ব হইতে বিচলিত হয় না। ২১।

এবং যং লব্ধ্বা—যে আত্মস্বরূপ লাভ করিলে। অপরং লাভং, ততঃ—তাহা হইতে। অধিকং ন মন্যতে। এবং যস্মিন্ স্থিতঃ—যে অবস্থায় স্থিত হইলে। গুরুণা অপি দুঃখেন ন বিচাল্যতে। ২২।

দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগং—দুঃখ-সংযোগের বিয়োগ অর্থাৎ অভাব যাহাতে; দুঃখসংস্পর্শ শূন্য যে অবস্থা। বৈষয়িক সুখও দুঃখের মধ্যে, কারণ তাহা দুঃখমিশ্রিত। তং যোগসজ্ঞিতং বিদ্যাৎ—তাহার নাম যোগ জানিবে। সঃ যোগঃ নিশ্চয়েন—দৃঢ় অধ্যবসায় সহ (শং)। অনির্ব্বিণ্ণচেতসা যোক্তব্যঃ—নির্ব্বেদ রহিত চিত্তে

যে ভাবে করিলে স্থিতি কভু এ সংসারে
গুরুতর দুঃখেও না টলাইতে পারে। ২১—২২।
দুঃখের সংযোগ মাত্র যাহাতে না রয়,
যোগ জানিবে তাহার নাম "যোগ" ধনঞ্জয়।
করিবে অভ্যাস তাহা সুদৃঢ় যতনে,
অযতন না করিবে ক্লেশ ভাবি মনে। ২৩।

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥২৪॥

অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। ক্লেশবোধে যত্ন-শৈথিল্যের নাম নির্ব্বেদ (শ্রী)। ২৩।

যোগাভ্যাসের বিধি বলিতেছেন। সঙ্কল্প-প্রভবান্ সর্ব্বান্ কামান্ অশেষতঃ ত্যক্ত্বা। দ্বিবিধ ভাবে মনোমাঝে কামের উদয় হয়; প্রথম,—আহারবিহারের সামগ্রী,—পানীয়, ভোজ্য, স্ত্রী, শয্যাদির সংস্পর্শে; দ্বিতীয়,—সঙ্কল্প হইতে। সঙ্কল্প—শোভন-অধ্যাস (গিরি)। ভোজ্য পানীয় স্ত্রী প্রভৃতি দৃষ্ট বস্তু এবং অপ্সরা পারিজাতাদি অদৃষ্ট বস্তু, শোভন (মনোজ্ঞ) বলিয়া যে অধ্যাস, ধারণা তাহার নাম শোভন-অধ্যাস; অর্থাৎ অনুপস্থিত ভোগ্য বস্তুকে প্রীতিকর ভাবিয়া, তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত ইচ্ছার নাম সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্পজ কামই সর্ব্ব অনর্থের মূল। ইহার কথাই ভগবান্ বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন বিষয়াভিলাষ সকল সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া (২।৫৫)। এবং মনসা এব ইন্দ্রিয়গ্রামং সমন্ততঃ বিনিয়ম্য—মনে মনেই ইন্দ্রিয় সকলকে সর্ব্ব বিষয় হইতে বিশেষরূপে সংযত করিয়া, চিত্তকে অন্তর্মুখ করতঃ। যোগঃ যোক্তব্যঃ,—২৩ শ্লোকের সহিত অন্বয়।২৪।

যোগের　　সঙ্কল্প-সঞ্জাত কাম ত্যজি সমুদয়
সাধনা বিধি　সর্ব্বতঃ সংযত করি ইন্দ্রিয়-নিচয়। ২৪।

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥২৫॥

ধৃতি-গৃহীতয়া বুদ্ধ্যা—সাধন-ধৈর্য্যানুগত বুদ্ধির দ্বারা। ধৃতি—ধৈর্য্য, ধারণা। মনঃ আত্মসংস্থং কৃত্বা—মনকে আত্মাতে সম্যক্ স্থিত, নিশ্চল করিয়া (শ্রী)। শনৈঃ শনৈঃ—ক্রমশঃ অভ্যাসের দ্বারা, সহসা নহে। উপরমেৎ—বিলীন করিবে। কিরূপে মনের উপরম করিতে হয়? ন কিঞ্চিৎ অপি চিন্তয়েৎ—আর কিছুই চিন্তা করিবে না। ইহাই যোগের পরমা বিধি (শং)। নিশ্চল মনে আপনি প্রকাশমান পরমানন্দ স্বরূপ লাভ হইলে আর আত্মচিন্তাও করিবে না (শ্রী)। অর্থাৎ আমি আত্মচিন্তা করিতেছি এরূপ অভিমানও ত্যাগ করিতে হয়। "যেমন স্বচ্ছ স্ফটিক রক্ত জবার নিকট থাকিলে রক্তবর্ণ ধারণ করে, সেইরূপ যোগ-কৌশলে মন নির্ম্মল হইলে, তাহাতে আত্মার স্বরূপ প্রতিভাসিত হয়। তখন আমি আত্মদর্শন করিতেছি এরূপ জ্ঞানও হয় না। তখন যে কি হয় তাহা বুঝিতে বা বলিতে পারা যায় না। তাহা অনির্ব্বচনীয়।" (কৃষ্ণানন্দ)। যত

সাধন-ধৈর্য্যের যোগে ধরি বুদ্ধি বল,
স্থাপন করিয়া মনে আত্মায় নিশ্চল,
ক্রমশঃ ক্রমশঃ তার করিয়া বিলয়
সমাধি চিন্তা না করিবে আর অপর বিষয়।
যোগের পরম বিধি কহিনু তোমারে
জীব-ব্রহ্মে যোগ হয় যাহাতে সংসারে। ২৫।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥২৬॥
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥২৭॥

দিন তাহা না হয়, যতদিন আমি আত্মধ্যান বা ভগবদুপাসনা করিতেছি এ জ্ঞান থাকে, ততদিন জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ভেদজ্ঞান থাকে। এই তিনের নাম ত্রিপুটী। এই ত্রিপুটীর লয় হইলে যে অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হয়, তাহাই যোগানন্দ ।২৫।

চেষ্টা করিলেও রজোগুণের প্রভাববশতঃ যদি মন বিচলিত হয়, তবে কি করা উচিত? চঞ্চলম্ অস্থিরং—চঞ্চল স্বভাবহেতু অস্থির (রামা)। মনঃ যতঃ যতঃ নিশ্চরতি—যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়। ততঃ ততঃ নিয়ম্য—সেই সেই বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া। এতৎ আত্মনি এব বশং নয়েৎ—ইহাকে আত্মায় স্থির করিবে (শ্রী)।২৬।

এইরূপ পুনঃ পুনঃ চেষ্টায় যাহার মন বশীভূত হইয়াছে, সেই শান্তরজসং—বিগত রজোগুণ। অতএব প্রশান্তং—সম্পূর্ণরূপে শান্ত, মানসং—মন যাহার। ব্রহ্মভূতং—ব্রহ্ম-

স্বভাব-চপল মন সতত অস্থির
রজোগুণে যথা যথা ধায় কুরুবীর,
সেথা সেথা হ'তে তারে আনি ফিরাইয়া
রাখিবে আত্মার বশে নিশ্চল করিয়া।২৬।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

ভাব প্রাপ্ত (শ্রী)। অকল্মষং--সংসারের হেতুভূত ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্য বর্জ্জিত (শং)। এনং হি যোগিনম্—ঈদৃশ যোগীর নিকট। উত্তমং সুখম্। উপৈতি—আপনি আসে। ২৭।

এবম্—এইভাবে। আত্মানং সদা যুঞ্জন্—মনকে সদা বশীভূত করিয়া (শ্রী) ঈশ্বরে স্থাপন পূর্ব্বক (৬।১৫)। বিগত-কল্মষঃ—নিষ্পাপ। যোগী। সুখেন—ঈশ্বর প্রণিধানরূপ সুগম উপায়ে (মধু) অত্যন্তং সুখং—নিরতিশয় সুখ স্বরূপ। ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অশ্নুতে—ব্রহ্মের সংস্পর্শ, অপরোক্ষানুভূতি লাভ করে; জীবন্মুক্ত হয় (শ্রী)। ২৮।

এইরূপে পুনঃপুন সংযমে, অর্জ্জুন!
ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হয় রজোগুণ।
রজোগুণ নাশে হয় প্রশান্ত হৃদয়,
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য তাহাতে না রয়;
জীবমুক্ত ব্রহ্মভাবে অবস্থান করে
আপনি উত্তম সুখ আসে তার তরে। ২৭।
সেই যে নিষ্পাপ যোগী ভরত-নন্দন,
এই ভাবে নিরন্তর বশে রাখি মন,
ঈশ্বরে অর্পিয়া চিত্ত, অনায়াসে তায়
পরম আনন্দময় ব্রহ্মে হৃদে পায়। ২৮।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

২৯—৩২ শ্লোকে সিদ্ধ যোগীর ভাব ও ব্যবহার বলিতেছেন। সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ—নিকটস্থ বা দূরস্থ, স্থূল বা সূক্ষ্ম, আত্মা বা অনাত্মা, সমস্তই যে সমান দেখে (মধু); অথবা যে সর্ব্বত্র সম অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে দর্শন করে; ৫।১৮—১৯ দেখ। ঈদৃশ যোগযুক্তাত্মা—যোগসমাহিত-চিত্ত যোগী। আত্মানং সর্ব্বভূতস্থং—আত্মাকে সর্ব্বভূতে ভোক্তৃভাবে অবস্থিত (মধু); ১৩।২ দেখ। আত্মনি চ সর্ব্বভূতানি—এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত। ঈক্ষতে—দর্শন করে। সর্ব্ব বস্তুতে আত্মা বা ঈশ্বরসত্তা এবং ঈশ্বর-সত্তাতেই সমস্ত বস্তুর স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করে। ৭ম, ৯ম, ১০ম, ১৩শ ও ১৫শ অধ্যায় পাঠ করিলে এ তত্ত্ব পরিস্ফুট হইবে। আত্মা—১০।২০ টীকা দেখ। ২৯।

যোগ-সমাহিত চিত্ত যোগী সেই জন
<u>যোগীর</u>　এ জগৎ ব্রহ্মময় করে যে দর্শন,
<u>দৃষ্টি</u>　দেব, নর, স্থাবরাদি পদার্থ-নিচয়
সে জন সমান ভাবে দেখে সমুদয়,
সর্ব্বভূতে আত্মাকে সে দেখিবারে পায়,
দেখে পুনঃ সর্ব্বভূত বিরাজে আত্মায়। ২৯।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

এ ভাবে সর্ব্বত্রে ঈশ্বরদর্শনের ফল কি? যঃ সর্ব্বত্র—ভূতমাত্রে। মাং পশ্যতি। সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি। অহং তস্য ন প্রণশ্যামি, স চ মে ন প্রণশ্যতি—আমি তাহার পরোক্ষ হই না এবং সেও আমার পরোক্ষ হয় না (শং)। সেই যোগী আপনাকে আমার সহিত অভিন্ন ভাবায় (৬।৩১) অন্যোন্য সাম্যবশতঃ আমি তাহার অদৃশ্য হই না, এবং সেও আমার অদৃশ্য হয় না (রাম)। কৃপাদৃষ্টিতে তাহার প্রত্যক্ষ হইয়া অনুগ্রহ করি (শ্রী)। শুনা যায়, ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস এইরূপ প্রত্যক্ষভাবে কালী-দর্শন ও তাঁহার সহিত কথা কহিতেন। ৫।৫৪ দেখ। এই সর্ব্ব বস্তু হইতে ভিন্ন, অন্য এক বস্তু আছে, তাহা ঈশ্বর,—এইরূপ জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান (মধু)।

এখানে প্রশ্ন এই যে, যোগী ও ভগবান্ পরস্পর প্রত্যক্ষ, তবে অযোগী কি ঈশ্বরের দৃষ্টির বহির্ভূত? না,—

এ ভাবে জগৎময় যে দেখে আমায়,
যোগী ও ভগবান্ পরস্পর প্রত্যক্ষ — আমাতে সমস্ত বস্তু দেখিতে যে পায়,
কখন পরোক্ষ আমি না হই তাহার,
সেও না পরোক্ষ হয় কখন আমার;
জগতে চাহিয়া দেখে সর্ব্বত্র আমারে,
আমিও প্রত্যক্ষ হ'য়ে কৃপা করি তারে। ৩০।

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১ ॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

ভগবান্ বলিয়াছেন, "আমারে ভজে যে ভাবে, আমি ভজি সেই ভাবে।" (৪।১১) অর্থাৎ ভক্ত বা জ্ঞানী হৃদয়স্থ ঈশ্বরকে (১৫।১৫) সর্ব্বদা দেখেন, ঈশ্বরও সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখেন; কিন্তু অন্যে ঈশ্বরকে দেখিয়াও দেখে না, ঈশ্বরও তাহাকে দেখিয়াও দেখেন না (মধু)। ৩০।

সর্ব্বভূতস্থিতং মাম্ একত্বম্ আস্থিতঃ—আমি সর্ব্বভূতে আছি জানিয়া, আমার সহিত আপনার একত্ব, অভেদ উপলব্ধি পূর্ব্বক। যঃ ভজতি, সঃ যোগী সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি—যেন তেন প্রকারে থাকিলেও। ময়ি বর্ত্ততে—আমার পরম ধামে স্থিতি করে (শং)। ৩১।

পূর্ব্বোক্ত যোগীর মধ্যে যিনি সর্ব্ব জীবে কৃপালু, তিনিই সর্ব্বোত্তম (শ্রী)। যঃ সুখং বা দুঃখং বা—সুখ এবং দুঃখ। এখানে "বা" শব্দ "এবং" অর্থে (শং)। আত্ম-

---

সর্ব্বভূতে আছি আমি, জানি মনে মনে,
আমাকে অভেদ ভাবি আপনার সনে
যে ভজে, থাকুন তিনি যেমন তেমন,
আমার পরম ধামে রহেন সে জন। ৩১।

<u>শ্রেষ্ঠ যোগী</u> অপরের সুখ দুঃখ আপন সমান
সর্ব্বত্র যে দেখে, তারে করি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। ৩২।

অর্জ্জুন উবাচ।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

ঔপম্যেন—আপনার সুখ দুঃখের মত। সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি। স যোগী পরমঃ মতঃ—সর্ব্বোত্তম অভিপ্রেত।৩২।

অনন্তর অর্জ্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন! সাম্যেন—মনের সমতায়। সাম্য—রাগদ্বেষাদিশূন্য সর্ব্বত্র সমদর্শন (মধু); কিম্বা লয়-বিক্ষেপশূন্য আত্মাকারে অবস্থিতি (শ্রী); কিম্বা জীবেশ্বরে সমজ্ঞান (রাম)। সকল অর্থই গ্রহণ করা যায়। যঃ অয়ং যোগঃ ত্বয়া প্রোক্তঃ। চঞ্চলত্বাৎ—মনের চঞ্চলতা হেতু। এতস্য স্থিরাং স্থিতিং—দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব। অহং ন পশ্যামি। ৩৩।

কারণ, হে কৃষ্ণ! মনঃ হি চঞ্চলং—মন স্বভাবতই চঞ্চল। এবং প্রমাথী—দেহ, ইন্দ্রিয়াদিকে মথিত করে,

---

অর্জ্জুন কহিলেন।

কৃষ্ণ হে! যে যোগতত্ত্ব কহিলা আমায়
জীবেশ্বরে পরস্পরে সমজ্ঞান যায়,
বিকার-বিক্ষেপহীন চিত্ত অচঞ্চল,
রাগ নাই, দ্বেষ নাই, সমান সকল;
যেরূপ চঞ্চল কিন্তু মন, হে কংসারি!
সে ভাবে স্থায়িত্ব তার বুঝিতে না পারি। ৩৩।

শ্রীভগবানুবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥

বিক্ষিপ্ত করে, পরবশ করে (শং)। অপরঞ্চ সে বলবৎ, সুতরাং জয় করা দুষ্কর। অপি চ দৃঢ়ং—জন্মজন্মান্তরের বিষয়-বাসনা-বিজড়িত থাকায় দুশ্ছেদ্য (শ্রী)। তস্য নিগ্রহং, বায়োঃ নিগ্রহম্ ইব, অহং সুদুষ্করং মন্যে। ৩৪।

মনোনিগ্রহের উপায় বলিতেছেন। অসংশয়ং মহাবাহো! ইত্যাদি স্পষ্ট।

মনোনিগ্রহের বহু উপায় থাকিলেও ভগবান্ অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই দুইটী মাত্রের উল্লেখ করিলেন। অভিপ্রায় এই যে এই দুইটী শ্রেষ্ঠ উপায়। কোন বিষয়ে পুনঃ পুনঃ চেষ্টার নাম অভ্যাস; আর ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়,—পানীয়, ভোজ্য, সুখস্পর্শ বস্তু ইত্যাদিতে রাগ অর্থাৎ তৃষ্ণা বা আসক্তির (১৪।৭) ত্যাগের নাম বৈরাগ্য।

অনেকে মনে করেন, ধর্ম্মমার্গে যে বৈরাগ্যের কথা আছে, তাহার মর্ম্ম, সংসারসুখ ত্যাগ করিয়া বনেচর

স্বভাবতঃ মন কৃষ্ণ! সতত চঞ্চল,
মনের বিমথিত করে দেহ ইন্দ্রিয় সকল,
স্বভাব একে ত' সে বলবান্, দৃঢ় পুনরায়
লিপ্ত থাকি জন্ম-জন্ম-বিষয়-তৃষ্ণায়।
তাহার নিগ্রহ মানি দুষ্কর তেমন
দুষ্কর রোধিতে যথা চঞ্চল পবন। ৩৪।

হওয়া। ফলতঃ সংসার-ত্যাগের সহিত বৈরাগ্যের সম্বন্ধ বড় অল্প। যে আসক্তি ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তাহার কাছে বন বা নগরী দুইই সমান। সেই বিরাগী। পরন্তু যাহার আসক্তি যায় নাই, সে গিরিগুহাবাসী হইলেও সংসারী। আসক্তি ত্যাগই বৈরাগ্য, ভোগ্যত্যাগ মাত্র নহে। ৪।২২ দেখ।

হঠকারিতার দ্বারা চিত্ত সংযত হয় না। সুন্দরী-দর্শনে চিত্ত চঞ্চল হইতে পারে বলিয়া, তাহা দেখিব না;—এ ভাবে চিত্ত সংযমের চেষ্টা বৃথা। পরন্তু তাহার অসারতা পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক, চিত্তসংযমের অভ্যাসই শ্রেয়ঃ। কি ভাবে সে অভ্যাস করিতে হয় ২৬ শ্লোকে তাহা বলিযা-ছেন। যখনই মন অনুচিত বিষয়ে ধাবিত হয়, তখনই তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া যথোপযুক্ত বিষয়ে নিযুক্ত

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

সত্য বটে যা' কহিলে,—চঞ্চল সে মন,
সত্য বটে সুদুষ্কর তাহার দমন।
মনোনিগ্রহের কিন্তু ওহে মহাবাহু! শুন তথ্য সার,
উপায় অভ্যাসে বৈরাগ্যে হয় দমন তাহার।
অভ্যাস ও রূপ, রস, আদি যত ভোগের পদার্থ
বৈরাগ্য সমস্ত দু'দিন পরে হয় অপদার্থ,
এইরূপে অসারতা চিন্তি সে সবার,
সে সকলে অনুরাগ কর পরিহার।

করিতে হয়। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করাই অভ্যাস। অভ্যাসকে দৃঢ় করিবার জন্য বৈরাগ্যের আবশ্যক। বিষয়ের সহিত মনের ভালবাসা; সুতরাং মন বিষয়ের নিকটেই থাকে। কিন্তু তাহার সহিত বিবাদ (বিতৃষ্ণা) হইলে আর মন সেখানে যাইবে না; সে আপন ঘরে, লক্ষ্য স্থানে থাকিবে। হঠযোগমতে, কুম্ভকদ্বারা প্রাণবায়ুকে রুদ্ধ করিলে, দুর্বৃত্ত দস্যুস্বরূপ মন অবরুদ্ধ হয়; কিন্তু দস্যু অবরোধমুক্ত হইলে আবার দস্যুবৃত্তি করে,—বিষয়ে ধাবিত হয়। গীতার উপদেশ মনকে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা সাধু করা।

চিত্তসংযম-অভ্যাস প্রণালীর মধ্যে কয়েকটী উৎকৃষ্ট প্রণালীর বিষয় বলা হইতেছে ;—

(১) গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র জপ। যে সময়ে মন অপেক্ষাকৃত স্থির থাকে, তখন একাগ্রচিত্তে গুরুমন্ত্র জপ করিতে হয়। প্রথম অবস্থায় মালায় বা করে সংখ্যা রাখিয়া ১০৮ বার জপ করা বিধি। মনকে একাগ্র করিতে হয়; যেন জপের সময় মনে অন্য বিষয় উদিত না হয়। যদি ১০৮ সংখ্যা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে মনে অন্য বিষয় উদিত হয়, তবে পূর্ব্ব সংখ্যা ত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় এক হইতে আরম্ভ

যদিও সে সবে মন ধায় বারে বারে
পুনঃপুনঃ ফিরাইয়া আনিবে তাহারে।
অভ্যাসে বৈরাগ্যে হেন সুদৃঢ় যতনে
পারিবে ক্রমশঃ তুমি শাসিবারে মনে। ৩৫।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥৩৬॥

করিবে। এই ভাবে অভ্যাস করিতে হয় ও ক্রমশঃ জপ-সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে হয়। ইহাও কঠিন; কিছুদিন অভ্যাস না করিলে হয় না। তবে কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন হইলেও ইহার ফল অতি মহৎ, ইহা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে।

(২) মনকে সর্ব্বদা ধর্ম্ম ও নীতিসঙ্গত, লোকহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিতে হয়।

(৩) মনকে কোন নির্দ্দিষ্ট দেবমূর্ত্তিতে বা মন্ত্রে ব্যাপৃত রাখিতে হয়।

(৪) নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত কার্য্য করিতে হয়। নিশ্বাস ফেলিবার সময় 'ওঁ' ও প্রশ্বাস লইবার সময় অং এই দুই মন্ত্রে মনকে নিযুক্ত রাখিলে সে আপনা হইতে সংযত হয়। বাক্যের মধ্যে ওম্ ও অক্ষরের অকার ভগবানের বিভূতি (১০।২৫, ৩৩ দেখ)। ৩৫।

সার কথা এই যে অসংযতাত্মনা—অভ্যাস ও বৈরাগ্যে যাহার মন বা চিত্ত বশীভূত নহে, তাহার পক্ষে যোগঃ দুষ্প্রাপঃ ইতি মে মতিঃ। বশ্যাত্মনা তু যততা—যত্নশীল

অভ্যাসে বৈরাগ্যে চিত্ত বশ নহে যার,
অসংযত আমার বিশ্বাস যোগ দুষ্প্রাপ্য তাহার।
চিত্তে যোগ কিন্তু চিত্ত বশে যার, দৃঢ় যত্ন আর,
হয় না অভ্যাসাদি দ্বারা যোগ হ'তে পারে তার। ৩৬।

অর্জ্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭॥
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥৩৮॥

ও সংযতচিত্ত ব্যক্তির দ্বারা। উপায়তঃ—পূর্ব্বোক্ত অভ্যাসাদি মনোনিরোধের উপায়ে (গিরি)। যোগঃ অবাপ্তুং শক্যঃ—যোগ লাভ হইতে পারে। আলস্য করিলে যোগ হয় না, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন আবশ্যক। ৩৬।

হে কৃষ্ণ! যে প্রথমে শ্রদ্ধয়া উপেতঃ—শ্রদ্ধার সহিত প্রবৃত্ত। পরে, অযতি—শিথিল-প্রযত্ন হওয়ায়। অল্পার্থে নঞ্। যতি—যত্নশীল। যোগাৎ—যোগ হইতে। চলিত-মানসঃ হয়। সে, যোগসংসিদ্ধিম্ অপ্রাপ্য—যোগে সিদ্ধিলাভ করিতে না পারায়। কাং গতিং গচ্ছতি—কি গতি প্রাপ্ত হয়। ৩৭।

হে মহাবাহো! কর্ম্ম এবং জ্ঞান উভয় হইতে বিভ্রষ্টঃ—স্খলিত হইয়া। এবং অপ্রতিষ্ঠঃ—নিরাশ্রয়। অতএব

অর্জ্জুন কহিলেন।

প্রথমে আরম্ভ করি শ্রদ্ধার সহিত
<u>যোগভ্রষ্টের</u> অনন্তর যত্নাভাবে হ'য়ে বিচলিত
<u>কি হয়?</u> বিষয়-প্রবণ চিত্ত যোগ হ'তে যার
ভ্রষ্ট হয়, বল কৃষ্ণ, কি হয় তাহার?

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

ব্রহ্মণঃ পথি—ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে। বিমূঢ়ঃ হইয়া। কচ্চিৎ ছিন্নাভ্রম্ ইব নশ্যতি—সে কি ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হয়? ৩৮।

হে কৃষ্ণ! এতৎ মে সংশয়ম্ অশেষতঃ ছেত্তুম্ অর্হসি—এই সংশয় দূর করিতে যোগ্য। হি—যেহেতু। ত্বদন্যঃ—তুমি ভিন্ন—অন্য ব্যক্তি। অস্য সংশয়স্য ছেত্তা ন উপপদ্যতে—এ সংশয় নাশের যোগ্য নহে। ৩৯।

না লভিয়া যোগে সিদ্ধি, হায় রে, তখন
কি দশা তাহার হয়, বল, জনার্দ্দন! ৩৭।
কর্ম্মমার্গে আরাধনা না হয় তাহার,
জ্ঞানমার্গে সিদ্ধিলাভ নাই আরবার;
এইভাবে, মহাবাহু! উভয় হারায়,
না পায় বিমূঢ় ব্রহ্মলাভের উপায়।
নিরাশ্রয়, জ্ঞান কর্ম্ম দুই পথ ভ্রষ্ট,
ছিন্ন মেঘ মত হায়! হয় সে কি নষ্ট? ৩৮।
এই যে সংশয় মম, কেশি-নিসূদন!
তুমি পার সমুদয় করিতে ছেদন।
তুমি ভিন্ন আর কেবা আছে হে, সংসারে
এ ঘোর সংশয়, মম নাশিতে যে পারে। ৩৯।

শ্রীভগবানুবাচ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥৪০॥
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৪১॥

ভগবান্ কহিলেন। হে পার্থ! তস্য ন এব ইহ, ন অমুত্র বিনাশঃ বিদ্যতে—তাহার ইহ পরকালে নাশ নাই; ইহলোকে পাতিত্য ও পরলোকে নরক (শ্রী) বা হীন জন্ম প্রাপ্তি হয় না (শং)। অমুত্র—পরলোকে। ন হি ইত্যাদি স্পষ্ট। তাত—অর্জ্জুন এখন শিষ্য, পুত্রস্থানীয়; তজ্জন্য তাত (বৎস) সম্বোধন (গিরি)। ৪০।

সেই যোগভ্রষ্টঃ পুণ্যকৃতাং—পুণ্যকর্ম্মকারিগণের। লোকান্ প্রাপ্য। তত্র শাশ্বতীঃ সমাঃ উষিত্বা—বহু বর্ষ বাস করিয়া। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে অভিজায়তে—সদাচারী ধনীর গৃহে জন্মলাভ করেন। (সাধু ব্যক্তি উত্তম জীবকে পুত্ররূপে লাভ করেন)। ৪১।

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

বৃথা এ সংশয় বৎস! কর বিসর্জ্জন,
যোগভ্রষ্টের　শুভ কর্ম্মে মন্দ গতি না হয় কখন।
অসদ্‌গতি　ইহলোকে কখন সে পতিত না হয়।
হয় না　কিম্বা নাই পরলোকে নরকের ভয়। ৪০।
যে সমস্ত লোকে যায় পুণ্যকর্ম্মাগণ,
সে সমস্ত পুণ্য লোকে করিয়া গমন,

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥৪২॥
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥৪৩॥

অল্প অভ্যাসের পর ভ্রষ্ট হইলে তাহাদের পূর্ব্বোক্ত গতি হয়। আর দীর্ঘকাল অভ্যাসে যাহাদের ভোগবাসনা ক্ষয় হইয়াছে তাহাদের গতি বলিতেছেন (শ্রী) অথবা ধীমতাং যোগিনাম্ এব কুলে ভবতি—জন্মলাভ করে। ঈদৃশ যৎ জন্ম, তৎ হি লোকে দুর্লভতরম্। ৪২।

ততঃ—ধনী বা যোগীর কুলে জন্মলাভ করিয়া (শ্রী)। তৎ পৌর্ব্বদেহিকং বুদ্ধিসংযোগং—সেই পূর্ব্বদেহে লব্ধ বুদ্ধি। লভতে। ১৫।৮ দেখ। ততঃ চ—এবং পরে। পূর্ব্ব সংস্কারবশে সংসিদ্ধৌ ভূয়ঃ যততে—সিদ্ধি লাভার্থ অধিক যত্ন করে।

যোগভ্রষ্ট বহু বর্ষ থাকিয়া সেথায়,
ভোগশেষে নরলোকে আসি পুনরায়
যোগভ্রষ্ট ধনবান্ মাঝে যার চরিত্র পবিত্র
ধার্ম্মিকের জন্ম লাভ করে তাঁর গৃহে সুপবিত্র। ৪১।
কুলে জন্ম অথবা যে জ্ঞানবান্ যোগী ধনঞ্জয়!
লাভ করে তাঁহার পবিত্র-কুলে তাঁর জন্ম হয়।
যোগীর পবিত্র-কুলে ঈদৃশ জনম
এ সংসারে সুদুর্লভ ভরত-সত্তম! ৪২।

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥৪৪॥

যত্ন ও অভ্যাসের ফল এ জন্মে না ফলিলেও নিরাশ হইবার কারণ নাই। পর পর জন্মে ফলিবে। এই জন্মেই সমস্ত ফুরাইয়া যায় না। ৪৩।

সঃ তেন এব পূর্ব্বাভ্যাসেন অবশঃ অপি—পরজন্মে সেই পূর্ব্বাভ্যাস-বশতঃ অবশ ভাবেও; কোন কারণে ইচ্ছা না থাকিলেও অভ্যাসবশে পরিচালিত হইয়াই (শ্রী)। হ্রিয়তে—বিষয় ভোগ ত্যাগ করিয়া

এরূপে সে যোগভ্রষ্ট, মহাত্মা সুজন
যোগভ্রষ্ট　সেই সেই কুলে করি জনম গ্রহণ,
পূর্ব্বজন্মের　পূর্ব্বদেহে ছিল তার সাধনী যেমতি
বুদ্ধি লাভ　জ্ঞান বুদ্ধি পরদেহে লভে হে, তেমতি।
করে।　সেই সংস্কারবশে পুন সেই জন
সিদ্ধি লাভে তরে করে অধিক যতন।
সদসৎ কর্ম্ম যাহা কর, ধনঞ্জয়!
ইহলোকে যদি তাহা সিদ্ধ নাহি হয়,
ভাবিও না দেহ নাশে নষ্ট সে সকল;
বিফল না হয় যত্ন অভ্যাসের ফল।
অন্তিমে জীবাত্মা যবে দেহ ছাড়ি যায়
সংস্কার রূপে তাহা সঙ্গে ল'য়ে যায়।
সংস্কার-অনুরূপ লভি কলেবর
অনুরূপ কর্ম্মে পুনঃ হয় অগ্রসর। ৪৩।

প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥৪৫॥

ব্রহ্মনিষ্ঠায় আকৃষ্ট হয় (শ্রী)। এবং যোগস্য জিজ্ঞাসুঃ অপি—যোগতত্ত্বের জিজ্ঞাসুমাত্র হইয়াই; অর্থাৎ সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বেই, যোগমার্গে প্রবেশ মাত্রে। শব্দব্রহ্ম অতিবর্ত্ততে—বেদকে অতিক্রম করে; বেদোক্ত কাম্য-কর্ম্ম অপেক্ষা অধিক ফল লাভ করে। ৪৪।

প্রযত্নাৎ যতমানঃ—পূর্ব্ব যত্ন হইতে ক্রমশঃ অধিক যত্নবান্। সংশুদ্ধ-কিল্বিষঃ—নিষ্পাপ। যোগী তু অনেক-জন্মসংসিদ্ধঃ—অনেক জন্মে ক্রমশঃ জ্ঞান লাভ দ্বারা সিদ্ধ হয়। ততঃ—অনন্তর। পরাং গতিং যাতি।

মূলে যে "তু" শব্দ আছে, তাহার ব্যাখ্যায় শ্রীধর বলেন, মন্দ প্রযত্নেও যোগী যখন পরমাগতি লাভ করে, তখন যাঁহারা বিশেষ যত্নবান্ তাঁহাদের কথা আর কি? ৪৫।

অতি বলবান্ সেই অভ্যাস নিচয়
অবশ ভাবেও তার চিত্ত হরি লয়।
বিষয়-সম্ভোগ-সুখ করি বিসর্জ্জন
যোগমার্গে স্বভাবতঃ ধায় তাঁর মন।
সবে মাত্র প্রবেশিয়া যোগের পন্থায়
সকাম যজ্ঞাদি চেয়ে শ্রেষ্ঠ ফল পায়। ৪৪।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥৪৬॥

কর্ম্মযোগ-সাধনার দ্বারাই ধ্যানযোগে অধিকার জন্মে। ৬—৯ শ্লোক দেখ; অতএব কর্ম্মযোগই মুখ্য; তজ্জন্য কর্ম্মযোগী প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন।

যোগীঃ তপস্বিভ্যঃ অধিকঃ—তপস্বী হইতে শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানিভ্যঃ অপি অধিকঃ ইত্যাদি। তপস্বী—তপঃপরায়ণ, ১৭।১৪—১৬ দেখ। জ্ঞানী—এখানে শাস্ত্রজ্ঞানী (শং)। কর্ম্মী—কাম্য কর্ম্মী। তপস্বী, জ্ঞানী ও কাম্যকর্ম্মী হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ। অতএব, হে অর্জ্জুন! যোগী ভব—যোগী হও; অর্থাৎ ঈশ্বরে চিত্তসমর্পণ পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম পালন কর।

ধ্যান যোগের সবিশেষ বর্ণনান্তর ভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও। এই বাক্যে মনে হইতে

অধিক যতন করি ক্রমশঃ ক্রমশঃ
বিধৌত কলুষরাশি ক্রমশঃ ক্রমশঃ,
জন্মে জন্মে ক্রমে জ্ঞান করিয়া সঞ্চয়
লভয়ে পরমাগতি যোগী, ধনঞ্জয়! ৪৫।

বিবিধ তপস্যা নিত্য করে যে সাধন,
শাস্ত্রজ্ঞানে সুপণ্ডিত অথবা যে জন,
কর্ম্মযোগের　কিম্বা যে যজ্ঞাদি কর্ম্মে সতত তৎপর,
প্রাধান্য।　অর্জ্জুন এ সব হ'তে যোগী শ্রেষ্ঠতর।
অতএব যোগী হও;—অর্পিয়া-হৃদয়
ভগবানে, কর নিত্য কর্ম্ম সমুদয়। ৪৬॥

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭॥
ইতি ধ্যান-যোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

পারে, ভগবান্ অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব ত্যাগ করিয়া, আত্ম-সমাধিতে মনোযোগ করিবার উপদেশ দিলেন; কিন্তু তাহা নহে। ২।১৮; ৩।১৯; ৪।১৫; ৪।৪২ দেখ। আমরা যোগী বলিলে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বুঝিয়া থাকি; সে ধারণা ভ্রমাত্মক। ফলতঃ ভগবানের সহিত মিলিত হইবার, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যুক্ত হইবার নিমিত্ত কর্ম্ম, ধ্যান, ভক্তি, বিভূতিদর্শন প্রভৃতি যে সকল উপায় আছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই নাম যোগ। "যোগঃ পরমেশ্বরৈকপরতা।" (শ্রী ২।৪৮)। যদ্দ্বারা চিত্ত ঈশ্বরে সমর্পিত হয়, তাহারই নাম যোগ এবং যাঁহার চিত্ত ঈশ্বরে তিনিই যোগী। প্রকৃত ভক্তই যোগী। ৪৭ শ্লোকে ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন। ৪৬।

সর্ব্বেষাম্ অপি যোগিনাম্ মধ্যে শ্রদ্ধাবান্ যঃ মদ্গতেন অন্তরাত্মনা—আমাতে মন সমর্পণ পূর্ব্বক (শ্রী)। মাং ভজতে, স মে যুক্ততমঃ মতঃ।

সকল যোগীর মাঝে আবার যে জন
<u>ভক্তই</u> আমাতে সতত মন করি সমর্পণ,
<u>শ্রেষ্ঠ যোগী</u> আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ ভজয়ে আমারে,
যোগিগণ মাঝে জানি শ্রেষ্ঠতম তারে। ৪৭।

ইহাই ভক্তি। ৭ম হইতে ১২শ অধ্যায়ে ভক্তির কথা সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। ৪৭।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আত্মসংযম ও অষ্টাঙ্গযোগসাধনতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে মানুষ সময়ে সর্ব্বসঙ্কল্পত্যাগী যোগী হইতে পারে। কিন্তু তা'বলিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভের পূর্ব্বে কঠোর তপশ্চরণ অনুচিত; তাহাতে শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকল অবসন্ন হয়। তাহা না করিয়া স্বভাবের বশে কর্ম্ম করিয়া ক্রমশঃ আত্মার উন্নতি করিতে হয়। যে দৃঢ় প্রযত্নে নিজ মন বুদ্ধি প্রভৃতিকে সুসংযত রাখিতে পারে, সে আপনিই আপনার বন্ধু।

যে জিতেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বহু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, মৃত্তিকা ও স্বর্ণ, শত্রু ও মিত্র প্রভৃতি যাহার কাছে সমান, সেই ব্যক্তিই যোগে সিদ্ধ হইতে পারে। ঈদৃশ পুরুষ নির্জ্জন স্থানে, উপযুক্ত আসনে উপবেশন করতঃ ঈশ্বরের ধ্যানে শান্তি লাভ করে। এই শান্তি ঈশ্বরে চিত্তসমর্পণের ফল; ইহা হইতেই মোক্ষ হয়। অতি ভোজন বা উপবাস, অতিনিদ্রা বা নিদ্রাত্যাগ, আহার বিহারাদির অত্যধিক সংযম বা অসংযম প্রভৃতিতে আত্মাকে ক্লেশ দিলে যোগ হয় না। যোগীর অন্তরে যে

সুখ অনুভূত হয়, সংসারের কোন ভোগ্য বস্তু হইতে তাহা মিলে না; তাহাতে দুঃখের সংস্পর্শ মাত্র থাকে না। যোগী সর্ব্বত্র ঈশ্বরসত্বা প্রত্যক্ষ করেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, মন যেরূপ চঞ্চল, তাহাতে তাহাকে সংযত করিয়া যোগে স্থির রাখা দুঃসাধ্য। ভগবান্ কহিলেন, বিষয়াসক্তিত্যাগ ও পুনঃপুন চেষ্টাদ্বারা মন বশীভূত হয়। অর্জ্জুন পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, যে কিয়ৎ-কাল যোগাভ্যাস করিয়া পরে বিরত হয়, তাহার পরিণাম কি? ভগবান্ কহিলেন, যত্ন ও অভ্যাসের ফল বিনষ্ট হয় না। ইহজন্মে সিদ্ধ না হইলেও পরজন্মে সে ব্যক্তি পূর্ব্ব সংস্কারবশে পুনরায় যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইবে এবং এইরূপে কোন না কোন জন্মে সিদ্ধ হইবে। সৎকর্ম্মকারীর কখন অসৎগতি হয় না।

চান্দ্রায়নাদি তপোনিষ্ঠ ব্যক্তি, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং ইষ্টা-পূর্ত্তাদি কর্ম্মানুষ্ঠানকারী অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ; আর যে বহুকাল নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিয়া পরে ঈশ্বরচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করে সে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

আনন্দস্বরূপ যিনি, ভক্তের অমূল্যমণি,
সর্ব্বৈশ্বর্য্য করতলে যাঁর,
কহিলেন যোগ তত্ত্ব, ভক্তি যার সার তত্ত্ব,
চরণ বন্দনা করি তাঁর।—শ্রীধর।

ধ্যান যোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

জ্ঞানবিজ্ঞান-যোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১॥

ভজনীয় ভগবান্ নিখিল ঐশ্বর্য্যবান্;—
সপ্তমে বর্ণিয়া সেই ঐশ্বর্য্য আপন।
চারিজনা ভক্ত তাঁর, যে চারি অভক্ত আর
কহিলেন অতঃপর তার বিবরণ।—বলদেব।

৬ষ্ঠ অধ্যায় ৪৭ শ্লোকে বলিয়াছেন, ভগবানে যাঁহার দেহ, মন সমর্পিত তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু সেই ভগবান্

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

উপাসক জীব, তার স্বরূপ লক্ষণ,
কর্ম্ম, জ্ঞান, ধ্যান-যোগ,—মোক্ষের সাধন
বলিয়াছি, অতঃপর বলিব তোমায়
যাহাতে জানিবে তুমি উপাস্য আমায়।
জ্ঞান-ধ্যান-অনুষ্ঠানে যদি ত্রুটি হয়
জানে কি না জানে মোরে, তাহাতে সংশয়।

কিরূপ, তাহা না জানিলে, তাঁহাতে দেহমন-সমর্পণ সম্ভবে না। অতঃপর ৭ম হইতে ১৫শ অধ্যায়ে সেই ভগবানের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন।

হে পার্থ! তুমি 'ময়ি আসক্তমনাঃ—আমার প্রতি নিবিষ্টচিত্ত। ও মদাশ্রয়ঃ—আমার শরণাপন্ন হইয়া। যোগং যুঞ্জন্—আমার প্রতি চিত্তস্থাপনরূপ যোগ অর্থাৎ ভক্তি, অভ্যাস করিয়া। সমগ্রং মাং—বিভূতি-বল-শক্তি-ঐশ্বর্য্যাদি সমস্ত গুণসম্পন্ন আমাকে (শং)। অসংশয়ং যথা জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু।

অসংশয়ং—ভগবত্তত্ত্ব-পিপাসু সাধুগণ ভগবানের এই "অসংশয়ং" কথাটীতে মনযোগ করিবেন। ধ্যান-যোগাদি যে সকল সাধন-প্রণালী বলিয়াছেন, সে সকল বহুক্লেশ-সাধ্য; তদ্দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়ার পক্ষে বহু বিঘ্ন ও সংশয় আছে। কিন্তু অতঃপর যাহা বলিতেছেন, তদ্দ্বারা সে বিষয়ে আর সংশয় থাকে না। ১।

যেহেতু সে জ্ঞান আমি কহিব তোমারে
যাহাতে নিশ্চয় তুমি জানিবে আমারে।
যে জ্ঞানে আমাতে রাখি অনুরক্ত মন,
আমাতেই মাত্র করি আশ্রয় গ্রহণ,
আমাতে একান্তভক্তি করিয়া অভ্যাস,
আমাতে অচলা মতি রাখি মহেষ্বাস,
ঐশ্বর্য্য-বিভূতিযুত আমি হে, যেমন,
সমস্ত জানিবে, তাহা করহ শ্রবণ'। ১।

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥

অহং তে সবিজ্ঞানম্ ইদং জ্ঞানম্ অশেষতঃ বক্ষ্যামি। জ্ঞান, বিজ্ঞান—৩।৪১ দেখ। যৎ জ্ঞাত্বা। শ্রেয়োমার্গে প্রবৃত্ত ব্যক্তির, অন্যৎ জ্ঞাতব্যম্ ইহ ন অবশিষ্যতে—এ সংসারে আর অন্য জানিবার বিষয় অবশিষ্ট থাকে না।২।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে—এই জ্ঞানে সিদ্ধি লাভার্থ অর্থাৎ সিদ্ধিলাভ পর্য্যন্ত (রামা)। যততি। যততাং সিদ্ধানাম্ অপি—এবং যত্নশীল জ্ঞানিগণের মধ্যেও। কশ্চিৎ মাং তত্ত্বতঃ বেত্তি। তত্ত্বতঃ—যথাবৎ, ঈশ্বরের যাহা প্রকৃত স্বরূপ, ঠিক সেইভাবে। ৭অঃ ৪—১২ ; ৮অঃ ৩—৪ ও ৮—২১ ; ৯অঃ ৪—১০ ও ১৬—১৯ ; ১০অঃ ২—৬ ও

কহিব সে জ্ঞান যাহে আমায় জানিবে,
জানিয়া আমায় পুনঃ হৃদয়ে পাইবে।
যা' জানিলে আর কিছু এমন না রয়
এ সংসারে পুনরায় জানিতে যা' হয়। ২।
সহস্র সহস্র মধ্যে কভু কোন জন
এই জ্ঞানে সিদ্ধিলাভে করেন যতন।
যত্নশীল জ্ঞানী মধ্যে কেহ বা সংসারে
যথাযথ অবগত হয় হে, আমারে। ৩।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

১৯—৪২ ; ১৩ অঃ ১৩—১৮ ; ১৫ অঃ ১—২ ও ১২—১৮ শ্লোকে ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ৩।

এইরূপে অর্জ্জুনকে অভিমুখী করিয়া অতঃপর ঈশ্বরতত্ত্ব বলিতেছেন।

ইয়ং মে প্রকৃতিঃ—এই দৃশ্যমানা (গিরি) আমার প্রকৃতি, পারমেশ্বরী মায়া, জড়াত্মিকা শক্তি। ভূমিঃ, আপঃ (জল), অনলঃ, বায়ুঃ, খম্ (আকাশ) মনঃ, বুদ্ধিঃ, অহঙ্কারঃ এব চ, ইতি অষ্টধা ভিন্না—এই আট প্রকারে বিভক্তা।৪।

ইয়ং তু অপরা—কিন্তু ইহা নিকৃষ্টা, কারণ ইহা জড়াত্মিকা (শ্রী), সংসারস্বরূপা (শং)। ইতঃ পরাম্ অন্যাং জীবভূতাম্—ইহা হইতে উৎকৃষ্টা ও ভিন্নভাবাপন্না এবং চেতনাত্মিকা, জীবস্বরূপা। মে প্রকৃতিং বিদ্ধি—আমার আর এক প্রকৃতি আছে জানিও। যয়া ইদং জগৎ

ঈশ্বরতত্ত্ব — পরম ঈশ্বরতত্ত্ব কহি অতঃপর
সযতনে অবধান কর, নরবর।
অপরাপ্রকৃতি — ভূমি, জল, বায়ু আর অনল, আকাশ
পঞ্চভূত, মন, — মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার,—আমারি বিলাস।
বুদ্ধি, অহঙ্কার — এই অষ্ট ভাব ধরি প্রকাশিত হয়
ঈশ্বর — আমার ঈশ্বরী মায়া শুন, ধনঞ্জয়। ৪।

ধার্য্যতে—যাহা এই জাগতিক সর্ব্ব বস্তুর অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এই জগৎ ধারণ করিতেছে (শং)।

জড় বা চেতন যাহা কিছু বস্তু জগতে আছে, সে সমস্তই ভগবানের প্রকৃতি, বিভাব, বিলাস বা স্ফুরণ; ১৩।৩ টীকা দেখ। ঈশ্বরেরই শক্তি সেই সেই ভাবে স্ফুরিত, প্রকটিত ১৩।১৭ দেখ। "নিত্য সেই ভগবান্; নিত্য থেকেই লীলার আরম্ভ, স্থূল সূক্ষ্ম, কারণের উৎপত্তি, মহাসাগরের ঢেউ"।—(কথামৃত)।

ভগবদ্‌কথিত এই অষ্ট তত্ত্বের সহিত সাংখ্যদর্শনোক্ত পঞ্চবিংশ তত্ত্বের সামঞ্জস্য করিবার জন্য টীকাকারগণ দীর্ঘ দার্শনিক বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু ঈদৃশ বিচার আবশ্যক মনে হয় না। আমাদের বৈষয়িক জ্ঞানে তর্কের বিচারে, এ তত্ত্বের ভিতর প্রবেশ করা যাইবে না। গীতা ভগবদুক্তি. এ বিশ্বাস যদি থাকে, তবে ক্রমশঃ ইহা আপনি পরিস্ফুট হইবে। এখানে এই পর্য্যন্ত বলা আবশ্যক, যে ভূমি জল প্রভৃতি শব্দে, এক খণ্ড মৃত্তিকা বা এক ঘটী জল না বুঝিয়া, যে যে মৌলিক উৎপাদন হইতে

জানিবে অধম কিন্তু এ ভাব আমার,
এ জড়জগৎরূপে বিকাশ যাহার।
পরাপ্রকৃতি　এ হ'তে উত্তম পুনঃ আছে অন্য ভাব,
জীবাত্মা　জীবরূপা যাহা, যাহা চেতন-স্বভাব;
ঈশ্বর　অন্তরে অন্তরে যাহা সর্ব্বত্র পশিয়া
এই যে জগৎ পার্থ, রয়েছে ধরিয়া। ৫।

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

মৃত্তিকা জল প্রভৃতির উৎপত্তি, সেই সেই উপাদান বস্তু পারমেশ্বরী শক্তির বিকাশ, বুঝিতে হইবে। ৮—১২শ্লোকে তাহা পরিষ্কার ভাবে বলিয়াছেন। ৫।

সর্ব্বাণি ভূতানি এতদ্‌যোনীনি ইতি উপধারয়—এই দ্বিবিধা প্রকৃতি সর্ব্বভূতের যোনি, উৎপত্তি-কারণ জানিও। ১৩।২৭ দেখ। এই দুই প্রকৃতি আমা হইতেই উৎপন্না; সুতরাং অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ—সমস্ত জগতের পরম কারণ। তথা প্রলয়ঃ—সংহর্ত্তা (শ্রী)। যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহা প্রভব; আর যাহাতে লীন হয়, তাহা প্রলয়। ৯।৭ দেখ।৬।

অতএব,মত্তঃ পরতরম্ অন্যৎ—আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জগৎ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণ স্বরূপ অন্য (শ্রী)। কিঞ্চিৎ ন অস্তি। ইদং সর্ব্বম্—এই দৃশ্যমান সর্ব্ব বস্তু। ময়ি প্রোতম্—আমাতে অনুস্যূত, অনুবিদ্ধ, গ্রথিত।

আমারি এ দুই ভাব,—জড় ও চেতন;
ঈশ্বরই সৃষ্টি- এই দুই হ'তে সর্ব্ব ভূতের সৃজন।
লয়-কারণ আমা হ'তে প্রকাশিত সমগ্র সংসার,
আমাতে বিলীন হয় কালেতে আবার। ৬।

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥

সূত্রে মণিগণাঃ ইব—যেমন সূত্রে মণিগণ গাঁথা থাকে। ভগবান্ সূত্রাত্মারূপে সর্ব্বত্র অনুস্যূত। ৭।

কি ভাবে ভগবান্ সর্ব্বত্র অনুস্যূত ৮—১২ শ্লোকে তাহা বিশেষরূপে বলিতেছেন। হে কৌন্তেয়! অপ্সু অহং রসঃ—সকল বস্তুতেই মধুর অম্লাদি কোন না কোন রস আছে। ঐ রস ঐ বস্তুর অন্তর্গত জলীয় অংশের গুণ। রসই জলের সার ও মৌলিক উপাদান; ১৪।৩ টীকা দেখ। ভগবান্ বলিতেছেন জলে আমি রস; অর্থাৎ যে বস্তুর সত্ত্বায় পদার্থ সকলে মধুরাদি ষড়্‌রসের বিদ্যমানতা, সেই বস্তুর আকারে ঈশ্বর তাহার মধ্যে বিরাজিত। যথা—চিনির যে মিষ্টতা, নিম্বের যে তিক্ততা ইত্যাদি তাহা ঐশ্বরিক সত্ত্বা।

এইরূপে তিনি শশিসূর্য্যয়োঃ প্রভা—শশিসূর্য্যে প্রভা-রূপে। সর্ব্ববেদেষু প্রণবঃ—ওঙ্কার মন্ত্র রূপে। খে শব্দঃ—আকাশে শব্দ রূপে। নৃষু পৌরুষং—পুরুষের অন্তরে পৌরুষ রূপে বিরাজিত। তিনি সর্ব্বত্র; "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতম্।"

আমি কি, এটা খোঁজ দেখি। আমি কি হাড়, না মাংস, না রক্ত, না নাড়ীভূড়ী? "আমি" খুঁজতে খুঁজতে

আমা হ'তে ধনঞ্জয়! আর শ্রেষ্ঠতর
ঈশ্বরে জগৎ　এ সংসার মাঝে নাই কিছুই অপর।
গ্রথিত　আমাতে গ্রথিত এই সমগ্র সংসার,
সূত্রে যথা গাঁথা রয় মণিময় হার। ৭।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥

"তুমি" এসে পড়ে। ভিতরে সেই ঈশ্বরের শক্তি বই আর কিছু নাই। "আমি" নাই, "তিনি"।—(কথামৃত)।

পৌরুষ—যাহা থাকিলে পুরুষ যথার্থ পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হয় তাহারই নাম পৌরুষ, কেবল পুংচিহ্নই পৌরুষ নহে। ৮।

পৃথিব্যাং চ পুণ্যঃ—বিশুদ্ধ, অবিকৃত। গন্ধঃ। গন্ধ অবিকৃত অবস্থায় সুগন্ধই থাকে; বিকৃত হইয়াই দুর্গন্ধ হয়। গন্ধই পৃথিবীর সার। বিভাবসৌ—অগ্নিতে। তেজঃ—দীপ্তি,

---

কি ভাবে রয়েছি আমি সর্ব্বত্র সংসারে
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ তাহা বলি হে, তোমারে।

রস, প্রভা — জলের অন্তরে আছি রস রূপ ধরি,
শব্দ মন্ত্র — শশিসূর্য্যে প্রভারূপে আলোক বিতরি,
পৌরুষ — ওম্ মন্ত্ররূপে আছি সকল বেদেতে,
ঈশ্বর — পুরুষে পৌরুষ হই, শব্দ আকাশেতে। ৮।
গন্ধ রূপ, — অবিকৃত গন্ধ রূপে পৃথিবীতে রই,
তেজ ও — রূপ, তেজ অগ্নির যা' আমিই তা' হই,
জীবন — জগতে জীবিত যাহে রহে জীবগণ
ঈশ্বর — জানিবে হে, আমি সেই জীবের জীবন।
তাপসের হৃদে সেই শক্তি রূপে রহি
যাহে তাঁ'রা করে তপ শীতোষ্ণাদি সহি। ৯।

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥
বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥

পচন-প্রকাশন শক্তি ; রূপ (মধু)। সর্ব্বভূতেষু জীবনম্—আয়ুঃ, জীবিত কাল (শ্রী)। কোন জীব আপন বিশিষ্ট-ভাবে যতদিন বর্ত্তমান থাকে, তাহাই তাহার আয়ুঃ। যে শক্তিতে সে ততদিন তদ্রূপ থাকে, সে শক্তি ঈশ্বর। তপস্বিষু চ তপঃ—ক্ষুধাতৃষ্ণাশীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহা শক্তি। অগ্নি। ৯।

মাং সর্ব্বভূতানাং সনাতনং বীজং বিদ্ধি। বীজ—যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহাই তাহার বীজ অর্থাৎ কারণ। যেমন বীজ হইতে বৃক্ষের, তদ্রূপ আমা হইতেই এই সংসারের বিকাশ। সনাতন—নিত্য ; উত্তরোত্তর সর্ব্ব পদার্থে অনুস্যূত ; প্রতিবস্তুতে ভিন্ন, অনিত্য নহে। তেজঃ—অপরকে পরাভব করিবার শক্তি ; নির্ভীকতা।১০।

অহং কাম-রাগ-বিবর্জ্জিতং বলবতাং বলম্। কাম—অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার জন্য অভিলাষ (শ্রী) ; ২।৫৫ ও ৩।৩৭ দেখ। রাগ—রঞ্জনা। যেমন বস্ত্র খণ্ডে রং

যা' কিছু জগতে আছে, জড় বা চেতন,
ঈশ্বরই সর্ব্ব আমাকে জানিও তার বীজ সনাতন।
বস্তুর কারণ বুদ্ধিমানে বুদ্ধি যাহা, আমি তা' অর্জ্জুন।
তেজীর যে তেজ, আমি সেই তেজোগুণ। ১০।

লাগিলে বস্ত্রে তাহার দাগ পড়ে, সেইরূপ ভোগ্যবস্তু ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইলে, হৃদয়ে তাহার একটি দাগ (impression) পড়ে; ইহাই রাগ, রং করা। তখন সেই বস্তু প্রীতিকর বোধ হইলে তাহা পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা হয়, এবং যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা নষ্ট হইবার হেতু সত্ত্বেও যাহাতে তাহা নষ্ট না হয় তদ্রূপ অভিলাষ জন্মে। ইহা রাগের ধর্ম্ম। এই রাগবশে মানুষ নিজ নিজ সম্পত্তি রক্ষণে ও বর্দ্ধনে যত্নশীল; ১৪।৭ দেখ। বল—যে বস্তু জীবের শারীর বলের মূল, যে বস্তুর ন্যূনাধিক্যানুসারে জীব সবল বা দুর্ব্বল। সেই বল যাহার আছে, সে বলবান্ (বলবৎ)। ইহাতে বিশিষ্টরূপে বলিষ্ঠ ব্যক্তি মাত্রকেই বুঝাইতেছে না। জীবিত প্রাণী মাত্রেরই অল্প বিস্তর বল থাকে। ভগবান্ সেই বলরূপে জীবে প্রোত, অনুপ্রবিষ্ট; কাম রাগ রূপে নহেন। জীব কাম-রাগ

অলব্ধ পদার্থলাভে অভিলাষ,—কাম,
লব্ধ দ্রব্যে আসক্তি যে, রাগ তার নাম।
ঈশ্বরই কাম রাগ বশে জীব কর্ম্মে হ'য়ে রত
সামর্থ্য ও আপন সামর্থ্যমত কর্ম্ম করে যত।
ধর্ম্মানুগত কর্ম্মে যে সামর্থ্য সেই, আমি তাহা হই,
কাম কিন্তু সেই কাম রাগ তার আমি নই।
জীবের অন্তরে পুনঃ আমি সেই কাম
ধর্ম্মার্থ-সাধন যায় হয়, গুণধাম। ১১।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥

বশে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় ও বলানুযায়ী তাহা করে। কাম রাগ মনের ধর্ম্ম, কিন্তু "বল" ঐশী শক্তির বিকাশ। তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিশেষ সম্বন্ধ নাই।

হে ভরতর্ষভ! ভূতেষু ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ কামঃ—স্ত্রী, পুত্র, অর্থাদি বিষয়ে ধর্ম্মসঙ্গত অভিলাষ (মধু)। অস্মি। ১১।

যে চ এব (অন্যে) সাত্ত্বিকাঃ রাজসাঃ তামসাঃ চ ভাবাঃ—এবং আরও অন্যান্য যাহা কিছু সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণোৎপন্ন পদার্থ সমূহ। তান্ মত্তঃ এব ইতি বিদ্ধি—সে সমস্ত আমা হইতে জানিও। ভাবাঃ—পদার্থ সমূহ (শং)। ভাব বা পদার্থ শব্দে স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব বস্তু ও রাগ, দ্বেষ, হর্ষাদি সমস্ত মানসিক বৃত্তি, বুঝাইতেছে। অহং তেষু ন—কিন্তু আমি সে সকলে অবস্থিত নহি। তে ময়ি—পরন্তু তাহারা আমাকে অবলম্বন করিয়া, আমাতে বর্ত্তমান আছে। ব্রহ্মাণ্ডের যাহা কিছু বস্তু, তাহা ঈশ্বরের মায়া শক্তির কার্য্য,

---

সত্ত্ব রজ আর তম তিনের বিকারে
সমস্তই যা' কিছু পদার্থ এই সংসার মাঝারে,
ঈশ্বর হইতে জানিবে হে, আমা হ'তে সেই সমুদয়;
কিন্তু মম শুদ্ধ সত্ত্বা সে সবে না রয়।
আমার প্রকৃতি কার্য্য সে সব, পাণ্ডব!
আমাকে আশ্রয় করি রহে তা'রা সব। ১২।

এবং ঈশ্বরের আশ্রয়েই সেই সকলের স্থিতি কিন্তু যাহা তাঁহার যথার্থ স্বরূপ, তাহা মায়া হইতে স্বতন্ত্র ; ৯'৪ দেখ।

সংক্ষেপে ঈশ্বরতত্ত্ব কহিনু তোমায়
যযতনে অবধান কর সমুদায়।
ক্ষিত্যপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম,—মহাভূত পঞ্চ,
সকলি জানিও তাঁর শক্তির প্রপঞ্চ ;
জীবিত যে শক্তি বলে সর্ব্ব চরাচর
সেই জীবভূতা শক্তি জানিও ঈশ্বর ;
যা' হ'তে পদার্থে রূপ রস আদি গুণ
দ্রব্যমাঝে সেই বস্তু ঈশ্বর, অর্জ্জুন !
ঈশ্বরই এ জগতের অনন্ত কারণ,
তাঁহাতে বিলীন বিশ্ব, তা' হ'তে সৃজন ;
সত্ত্ব রজ তম,—তিনে যা' কিছু পদার্থ,
সমুদয় ঈশ্বরেই ভাব মাত্র, পার্থ !
যে "মন" সুখ বা দুঃখ করে অনুভব
সে সব পদার্থে, তা'ও ঈশ্বর, পাণ্ডব !
ঈশ্বরই হৃদয় মাঝে বুদ্ধিরূপ ধরে,
যা' হ'তে জনমে জ্ঞান জীবের অন্তরে ;
অহঙ্কাররূপ ধরি ঈশ্বরই আবার
কর্ম্ম করাইয়া করে ফলভোগ তার।
ঈশ্বরে গ্রথিত এই সমগ্র সংসার
সূত্রে যথা গাঁথা রয় মণিময় হার। ৪—১২ ৮

ঈশ্বরে ও জগতে সম্বন্ধ

সংসারের যাবতীয় বস্তু গুণত্রয়-সমুৎপন্ন,—এই কথার মর্ম্ম না বুঝিলে প্রাচ্য দর্শনের আলোচনা অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ মাত্র। অতএব যথাশাস্ত্র তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রকৃতির গুণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এইবাক্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী শব্দ গুণবাচক বিশেষণ পদ নহে। যেমন দুগ্ধের গুণ মিষ্টতা, শুভ্রতা ও তরলতা,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ সেরূপ প্রকৃতির গুণ নহে। ইহারা তিনটী পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ ; জগৎ-নির্ম্মাণের উপাদান করণীভূত ঐশ্বরীয় সামগ্রী। প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র গুণ (attribute) ও ক্রিয়া আছে। যাহা কিছু নির্ম্মল বা শ্বেতবর্ণ, তাহা সত্ত্ব গুণান্বিত ; যাহা কিছু রক্তবর্ণ, তাহা রজোগুণান্বিত ; যাহা কিছু কৃষ্ণবর্ণ, তাহা তমোগুণান্বিত ; এবং যাহা মিশ্রিতবর্ণ তাহা মিশ্রগুণান্বিত। যাহা জ্ঞান, সুখ ও প্রীতির উৎপাদক, তাহা সাত্ত্বিক ; যাহা রাগ, লোভ ও দ্বেষের উৎপাদক, তাহা রাজসিক ; আর যাহা অজ্ঞান, আলস্য ও ভ্রান্তির উৎপাদক, তাহা তামসিক। সত্ত্ব প্রকাশক অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয়কে ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত করিয়া তদ্বিষয়ক জ্ঞান উৎপাদন করে ; তমঃ তাহাতে বাধা দেয় ; রজঃ দুঃখের মধ্যবর্ত্তী। ১৪।৫—১৩ দেখ। এই তিন যখন সমভাবে মিলিত অবস্থায় থাকে, তখন তাহাদের কাহারও কোনরূপ গুণ ও ক্রিয়ার বিকাশ হয় না ; যেমন সম ও বিষম তড়িৎ-শক্তি সম্মিলিত হইলে নিষ্ক্রিয় হয়। অভিব্যক্তিহীন

ত্রিভিগুর্ণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

তিনের এই সাম্যাবস্থাকে সাংখ্যদর্শনে অব্যক্তা প্রকৃতি বলে। ইহাই গীতার অপরা প্রকৃতি। সেই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিলে তাহাদের নিজ নিজ ক্রিয়া ও গুণের বিকাশ হয়; তখন তাহারা "গুণ" এই পারিভাষিক নামে অভিহিত হয়। ফলতঃ যাহা গুণ, তাহাই প্রকৃতি। তিনের ব্যষ্টিভাবের নাম গুণ আর সমষ্টি ভাবের নাম প্রকৃতি। "সত্ত্বং রজস্তম ইত্যেবং নামানঃ গুণা ইতি পারিভাষিকঃ শব্দো ন রূপাদিবৎ দ্রব্যাশ্রিতাঃ।" শং ১৪।৫। "গুণসাম্যং প্রকৃতিঃ। সত্ত্ব-রজস্তম ইত্যেবং সংজ্ঞকাস্ত্রয়ো গুণাঃ প্রকৃতি-সম্ভবাঃ।" শ্রী ১৪।৫। এই তিনের বিকারে কিরূপে সর্ব্ব-বস্তুর উৎপত্তি, ১৪।৩ শ্লোকের টীকায় তাহা বলা হইয়াছে। ১২।

কিন্তু ঈশ্বরের এই পূর্ব্বোক্ত স্বরূপ সকলে বুঝিতে পারে না। ইদং সর্ব্বং জগৎ—জগতের এই সমস্ত জীবগণ। এভিঃ ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ মোহিতং—পূর্ব্বোক্ত গুণত্রয়ের

কিন্তু, হায় ধনঞ্জয়! সংসার-মাঝারে
<u>মুগ্ধজীব</u> ঈশ্বর-স্বরূপ সবে বুঝিতে না পারে।
<u>ঈশ্বরকে</u> ত্রিগুণ-বিকারে এই পদার্থ-নিচয়,
<u>জানে না</u> সমগ্র সংসার এই, তাহে মুগ্ধ রয়;
সে হেতু জানে না কেহ স্বরূপ আমার
স্বতন্ত্র সে সব হ'তে আমি নির্ব্বিকার। ১৩।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

বিকারে উৎপন্ন এই দৃশ্যমান পদার্থ সমূহের দ্বারা মুগ্ধ। গুণময় — বিকারার্থে ময়ট্। ভাব—পদার্থ (শং)। অতএব তাহারা, এভ্যঃ পরম্—এই গুণত্রয় হইতে স্বতন্ত্র (শং), তাহাদের দ্বারা অস্পৃষ্ট ও তাহাদের নিয়ন্তা (শ্রী)। এবং অব্যয়ং—জন্মাদি সর্ব্ববিকারশূন্য (শং)। মাং ন অভিজানাতি—আমাকে জানিতে পারে না। ১৩।

এষা গুণময়ী মম দৈবী মায়া—পূর্ব্বোক্তা এই ত্রিগুণময়ী আমার অলৌকিকী পারমেশ্বরী শক্তি। দৈবী—অলৌকিকী (শ্রী); অথবা দেব অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বভাবভূতা (শং)। মায়া ও অপরা প্রকৃতি একই বস্তু। ইহা দুরত্যয়া হি—নিশ্চয়ই সুদুস্তরা। তবে, মাম্ এব যে প্রপদ্যন্তে—যাহারা আমাকেই আশ্রয় করে, ভজনা করে। তে এতাং মায়াং তরন্তি। ৭।২৫ ও ১৪।২৬ দেখ। ১৪।

মায়য়া-অপহৃতজ্ঞানাঃ—ঐ মায়ার দ্বারা যাহাদের জ্ঞান নষ্ট হইয়াছে। এবং যাহারা আসুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ—

এই যে ত্রিগুণময়ী মম, ধনঞ্জয়,
সুদুস্তর　ঐশ্বরীয়া মায়া, তাহা দুস্তরা নিশ্চয়।
মায়াসাগর　আমাকেই একান্তে যে করে হে, ভজনা
পার হয়　এ মায়াসাগর পার হয় সেই জনা। ১৪।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

অসুরভাবাপন্ন (১৬।৪ দেখ)। সেই দুষ্কৃতিনঃ মূঢ়াঃ নরাধমাঃ—দুষ্কর্ম্মকারী মূর্খ নরাধমগণ। মাং ন প্রপদ্যন্তে—আমাকে প্রাপ্ত হয় না, ভজনা করে না। ১৫।

চতুর্ব্বিধাঃ সুকৃতিনঃ—পুণ্যকর্ম্মা। জনাঃ মাং ভজন্তে। আর্ত্তঃ—বিপন্ন। যে কষ্টে পড়িয়াছে সে সহস্র অবিশ্বাস সত্বেও সে সময় ঈশ্বরকে স্মরণ করে। জিজ্ঞাসুঃ—যে আত্ম-জ্ঞানেচ্ছু। অর্থার্থী—যে ঐহিক বা পারত্রিক ভোগ-সাধন অর্থের অভিলাষী। এবং জ্ঞানী—ঈশ্বরতত্ত্ব যে জানিয়াছে। এই চারি জনা আমার ভজনা করে। ১৬।

এই মায়াবশে যারা হতবুদ্ধি হয়,
ঈশ্বরের অসুরের ভাব করে যাহারা আশ্রয়,
চতুর্ব্বিধ দুষ্কর্ম্ম-সাধনে রত রহে নিরন্তর,
অভক্ত নরাধম মূর্খ যত সংসার ভিতর,
আমার স্বরূপ তা'রা কখন বুঝে না,
তাহারা আমার সেবা কখন করে না। ১৫।

চতুর্ব্বিধ পুণ্যবান্ করে মম সেবা ;—
ঈশ্বরের জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, আর্ত্ত আর জ্ঞানী যে বা।
চতুর্ব্বিধ বিপদে পড়িয়া স্মরে কেহ বা আমারে
ভক্ত। আর্ত্ত ভক্ত বলি পার্থ, জানিবে তাহারে।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮ ॥

তেষাং—সেই চতুর্ব্বিধের মধ্যে। যে জ্ঞানী নিত্য-যুক্তঃ—সতত আমাতে অর্পিতচিত্ত। এবং একভক্তিঃ—এক-মাত্র আমাতেই ভক্তিযুক্ত। তিনিই বিশিষ্যতে—বিশেষরূপে শ্রেষ্ঠ। অহং জ্ঞানিনঃ অত্যর্থং—অতিশয়। প্রিয়ঃ। স চ—এবং সেও। মম প্রিয়ঃ। ১৭।

তবে কি জ্ঞানী ভক্ত ভিন্ন অন্য ভক্তেরা তাঁহার প্রিয় নহে; তাহা নহে। সর্ব্বে এব তে উদারাঃ—তাহারা সকলেই মহৎ, উৎকৃষ্ট। কিন্তু জ্ঞানী মে আত্মা এব—আমার আত্মারস্বরূপ, আমা হইতে ভিন্ন নয় (শং)। ইতি মে মতং—আমি এরূপ মনে করি। কারণ সঃ যুক্তাত্মা—আমাতে চিত্ত অর্পণ করিয়া। অনুত্তমাং গতিং—সর্ব্বোত্তম গতি-

ইহ পরকালে সুখ করিয়া কামনা,
অর্থার্থী করে হে, মম সকাম সাধনা।
জিজ্ঞাসু ভজনা করে জ্ঞানের আশায়,
জ্ঞানী ভজে যথাযথ জানিয়া আমায়। ১৬।

ইহাদের মাঝে সেই জ্ঞানী শ্রেষ্ঠতর,
জ্ঞানী ভক্তই আমাতে অচল যার চিত্ত নিরন্তর,
সর্ব্বোত্তম একমাত্র আমাতেই ভক্তি রহে যার;
আমি তার অতি প্রিয়, প্রিয় সে আমার। ১৭।

স্বরূপ। মাম্ এব আস্থিতঃ—আমাকেই আশ্রয় করে। অনুত্তমা—নাই উত্তম যাহা হইতে। গতি—প্রাপ্যবস্তু।

জ্ঞানী জগতের শত বিশৃঙ্খলার মাঝে ঈশ্বরের অদ্ভুত নিয়মের সুন্দর শৃঙ্খলা দেখিতে পা'ন এবং জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—প্রত্যেক কার্য্যের অন্তরালে, কি এক অভাবনীয় ঐশী শক্তির বিকাশ হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক, ঈশ্বর ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই জানিয়া, তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করেন।

গীতায় ঈশ্বরকে স্থান বিশেষে অবস্থিতি, মনুষ্যের অনুরূপ গুণযুক্ত, বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই (যেমন খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্মে বলে); পরন্তু তিনি মালার অভ্যন্তরে

এই চারি ভক্ত হয় সবেই মহান্,
কিন্তু মম প্রাণসম যিনি জ্ঞানবান্।
বিপদে বা জ্ঞান কিম্বা অর্থের আশায়
যে ভক্তি, অসারপ্রায় জানিও তাহায়;—
বিপন্ন বিপদ্‌শেষে কদাচিৎ স্মরে,
অর্থার্থী পাইলে অর্থ আমায় বিস্মরে,
ইচ্ছা যার শাস্ত্রজ্ঞানে জানিতে আমারে
সহস্র সন্দেহ করে আকুল তাহারে।
জ্ঞানের নয়নে কিন্তু অর্জ্জুন, যে জন
মালার অন্তরে সূত্র লুকান যেমন,
জগতের অন্তরালে আমায় তেমতি
নিরখে, সুধন্য সেই জ্ঞানী মহামতি।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ ১৯ ॥

সূত্রের ন্যায় সর্ব্বত্র বিরাজিত। জ্ঞান ভিন্ন এ ভাবের উপলব্ধি হয় না। ১৮।

কিন্তু এবম্ভূত জ্ঞানভক্তিলাভ সহজে হয় না। বহূনাং জন্মনাম্ অন্তে। ক্রমশঃ জ্ঞানবান্ হইয়া। সর্ব্বং বাসুদেবঃ ইতি মাং প্রপদ্যন্তে—সমস্তই বাসুদেবময়, এইরূপ সর্ব্বাত্মদৃষ্টিদ্বারা আমাকে ভজনা করে (শ্রী)। সঃ মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ (৭।৩)। মহাত্মা—অপরিচ্ছিন্ন-দৃষ্টি (শ্রী); মহামনা (রামা)। বাসুদেব—বস্, বাস করা +উণ, বাসু (সর্ব্বনিবাস)+দেব; সর্ব্বভূত যাঁহাতে বাস করে। ১৯।

সেই জ্ঞানবান্ চিত্ত অর্পিয়া আমারে
আমি সর্ব্বোত্তমা গতি জানিয়া সংসারে
আমাকেই মাত্র করে একান্ত আশ্রয়;
তাই জ্ঞানী প্রাণসম মম ধনঞ্জয়। ১৮।
সহসা অর্জ্জুন। কিন্তু সংসার-মাঝারে
কেহ সে পরম জ্ঞান লভিতে না পারে।
বহু জন্মে জ্ঞান লাভ হয়। বহু বহু জন্মে জ্ঞান করিয়া সঞ্চয়,
তবে জ্ঞানী দেখে সবই বাসুদেবময়।
এ ভাবে দেখিয়া করে আমারে ভজনা
ঈদৃশ মহাত্মা যিনি, দুর্লভ সে জনা। ১৯।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১ ॥

অর্থলাভের জন্য ঈশ্বরকে ভজনা করিলেও, ক্রমশঃ মুক্তি লাভ হয়; কিন্তু যাহারা নিতান্ত রজ ও তমোগুণে অভিভূত, কেবল কামভোগাসক্ত, তাহারা। তৈঃ তৈঃ কামৈঃ—সেই সেই বাসনার অনুরূপ অর্থাদি কামনায় (বাসা)। হৃতজ্ঞানাঃ (হইয়া) অন্যদেবতাঃ প্রপদ্যন্তে—ভজনা করে। তং তং নিয়মম্ আস্থায়—সেই সেই দেবপূজার প্রসিদ্ধ নিয়ম উপবাসাদি পালন করিয়া। এবং স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ—আপনার প্রকৃতি বা পূর্ব্বাভ্যাস-জনিত বাসনাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া (শ্রী)। ২০।

যঃ যঃ ভক্তঃ যাং যাং তনুং—দেবতারূপিনী আমারই যে যে মূর্ত্তি। শ্রদ্ধয়া অর্চ্চিতুম্ ইচ্ছতি। তস্য তস্য

কথন আমার সেবা বিফলে না যায়
সকামে যে ভজে সেও ক্রমে মোক্ষ পায়।
কিন্তু রজ আর তমে অভিভূত যারা,
কামাস্থায় সেই সেই কামভোগসুখে জ্ঞানহারা ;
ভজনা তা'রা নিজ স্বভাবের বশীভূত হ'য়ে
বহুবিধ প্রচলিত নিয়ম আশ্রয়ে,
বাসনার অনুরূপ অর্থাদি-আশায়,
আমায় ত্যজিয়া ভজে অন্য দেবতায়। ২০।

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২ ॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩ ॥

(ভক্তস্য) তাম্ এব শ্রদ্ধাম্—সেই শ্রদ্ধাকে। সেই সেই মূর্ত্তিতে অহম্ অচলাং বিদধামি—দৃঢ় করিয়া দিয়া থাকি। ২১।

তাহার ফলে, সঃ তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ, তস্য আরাধনম্ ঈহতে—আরাধনা করে। এবং ততঃ—সেই দেবতার নিকট হইতে। তান্ কামান্—সেই সেই অভিপ্সীত বস্তু সকল। লভতে। কিন্তু তাহাও, ময়া এব বিহিতান্—তত্তৎ দেবতাতে অন্তর্যামী রূপে স্থিত মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত। ২২।

তাহাদের বুদ্ধি অল্প; তজ্জন্যই তাহারা সমস্ত দেবতাই যে ভগবানের বিভূতি, তাহা না ভাবিয়া তাহাদিগকে

---

* সেই যে দেবতা, তাহা মূর্ত্তি হে, আমার,
শ্রদ্ধায় যে ভক্ত পূজা ইচ্ছা করে যার,
তার সেই শ্রদ্ধা সেই মূর্ত্তির উপর
অন্তর্যামী আমিই, হে, করি দৃঢ় তর। ২১।
সে অচলা শ্রদ্ধাবশে তা'রা ভক্তি ভরে
নিজ মনোমত দেবে আরাধনা করে।
মম তনুভূতা সেই দেবতাপূজায়
আমারি বিহিত লভে কাম সমুদায়।
সমস্ত মূর্ত্তিতে আমি আছি অন্তর্যামী
সকলেরই কর্ম্মফল দিয়া থাকি আমি। ২২।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।

পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ ২৪ ॥

স্বতন্ত্র ঈশ্বর ভাবিয়া পূজা করে ; এবং ফলে, নিকৃষ্ট আরাধনার অনুরূপ নিকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়। অল্পমেধসাং তেষাং তৎ ফলং তু অন্তবৎ ভবতি—অচিরস্থায়ী হয়। সেই সেই কর্ম্মফল কিরূপ ? দেবযজঃ—দেবতার উপাসকগণ। দেবান্ যান্তি। কিন্তু মদ্ভক্তাঃ মাম্ অপি যান্তি। ২৩।

সেই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অব্যক্তং মাং—ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত আমাকে। ব্যক্তিম্ আপন্নং মন্যন্তে—ব্যক্ততাপ্রাপ্ত, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের আয়ত্ত মনে করে। যে হেতু, তাহারা মম অব্যয়ং—নিত্য। অনুত্তমম্—সর্ব্বোত্তম। পরম্ ভাবম্—পরম স্বরূপ। অজানন্তঃ—জানে না। ভাব,—সত্তা, স্বভাব, অভিপ্রায়, চেষ্টা, আত্মা, জন্ম, ক্রিয়া, লীলা, পদার্থ, বিভূতি—এই সকল অর্থে ভাব

আমার এ ভাব তা'রা না জানিয়া মনে
স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞানে পূজে দেবগণে।
অল্পবুদ্ধি তা'রা, তাহে লভে ক্ষুদ্র ফল ;
অর্জ্জুন! অচিরস্থায়ী হয় সে সকল।
দেবে পূজি দেবলোক পায়,—যা' নশ্বর ;
মদ্ভক্ত আমার পদ পায় অনশ্বর।
সমান আয়াসে হায়! হেন ভিন্ন ফল
লাভ করে সেই মূর্খ পরাণী সকল। ২৩।

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥

শব্দ প্রযুক্ত হয়। কোন কোন ভাষ্যকার বলেন, এখানে এই সমস্ত অর্থই আছে। ২৪।

অয়ং লোকঃ—এই সমস্ত লোক। যোগমায়াসমাবৃত (৭।১৩)। অতএব তাহারা আমার স্বরূপজ্ঞানে, মূঢ়ঃ—ভ্রান্ত হইয়া। অজং অব্যয়ং চ মাং ন অভিজানাতি—জানে না। তজ্জন্যই অহং সর্ব্বস্য প্রকাশঃ ন—আমি সকলের নিকট প্রকাশ নহি (শং, শ্রী)। সাধারণে ঈশ্বরকে বুঝিতে পারে না, তবে যে একান্ত ভক্ত সেই সে মায়াসাগর উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহাকে বুঝিতে পারে, (৭। ৪); তাহার নিকট তিনি প্রকাশিত।

যোগমায়া—যোগো গুণানাং যুক্তি ঘটনম্। সৈব মায়া যোগমায়া (শং)। গুণ সমূহের একত্র যে যোগ (সম্মিলন) সেই গুণসংযোগস্বরূপ মায়া, যোগমায়া।

সমান আয়াসে যদি এত ভিন্ন ফল
কি হেতু ভজে না তা'রা আমায় কেবল ?
আমার স্বরূপ নহে ইন্দ্রিয় গোচর,—
যাহা নিত্য, যাহা হ'তে নাই শ্রেষ্ঠতর।
পরম সে ভাব মম না জানি অন্তরে
ইন্দ্রিয় গোচর আমি তা'রা মনে করে।
সেই হেতু যথাযথ না জানি আমায়
ভ্রান্তিবশে পূজে তা'রা অন্য দেবতায়। ২৪।

এ জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সংযোগ ও পরিণামে সমুৎপন্ন (৭।১২০)। আবার সংসারে আমাদের জ্ঞানে,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটীর সংযোগ ব্যতীত আর কিছুই উপলব্ধি হয় না। কোন বস্তুসম্বন্ধেই আমাদের অপরোক্ষ জ্ঞান নাই। আমরা যে কোন বস্তুসম্বন্ধে যাহা কিছু জানি, তাহাতে এই মাত্র জানি যে, তাহার রূপ বা আকৃতি কেমন, রস (আস্বাদন) কেমন, তাহার গন্ধ কেমন, স্পর্শ (শীতোষ্ণাতাদি) কেমন, বা শব্দ কেমন। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারে এই জ্ঞান লাভ করি ; এবং এই সমস্ত গুণবিষয়ক জ্ঞানের যোগ বা

জানে না যে তা'রা পার্থ ! তাহার কারণ,
মায়াসমাবৃত নিত্য এই জীবগণ।
গুণময় ভাবচয় একত্র মিলিত,
যা' হ'তে জীবের জ্ঞানে জগৎ স্ফুরিত।
অবিচিন্ত্য যোগশক্তি সেই যে আমার
যোগমায়া নাম,—তাহে আবৃত সংসার।
সেই যোগমায়াচ্ছন্ন, অতএব ভ্রান্ত,
জানে না তাহারা মম স্বরূপ একান্ত।
অনাদি অব্যয় আমি জানে না অন্তরে,
ভাবে আমি বিরাজিত স্থূল কলেবরে।
প্রকাশ না হই আমি হৃদয়ে সবার,
ভক্ত মাত্র জানে পার্থ, স্বরূপ আমার। ২৫।

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥

সমষ্টি হইতে একটা কিছু উপলব্ধি পূর্ব্বক, তাহাকে একটা বিশেষ নামে অভিহিত করিয়া থাকি এবং তাহা প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর বোধ হইলে, অনুরূপ রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধাদিতে মুগ্ধ হই। এইরূপে মুগ্ধ হইয়াই আজীবন সংসারে থাকি; ৭।২৭ দেখ। প্রকৃত তত্ত্ব কিছুই জানি না, এবং কেন এমন হয় তাহারও কোন কারণ বলিতে পারি না। কৃষ্ণ বলিতেছেন ইহা ঐশী মায়া।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি,—"ঈশ্বর কেমন ধারা জান? যেমন চিকের ভিতর বড় মানুষের মেয়েরা। তাহারা সকলকে দেখ্‌তে পায়, কিন্তু তা'দের কেউ দেখ্‌তে পায় না। যোগমায়া সেই চিক।" যবনিকা, মায়া জগন্মোহিনী ভবৎ-স্বরূপত্তি—রোধানকরী (রামা)। ২৫।

সেই যোগমায়া শক্তি আমারই। সুতরাং তাহা অন্যকে মুগ্ধ করিলেও, আমি তাহাতে মুগ্ধ হই না। তজ্জন্য,

---

বিমোহিত যে মায়ায় জীব সমুদায়,
আমারি সে মায়া; আমি মুগ্ধ নহি তায়।
স্থাবর জঙ্গম যত আছিল অতীতে,
বর্ত্তমানে আছে, কিম্বা হ'বে ভবিষ্যতে,
ত্রিকালের বস্তু যত, জানি সমুদায়,
মায়া মুগ্ধ তা'রা, কেহ জানে না আমায়। ২৬।

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।

সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥

অহং সমতীতানি ভূতানি—অতীত কালের সর্ব্ব বস্তু। বেদ—জানি। বর্ত্তমানানি চ বেদ ইত্যাদি স্পষ্ট। ২৬।

মোহের অন্য কারণ, সর্ব্বভূতানি, সর্গে—জন্মগ্রহণ করিলেই। ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন—পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার অনুরূপ অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা অর্থাৎ অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষজনিত যে দ্বন্দ্বভাব, তজ্জনিত মোহে। সংমোহং যান্তি—আমি সুখী, আমি দুঃখী, ইনি মিত্র,

---

আরও শুন, নরবর! মোহের কারণ
এ সংসারে দেহলাভ করি জীবগণ,
পূর্ব্বজন্মে ছিল কর্ম্ম যেমন যাহার,
তা'রই অনুরূপ ল'য়ে বাসনা আবার,
মনোমত বিষয়েতে অনুরাগী হয়,
দ্বেষ করে যাহা পুনঃ মনোমত নয়।
এই ইচ্ছা দ্বেষে জন্মে জ্ঞান আত্মপর
মিত্রামিত্র, প্রিয়াপ্রিয় সুখ-দুঃখকর।
এ সকল দ্বন্দ্বভাবে মোহিত-হৃদয়
সুখ দুঃখ, শত্রু মিত্র, ভাবি মুগ্ধ হয়।
সেহেতু আমারে তা'রা জানিতে না পারে,
সেই হেতু তা'রা হায়! ভজে না আমারে।
পরন্তপ তুমি, হে ভরত বংশধর!
সে সকল দ্বন্দ্বভাবে না হও কাতর। ২৭।

যেষামন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ২৮॥

উনি শক্র ইত্যাদি, দ্বন্দ্বভাবে অভিভূত হয় (শ্রী)। জীব জন্মকালেই মোহের বশীভূত হয়; অতএব আমাকে জানিতে পারে না, সুতরাং আমার ভজনা করে না। ২৭।

সকলেই সেই দ্বন্দ্বভাবজনিত মোহে বিমুগ্ধ বটে, কিন্তু যেষাং পুণ্যকর্ম্মণাং জনানাং পাপম্ অন্তর্গতং—বিনষ্ট হইয়াছে। তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তাঃ দৃঢ়ব্রতাঃ মাং ভজন্তে।

দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্ত—যে পুণ্যকর্ম্মাগণের পুণ্যকর্ম্মাচরণের দ্বারা পাপ নষ্ট হইয়াছে, ভগবান্ বলিতেছেন, তাহারা সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বভাবনিমিত্ত মোহ হইতে বিমুক্ত। দ্বন্দ্বভাব হইতেই জীব সংসারে মুগ্ধ। অতএব রাগ দ্বেষ জনিত মোহই পাপ, জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু; আত্মার অবরোধক। পা, রক্ষা করা+প, যাহা হইতে আত্মাকে রক্ষা করিতে হয়, তাহা পাপ; ৫।১০ দেখ। রাগ দ্বেষ দূরীভূত হইলেই সেই মোহ বা পাপ নষ্ট হয়, তখন শান্তি লাভ হইয়া থাকে; ২।৬৪ দেখ। ২৮।

জীব মাত্রে এ সংসারে বিমুগ্ধ সকলে,
কেবল সে পুণ্যকর্ম্মা যার পুণ্যফলে
বিনষ্ট কলুষরাশি; নাহি চিত্তে যার
রাগ-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব হেতু মোহের বিকার,
দৃঢ় যত্নে যেই করে আমার ভজনা;
সংসারে সুধন্য পার্থ, জানিও সে জনা। ২৮।

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥ ২৯ ॥
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

ঈদৃশ যে পুণ্যাত্মাগণ জরা ও মরণ হইতে মোক্ষায়—মুক্তিলাভের জন্য। মাম্ আশ্রিত্য যতন্তি। তে, তৎ ব্রহ্ম বিদুঃ—সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকে জানে। কৃৎস্নং অধ্যাত্মং চ বিদুঃ। অখিলং—সাধন রহস্যের সহিত। ব্রহ্মলাভের সাধনভূত কর্ম্ম চ বিদুঃ—কর্ম্মতত্ত্বও জানে। ২৯।

যে চ সাধিভূতং সাধিদৈবং সাধিযজ্ঞং মাং বিদুঃ, যুক্তচেতসঃ—আমাতে সংযুক্ত, নিবিষ্টচিত্ত। তে, প্রয়াণকালে অপি চ—মরণকালেও। মাং বিদুঃ।

এইরূপে যে সকল পুণ্যকর্ম্মাগণ
জরা ও মরণ হ'তে মুক্তির কারণ
আমাকে আশ্রয় করি নিত্য যত্ন করে
জানে পার্থ, তা'রা সেই ব্রহ্ম পরাৎপরে;
পুনরায় তা'রা জানে, সমস্ত অধ্যাত্ম,
সাধনরহস্য সহ সর্ব্ব কর্ম্মতত্ত্ব। ২৯।
ভক্তিতে আমাতে চিত্ত রাখি অহরহ
অধিভূত অধিদৈব অধিযজ্ঞ সহ
যাঁ'রা জানে মম তত্ত্ব, সেই ভক্তগণ
মরণকালেও মোরে বিস্মৃত না হ'ন। ৩০।

মরণমূর্চ্ছাতেও তাঁহারা আমাকে বিস্মৃত হয় না। ব্রহ্ম, অধ্যাত্মাদি শব্দ সকলের অর্থ অষ্টম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। ৩০।

সপ্তম অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

সপ্তমে ঈশ্বরতত্ত্ব বলিতেছেন। এক ঈশ্বরই নানা ভাবে জগতে সর্ব্বময়। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম,—পঞ্চভূত এবং জীবের মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার,—এই সমস্তই ঐশী শক্তির ভাবান্তর মাত্র। যে শক্তিতে সমস্ত সংসার জীবিত ও অবস্থিত সেই জীবশক্তি ঈশ্বর। তাঁহা হইতেই জগতের বিকাশ ও তাঁহাতেই বিলয়। যেমন মালার অভ্যন্তরে সূত্রে, তদ্রূপ সর্ব্ব বস্তুতে, প্রতি অনু পরমাণুর অন্তরে, ঈশ্বর। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ,—পদার্থের এই যে পঞ্চ গুণ, ঈশ্বরই সেই পঞ্চরূপে সেই সেই পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট। চন্দ্র সূর্য্যের প্রভা, অগ্নির তেজ, জীবের আয়ু, শারীরিক বল, ধর্ম্মানুগত কাম ও পুরুষের পৌরুষ, এ সমস্তই ঐশী শক্তির ভাবান্তর। ঈশ্বরই সকলের কারণ।

কিন্তু সকলে ঈশ্বরের এ ভাব বুঝিতে পারে না। সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিন ঈশ্বরের জড়ময়ী মায়া শক্তি। জগতে দৃশ্যমান পদার্থ সকল, ঐ মায়া শক্তির কার্য্য। সাধারণ জীব ঐ পদার্থ সকলের রূপ রসাদিতে মুগ্ধ হয়। যাহারা ঐরূপে মুগ্ধ এবং যাহারা আসুরভাবাপন্ন, সেই মূর্খ

নরাধমগণ কখনই পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিতে পারে না। কিন্তু যাহারা ঈশ্বরের একান্ত ভক্ত, তাহারা মায়ায় মুগ্ধ না হইয়া তাঁহাকে জানিতে পারে।

আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চারি শ্রেণীর লোক ঈশ্বরের ভজনা করে। ইহারা সকলেই সুকৃতিবান্ ও উত্তম, তবে জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ।

যাহারা নিতান্ত বিষয়াসক্ত, তাহারা অভিলষিত বস্তু লাভের জন্য অন্য দেবতার ভজনা করে, কিন্তু তাহাদের সাধনার অনুরূপ ফল ঈশ্বরই দেন ; তবে তাহা নশ্বর।

মূর্খেরা ইন্দ্রিয়জ্ঞানে ঈশ্বরকে না পাইয়া, তাঁহাকে সাকার মনে করে, কিন্তু ঈশ্বর জীবজ্ঞানের অতীত।

জীব পূর্ব্বজন্মের সংস্কারের অনুরূপ রাগদ্বেষের বশে মুগ্ধ হইয়াই জন্মগ্রহণ করে, তজ্জন্য ঈশ্বরকে জানিতে পারে না ও ভজনা করে না। পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা যাঁহাদের অন্তর হইতে সেই রাগদ্বেষ দূরীভূত হইয়াছে, তাঁহারা দৃঢ় যত্নে ঈশ্বরের সেবা করেন। তাঁহারা মরণকালেও ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়েন না।

কৃষ্ণভক্ত বিনা যত্নে পায় ব্রহ্মজ্ঞান
কহিলা বিজ্ঞানযোগে প্রভু ভগবান্।—শ্রীধর।

জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

তারকব্রহ্ম-যোগঃ ।

অর্জ্জুন উবাচ ।

কিন্তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম ।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১॥

কৃষ্ণে যার মতি রয়, সেই মাত্র জ্ঞাত হয়,
ব্রহ্মের যা' স্বরূপ বিশেষ,
কিবা ব্রহ্ম, কিবা কর্ম্ম, ইত্যাদির গূঢ় মর্ম্ম,
অষ্টমে কহিলা হৃষীকেশ ।—শ্রীধর ।

অষ্টম অধ্যায়ে পুনরায় ঈশ্বরতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব বলিতেছেন। সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ভগবান্ বলিয়াছেন,—যে আমাকে আশ্রয় করে সে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্ম্ম সমস্তই জানিতে পারে, আর যে আমাকে সাধিভূত, সাধিদৈব ও

অর্জ্জুন কহিলেন ।

কিবা ব্রহ্ম, কিবা তাঁর লক্ষণ বিশেষ ?
বল, হে পুরুষোত্তম ! বল, সবিশেষ ।
কিবা সে অধ্যাত্ম, আর কর্ম্ম বলে কারে
অধিভূত, অধিদেব বলে বা কাহারে ? ১ ।

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥২॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥৩॥

সাধিযজ্ঞ বলিয়া জানে, সে মৃত্যুকালেও আমাকে বিস্মৃত হয় না। এক্ষণে অর্জ্জুন সেই ব্রহ্ম প্রভৃতির তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছায় প্রশ্ন করিতেছেন।

হে পুরুষোত্তম! কিং তৎ ব্রহ্ম ইত্যাদি স্পষ্ট। সকল পুরুষের মধ্যে যিনি উত্তম তিনি পুরুষোত্তম (১৫।১৮ দেখ); সুতরাং তাঁহার অবিদিত কিছু নাই। ১।

অত্র—এই দেহে। অধিযজ্ঞঃ কঃ। কথং—কি ভাবে। অস্মিন্ দেহে (অবস্থিত)। প্রয়াণকালে চ—এবং মৃত্যুসময়ে। নিয়তাত্মভিঃ কথং জ্ঞেয়ঃ অসি—সংযত-চিত্ত পুরুষেরাই বা কি প্রকারে আপনাকে জানে? ২।

অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন,—যিনি অক্ষরম্ ক্ষরণশূন্য, অপরিণামী, অব্যয়। তিনি ব্রহ্ম। কিন্তু জীবও অক্ষর, তজ্জন্য বলিতেছেন যিনি পরমম্ অক্ষরং—জগতের মূল কারণ (শ্রী) তিনি ব্রহ্ম।

কিরূপ সে অধিযজ্ঞ, হে মধুসূদন!
কি ভাবে এ দেহমাঝে অধিষ্ঠিত র'ন?
বিবশ হৃদয় যবে মরণমূর্চ্ছায়,
সংযমী কেমনে জানে তখনও তোমায়? ২।

স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে—স্বভাবকে অধ্যাত্ম বলা হয়। স্বভাবঃ—স্বস্য ভাবঃ স্বভাবঃ এরূপ ষষ্ঠী সমাস নহে। স্বো ভাবঃ স্বভাবঃ (শং) ব্রহ্মস্বরূপম্ (মধু)। "স্ব" শব্দবাচ্য নির্গুণ ব্রহ্মই সগুণভাব অঙ্গীকার করিলে পর তখন সেই যে সগুণ ভাব হইতে জগতের বিকাশ হয়, সেই ভাবের নাম স্বভাব। "ইহার দ্বারা অব্যক্ত ব্রহ্মের ব্যক্ত সামর্থ্য বা ব্যক্ত জগৎ বুঝাইতেছে। যাহা জাত, ব্যক্ত, প্রকাশ-শীল, তাহার নাম স্বভাব। কিন্তু এই জগৎ কার্য্য মাত্র। কারণ না থাকিলে কার্য্য হয় না। জন্মান্তরকৃত কর্ম্মের সংস্কার সেই কারণ, এবং কারণরূপ অব্যক্ত সংস্কারের যে ব্যক্তাবস্থা, তাহার নাম স্বভাব ; শং ১৮।৪১।"—যোগানন্দ

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

অক্ষর—ক্ষরণহীন, নির্ব্বিকার যিনি,
ব্রহ্ম　বিশ্বের অমূলমূল, ব্রহ্ম হন তিনি।
পুনরায় তারই, পার্থ, সগুণ যে ভাব,
যা হ'তে জগৎ এই—তাহাই স্বভাব।
যাহার কর্ত্তৃত্বে জীব নিয়ন্ত্রিত রয়,
অধ্যাত্ম　অধ্যাত্ম তাহার নাম জ্ঞানিগণে কয়।
তৃষ্ণাসঙ্গবশে যত ক্রিয়া এ সংসারে
কর্ম্ম　যা হ'তে জীবের সৃষ্টি, কর্ম্ম বলে তারে।
যে ক্রিয়ায় জীবভাব উদ্ভূত না হয়
নিষ্কাম যে ক্রিয়া, তার কর্ম্মসংজ্ঞা নয়। ৩।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাম্বর ॥৪॥

সরস্বতী। স্বভাবঃ প্রকৃতিঃ অনাত্মভূতম্ আত্মনি সংবদ্ধমানং ভূতসূক্ষ্মং তদ্বাবসনাদিকঞ্চ (রামা)।

অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম। চৈঃ চরিতামৃত।

অধ্যাত্মম্—আত্মানম্ অধি। যাহা আত্মাকে অর্থাৎ জীবকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান; যে স্বভাবের কর্ত্তৃত্বে জীব নিয়মিত, পরিচালিত (৮।১৯) তাহার নাম অধ্যাত্ম।

ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্মসজ্ঞিতঃ—ভূতভাব, জীবভাব উদ্ভবকারী, প্রাণিগণের উৎপত্তির কারণীভূত, যে বিসর্গ—যজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞাদি সমস্ত সকাম অনুষ্ঠান (শ্রী) তাহার নাম কর্ম্ম। অথবা, বিসর্গ—বিশেষ সৃষ্টি। সকামভাবে যাহা কিছু করা যায়, তাহারই ফলে জীবের সংসারে পুনর্জন্ম হয়; ৩।৯ টীকা দেখ। ইহা জীবের স্বকৃত বিশেষ সৃষ্টি বটে। সেই সকল সকাম অনুষ্ঠানকেই শাস্ত্রকারেরা "কর্ম্ম" নামে অভিহিত করেন। ইহা হইতেই বুঝিতে হয়, যাহা তদ্বিপরীত, নিষ্কামে অনুষ্ঠিত, যাহা হইতে জীবের সংসারে পুনর্জন্ম হয় না, তাহাই প্রকৃত নিষ্কর্ম্ম বা অকর্ম্ম (৪।১৬—২৩); এবং যদ্দ্বারা প্রাণিগণের উৎপত্তির ব্যাঘাত বা বিনাশ হয়, তাহা কুকর্ম্ম। ৩।

ক্ষরঃ ভাবঃ—ক্ষণে ক্ষণে পরিণামশীল যে ভাব, দেহাদি পদার্থ (শ্রী)। তাহা অধিভূতম্—ভূত সমূহকে অধিকার

করিয়া আছে। যে মূর্ত্তিতে ঈশ্বর নিত্য পরিণামশীল জড়-ভাব ধারণ করিয়া সর্ব্বভূতের আশ্রয় স্বরূপ হইয়াছেন, সেই মূর্ত্তির নাম অধিভূত।

উৎপত্তি-বিনাশশীল যে ভাব আমার
আছে এই সর্ব্বভূত করি অধিকার,
অধিভূত　যা হ'তে জগতে যত জড় কলেবর
অধিভূত বলে তারে, কুরুবংশধর!
বিরাট জগৎদেহে ভরত-নন্দন!
বিরাট পুরুষ যিনি করেন শয়ন;
আদিত্যাদি দেব যত তেজাংশ যাঁহার,
সর্ব্ব-দেব-অধিপতি যিনি তেজঃসার;
অধিদৈবত　যে তেজ আমার করে জগৎ ধারণ,
সর্ব্ব যাহে পূর্ণ, তিনি অধিদেব হন।
যজ্ঞ তপস্যাদি আর অন্য কর্ম্ম যত
এ সংসারে জীবগণ করে অবিরত;
সে সকল কর্ম্মে হই আমি অধিষ্ঠাতা
আমি তার প্রবর্ত্তক আমি ফলদাতা।
অধিযজ্ঞ　সর্ব্ব যজ্ঞে আমি পার্থ, অধিযজ্ঞ হই,
অন্তর্যামী ভাবে এই দেহমধ্যে রই।
ভাব, রূপ, নামভেদে আমিই কেবল,
হে দেহিসত্তম! আছি ব্যাপিয়া সকল। ৪।

পুরুষঃ চ অধিদৈবতম্। যাঁহার দ্বারা সমস্ত পূর্ণ, বা যিনি দেহরূপ পুরে শয়ান, তিনি পুরুষ (শং)। যাহা পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর অন্তবর্ত্তী, রসে (জলে) থাকিয়া রসের অন্তবর্ত্তী, যাহা অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, তারকা, আকাশ ও তেজে থাকিয়া তাহাদের অন্তবর্ত্তী, তাহা অধিদৈবত।' বৃহদারণ্যক ৩।৭।৩—১৪। অর্থাৎ জগতে স্থূল সূক্ষ্ম যত কিছু পদার্থ আছে সমষ্টিভূত যে তেজ, অন্তর্যামীরূপে সেই সমস্তের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া সেই সমস্ত ধারণ করিতেছে, তাহা পুরুষ। যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ, ৭।৫ দেখ। ভিন্ন ভিন্ন দেবতাগণ ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন তেজাংশের প্রতিরূপ মাত্র; কিন্তু পুরুষ সমষ্টি তেজ, অধিদৈবত—সর্ব্ব দেবতার অধিপতি।

অত্র দেহে অহম্ এব—আমিই। অধিযজ্ঞঃ। যজ্ঞ শব্দ এখানে উপলক্ষণ মাত্র। ইহা দ্বারা যজ্ঞাদি সর্ব্ব কর্ম্মই বুঝাইতেছে। যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকলের যিনি অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ অন্তর্যামীরূপে প্রবর্ত্তক ও ফলদাতা তিনি অধিযজ্ঞ (শ্রী)। যে মূর্ত্তিতে ঈশ্বর জীবের কার্য্যমালার মূলে কারণ-ভাবে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সে সকল করাইতেছেন ও তত্তৎ কর্ম্মের ফলবিধান করিতেছেন, সেই মূর্ত্তির নাম অধিযজ্ঞ। এই মূর্ত্তিতেই ঈশ্বর যজ্ঞতপসাং ভোক্তা (৫।২৯) এবং সর্ব্ব ভূতের হৃদয়ে থাকিয়া তাহাদিগকে সংসারচক্রে ভ্রমণ করাইতেছেন (১৮।৬১)। দেহভৃতাংবর—হে দেহধারিশ্রেষ্ঠ! ৪।

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৫॥
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥৬॥

অনন্তর সাধনতত্ত্ব বলিতেছেন। অন্তকালে—মরণ কালে (শং)। মাম্ এব চ স্মরন্—অধ্যাত্ম প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্ট লক্ষণসমন্বিত আমাকেই স্মরণ করিয়া। এব অবধারণে। যঃ প্রয়াতি—অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করে; ৮।২৪ দেখ (শ্রী)। সঃ মদ্ভাবং যাতি—আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। অত্র সংশয়ঃ নাস্তি। ৮।৭ টীকা দেখ।৫।

কেবলই যে আমাকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিলে আমাকে প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে। সাধারণ নিয়ম এই-যে জীব, যং যং বা অপি ভাবং স্মরন্ অন্তে কলেবরং ত্যজতি।

এই সর্ব্বময় ভাবে আমাকেই স্মরি
অন্তকালে কলেবর বিসর্জ্জন করি,
যে জন গমন করে কৌরবকুমার!
সে নিশ্চয় প্রাপ্ত হয় স্বরূপ আমার।৫।
ভাবিও না কেবল হে, স্মরিয়া আমায়
মৃত্যুকালে　শরীর ত্যজিলে জীব মম ভাব পায়।
যে ভাব　যেমন যেমন ভাব করিয়া স্মরণ
পর জন্মে　অন্তকালে তনুত্যাগ করে জীবগণ,
তাহাই লাভ　তন্ময় থাকিয়া সদা সেই ভাবনায়
সেই সেই ভাব তা'রা পায় পুনরায়।

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥৭॥

সদা তদ্ভাবভাবিতঃ—সর্ব্বদা সেই ভাবনা বা চিন্তাদ্বারা বাসিতচিত্ত, সদা সেই ভাবস্মরণহেতু তাহাতে অভ্যস্ত (শং), তন্ময়ীভূত হইয়া। তং তং ভাবম্ এব এতি—সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। ৬।

যদি তাই হয়, তবে যাবজ্জীবন ঈশ্বরচিন্তা না করিলেও চলে। কারণ মৃত্যুকালে একবার মাত্র ঈশ্বর-স্মরণ করিলেই মুক্তি। তাহা নহে। মৃত্যুকালে

অন্তিমে যেমন ভাব, অনুরূপ তার
দেহ মন ল'য়ে জীব জনমে আবার। ৬।
দৃঢ় যত্নে করে যে বা অভ্যাস যাহার
হৃদয়ে অঙ্কিত হয় সংস্কার তা'র।
মুগ্ধ যবে বুদ্ধীন্দ্রিয় মরণমূর্চ্ছায়
মানসে সে সংস্কার ভাসিয়া বেড়ায়।
অতএব অন্তকালে আমায় যে চায়,
আজীবন করিবে সে স্মরণ আমায়।
সেহেতু সতত কর আমায় স্মরণ,
আর লাভালাভ চিন্তা করি বিসর্জ্জন,
কেবল স্বধর্ম্ম জ্ঞানে কর হে, সমর;
এই ভাবে মন বুদ্ধি তব, নরবর,
আমাতেই সমর্পিত হবে, ধনঞ্জয়!
পরিণামে আমাকেই পাইবে নিশ্চয়। ৭।

মৃত্যুকালে ঈশ্বর লাভের উপায় সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করা ও কর্ম্ম করা

যখন দেহ ইন্দ্রিয়াদি বিবশ হয়, তখন স্মরণোদ্যম থাকে না। তখন পূর্ব্বাভ্যাসানুরূপ চিরাভ্যস্ত বিষয় সকলই আপনা আপনি স্মৃতিপথে উদিত হয় (শ্রী)। তজ্জন্য বলিতেছেন, তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর—সকল সময়েই আমাকে স্মরণ কর। যুদ্ধ চ—এবং যুদ্ধ কর। প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ—২য় শ্লোকের এই প্রশ্নের এই উত্তর হইল।

এই বাক্যে "যুদ্ধ চ" এই কথার উপর মনোযোগ আবশ্যক। জীবনে যে যেরূপ চিন্তায় অভ্যস্ত, মৃত্যুকালে যখন সেই বিষয়ই অবশ ভাবে স্মৃতিপথে উদিত হয়, তখন "সর্ব্বকালেই আমাকে স্মরণ কর"—এই পর্য্যন্ত বলিলেই হইত। কিন্তু ভগবান্ বলিতেছেন, "আমায় স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর।" ইহাতে এমন বুঝাইতে পারে যে, যুদ্ধ অভ্যস্ত হওয়ায় অর্জ্জুন অন্তকালে যুদ্ধক্ষেত্রও দেখিবেন। এ ভগবদুক্তির তাৎপর্য্য তাহা নহে। মর্ম্ম এই যে, অর্জ্জুন লাভালাভ সুখদুঃখাদি চিন্তা করিয়া যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। যে এরূপ চিন্তা করিয়া কর্ম্ম করে, সে ইচ্ছা-দ্বেষ-মোহে অভিভূত; তাহার মন বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত ও চঞ্চল। সর্ব্বদা সর্ব্ব কর্ম্মে মনকে ঈশ্বরে নিবিষ্ট রাখার সামর্থ্য তাহার থাকে না। কিন্তু যে তাদৃশ ইচ্ছাদ্বেষের বশবর্ত্তী না হইয়া, লাভালাভের প্রত্যাশা না করিয়া, ধর্ম্মবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়া যায়, সে তাদৃশ ভাবে অভ্যস্ত হওয়ায়, তাহার চিত্ত হইতে ইচ্ছাদ্বেষজনিত মোহ

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥৮॥

অপস্থত এবং স্বার্থজ্ঞান তিরোহিত হয়। তাহারই কর্ত্তব্যনিষ্ঠবুদ্ধি অচল ভাবে ঈশ্বরে নিবিষ্ট থাকে; ৭।২৮ দেখ। তজ্জন্য বলিয়াছেন, আমায় স্মরণ কর এবং স্বধর্ম্ম-পালন দ্বারা চিত্তশুদ্ধির জন্য তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম যুদ্ধ, নিষ্কামভাবে করিয়া যাও।

. এই ভাবে কর্ম্ম করিলে, ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ—তোমার মন বুদ্ধি আমাতে অর্পিত হইবে। এবং পরিণামে অসংশয়ঃ মাম্ এব এষ্যসি—আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

ভগবানের এই মহাবাণী উপদেশও বটে, আদেশও বটে। অর্জ্জুনের যুদ্ধ উপলক্ষ মাত্র। মনুষ্য মাত্রেরই জীবনযুদ্ধ এইভাবেই করিতে হয়। ইহাই প্রকৃত অন্তরঙ্গ সাধন (শ্রী), লৌকিক পূজাদি বহিরঙ্গ মাত্র। জ্ঞানী অজ্ঞানী, পণ্ডিত মূর্খ, ইতর ভদ্র, স্ত্রী পুরুষ সকলেই ইচ্ছা করিলে ইহার অল্প বিস্তর অনুষ্ঠান করিয়া পরকালের পথ পরিষ্কার করিতে পারেন। সংসারীর পক্ষে এই পন্থাই উত্তম। স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ (২।৪০)। ৭।

এই ভাবে নিরন্তর ঈশ্বরচিন্তা-অভ্যাসের নাম অভ্যাস-যোগ (১২।৯ দেখ)। যোগ—ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইবার উপায়। অভ্যাসযোগযুক্তেন নান্যগামিনা চেতসা—যে চিত্ত তাদৃশ অভ্যাসে নিবিষ্ট। যুক্ত—

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্‌যঃ
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥৯॥
প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥১০॥

একাগ্র্য। এবং যাহা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য বিষয়ে ধাবিত হয় না; তাদৃশ চিত্তে। দিব্যং—স্বপ্রকাশ। পরমং পুরুষম্ অনুচিন্তয়ন্ যাতি—পরমেশ্বরকে চিন্তা করিয়া তাঁহাকে লাভ করে। ৮।

অনন্তর ঈশ্বরের অন্যান্য ভাব ও অন্যান্য সাধন-প্রণালী বলিতেছেন। কবিং—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্যানির্ম্মাতা৷ পুরাণম্—অনাদি। অনুশাসিতারং—নিয়ন্তা; সকলের স্বমর্য্যাদা-

---

সতত অভ্যাস করা স্মরিতে আমারে
সাধনার অন্তরঙ্গ ভাব হে, সংসারে।
ঈশ্বর চিন্তা সে অভ্যাসে যেই চিত্ত অবিচল রয়,
অভ্যাসই চাহে না ঈশ্বর ভিন্ন অপর বিষয়,
প্রকৃত সাধনা সেই চিত্তে স্বপ্রকাশ পরম ঈশ্বরে
চিন্তা করি যোগিগণ তাঁরে লাভ করে। ৮।
যোগীর আরাধ্য সেই পরম ঈশ্বর
সগুণ ঈশ্বর স্বরূপ-সাধনা তাঁর, কহি অতঃপর।
সর্ব্বজ্ঞ সে ভগবান্, তিনি সনাতন,
অন্তর্যামী ভাবে সবে করেন শাসন;

স্বরূপ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। অণোঃ অণীয়াংসং—কাল, আকাশ, দিক্ আদি সূক্ষ্ম বস্তু হইতেও সূক্ষ্মতর (শ্রী)। দেশ হইতে পরিমাণের সিদ্ধি। ভগবান্ দেশের অপরিচ্ছিন্ন (not limited by space) সুতরাং পরিমাণের অতীত। সর্ব্বস্য ধাতারং—সকলের কর্ম্মফলবিধাতা (শং) পোষক (শ্রী) ধারণকর্ত্তা। অচিন্ত্যরূপং—যাঁহার রূপ বা স্বরূপ কেহ বুঝিতে পারে না (১৩।১২)। আদিত্যবর্ণং—সূর্য্য যেমন আপনাকে ও অপরকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ, যাঁহার বর্ণ—স্বরূপ বা প্রকাশ। তমসঃ পরস্তাৎ—তমঃ প্রকৃতি (শ্রী) বা অজ্ঞান (শং); তাহার পরে বর্ত্তমান

কালাকাশ দিক্ আদি সূক্ষ্ম বস্তু যত
সে সকল হ'তে সূক্ষ্ম তিনি, হে ভারত!
ধাবক, পোষক বিশ্বে তিনিই সবার,
বুঝিতে না পারে কেহ স্বরূপ তাঁহার ;
আত্মপর-প্রকাশক, আদিত্য সমান,
মায়ার আঁধার পারে তাঁর অধিষ্ঠান।
যোগ মিশ্রা ভক্তিভাবে যোগবল করিয়া আশ্রয়
ভক্তি মার্গে সুষুম্নার পথে প্রাণে ল'য়ে, ধনঞ্জয়!
ঈশ্বর সাধনা ভ্রূযুগল মধ্যে তারে রাখি সাবধানে,
অন্তিমে যে জন স্মরে সেই ভগবানে,
সেই যায় সে পরম পুরুষের পাশে,
যাঁহা হ'তে সমুদয় জগৎ প্রকাশে। ৯।১০।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি,
বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥১১॥

(১৩।১৮); প্রকৃতির গুণে অস্পৃষ্ট (গিরি), নির্গুণ। এতাদৃশ ভগবানকে ভক্ত্যা যুক্তঃ—ভক্তিযুক্ত হইয়া। যোগবলেন—সমাধিজনিত চিত্তের স্থিরতাসহ। ভ্রুবোঃ মধ্যে—ভ্রূযুগল মধ্যে, সুষুম্নামার্গে (শ্রী)। প্রাণং সম্যক্ আবেশ্য—প্রাণবায়ুকে সাবধানে স্থাপন করিয়া। সম্যক্—অপ্রমত্ত (শং); সাবধান (বল)। অবিচলেন মনসা যঃ প্রয়াণ-কালে অনুস্মরেৎ—দেহত্যাগকালে স্মরণ করে। সঃ তং দিব্যং পুরুষম্ উপৈতি। দিব্য—দ্যোতনাত্মক (শং) অর্থাৎ যাহা হইতে সমুদায় প্রকাশিত হয়। ইহা যোগমিশ্রাভক্তি-মার্গে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা। ৯।১০।

১১—১৩ শ্লোকে সাধনার তৃতীয় প্রণালী বলিতেছেন। বেদবিদঃ যৎ অক্ষরং বদন্তি—যাহাকে অক্ষর ব্রহ্ম বলে। এবং বীতরাগাঃ যতয়ঃ—নিস্পৃহ যত্নশীল সাধুগণ। যৎ বিশন্তি—যাহাতে প্রবেশ করে। যৎ ইচ্ছন্তঃ—যাহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া। গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি (শ্রী)।

আমারে সগুণ ভাবে করে যে ভাবনা
এ ভাবে সে করে পার্থ, আমার ভজনা।
কিন্তু আর জ্ঞাননিষ্ঠ সাধক যাঁহারা
আমার নির্গুণ ভাব চিন্তা করে তাঁ'রা।

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২॥

তে তৎ পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে—তোমাকে তাহা পাইবার উপায় সংক্ষেপে কহিব। পদ—প্রাপ্য বস্তু। ইহা জ্ঞানমার্গে—নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা। ১১।

সর্ব্বদ্বারাণি—জ্ঞান লাভের দ্বারস্বরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে। সংযম্য—রূপ রসাদি বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া। এবং মনঃ চ হৃদি—হৃদয়ে। নিরুধ্য—রুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ বাহ্য বিষয় চিন্তা না করিয়া, ৫।২৭ দেখ (শ্রী)। মূর্দ্ধ্নি—ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে (শ্রী)। প্রাণম্ আধায়—

অক্ষর যাঁহাকে বলে বেদবেত্তৃগণ,
যত্নশীল বিষয়-বিরাগী যতিগণ
যাঁহাতে বিলীন হয় করিয়া সাধনা ;
যাঁহার স্বরূপ করি জানিতে কামনা
আচরয়ে ব্রহ্মচর্য্য—কহিব তোমায়
সংক্ষেপে সে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির উপায়। ১১।

রূপ রস আদি হ'তে ইন্দ্রিয় সকলে
যোগ মার্গে ফিরাইয়া ল'য়ে, মনে হৃদয়কমলে
নির্গুণ নিরুদ্ধ করিয়া তারে নিষ্প্রচার করি,
সাধনা সুষুম্নার পথে প্রাণে ভ্রূমধ্যেতে ধরি,
এইরূপে সুসংযত করি মন প্রাণ
স্থির ভাবে আত্মধ্যানে থাকি যত্নবান্। ১২।

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥১৩॥
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥১৪॥

প্রাণবায়ুকে স্থাপন করিয়া। আত্মনঃ যোগধারণাম্ আস্থিতঃ (সন্)—আত্মসমাধিতে স্থিরতা অবলম্বন করিয়া। ১২।

ওম্ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্—ব্রহ্মবাচক একাক্ষর ওম্ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া। তদ্বাচ্য মাম্ অনুস্মরন্; ১৭।২৩ দেখ। দেহং ত্যজন্, যঃ প্রয়াতি—অর্চ্চিরাদি মার্গে যিনি গমন করেন; ৮।২৪ দেখ (শ্রী)। সঃ পরমাং গতিং যাতি—প্রকৃষ্টা গতি, মোক্ষ লাভ করেন। ১৩।

সমস্ত জীবন বিশেষ যত্নে অভ্যাস না করিলে এইভাবে যোগমার্গে প্রাণত্যাগ হয় না। এ অভ্যাস সুকঠিন।

ব্রহ্মবাচী একাক্ষর "ওম্" উচ্চারিয়া
তদ্বাচ্য আমাকে পার্থ, স্মরণ করিয়া
কলেবর পরিহরি করে যে গমন
পায় সে পরমাগতি, কৌরবনন্দন। ১৩।
যোগমার্গে এ সাধনা জানিও দুষ্কর,
ভক্তি মার্গে সুলভ সাধনা যাহা শুন অতঃপর।
সাধনা সর্ব্বকর্ম্মে সর্ব্বস্থানে, সতত যে জন
সুলভ আমায় অনন্যচিত্তে করে হে স্মরণ;
সতত নিবিষ্ট চিত্ত আমাতে যাহার
জানিও আমি, হে পার্থ, সুলভ তাহার।১৪।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥১৫॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥১৬॥

অতএব চতুর্থ উপায় ভক্তিমার্গের কথা বলিতেছেন। অনন্যচেতাঃ যঃ—আমি ভিন্ন অন্যত্র যাহার চিত্ত ধাবিত হয় না। ঈদৃশ ব্যক্তি সততং—নিরন্তর ; সর্ব্বকর্ম্মে দেশ কাল শুদ্ধাশুদ্ধি চিন্তা না করিয়া। এবং নিত্যশঃ—নিত্য নিত্য. সর্ব্বদা। মাং স্মরতি। নিত্যযুক্তস্য—সতত আমাতে নিবিষ্টচিত্ত। তস্য যোগিনঃ অহং সুলভঃ। ১৪।

তাদৃশ মহাত্মনঃ মাম্ উপেত্য, পরমাং সংসিদ্ধিং গতাঃ— মোক্ষ লাভ করেন। ১৮।৫৫ দেখ। তাঁহারা দুঃখালয়ং— দুঃখের আলয়স্বরূপং। অশাশ্বতম্—অনিত্য। পুনর্জন্ম ন আপ্নুবন্তি। ১৫।

কর্ম্মবিশেষদ্বারা স্বরলোক ব্রহ্মলোক আদি লাভ হইলেও পুনর্জন্মবারণ হয় না। কারণ, আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ—যাহাতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়, তাহা ভুবন ; ব্রহ্মভুবন, ব্রহ্মলোক। আব্রহ্মভুবনাৎ— ব্রহ্মভুবন পর্য্যন্ত ; ব্রহ্মলোকের সহিত সমস্ত লোক (শং) ;

মহাত্মা সে ভক্তগণ পাইয়া আমায়
এ সংসার পাশ হ'তে মুক্ত হ'য়ে যায়।
অনিত্য সংসার এই দুঃখের আলয়,
ইহাতে তাঁ'দের আর আসিতে না হয়।১৫।

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥১৭॥

লোক—ভোগস্থান (মধু)। পুনর্ব্যাবর্ত্তী—পুনরাবর্ত্তনশীল ; তাহাদের পুনরুৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী ; কারণ তাহারা বিনাশশীল (শ্রী)। কিন্তু মাম্ উপেত্য—আমাকে পাইলে। পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। ১৮।৫৫ দেখ। ১৬।

এইরূপে যাঁহারা ভগবানকে লাভ করেন, তাঁহারা ত্রিগুণময়ী সংসার অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে তাঁহার যে নিত্য ধাম, যাহা দেশ-কাল-পরিছিন্ন ভোগভূমি নয়, যাহা পুরাণের বৈকুণ্ঠ, সেই স্থানে গমন করেন ; সুতরাং ব্রহ্মার দিবসে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির ও ব্রহ্মার রাত্রিতে ব্রহ্মাণ্ডের লয়ের সহিত তাঁহাদের উৎপত্তি ও লয় হয় না। তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে থাকিয়া সেই স্থান হইতে ব্রহ্মার

শুন ওহে মতিমান্! আছে যত ভোগস্থান,
ব্রহ্মাণ্ড এ সংসারে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যে সব,
ফিরে আসে সমুদায় ; কিন্তু যে আমারে পায়,
নশ্বর আর তার পুনর্জন্ম নাই, হে পাণ্ডব!১৬।
যাহারা আমারে পায় সাধনার বশে
ব্রহ্মাণ্ডের পরপারে তাহারা নিবসে।
দশ শত চতুর্যুগে দিবা যে ব্রহ্মার,
দশ শত চতুর্যুগে রজনী যে আর,
এই দিন এই রাত্রি অবগত হ'ন
অহোরাত্রবেত্তা সেই মুক্ত ভক্তগণ। ১৭।

দিবারাত্রির সমস্ত ব্যাপার দেখিতে থাকেন। তাঁহারা ব্রহ্মার অহোরাত্রবিৎ। "যতদিন তাহা না হয়, ততদিন ব্রহ্মার দিবসে জন্ম ও রাত্রিতে লয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তদ্দশাগ্রস্থ জীব ব্রহ্মার দিবারাত্রির সংবাদ রাখিতে পারে না। তাহারা অহোরাত্রবেত্তা নহে।"—(ব্রজগোপাল)। ১৭—১৯ শ্লোকে এই কথা এবং প্রসঙ্গক্রমে সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা বলা হইয়াছে।

তে অহোরাত্রবিদঃ জনাঃ—পূর্ব্বোক্ত সেই অহোরাত্র-বেত্তা মুক্ত পুরুষগণ। সহস্রযুগপর্য্যন্তং ব্রহ্মণঃ যৎ অহঃ—সহস্র যুগ পরিমিত কালে যাহার অবসান হয়, এমন যে ব্রহ্মার দিন। পর্য্যন্ত—অবসান। এবং যুগ-সহস্রান্তাং রাত্রিং—যুগ সহস্রে যাহার অন্ত হয়, এমন যে ব্রহ্মার রাত্রি। তদুভয় বিদুঃ—জানেন। এখানে ব্রহ্মার উল্লেখদ্বারা ব্রহ্মাদি মহর্লোকাদিতে অবস্থিত সকলকেই বুঝাইতেছে (শ্রী)।

মনুষ্য-লোকের এক বৎসরে দেবলোকের এক অহোরাত্র। তাদৃশ অহোরাত্রদ্বারা পক্ষমাসাদিগণনাক্রমে যে এক বৎসর হয়, তাদৃশ ১২০০০ বৎসরে চতুর্যুগ হয়। তাদৃশ সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিন এবং ঐরূপ অপর সহস্র চতুর্যুগে এক রাত্রি। এইরূপ অহোরাত্র দ্বারা পক্ষমাসাদিগণনাক্রমে যে এক বৎসর হয়, তাদৃশ ১০০ বৎসর ব্রহ্মার আয়ুঃ। অনন্তর ব্রহ্মাও বিনষ্ট হয়েন। আমাদের পৃথিবীর আয়ুঃ আমাদের ব্রহ্মার ঐ এক দিন

অব্যক্তাদ্‌ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥১৮॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥১৯॥

পরিমিত কাল। মূলে যে যুগ শব্দ আছে, তদ্দ্বারা চতুর্যুগ অভিপ্রেত হইয়াছে (শ্রী)। ১৭।

অহরাগমে—ব্রহ্ম-দিবসারম্ভে অর্থাৎ তাঁহার জাগ্রদ্দশায় চেতনাশক্তির স্ফূরণের সঙ্গে। অব্যক্তাৎ—এই ব্রহ্মাণ্ডের কারণাত্মক অতীন্দ্রিয় সত্ত্বা হইতে (শ্রী)। সর্ব্বাঃ ব্যক্তয়ঃ—ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য এই সমস্ত চরাচর। প্রভবন্তি—আবির্ভূত হয়। রাত্র্যাগমে—ব্রহ্মরাত্রির আগমনে। তত্র এব অব্যক্তসংজ্ঞকে—সেই অতীন্দ্রিয় কারণে। প্রলীয়ন্তে—লীন হয়। ১৮।

সঃ এব অয়ং—সেই পূর্ব্বে যাহা ছিল, সেই সমস্ত, নূতন কিছু নয়। অবশঃ ভূতগ্রামঃ—কর্ম্মাদি-পরতন্ত্র সর্ব্ব ভূত। গ্রাম—সমূহ। অহরাগমে—ব্রহ্মদিবাসমাগমে। ভূত্বা ভূত্বা—পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইয়া। রাত্র্যাগমে প্রলীয়তে—ব্রহ্মরাত্রিসমাগমে পুনঃপুনঃ লয় প্রাপ্ত হয়। পুনরায়, অহরাগমে প্রভবতি।

ব্রহ্মদিবারম্ভে ব্যক্ত বিশ্ব সমুদয়
<u>সৃষ্টি ও লয়</u> অব্যক্ত কারণ হ'তে আবির্ভূত হয় ;
<u>তত্ত্ব</u> ব্রহ্মরাত্রি-সমাগমে তাহা পুনরায়
অব্যক্ত কারণে সেই মিশাইয়া যায়। ১৮।

অর্থাৎ প্রলয়ে পূর্ব্বোৎপন্ন পদার্থের নাশ ও পুনঃ সৃষ্টিতে অন্যবিধ নূতন পদার্থের উৎপত্তি হয় না। পদার্থ নিত্য। এই সৃষ্টি ও প্রলয় অনাদিকাল হইতে অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিতেছে, কোন বিশেষ কালে তাহার আরম্ভ বা শেষ নাই। আবার ভূতসমূহ নিজ নিজ ইচ্ছায় উৎপন্ন বা লয় প্রাপ্ত হয় না। তাহারা পূর্ব্বকর্ম্মজনিত স্বভাবের বশেই প্রকাশিত হয়, আবার লীন হয়, এইজন্য তাহারা "অবশ," কর্ম্মাদিপরতন্ত্র বলা হইয়াছে। ১৯।

জীবগণের দিনে দিনে এই সেই ভূতসমুদায়
স্বকর্ম্মবশে জন্মি জন্মি লয় হয় নিশায় নিশায় ;
পুনঃপুনঃ পূর্ব্বকর্ম্মবশীভূত পুনঃ সমুদয়
সৃষ্টি লয় দিবসে অবশভাবে আবির্ভূত হয়।
হইতেছে শুভাশুভ কর্ম্মফলে জন্মে, মরে আর ;
জন্মমৃত্যুপ্রবাহের নাহি পায় পার। ১৯।
আবির্ভাব তিরোভাব দিবসে নিশায়
এরূপ না হয় তার যে পায় আমায়।
উৎপত্তি-বিনাশশীল সমস্ত ভুবন,
এর পারে নিত্যধামে নিবসে সে জন।
সেথা হ'তে দিবা নিশা—সৃষ্টি ও প্রলয়,
নিরখে সে,—অহোরাত্রবেত্তা সেই হয়।১৭—১৯।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥২০॥

কিন্তু সেই অব্যক্তা প্রকৃতি, যাহা হইতে জগতের বিকাশ ও যাহাতে জগতের লয়, তাহাও চরম-তত্ত্ব নহে। তস্মাৎ তু অব্যক্তাৎ পরঃ—সেই অব্যক্তা প্রকৃতি হইতেও উৎকৃষ্ট, তাহারও কারণভূত। এবং অন্যঃ—তাহা হইতে ভিন্ন জাতীয়। যঃ ভাবঃ—পদার্থ। প্রকৃতি জড়াত্মিকা, কিন্তু ২০—২২ শ্লোকোক্ত অক্ষর ব্রহ্মভাব জ্ঞানময়, সুতরাং তাহা উত্তম এবং ভিন্ন জাতীয় (রামা)। এবং যাহা অব্যক্তঃ—ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অগোচর। সনাতনঃ—অনাদি। সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু—ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সমস্ত বস্তু বিনষ্ট হইলেও। সঃ ন বিনশ্যতি—তাহা নষ্ট হয় না। ৭।৬ ও ১৫।১৮ দেখ। ২০।

　　　　স্থাবর-জঙ্গমময় এই যে সংসার
ভগবান্　যেই অতীন্দ্রিয় বস্তু কারণ ইহার,
সমস্ত　জড়ময় তাহা ; কিন্তু তা' হ'তে উত্তম,
কারণের　তাহারও কারণরূপ বস্তু, নরোত্তম,
কারণ　আছে অন্য ; ইন্দ্রিয়ের গোচর তা' নয় ;
　　　　তাহার কারণ আর নাই ধনঞ্জয়।
　　　　সমস্ত নাশেও নাই বিনাশ তাহার,
　　　　অনিত্য সংসারে নিত্য সেই সারাৎসার। ২০।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥২১॥
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥২২॥

সেই বস্তু যাহা, অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ—অব্যক্ত, অক্ষর নামে অভিহিত হয়। বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা, তং পরমাং গতিম্ আহুঃ। গতি—গম্য, স্থিতিস্থান। যৎ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে, তৎ মম পরমং ধাম। ধাম—স্থান (শং); স্বরূপ (শ্রী); তাহাই আমার (বিষ্ণুর) পরম পদ (শং), স্বরূপাবস্থা, অর্থাৎ তাহাই আমি; আমিই সেই পরমা গতি (শ্রী)। যেমন রাহুর শির, তদ্রূপ কল্পনায় ষষ্ঠীসমাস (শ্রী)। পরম—নিত্য (রামা) ১৫।৬ দেখ। ২১।

হে পার্থ! সঃ পরঃ পুরুষঃ অনন্যয়া ভক্ত্যা লভ্যঃ—অনন্যা ভক্তিতে তাঁহাকে পাওয়া যায়। ১১।৫৪ দেখ। ভূতানি যস্য অন্তঃস্থানি—কার্য্যভূত এ জগৎ কারণরূপী

অব্যক্ত, অক্ষর বলে অর্জ্জুন, যাহারে
<u>ভগবান্ই</u> বেদজ্ঞ পরমা গতি বলে হে, তাহারে।
<u>মোক্ষধাম</u> যা' পেলে সংসারে আর আগমন নাই,।
সেই যে পরম পদ, আমি হে, তাহাই। ২১।
পরম পুরুষ সেই যিনি সর্ব্বসার,
<u>ভগবান্</u> স্থিতি করে সর্ব্বভূত অভ্যন্তরে যাঁর,
<u>ভক্তিলভ্য</u> যাঁহাতে রয়েছে ব্যাপ্ত এই সমুদয়
অনন্যা ভক্তিতে তাঁরে মিলে, ধনঞ্জয়! ২২।

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥২৩॥

যাঁহার অভ্যন্তরে। যেন ৮ সর্ব্বম্ ইদং ততম্—।২।১৭ ; ৭।৭—৯ ও ৯।৪ দেখ। ২২।

২৩—২৭ শ্লোকের মর্ম্ম ঠিক হৃদয়ঙ্গম হয় না। দেহ-ত্যাগের পর সাধুর আত্মা যে পথে গমন করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়, আর অন্যের আত্মা যে পথে গমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সংসারে ফিরিয়া আসে, এখানে সংক্ষেপে তাহা বলিতেছেন।

প্রথম বুঝিতে হইবে পথ কাহাকে বলে? যা হাকে আশ্রয় করিয়া গমন করা যায়, তাহার নাম পথ। ভূচর, খচর, জলচরেরা মৃত্তিকা, বায়ু ও সলিল আশ্রয় করিয়া এবং রবি, শশী, নক্ষত্রাদি আকাশ আশ্রয় করিয়া গমন করে ; কিন্তু আত্মা কোন বস্তুর আশ্রয়ে গমন করে? ২৪—২৫ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন।

যত্র কালে প্রযাতাঃ—যে মার্গে গমন করিয়া। যোগিনঃ—উপাসকগণ,—জ্ঞানী বা কর্ম্মী। অনাবৃত্তিং যান্তি—মুক্তিলাভ করেন। যত্র চ কালে প্রযাতাঃ,

---

<u>দেহত্যাগের</u>　সাধক যে পথে গিয়া নাহি আসে আর
<u>পরে</u>　সকামী যে পথে গিয়া আসে পুনর্ব্বার,
<u>আত্মার</u>　যে পথস্বরূপা হয় কালাদি দেবতা,
<u>গতি</u>　কহিব, ভরতশ্রেষ্ঠ ! সে পথের কথা। ২৩।

আবৃত্তিং যান্তি—মর্ত্ত্যলোকে পুনরাগমন করেন। তং কালং বক্ষ্যামি—সেই পথের বিষয় বলিব।

কাল শব্দ এখানে উপলক্ষণ মাত্র। ইহার দ্বারা অগ্নি, ধূম, দিবা ইত্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের বা তত্তৎ পদার্থের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের দ্বারা উপলক্ষিত বা প্রাপ্য মার্গকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কালশব্দেন কালাভিমানিনীভিঃ আতিবাহিকীভিঃ দেবতাভিঃ প্রাপ্যো মার্গ উপলক্ষ্যতে—(শ্রী)। তত্রাপি দেবতৈব মার্গভূতা (শং)। সেখানে সেই দেবতা বা তদন্তর্নিহিতা শক্তিই পথস্বরূপিনী হয়। মার্গভূত—পথস্বরূপ। ছান্দোগ্য শ্রুতির উক্তি,—"তে অর্চ্চিষমেবাভিসংভবন্তি। অর্চ্চিষঃ অহঃ, অহ্নঃ আপূর্য্যমানং পক্ষম্" ইত্যাদি। ছান্দোগ্য ৪।১৫।৫। "তে অর্চ্চিষম্ এব অভিসংভবন্তি—অর্চ্চিরভিমানিনীং দেবতাং অভিসংবিশন্তি"—ছান্দোগ্যভাষ্য। তাহারা অর্চ্চি-অভিমানিনী দেবতাতে প্রবেশ করে; এবং ক্রমান্বয়ে দিবসাভিমানিনী, শুক্লপক্ষাভিমানিনী ইত্যাদি দেবতাতে প্রবেশ করে। অর্থাৎ উপাসকের আত্মা প্রথমে অর্চ্চি, অর্থাৎ তেজের অন্তর্নিহিতা শক্তিকে আশ্রয় করে। পরে ক্রমান্বয়ে দিবস, শুক্ল পক্ষাদির অন্তর্নিহিতা শক্তিকে আশ্রয় করিয়া ক্রমশঃ অগ্রগামী হয়। সুতরাং ঐ সকল দেবতা বা শক্তির দ্বারাই আত্মার অতিবাহন বা গমন ক্রিয়া সাধিত হয়, তজ্জন্য তাহাদিগকে আতিবাহিকী ও মার্গভূতা বলা হইয়াছে।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥২৪॥

আত্মার উৎক্রমণ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য শ্রুতি আরও উপদেশ দেন,—হৃদয়পুণ্ডরীক আদিত্যস্থানীয়, উহা হইতে ১০১টী সূক্ষ্ম নাড়ী নিসৃত হইয়াছে, উহারা রশ্মি-স্থানীয়। সূর্য্যরশ্মি সকল এই নাড়ীসমূহে প্রবিষ্ট ও নাড়ীসমূহ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট। ইহাদের দ্বারা ইহ পর-লোকে গমনাগমন হয়।

হৃদয়স্থ ১০১ নাড়ীর মধ্যে একটী মস্তকাভিমুখিনী। যে উহার দ্বারা গমন করে, সে মোক্ষলাভ করে। সর্ব্বতো-গামিনী অন্য শত নাড়ী জীবের কেবল উৎক্রমণের পথ মাত্র। জীব দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত নাড়ী-গত রশ্মির সাহায্যে, যতটুকু সময়ে মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমন করে, ততটুকু সময়ের মধ্যে আদিত্য-লোকে যায়। আদিত্য-লোক ব্রহ্মলোকের দ্বার। ছান্দোগ্য, ৮অঃ ৬ খণ্ড। ২৩।

অগ্নিঃ, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্লঃ উত্তরায়ণং ষণ্মাসাঃ। অগ্নি জ্যোতিঃ শব্দদ্বয়ে শ্রুতিকথিত অর্চ্চিঃ অর্থাৎ তেজ বা প্রভার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে বুঝাইতেছে। তদ্রূপ অহঃ—

অগ্নি, জ্যোতি, দিবা আর শুক্লপক্ষ মাঝে
দেবযান অধিষ্ঠাত্রী রূপে যে যে দেবতা বিরাজে,
উত্তরঅয়ণরূপী ছয় মাস আর,
যিনি হ'ন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহার ;

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥২৫॥

দিবসের, শুক্ল—শুক্লপক্ষের, ও ছয়মাস উত্তরায়ণ, তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে বুঝাইতেছে। তত্র প্রযাতাঃ—এবম্ভূত পথে গমন করিয়া। ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ ব্রহ্ম গচ্ছন্তি। ব্রহ্মবেত্তার আত্মা দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া ক্রমান্বয়ে তেজের অন্তর্নিহিতা শক্তিতে, দিবসের অন্তর্নিহিতা শক্তিতে, শুক্লপক্ষের অন্তর্নিহিতা শক্তিতে উত্তরায়ণ ছয় মাসের অন্তর্নিহিতা শক্তিতে প্রবেশ করে। ছান্দোগ্যে ইহার পর সংবৎসর, সূর্য্য, চন্দ্র ও বিদ্যুতের কথা আছে। ব্রহ্মবিদের আত্মা ক্রমশঃ সংবৎসরাদিকে প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে ব্রহ্মলোক হইতে এক অমানব পুরুষ (বৃহদারণ্যকের মতে মানস পুরুষ) আসিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। এইরূপে ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মলাভ করেন। ইহার নামান্তর অর্চ্চিরাদি মার্গ বা দেবযান। ২৪।

ধূমঃ, রাত্রিঃ, তথা (এবং) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষ), দক্ষিণায়নং ষণ্মাসাঃ। এখানেও পূর্ব্বের ন্যায়, তৎ তৎ অধিষ্ঠাত্রী

এ সব দেবতাগণ পরে পরে পরে
পথস্বরূপিনী হ'য়ে যথা স্থিতি করে,
যে সকল দেবতাকে করিয়া আশ্রয়
ক্রমশঃ জীবের আত্মা অগ্রগামী হয়,
অর্চ্চিরাদি সেই মার্গ, তাহা দেবযান,
ব্রহ্মবিৎ সেই পথে গিয়া ব্রহ্ম পা'ন। ২৪।

মার্গভূতা আতিবাহিকী দেবতাগণকে বুঝিতে হইবে। এবম্ভূত যে মার্গ তত্র প্রযাতঃ যোগী—ইষ্টাপূর্ত্তাদি পুণ্য কর্ম্মী (রামা, মধু)। চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ প্রাপ্য—চন্দ্রজ্যোতি অর্থাৎ তদুপলক্ষিত চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া। তথায় কর্ম্মানুরূপ ফলভোগানন্তর নিবর্ত্ততে—ফিরিয়া আসে (শ্রী)।

স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে পুনরাগমনের ক্রম বৃহদারণ্যকে এইরূপ আছে। কর্ম্মী কৃতকর্ম্মের ক্ষয়ে আকাশরূপে পরিণত হয়; আকাশ হইতে বায়ুকে, বায়ু হইতে বৃষ্টিকে প্রাপ্ত হয়; এবং বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পতিত হইয়া শস্যাদি রূপে অন্নাকারে স্থিতি করে। পরে তাহা আহারাদিরূপে জীবশরীরে নীত হইয়া, শুক্ররূপে পরিণত হয়। শুক্র হইতে পুনঃ তাহার জীবাকারে উৎপত্তি।—বৃহদারণ্যক ৬।২।১৬। ইহার নামান্তর ধূমযান বা পিতৃযান। ২৫।

ধূম ও নিশায় যারা অধিষ্ঠান করে,
কৃষ্ণপক্ষে অধিষ্ঠাতা রূপে যে বিহরে,
<u>ধূমযান</u> ছয়মাসব্যাপী আর দক্ষিণ-অয়ন
তা'রও অধিষ্ঠাতা;—এই যত দেবগণ
পথের স্বরূপ হয় ক্রমশঃ যেথায়
সেই পথে কাম্যকর্ম্মী চন্দ্রলোক পায়।
ধূমযান ইহা, পার্থ! এ পথে যাইয়া
আসে তা'রা পুনরায় সংসারে ফিরিয়া। ২৫।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥২৬॥
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥২৭॥

জগতঃ—জগতস্থ জ্ঞানী এবং কাম্যকর্ম্মী দ্বিবিধ সাধকের। এতে শুক্লকৃষ্ণে গতী—এই দুই শুক্ল ও কৃষ্ণ মার্গ। শাশ্বতে হি মতে—অনাদি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। আর্চ্চিরাদি মার্গ প্রকাশময় অতএব শুক্ল এবং ধূমাদি মার্গ তমোময় অতএব কৃষ্ণ (শ্রী)। একয়া অনাবৃত্তিং যাতি। অন্যয়া পুনঃ আবর্ত্ততে। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীধর বলেন, কাম্য কর্ম্মে স্বর্গভোগানন্তর আবৃত্তি; নিষিদ্ধ কর্ম্মে নরক ভোগানন্তর আবৃত্তি এবং ক্ষুদ্রকর্ম্মা জন্তুগণের এই স্থানেই পুনঃপুনঃ জন্ম হয়। ২৬।

এতে সৃতী—এই দুই মার্গ। জানন্ কশ্চন যোগী ন মুহ্যতি। কশ্চন—কেহই। তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ ভব—ঈশ্বরে নিবিষ্টচিত্ত হও। ৮।৭ দেখ।২৭।

স্বপ্রকাশ জ্ঞানময় মার্গ দেবযান,
অপ্রকাশ তমোময় মার্গ ধূম্রযান,
দেবযান শুক্ল, অন্য অসিত বরণ,
জানিও জগতে দুই পন্থা সনাতন।
শুক্ল মার্গে জ্ঞানীর না হয় আগমন,
আসে পুনঃ কৃষ্ণ মার্গে গিয়া কর্ম্মিগণ। ২৬।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা,
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি তারকব্রহ্ম-যোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

বেদেষু—বেদাদি শাস্ত্রপাঠে। যজ্ঞেষু—যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে। তপঃসু দানেষু চ—তপস্যা ও দানে। যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টং—শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে। ইদং বিদিত্বা—তোমার প্রশ্নের উত্তরে যে তত্ত্ব আমি কহিলাম তাহা সম্যক্ জানিয়া। যোগী তৎসর্ব্বম্ অত্যেতি—অতিক্রম

এই দুই পন্থা, পার্থ! জানি যোগিগণ,
একে ক্রমে মোক্ষ, অন্যে পুনরাগমন,
তাহারা বিষয় সুখে মোহিত না হয়;
অতএব সর্ব্বকালে তুমি, ধনঞ্জয়!
কায় মন সমর্পণ কর হে, ঈশ্বরে,
অনায়াসে পার হবে সংসারসাগরে। ২৭।
এই যে নিগূঢ় তত্ত্ব কহিনু তোমায়
যোগিগণ তার মর্ম্ম জানি সমুদায়,
বেদপাঠে, যজ্ঞ-দানে কিম্বা তপস্যায়,
যে সমস্ত পুণ্যফল লাভ করা যায়,
সমুদয় ধনঞ্জয়! অতিক্রম করি
পায় শ্রেষ্ঠ বিশ্বমূল বিষ্ণুপদতরি। ২৮।

করে, যজ্ঞাদির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল লাভ করে। আদ্যং চ পরং স্থানম্ উপৈতি—এবং বিশ্বের আদিভূত বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। ২৮।

অষ্টম অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

এ অধ্যায়ে ঈশ্বরতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব ও জগত্তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। নিগুর্ণভাবে যিনি ব্রহ্ম, সগুণভাবে তিনিই স্বভাব, যাহা এই জগদ্রূপে প্রকাশিত, যাহার কর্ত্তৃত্বে জীব নিয়মিত এবং যাহার বশে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম হইতে জীবগণের পুনঃপুনঃ জন্ম। ঐ সগুণভাবেই তিনি জগতের ক্ষণপরিবর্ত্তনশীল জড়দেহ; আবার তিনিই জড়ে অনুস্যূত পুরুষ বা জীব-শক্তিরূপে এবং সেই জীবকৃত কর্ম্মসমূহের মূলে কারণরূপে বিরাজিত।

জীব অন্তিমকালে যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহ-ত্যাগ করে, সে পর জন্মে সেই ভাব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয় সকল বিবশ হয়, সুতরাং স্মরণচেষ্টা থাকে না। তখন যে ব্যক্তি জীবনে যে বিষয়ে অভ্যস্ত ছিল, সেই বিষয়ই আপনা হইতে তাহার মানসে উদিত হয়। অতএব যাবজ্জীবন যে ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণা করিয়া স্বধর্ম্মানুরূপ কর্ম্ম করে, সে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিয়া মুক্তি লাভ করে।

কেহ বা ঈশ্বরকে, অনাদি, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্ববিধাতা, স্বপ্রকাশ, মায়ামোহের অতীত ইত্যাদি সগুণ ভাবে চিন্তা করিয়া, আর কেহ বা যোগাবলম্বনে তাঁহার নির্গুণভাব ধ্যান পূর্ব্বক "ওম্" মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে সুষুম্নামার্গে তনুত্যাগ করিয়া, মুক্ত হয়েন।

পূর্ব্বোক্ত যোগমার্গে সাধনা দুষ্কর; কিন্তু যে সকল সময়ে ও সর্ব্ব কর্ম্মে ভক্তি পূর্ব্বক ঈশ্বরস্মরণ করে, তাহার পক্ষে ঈশ্বরলাভ সুলভ। অনন্যা ভক্তির দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মাণ্ডের কারণীভূত যে অব্যক্তা প্রকৃতি, যাহা হইতে ব্রহ্মার দিবসারম্ভে, কর্ম্মাধীন জগতের বিকাশ ও ব্রহ্মরাত্রির সমাগমে যাহাতে জগতের বিলয়, ভগবান্ সেই প্রকৃতিরও কারণীভূত বস্তু। ভগবন্নিষ্ঠ যোগিগণ তনুত্যাগান্তে দেবযানে গমন পূর্ব্বক ভগাবন্‌কে লাভ করিয়া মুক্ত হয়েন; আর অন্য পুণ্যকর্ম্মীগণ পিতৃযানে গমন পূর্ব্বক চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া, তথায় সুকৃত ভোগানন্তর মর্ত্ত্যলোকে পুনরাগমন করে। সাধনার ফলে যেরূপ উচ্চ লোকই লাভ হউক, ঈশ্বরলাভ না হইলে নিস্তার নাই।

সর্ব্ব কালে ঈশ্বরে যে অর্পিয়া হৃদয়
স্বধর্ম্ম-পালন করে, সেই মুক্ত হয়।

তারকব্রহ্ম-যোগ নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ ।

রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১॥

অষ্টমেতে হরি কহিলা নির্ণয়
শুদ্ধা ভক্তি যোগে মিলে ভগবান্ ;
নবমেতে পরে কহিলা বিস্তারে
তাঁহার আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য মহান্ ।—শ্রীধর

সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে জ্ঞানভক্তিমার্গ সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহা উত্তম বটে, কিন্তু এক্ষণে যাহা বলিবেন, তাহা তদপেক্ষা উত্তম। তজ্জন্য বলিতেছেন ;—ইদং তু গুহ্যতমং বিজ্ঞানসহিতং জ্ঞানম্ অনসূয়বে তে

শ্রীভগবান্ কহিলেন ।

পরম ঈশ্বরতত্ত্ব বলেছি তোমারে,
ভক্তিযোগে ভক্তগণ জানিতে যা' পারে ।
যোগমার্গে কি ভাবে বা, বলেছি তোমায়,
জ্ঞানবান্ ধ্যানযোগে মোক্ষপদ পায় ।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥ ২॥

প্রবক্ষ্যামি। 'বিজ্ঞান—যদ্দ্বারা বিশেষরূপে জানা যায় অর্থাৎ উপাসনা (শ্রী); অন্য অর্থও হয়; ৩।৪১ দেখ। বিজ্ঞানসহিত—উপাসনাগত বিশেষ জ্ঞানের সহিত (রামা)। অনসূয়—গুণে দোষারোপের নাম অসূয়া, যে তাহা করে না, সে অনসূয়। যৎ জ্ঞাত্বা, অশুভাৎ—সংসাররূপ অশুভ হইতে। মোক্ষ্যসে—মুক্ত হইবে। ১।

ইদম্—এই বিদ্যা। রাজবিদ্যা—বিদ্যা সকলের রাজা। রাজগুহ্যং—গোপনীয় বিষয় সমূহের রাজা। অর্থাৎ ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা (শ্রী, শং)। উপসর্জ্জন পদের পরনিপাত। অথবা "রাজ্ঞাং বিদ্যা", রাজগণের বিদ্যা (শ্রী; রামা)। এই অধ্যাত্মবিদ্যা প্রাচীন ভারতে রাজর্ষিসম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষরূপে প্রবাহিত ছিল। উপনিষদ্ পাঠে জানা যায়,—জনক, জৈবলি, চিত্র, অজাতশত্রু, কৈকেয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয়

গুণে দোষদরশন স্বভাব যাহার
কুটিল, সন্দেহপূর্ণ হৃদয় তাহার;
নিগূঢ় শাস্ত্রের মর্ম্ম সে বুঝিতে নারে,
অনুচিত গূঢ় তত্ত্ব কহিতে তাহারে।
তোমার সে দোষ নাই, তুমি যোগ্যতম,
কহিব তোমায় এবে, যাহা গুহ্যতম;
কহিব সে জ্ঞান আর উপাসনা তাঁর,
যা' জানি সংসারপাশ ঘুচিবে তোমার। ১।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥

রাজারাই ব্রহ্মবিদ্যার চরম উপদেশ সকল ব্রাহ্মণগণকে দিয়াছিলেন। ভগবান্‌ও বলিয়াছেন, "এবং পরম্পরাপ্রাপ্ত মিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ" (৪।২); অতএব ব্রহ্মবিদ্যাকে রাজগণের বিদ্যা বলাও অসঙ্গত নহে।

ইহা পবিত্রং—পবিত্রকারক, পাবন। উত্তমং। প্রত্যক্ষাবগমং—দৃষ্টফল। ধর্ম্ম্যং—ধর্ম্মসঙ্গত; বেদোক্ত সর্ব্ব ধর্ম্মফল ইহাতে পাওয়া যায় (শ্রী)। কর্ত্তুং সুসুখং—সুখে অনুষ্ঠান করা যায়। অব্যয়ং—অক্ষয় ফলজনক।২।

অস্য ধর্ম্মস্য অশ্রদ্দধানাঃ—এই ধর্ম্মে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই। ধর্ম্মস্য—কর্ম্মে ষষ্ঠী, ইমং ধর্ম্মম্ অশ্রদ্দধানাঃ।

বিদ্যামধ্যে রাজবিদ্যা, বিদ্যা শ্রেষ্ঠতম,
সকল গুহ্যের মধ্যে ইহা গুহ্যতম।
পাবন সকল মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ধনঞ্জয়!
রাজবিদ্যা জন্ম-জন্ম-কর্ম্মরাশি স্পর্শমাত্রে ক্ষয়।
দৃষ্টফল দৃষ্টফল এই জ্ঞান, সুখে সিদ্ধ হয়,
পবিত্র ও যজ্ঞতপস্যাদি মত ক্লেশসাধ্য নয়;
সুখসাধ্য সর্ব্বধর্ম্মসম্মত,—সকল ধর্ম্মফল
ইহার সাধনে, পার্থ! মিলে হে, সকল।
কাম্যকর্ম্মফল যত ভোগে ক্ষয় হয়,
এ জ্ঞানের মোক্ষফল অব্যয়,—অক্ষয়। ২।

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

তাহারা, মাম্ অপ্রাপ্য, মৃত্যু-সংসারবর্ত্মনি—মৃত্যুময় সংসার-মার্গে। নিবর্ত্তন্তে—নিয়ত ভ্রমণ করে। ৩।

এইবার প্রতিজ্ঞাত সেই 'জ্ঞানের কথা বলিতেছেন। লোকে ঈশ্বরকে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা বলে; কিন্তু কি অর্থে তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, কি অর্থে তিনি জগতের আধার ও পালনকর্ত্তা এবং কি অর্থেই বা প্রলয়কর্ত্তা, ক্রমে ক্রমে তাহা বলিতেছেন।

অব্যক্তমূর্ত্তিনা ময়া (কারণভূতেন—শ্রী) সর্ব্বম ইদং জগৎ ততম্—আমার মূর্ত্তি অর্থাৎ স্বরূপ (শং, শ্রী) অব্যক্ত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর। জীব ইন্দ্রিয়জ্ঞানে আমার স্বরূপ বুঝিতে পারে না। আমার সেই অব্যক্ত কারণস্বরূপ সত্তার দ্বারা, এই সমস্ত জগৎ তত, জগতের সর্ব্ব বস্তু, অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত, অনুস্যূত।

কারণ বলিলে, নিমিত্ত এবং উপাদান দ্বিবিধ কারণই বুঝিতে হয়। কুম্ভকার মৃত্তিকা দিয়া ঘট প্রস্তুত করে। এখানে ঘটের নিমিত্তকারণ কুম্ভকার ও উপাদান, কারণ মৃত্তিকা। ঈশ্বর বিশ্বকারণ; বিশ্বের তিনিই নিমিত্ত,

---

এই যে পরম ধর্ম্ম,—জ্ঞান ভক্তিময়,
যা'দের ইহার প্রতি শ্রদ্ধা নাহি হয়,
তাহারা, হে পরন্তপ! না পেয়ে আমায়,
ভ্রমে নিত্য মৃত্যুময় সংসার-পন্থায়। ৩।

তিনিই উপাদান ; ৭।৬ দেখ। "তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তিনিই তাহাতে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক অন্তর্যামী রূপে ধারণ করেন।"—তৈত্তিরীয় ২।৬। কিন্তু এ তত্ত্ব আমরা জীবজ্ঞানে ঠিক বুঝিতে পারিব না।

সর্ব্বভূতানি মৎস্থানি—স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব বস্তু কারণরূপী আমাতে অবস্থিত (শ্রী)। আমিই তাহাদের ব্যাপক, ধারক ও নিয়ামক (১০।৮; ১০।৪২ ও ১৫।১৭ দেখ)। আবার সর্ব্বত্র অনুস্যূত হইলেও, অহং তেষু ন অবস্থিতঃ—মৃত্তিকাই যেমন রূপান্তরিত হইয়া ঘটাদি পাত্রে স্থিতি করে, আমার শুদ্ধ সত্ত্বা সে ভাবে জাগতিক পদার্থে স্থিতি করে না ; অর্থাৎ জগৎ আমার বিবর্ত্ত নহে। আমি আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত। ৬ শ্লোক দেখ (শ্রী)।

চরাচরময় এই সমগ্র সংসার
আমারে জানিও, পার্থ! কারণ ইহার।
ঈশ্বরই আমিই নিমিত্ত এর, আমি উপাদান,
জগৎকারণ আমাতেই পরিব্যাপ্ত এ বিশ্ব মহান্ ;
জগদাধার ইন্দ্রিয়-গোচর নহে সে ভাব আমার,
তথাপি জীব-জ্ঞান-গম্য নহে রহস্য তাহার।
স্বতন্ত্র কারণস্বরূপ সূক্ষ্ম সত্ত্বায় আমার
অবস্থিত সর্ব্ব ভূত, কৌরব-কুমার!
আমারই আশ্রয়ে বটে আছে সমুদয়,
কিন্তু মম শুদ্ধ সত্ত্বা সে সবে না রয়। ৪।

ন চ মৎস্থানিভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, এক অর্থে ঈশ্বর সর্ব্বভূতের অন্তরে বাহিরে বিরাজিত আবার এক অর্থে নহেন ; ৭।১৩ শ্লোকে আছে ঈশ্বর জগৎ হইতে স্বতন্ত্র ও অব্যয়। একখণ্ড চুম্বুক-লৌহের সহিত সংঘর্ষণে শত শত খণ্ড লৌহ চুম্বকলৌহে পরিণত হয়। এ স্থলে বলা যাইতে পারে, সেই সকল কৃত্রিম চুম্বকের প্রত্যেকেরই অভ্যন্তরে মূল চুম্বক অবস্থিতি করে ; অথচ মূল চুম্বক পূর্ব্বে যাহা ছিল পরেও ঠিক তাহাই থাকে। অতএব তাহা ঐ কৃত্রিম চুম্বক সমূহ হইতে স্বতন্ত্র ও অব্যয়। সামান্য একটা জড় পদার্থের যখন ঈদৃশী অচিন্তনীয়া শক্তি, তখন সর্ব্বশক্তিমানের শক্তি যে কি, তাহা কে বলিতে পারে ? ৪।

আবার মে ঐশ্বরং যোগং পশ্য—আমার অসাধারণ যোগশক্তি, অদ্ভুত প্রভাব দেখ। যোগ—সংযোগ, সমাবেশ। এক ভাবে সর্ব্বভূত আমাতে স্থিতি করিলেও, ভূতানি ন চ মৎস্থানি—অন্য ভাবে ভূত সকল আমাতে স্থিতি

আবার, আমাতে বটে আছে সমুদায়
জগৎ ঈশ্বরে অদ্ভুত প্রভাব মম দেখ পুনরায় ;—
থাকিয়াও নির্লিপ্ত আকাশবৎ আমি এ সংসারে,
থাকে না সেহেতু আধেয় রহে যেমন আধারে,
সে.ভাবে আমাতে কভু না রয় সে সব ;—
জীবজ্ঞানে বুঝিবে না এ তত্ত্ব, পাণ্ডব।

করে না। অর্থাৎ ঈশ্বর আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত বলিয়া (শ্রী) ঈশ্বর ও জগৎ আধার-আধেয় ভাবে সংশ্লিষ্ট নহে (শং)।

আবার দেখ, আমি ভূতভৃৎ—ভূতধারক। ও ভূতভাবনঃ;—ভুতপালক হইলেও। মম আত্মা—আমার পরম স্বরূপ অর্থাৎ আমি স্বয়ং। যেমন রাহুর শির তদ্রূপ কল্পনার ষষ্ঠী। ন ভূতস্থঃ—কোন ভূতে অবস্থিত নহে (শ্রী)। অথবা, আমি ভূতভৃৎ হইয়াও ভূতস্থ নহি। মম আত্মা এব—আমার মনোময় সংকল্পই। ভূতভাবনঃ—জগৎ পালক (রামা)। জীবজ্ঞানে আমরা এ সকলের সামঞ্জস্য করিতে পারিব না; ইহা পারমেশ্বরী যোগশক্তি। ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে ইত্যাদি ১৫।৩ দেখ।

জীব যেমন দেহকে ধারণ ও পালন করিতেছে, তদ্রূপ ঈশ্বরও জগৎকে ধারণ ও পালন করিতেছেন। জীবের সহিত দেহের যে সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সহিত জগতের সেই সম্বন্ধ; তবে প্রভেদ এই যে, জীব অহঙ্কারবশতঃ দেহকে "আমি আমার" ভাবিয়া তাহাতে সংশ্লিষ্ট থাকে; কিন্তু ঈশ্বর

সমগ্র জগৎ করি আমিই ধারণ,
ঈশ্বরও — আমি করি চরাচর সমস্ত পালন,—
জগতে — এ ভাবে যদিও আমি আছি নিরন্তর,
থাকিয়াও — তথাপি কিছুতে আমি নাই, নরবর!
নাই — অলৌকিকী শক্তিযোগে, ভরত-নন্দন,
সঙ্কল্প মাত্রেতে করি ধারণ পালন। ৫।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥

নিরহঙ্কার, জগৎকে "আমি আমার" মনে না করায় তাহাতে লিপ্ত হয়েন না (শ্রী)।

ঈশ্বর নিরহঙ্কার কেন, অধ্যাপক ৺নীলকান্ত মজুমদার তাহা এইরূপ বুঝাইয়াছেন। আমরা অন্য বস্তু হইতে পৃথক্, এই জন্য আমাদের অহং বুদ্ধি হয়; অর্থাৎ আমি বলিলে ইহাই বুঝা যায় যে, আমি "তুমি" নয়, আমি "তিনি" নয়, আমি "বৃক্ষ" নয়, আমি "প্রস্তর" নয়, ইত্যাদি। তুমিত্ব থাকিলে তবে আমিত্ব থাকে। কিন্তু ঈশ্বর যখন সর্ব্বময়, তখন তিনি কাহা হইতে আপনাকে পৃথক্ করিবেন?

এই ৪—৫ শ্লোকে যাহা বলা হইল তাহা তর্কের যুক্তি-বিচার বা প্রমাণের সীমার মধ্যে আইসে না। কৃষ্ণ স্বীকার করিয়া লইলেন যে, ঈশ্বরই জগতের কারণ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর হার্বার্ট স্পেন্সর বলিয়াছেন,—Unless the Real Absolute be postulated, the relative itself becomes absolute and so brings the argument to a contradiction. স্পেন্সারের এই উক্তির মর্ম্ম অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, যে এরূপ স্বীকার অবশ্যম্ভাবী। ৫।

ঈশ্বর জগতের আধার হইয়াও অসংলিপ্ত কিরূপে, তাহা উপমার দ্বারা বুঝাইতেছেন। সর্ব্বত্রগঃ—সর্ব্বত্র

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

গমনশীল। মহান্ বায়ুঃ যথা (অসংলিপ্ত ভাবে) আকাশে স্থিতঃ। মহান্—পরিমাণে মহান্ (শং)। তথা—তদ্রূপ অসংলিপ্ত ভাবে। সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানি, ইতি উপধারয়—আমাতে সর্ব্বভূত অবস্থিত জানিবে। নিরাকার পদার্থে অন্য পদার্থ লিপ্ত হয় না। আকাশ ও ঈশ্বর উভয়ই নিরাকার। ৬।

৪—৫ শ্লোকে বলিয়াছেন, ঈশ্বর জগতের আধার ও পালক হইয়াও অসংলিপ্ত, এক্ষণে বলিতেছেন—জগতের লয় ও সৃষ্টিতেও তিনি অসংলিপ্ত। তিনি হর্ত্তা হইয়াও হর্ত্তা নহেন, স্রষ্টা হইয়াও স্রষ্টা নহেন।

তিনি সর্ব্বত্র অসংলিপ্ত, যথা—বায়ু ও আকাশ

সর্ব্বতোগমনশীল মহান্ পবন
রহে নিত্য নিরাকার আকাশে যেমন,
নিরাকার আমাতে তেমতি, ধনঞ্জয়!
জানিও সমস্ত ভূত অসংলিপ্ত রয়। ৬।

প্রলয় ও সৃষ্টি

এইভাবে আমাতে থাকিয়া কল্পকাল
কল্পশেষে অবশেষে সেই ভূতজাল
মিশাইয়া গুণময়ী মায়াতে আমার
অতীন্দ্রিয় ভাবে রয়, কৌরবকুমার!
কল্পারম্ভে পুনঃ সবে, কৌরবকেশরি!
পূর্ব্ববৎ নাম রূপে প্রকাশিত করি। ৭।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ ॥ ৮ ॥

হে কৌন্তেয়! কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে, সর্ব্বভূতানি মামিকাং প্রকৃতিং যান্তি—আমার ত্রিগুণা মায়া বা অপরা প্রকৃতিতে লীন হয় (শং)। মামিকা—মদীয়া (শং, শ্রী); মৎশরীরভূতা (বামা)। সৃষ্টির আদি মুহূর্ত্ত হইতে প্রলয়েব পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে কাল তাহার নাম কল্প। কল্পাদৌ—সৃষ্টিব প্রারম্ভে। তানি—পূর্ব্বের সেই ভূত সকলকে। পুনঃ বিসৃজামি—বিশেষেণ সৃজামি (শ্রী), পূর্ব্ববৎ (শং); অর্থাৎ প্রলয়ে যাহা অবিশেষ বা অব্যক্ত ভাবে প্রকৃতিতে লীন ছিল, তাহাকে সেই পূর্ব্বানুযায়ী নামরূপাদি বিশেষে পুনর্ব্বার প্রকাশিত করি। ৭।

ঈশ্বর কি ভাবে স্রষ্টা হইয়া স্রষ্টা নহেন, তাহা বিশেষ রূপে বলিতেছেন। স্বাং প্রকৃতিং—স্বকীয়া, পূর্ব্বশ্লোকোক্তা মামিকা,—ভূমি, জল আদি অষ্টধা বিভক্তা (৭।৪) অপরা

আপন ইচ্ছায় কিন্তু, ভরত-নন্দন!
প্রকৃতিবশে আমি হে, করি না এই জগৎসৃজন।
জীবের নিজ নিজ কর্ম্মফলে, শুন মহাযশ,
লয় ও ভূতগ্রাম অনিবার্য্য প্রকৃতির বশ;
সৃষ্টি প্রলয়ে বিলীন হয় প্রকৃতির সনে
ব্যক্ত হয় পুনরায় প্রকৃতিস্ফুরণে;—
পূর্ব্বকর্ম্মঅনুরূপ সবে, ধনঞ্জয়।
আকৃতি প্রকৃতি সহ প্রকাশিত হয়।

প্রকৃতিতে (শং ; স্বাম্যা)। অবষ্টভ্য—অধিষ্ঠান করিয়া (শ্রী)। প্রকৃতেঃ বশাৎ অবশং—স্বভাবের বশে অস্বতন্ত্র ; পূর্ব্বকর্ম্মজনিত সংস্কারের অধীন (শং)। কৃৎস্নম্ ইমম্ ভূতগ্রামম্—এই সমস্ত ভূতকে। পুনঃপুনঃ বিসৃজামি—প্রকাশিত করি। অবশ—৮।১৯ দেখ।

শ্রীধর "স্বাম্" অর্থে স্বাধীনা বুঝিয়াছেন। ফল কথা, জগৎসৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বরই প্রধান অথবা প্রকৃতি (মায়া বা স্বভাব) প্রধান, এমন কথা পরিষ্কার বলিতেছেন না। প্রকৃতির সাহায্য বিনা সৃষ্টি হয় না, ঈশ্বরের ইচ্ছানুরূপ নূতন ভাবেও হয় না ; যাহা হয় তাহা প্রকৃতির বশেই হয় ; ১৫।২ দেখ। অতএব প্রকৃতিই প্রধান ও স্বাধীন। পুরুষোত্তমে ৺জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহ ঠুঁটো, হাতকাটা, যেহেতু জগন্নাথের হাত বা স্বাধীনকর্তৃত্ব নাই। পুনর্ব্বার, ঈশ্বরই জগৎকারণ ; তাঁহার ইচ্ছা ও শক্তি বিনা সৃষ্টি হয় না। ১৪ অঃ ৩—৪ শ্লোক দেখ। এখানেও বলিতেছেন, "বিসৃজামি" আমি সৃষ্টি করি। অতএব প্রকৃতি প্রধান বা স্বাধীন নহে। আবার প্রকৃতি ঈশ্বরেরই শক্তি (৭।৪), সুতরাং তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থও নহে। ৮।

ঈশ্বর আপনার প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করি
স্রষ্টা, হর্ত্তা অবশ সে ভূতগণে প্রকাশিত করি ;
হইয়া ও এই ভাবে পুনঃপুনঃ, ওহে মতিমান্,
নহেন প্রকৃতির বশে কার জগৎ নির্ম্মাণ। ৮।

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥

এইরূপে প্রকারান্তরে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্ত্তা হইলেও, উদাসীনবৎ আসীনম্—উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত। অতএব তেষু কর্ম্মসু অসক্তং—সৃষ্টিসংহারাদি কর্ম্মসমূহে অনাসক্ত। সে সমস্ত কর্ম্মে আমার কর্তৃত্বাভিমান বা ফলাসক্তি না থাকায় (শং)। তানি কর্ম্মাণি মাং ন নিবধ্নন্তি—জগৎ সৃষ্ট্যাদি সেই কর্ম্ম সকল আমাকে বদ্ধ করে না। কারণ, আসক্তিই বন্ধনের হেতু; আমার তাহা নাই।

যে উদাসীন সে কোন কর্ম্মের কর্ত্তা হইতে পারে না; আর যে সৃষ্টি-স্থিতির কর্ত্তা, সে উদাসীন হইতে পারে না; তজ্জন্য উদাসীনবৎ বলা হইয়াছে (শ্রী)। ৯।

কিরূপে ঈশ্বর উদাসীনবৎ? অধ্যক্ষেণ ময়া প্রকৃতিঃ সচরাচরং জগৎ সূয়তে—আমার অধ্যক্ষতার দ্বারা প্রকৃতি স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ প্রসব করে; অর্থাৎ অধ্যক্ষ বা নিয়ন্তৃভাবে ঈশ্বর প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিলে (শ্রী, মধু); জীবের পূর্ব্বকর্ম্মজনিত স্বভাবের অনুকূলে প্রকৃতিতে

সৃষ্টি স্থিতি সংহারাদি এই কর্ম্ম যত
ঈশ্বর অনাসক্ত আমি তায় উদাসীন মত,
উদাসীনবৎ আসক্তি-বিহনে সেই কর্ম্ম সমুদয়,
করে না আমারে বদ্ধ কভু, ধনঞ্জয়। ৯।

কটাক্ষ করিলে (রামা), প্রকৃতি হইতে জগতের বিকাশ হয়। ১৪।৩ টীকা দেখ। অনেন হেতুনা—জীবের পূর্ব্ব-কর্ম্মানুগত-ঈক্ষণরূপ এই অধিষ্ঠানবশতঃ (রামা)। জগৎ বিপরিবর্ত্ততে—পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে।

"এক আমি, বহু হইব" এইরূপ অভিমান করিয়া ঈশ্বর প্রকৃতিতে কটাক্ষ করেন। ছান্দোগ্য ৬।২।২। সেই চৈতন্যসত্ত্বাসন্নিকর্ষবশতঃ জগতের বিকাশ। অতএব ঈশ্বর কর্ত্তাও বটেন উদাসীনও বটেন। সন্নিধিমাত্রেণাধি-ষ্ঠাতৃত্বাৎ কর্ত্তৃত্বমুদাসীনত্বঞ্চাবিরুদ্ধম্—(শ্রী)।

৪ হইতে ১০ শ্লোকের মর্ম্ম এই যে, প্রকৃতিবশ জীব প্রলয়কালে প্রকৃতিবশে প্রকৃতিতে লীন হয়, আবার পুনঃ সৃষ্টিতে প্রকৃতিবশে আবির্ভূত হইয়া, পূর্ব্ববৎ ভাব প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের সত্ত্বাতেই প্রকৃতির সত্ত্বা, তথাপি কার্য্য প্রকৃতির বশেই হয়। ঈশ্বরের অধিষ্ঠান না হইলে কিছু হয় না, আবার প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়াও কিছু হয় না। সুতরাং ঈশ্বর স্বাধীন হইয়াও স্বাধীন নহেন, কর্ত্তা

অধ্যক্ষের ভাবে মাত্র কৌরবকেশরি,
সৃষ্টির কারণ গুণময়ী প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করি।
ঈশ্বরের মাত্র সেই অধিষ্ঠান লভিয়া আমার
অধিষ্ঠান প্রকৃতি প্রকাশ করে সমগ্র সংসার।
কিন্তু কর্ত্রী আমার সে অধিষ্ঠানবশে ধনঞ্জয়!
প্রকৃতি এ সংসার বারংবার সমুৎপন্ন হয়। ১০।

হইয়াও কর্ত্তা নহেন, হর্ত্তা হইয়াও হর্ত্তা নহেন। তিনিই সকলকে ধারণ করেন, তথাপি নির্লিপ্ত; সকলকে পালন করেন, তথাপি উদাসীন। যত অসম্ভব-সমাবেশ, তাঁহার কাছে সে সমস্তই সম্ভব। জীবজ্ঞানে ইহা ঠিক বুঝা যায় না। ১০।

প্রকৃতির বশ যত জীব, নরবর!
প্রকৃতির বশে ভ্রমে সংসারভিতর,
কল্পান্তে তা'দেরই হয় প্রকৃতিতে লয়,
কল্পারম্ভে তাহারাই আবির্ভূত হয়।
জগতে আমারই আশ্রয়ে থাকে সেই জীবগণ,
জগন্নাথের প্রকৃতির বশে কিন্তু করে, হে, ভ্রমণ।
হাত নাই আমারই বিলাস সেই, প্রকৃতি আবার,
"ঠুঁটো" আপন স্বভাবে কিন্তু চলে অনিবার।
স্বাধীন হইয়া আমি প্রকৃতি-অধীন,
জগৎপালক বটে, তবু উদাসীন,
জগৎ ধারণ করি আমি বটে রই,
কিছুতেই লিপ্ত কিন্তু কখন না হই।
সংসারে আমিই ধাতা, আমি হর্ত্তা, কর্ত্তা,
তথাপি অধাতা আমি, অহর্ত্তা অকর্ত্তা;
আমার ঐশ্বরযোগ জানিবে এ সব,
জীবজ্ঞানে বুঝিবেন এ তত্ত্ব, পাণ্ডব! ৪—১০।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ১১॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ১২॥

মূঢ়াঃ—মূর্খেরা। এবম্ভূত মম সর্ব্বভূতমহেশ্বরং পরং ভাবম্ অজানন্তঃ—পরমতত্ত্ব না জানিয়া। মানুষীং তনুম্ আশ্রিতং—ভক্তের প্রতি অনুগ্রহার্থ নরদেহে আবির্ভূত ও মনুষ্যের ন্যায় ব্যবহারশীল। মাং অবজানন্তি—আমাকে অবজ্ঞা করে (শং, শ্রী)। মহেশ্বর—১৩। ২৩ দেখ। ১১

সেই মূর্খেরা, মোহিনীং রাক্ষসীম্ আসুরীং চ এব প্রকৃতিং শ্রিতাঃ—রাক্ষসের ন্যায় হিংসাদি-প্রধান এবং

পরম ঈশ্বর আমি সর্ব্ব চরাচরে
এ পরম তত্ত্ব মম না জানি অন্তরে,
আসুরিক নরদেহে আবির্ভূত সংসারে আমায়
জ্ঞান বুদ্ধি অর্জ্জুন! অবজ্ঞা করে মূর্খ সমুদায়। ১১।
কর্ম্ম এবং রাক্ষস-অসুরসম হিংসা কাম ক্রোধ,
উপাসনা লুপ্ত তাহে তাহাদের হিতাহিত বোধ।
সেই সব মূঢ়মতি, জ্ঞানবুদ্ধিহারা,
অন্যে ভজি, বৃথা সুখ ইচ্ছা করে তা'রা,
বৃথা করে বহুবিধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
কুতর্ক-আশ্রিত মিথ্যা তাহাদের জ্ঞান।
অশন, বসন, পান, হিংসা, পরধনে
মজিয়া, আমারে ঘৃণা করে মূঢ়গণে। ১২।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥

অসুরের ন্যায় কাম দর্প লোভাদি-প্রধান বুদ্ধিনাশী, দেহাত্মবাদী (শং) স্বভাব আশ্রয় করিয়া। মাম্ অবজানন্তি—পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত অন্বয়। তাহারা মোঘাশাঃ—নিষ্ফলাশা; অধিক ফলের লোভে, আমাকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক, দেবতান্তরের পূজা করিয়া বিফল-মনোরথ হয়। মোঘকর্ম্মাণঃ—বৃথা যজ্ঞাদি কর্ম্ম করে। মোঘজ্ঞানাঃ—তাহাদের জ্ঞান কুতর্কাশ্রিত, ভ্রান্ত। বিচেতসঃ—সদসৎ বিচারে অক্ষম। ১২।

তু (কিন্তু) হে পার্থ, দৈবীং প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ মহাত্মানঃ—দেবপ্রকৃতিক মহাত্মারা; ১৬।১—৩ দেখ। মাং ভূতাদিম্ অব্যয়ং জ্ঞাত্বা—আমাকে সর্ব্বভূতের আদি, জগৎকারণ ও নিত্য জানিয়া। অনন্যমনসঃ ভজন্তি। ১৩।

তাঁহারা সততং—সর্ব্বদা, অর্থাৎ দেশ কালাদির শুদ্ধাশুদ্ধিবিচার না করিয়া (বল)। মাং কীর্ত্তয়ন্তঃ—মদ্বিষয়ক আলাপ করতঃ। যতন্তঃ দৃঢ়ব্রতাঃ চ—যত্নশীল ও দৃঢ়ব্রত

কিন্তু সেই মহাত্মারা, যাঁদের অন্তর
দৈবী বুদ্ধি দৈবগুণে বিভূষিত, কুরুবংশধর,
এবং জগৎকারণ আমি, আমি হে, অব্যয়,
উপাসনা জানিয়া আমারে ভজে অনন্যহৃদয়। ১৩।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

হইয়া। ভক্ত্যা নমস্যন্তঃ চ—ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া। নিত্যযুক্তাঃ—সতত আমাতে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক। মাম্ উপাসতে—আমাকে উপাসনা করে। ১৪।

অন্যে অপি চ জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ মাম্ উপাসতে। তন্মধ্যেও, কেচিৎ একত্বেন, কেচিৎ পৃথক্ত্বেন, কেচিৎ

আমার যে ভক্তগণ কৌরব-কুমার,
ভক্তিমার্গে দেশাদেশ কালাকাল করে না বিচার।
উপাসনা সতত আমার তত্ত্ব করে আলাপন,
আমার সেবায় রাখে সুদৃঢ় যতন,
নমস্কার করে নিত্য সভক্তি অন্তরে,
সতত আমাতে চিত্ত রাখি, পূজা করে।১৪।

দেখি বাসুদেবময় সমগ্র জগৎ
জ্ঞানযজ্ঞে পূজে অন্যে, জ্ঞানী যে মহৎ।
বহু বহু ভাবে করে মম উপাসনা,
কেহ করে জীবব্রহ্মে অভেদ ভাবনা;
উপাসনার জীবেশ্বর পরস্পর ভিন্ন কেহ ভাবে,
বিবিধ প্রভুজ্ঞানে ভগবানে সেবে দাস ভাবে;
ভাব সর্ব্বময় আমারে, হে, কেহ বা আবার
সেবে হরিহর আদি কত ভাবে আর;
বিশ্বরূপী আমারে হে, বিশ্বে এই ভাবে,
অভেদ বা ভিন্ন ভাবে সেবে বহু ভাবে। ১৫।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ ১৬॥

বিশ্বতোমুখং মাং বহুধা উপাসতে (শ্রী); অথবা বিশ্বতো-মুখং মাং একত্বেন, পৃথক্ত্বেন বহুধা উপাসতে।

জ্ঞানযজ্ঞ—"সমস্তই বাসুদেব" এইরূপ দর্শনই জ্ঞান (শ্রী); ৪।৩৫ ও ৭।১৯ দেখ। এই জ্ঞান রূপ যজ্ঞ। সমস্তই বাসুদেব বা ঈশ্বর, এই জ্ঞানে ঈশ্বরারাধনা। একত্বেন—জীব ও ঈশ্বর অভেদ ভাবে। পৃথক্ত্বেন—জীব ও ঈশ্বর স্বতন্ত্র ভাবে; ঈশ্বর উপাস্য, প্রভু,—জীব উপাসক, দাস। বহুধা—ব্রহ্মা রুদ্রাদি বহু প্রকারে। বিশ্বতোমুখ—সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বময় (শ্রী); বিশ্বরূপ (শং); জগদাকারে অবস্থিত (রামা)। ১৫।

৯ম শ্লোকে বলিয়াছেন, ঈশ্বর উদাসীনবৎ; যে উদাসীন তাঁহার উপাসনার ফল কি? ইহার উত্তর এই যে, ফলাফল আমরা প্রত্যক্ষভাবে বুঝিতে পারি বা না পারি,

---

বিশ্বরূপ আমি, আছি ধরি বিশ্বরূপ,
ঈশ্বরের　সংক্ষেপতঃ শুন তার আংশিক স্বরূপ;—
সর্ব্বময়ত্ব　আমি ক্রতু,—অগ্নিষ্টোম আদি শ্রৌত কর্ম্ম;
আমি ঋষিযজ্ঞ আদি স্মৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম;
পিতৃভক্ষ্য স্বধা আমি; আমিই ঔষধি;
আমিই জীবের অন্ন,—ধান্যাদি ওষধি;
মন্ত্রবাক্য আমি; আমি যজ্ঞহুতাশন;
আমি হবি, আমি হোম, ভরত-নন্দন! ১৬।

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥

কিন্তু ঈশ্বরকে অতিক্রম করা যায় না। ঈশ্বর জগৎকারণ, বিশ্বে তিনিই সর্ব্বময়, তিনিই জগৎরূপে অবস্থিত (১৩।১৬)। ১৬—১৯ শ্লোকে তাঁহার সেই সর্ব্বময়ত্বভাব স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন। অহং ক্রতুঃ—অগ্নিষ্টোমাদি বৈদিক যজ্ঞ আমি; ইত্যাদি। যজ্ঞ—স্মার্ত্ত পঞ্চ ., স্বধা—পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি। ঔষধ—ভেষজ বা ওষধি হইতে উৎপন্ন অন্ন (শ্রী)। আজ্য—ঘৃত। হুত—হোম। আমারই শক্তি ঐ সমুদায়ে বর্ত্তমান। ১৬।

অহম্ অস্য জগতঃ পিতা ইত্যাদি। ধাতা—ধারক ও পোষকভাবে স্থিত রাজা প্রভৃতি (বল); অথবা কর্ম্ম-ফলবিধাতা (শ্রী)। আমি বেদ্য—জানিবার বস্তু; মানুষ যাহা কিছু জানিতেছে, তদ্দ্বারা সে আমাকেই জানিতেছে। ১০ম অধ্যায়ে এ তত্ত্ব পরিস্ফুট। পবিত্র—

আমা হ'তে এ সংসার—আমি এর পিতা;
আমার কুক্ষিতে বিশ্ব,—আমি তার মাতা;
আমিই তাহার পুনঃ হই পিতামহ;
ধাতারূপে ধরি আর পালি অহরহ;
যাহা জানে জীব, তাহে জানে সে আমারে;
যা কিছু পবিত্রকর আমি তা' সংসারে;
সর্ব্ববেদ-বীজমন্ত্র আমি হে, ওঙ্কার;
আমি ঋক্, সাম, যজু, কৌরব-কুমার। ১৭।

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥

পবিত্রকারী। ঋক্—ছন্দযুক্ত মন্ত্র। তাহাই গানের উপযোগী হইলে—সাম। আর যে মন্ত্র ছন্দবিহীন ও গানের অনুপযোগী তাহা যজুঃ (মধু)। ১৭।

পুনশ্চ। গতিঃ—যাহাতে গমন করা যায় অর্থাৎ কর্ম্মফল (শং) ; ইন্দ্রলোকাদি (রামা)। ভর্ত্তা—পোষণ-কর্ত্তা। প্রভুঃ—নিয়ন্তা। সাক্ষী—দ্রষ্টা। নিবাসং—বাসস্থান (শং, রামা) বা ভোগস্থান (শ্রী, মধু)। শরণং—রক্ষক। সুহৃৎ—বিনা কারণে হিতৈষী। প্রভবঃ—সৃষ্টিকর্ত্তা। প্রলয়ঃ—সংহর্ত্তা। স্থানং—যাহাতে স্থিতি

কর্ম্ম, জ্ঞান, পূজা, ধ্যান, তপস্যা, ভকতি,
যে ফল ইত্যাদি কর্ম্মে, আমি সেই গতি ;
আমি ভর্ত্তা—করি আমি সকলে পোষণ ;
আমি প্রভু—করি আমি সকলে শাসন ;
আমি সাক্ষী—সর্ব্ব কর্ম্ম দেখি সবাকার ;
শরণ—রক্ষক আমি ; সুহৃৎ সবার ;
নিবাস—ভোগের স্থান জানিবে আমারে ;
সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা আমিই সংসারে ;
আমি স্থান—সমস্ত আমাতে অবস্থিত ;
জীবের ভবিষ্য ভোগ্য আমাতে সঞ্চিত।
যা' কিছু সংসারে আছে, জড় বা চেতন,
আমি তার অনাদি ও অনন্ত কারণ। ১৮।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯ ॥

করে, আধার। নিধানং—প্রাণিগণের বর্ত্তমানে ভোগের অনুপযোগী বিষয় ভবিষ্যতে ভোগের জন্য যাহাতে নিহিত, সঞ্চিত থাকে (গিরি)। অব্যয়ং বীজং—অনাদি অনন্ত কারণ (মধু); যে কারণপরম্পরার আদি বা শেষ নাই। ১৮।

অহং তপামি—উত্তাপ প্রদান করি। বর্ষং—বৃষ্টি অর্থাৎ জল। নিগৃহ্ণামি—আকর্ষণ করি। উৎসৃজামি—

জড় বা চেতন যত, আমিই সবার
অন্তরে বাহিরে করি উত্তাপ সঞ্চার ;
আমি করি ধরা হ'তে বারি আকর্ষণ ;
পুনরায় আমি তায় করি বরিষণ ;
আমিই অমৃত যাহা জীবের জীবন ;
আমিই সে মৃত্যু যাহে নষ্ট জীবগণ ;
আমি সৎ সর্ব্বত্রই কারণ স্বরূপে ;
আমিই অসৎ বস্তু পুনঃ কার্য্যরূপে ;
আমি যত স্থূল বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর ;
সূক্ষ্ম বস্তু আমিই ইন্দ্রিয়-অগোচর ;
সদসৎ বহু ভাব-নাম-রূপ ধরি
সর্ব্বভূতে একমাত্র আমি স্থিতি করি ;—
এই ভাবে এ সংসারে আমি সর্ব্বময়,
যে ভাবে যা' কিছু দেখ আমি সমুদয়। ১৯।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥২০॥

বর্ষণ করি। অমৃতং—জীবন। মৃত্যুঃ—নাশ। সৎ, অসৎ—যে বস্তু যাহার কারণ, তাহাই তাহার সম্বন্ধে সৎ এবং সেই কার্য্য বস্তু অসৎ (শং)। সকল অবস্থাতেই ঈশ্বরই সৎ বা অসৎরূপে বর্ত্তমান (রামা)। শ্রীধর সৎ শব্দে স্থূল, দৃষ্ট বস্তু (manifest) এবং অসৎ শব্দে সূক্ষ্ম অদৃষ্ট বস্তু (unmanifest) বুঝিয়াছেন। ১৯।

নিষ্কাম জ্ঞানিগণ পরমেশ্বরকে সর্ব্বময়, সর্ব্বাধিপতি ভাবিয়া, অভেদভাবে বা পৃথক্‌ভাবে ভজনা করে, কিন্তু যাহারা কামপরবশ, আত্মসুখের কামনায় কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত থাকে, তাহাদের জন্মমৃত্যুপ্রবাহ অনিবার্য্য, ২০—২১ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন।

ত্রৈবিদ্যাঃ—ত্রি বিদ্যা,—ঋক্, যজুঃ ও সাম্ এই তিন বেদ; তাহাদের সমাহার ত্রৈবিদ্য; ইহা যাহারা জানে বা অধ্যয়ন করে তাহারা ত্রৈবিদ্যাঃ; অর্থাৎ বেদত্রয়োক্ত

বৈদিক কর্ম্মের তন্ত্রে রত নরগণ
সকাম　সকাম যজ্ঞেতে করি আমার ভজন,
কর্ম্মের　যজ্ঞসোমপানে হ'য়ে নিষ্পাপ হৃদয়
ফল　স্বর্গলোক যেতে তা'রা অভিলাষী হয়।
ইন্দ্রলোক লাভ করি সেই পুণ্যফলে
দেবভোগ ভোগ করে তাহারা সকলে। ২০।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥২১॥

কাম্যকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ। অথর্ব্ব বেদে যজ্ঞের ব্যবহার নাই। যজ্ঞৈঃ—সকামে ঈশ্বরারাধনাদ্বারা। মাম্ ইষ্ট্বা—আমাকে পূজা করিয়া। অন্য দেবতারা আমারই রূপান্তর মাত্র ইহা না জানিয়া ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে আমা হইতে পৃথক্ ভাবিয়া পূজা করে, বস্তুত সে আমারই পূজা (শ্রী)। এবং যজ্ঞশেষে, সোমপাঃ—সোম রস পান করিয়া। তদ্দ্বারা পূতপাপাঃ—নিষ্পাপ হইয়া। স্বর্গতিং—স্বঃ, স্বর্গই গতি (শং) অথবা স্বর্গ প্রতি গতি (শ্রী) স্বর্গগমন। প্রার্থয়ন্তে—প্রার্থনা করে। তে পুণ্যং—পুণ্য-ফল স্বরূপ। সুরেন্দ্র-লোকম্ আসাদ্য—প্রাপ্ত হইয়া। দিবি—স্বর্গে। দিব্যান্ দেবভোগান্ অশ্নন্তি। ২০।

তে—স্বর্গকামিগণ। তং বিশালং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা, পুণ্যে ক্ষীণে—পুণ্য ক্ষয় হইলে। মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। এবম্প্রকারে, ত্রয়িধর্ম্মম্ অনুপ্রপন্নাঃ—বেদত্রয়ের কর্ম্মতন্ত্র আশ্রয় করিয়া। কামকামাঃ—ভোগকামিগণ। গতাগতং লভন্তে—যাতায়াত করে। ২১।

সুবিশাল স্বর্গলোক ভুঞ্জি, ধনঞ্জয়,
আসে পুনঃ মর্ত্ত্যলোকে, কর্ম্ম হ'লে ক্ষয়।
কাম্য কর্ম্মে রত হ'য়ে সংসার-ভিতরে
কামিগণ এই ভাবে যাতায়াত করে। ২১।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

কিন্তু যাহারা অনন্যাঃ—আমাকে ভিন্ন অন্য কিছু কামনা করে না (শ্রী)। ইহা ভক্তের ভজনা। অথবা যাহারা আমার সহিত অনন্যভাবে, অপৃথক্‌ভাবে স্থিত, যাহারা জীবব্রহ্মে অভেদ জ্ঞান করে (শং)। ইহা ব্রহ্মজ্ঞানীর সাধনা। তথাভূত যে ভক্তগণ মাং চিন্তয়ন্তঃ পর্য্যুপাসতে। নিত্যাভিযুক্তানাং তেষাং—আমাতে সর্ব্বদা নিবিষ্টচিত্ত সেই ভক্তগণের। যোগক্ষেমম্ অহং বহামি। অপ্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্তির নাম যোগ আর প্রাপ্ত বস্তু রক্ষার নাম ক্ষেম; আমি তদুভয়ের ভার বহন করি। ঈশ্বরই ভক্তের আবশ্যক বস্তু, সকলের সংযোগ ও রক্ষার বিধান করান। ২২।

আমি ভিন্ন নাহি অন্য যাহার ভাবনা,
ভক্তের অনন্য মানসে করে আমার ভজনা,
যোগক্ষেম আমাতেই মাত্র নিত্য চিত্ত রহে যার,
ঈশ্বর বহেন আমিই বহন করি যোগক্ষেম তার।
যাহা কিছু সে ভক্তের প্রয়োজন হয়,
করাই সংযোগ তার আমি সমুদয়;
রক্ষার বিধান করি আমিই তাহার,
এ ভাবে বহন করি যোগক্ষেম তার। ২২

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩ ॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

কিন্তু আমাকেই পূজা করুক অথবা ইন্দ্রাদি দেবতাকেই পূজা করুক, আমাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। তবে তদুভয় পূজার ফল বিভিন্ন। যে ভক্তাঃ শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ—শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া। অন্যদেবতাঃ যজন্তে—সেবা করে। তে অপি মাম্ এব অবধি পূর্ব্বকং যজন্তি—তাহারাও আমাকেই সেবা করে, কিন্তু সে সেবা বিধি-পূর্ব্বক হয় না। ২৩।

কারণ, অহং হি সর্ব্ব-যজ্ঞানাং ভোক্তা,—আমিই সর্ব্ব যজ্ঞের সেই সেই দেবতারূপে ভোক্তা। এবং প্রভুঃ—স্বামী,

---

শ্রদ্ধাসহ ভক্ত যদি পূজে অন্য দেবে
অবিধি পূর্ব্বক তায় আমাকেই সেবে।
কখন পারে না পার্থ, কেহই সংসারে
কোনরূপে অতিক্রম করিতে আমারে। ২৩।
সর্ব্বযজ্ঞে আমি ভোক্তা—ইন্দ্রাদি দেবতা;
সর্ব্বযজ্ঞে আমি প্রভু—যজ্ঞফলদাতা;
অন্তর্যামী রূপে আমি সর্ব্বদেবতায়;
এই ভাবে যথাযথ না জানি আমায়,
ইন্দ্র, চন্দ্র, বসু আদি দেবতা-নিকর,
চিন্তা করে আমা হ'তে তা'রা স্বতন্তর।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥২৫॥

ফলদাতা; আমি অধিযজ্ঞ (৮। ৪)। তাহারা কিন্তু, তত্ত্বেন ন জানন্তি—যথাবৎ ইহা জানেন না। অতএব তে চ্যবন্তি—চ্যুত হয়, সংসারে পতিত হয়। ২৪।

কোন উপাসনাই নিষ্ফল হয় না; তবে, "যে জন ভজে যে ভাবে, তারে ভজি সেই ভাবে" (৪। ১১)। দেবব্রতাঃ—ইন্দ্রাদি দেবতাগণের উদ্দেশে যাহাদের ব্রত, নিয়ম; যাহারা দেবতাগণকে ঈশ্বরবোধে পূজা করে। তাহারা দেবান্ যান্তি—নশ্বর দেবলোক প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাহাদিগকে পুনরাগমন করিতে হয়। যাহারা পিতৃব্রতাঃ—মৃত পিতৃপিতামহাদিগকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে। তাহারা পিতৄন্ যান্তি—পিতৃলোক লাভ করে।

অবিধি পূর্ব্বক তাই আমায় ভজিয়া
আসে তা'রা পুনরায় সংসারে ফিরিয়া। ২৪।
কোন উপাসনা নয় নিষ্ফল সংসারে,
<u>যেমন ভাব</u> যে ভাবে যে ভজে, ভজি সেই ভাবে তারে।
<u>তেমন লাভ</u> ঈশ্বর ভাবিয়া ভজে দেবগণে যারা,
নশ্বর দেবতালোক লাভ করে তা'রা।
পিতৃগণে পূজা করি পিতৃলোকে যায়
ভূতপ্রেতে পূজা করি ভূতলোক পায়।
পূজা করে আমাকে যে অর্পিয়া হৃদয়,
আমার বৈকুণ্ঠধামে তার গতি হয়। ২৫।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥২৬॥
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥২৭॥

আর যাহারা ভূতেজ্যাঃ—ভূতগণকেই ঈশ্বরবোধে পূজা করে। ইজ্যা—পূজা। তাহারা ভূতানি যান্তি। মদ্-যাজিনঃ—সর্ব্বময় আমাকে যাহারা যজনা, পূজা করে। তাহারা মাং যান্তি। ৭। ২৩ দেখ। ২৫।

আমার পূজায় অধিক উদ্যোগ বা আয়াসের আবশ্যক নাই। ভক্ত্যা—ভক্তির সহিত। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং (জল) যঃ মে প্রযচ্ছতি—যে আমাকে অর্পণ করে। অহং প্রযতাত্মনঃ—শুদ্ধচিত্ত ভক্তের (শ্রী)। ভক্ত্যা উপহৃতং তৎ অশ্নামি—ভক্তিপূর্ব্বক সমর্পিত সে বস্তু গ্রহণ করি। ২৬।

এমন কি, আমার পূজায় পত্র-পুষ্পাদিরও প্রয়োজন নাই। যৎ কর্ম্ম করোষি। যৎ দ্রব্যম্ অশ্নাসি—আহার কর। যৎ জুহোষি—যাগ বা হোম কর। যৎ দানং দদাসি। যৎ তপস্যসি। হে কৌন্তেয়! তৎ মদর্পণং কুরুষ্ব—

আমার পূজায় নাই আয়াস বিস্তর,
ভক্তিতে ভক্তি মাত্রে তুষ্ট আমি, ওহে ভক্তবর!
যাহা দাও নিষ্কাম নির্ম্মল চিত্তে মম ভক্তগণ
তিনি তাহাই যাহা করে ভক্তিভরে আমারে অর্পণ,—
লয়েন পত্র, পুষ্প, ফল, জল,—যা' ইচ্ছা যাহার,
আমি লই সে সকল ভক্তি-উপহার। ২৬।

সেই সমস্ত আমায় অর্পণ কর। তাহা হইলেই আমার পূজা হইবে, অন্য পৃথক্ ব্যাপার আবশ্যক নহে।

সাধক রামপ্রসাদের নিম্নোক্ত গীতটী এই শ্লোকের টীকা।

ওরে মন, ভজ কালী, ইচ্ছা হয় যে আচারে
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র দিবানিশি জপ করে।
শয়নে কর প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
ও, নগর ফিরে মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।
যত শুন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে।
ও, আহার করে মনে কর, আহুতি দিই শ্যামা মারে।

অধ্যাপক ৺নীলকান্ত মজুমদার এই শ্লোকের মর্ম্ম বিষদ-ভাবে বুঝাইয়াছেন, যথা,—ঈশ্বরকে মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইও না। তুমি যাহা কিছু কর্ম্ম কর, তাহা ঈশ্বরের কর্ম্ম এরূপ মনে করিলে আর চৌর্য্য, শঠতা, প্রবঞ্চনা, স্বার্থ-পরতাদি হৃদয়ে স্থান পাইবে না। যাহা ভোজন করিতেছ,

---

অথবা, হে প্রিয়তম! করহ শ্রবণ,
আহারাদি　পত্র, পুষ্প, ফল, জলে কিবা প্রয়োজন?
সর্ব্বকর্ম্ম　যাহা কিছু কর কর্ম্ম, যা' কর ভোজন,
ঈশ্বরে　যাহা কিছু যজ্ঞ তপ কর বা সাধন,
অর্পণ কর　যাহা কিছু কর দান, তাহা সমুদয়
আমায় অর্পণ তুমি কর, ধনঞ্জয়!
না হও মুহূর্ত্ত জন্য বিস্মৃত আমারে,—
কি কাজ আমার তরে পৃথক্ ব্যাপারে? ২৭।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥২৮॥

তাহা তোমার হৃদয়স্থিত ঈশ্বরই ভোজন করিতেছেন, এরূপ ভাবিলে, কে আর লোভীর ন্যায় অপবিত্র, অহিতজনক নিকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করিতে পারে? যখন কাহাকেও কিছু দান করিবে, তখন মনে করিও যে, ঈশ্বরকে দান করিতেছ; এরূপ মনে করিলে আর অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক নিকৃষ্ট দ্রব্য দান করিতে পারিবে না। যখন যাগ, তপ, হোমাদি করিবে, তখন মনে করিবে যে, তোমার হৃদয়াধিষ্ঠিত ঈশ্বরই তাহা করিতেছেন, তাহা হইলে আর নিষ্ঠুর, ভক্তিশূন্য, প্রতারণা-পূর্ণ যাগাদি করিতে প্রবৃত্তি হইবে না। এইরূপে যে কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়কেই ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতে পারিবে, তাহার ঈশ্বরলাভ সন্নিকট। অন্ধ কবি মিল্টন্ এই ভাবেই ভক্তি-পরিপ্লুত হৃদয়ে বলিয়াছেন,—

All is, if I have grace to use it so,
As ever in my great Task-Maker's eye.

এই ভাব যাহার অন্তরে জাগিয়াছে, সে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের, ধর্ম্মাধর্ম্ম-পাপপুণ্যের অতীত। এইরূপ ভক্তের উদ্দেশেই ভগবানের উপদেশ,—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ (১৮।৬৬)। ২৭।

স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিই কর্ম্মপাশে বদ্ধ হয়। কিন্তু যে কেবল, কিসে ঈশ্বর-প্রীত হইবেন, এরূপ চিন্তায় কর্ম্ম করে, তাহার স্বার্থজ্ঞান থাকে না। সুতরাং এবম্—পূর্ব্বোক্ত

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯॥

ভাবে কর্ম্ম করিলে। শুভাশুভ ফলৈঃ—শুভাশুভ ফলপ্রদ। কর্ম্মবন্ধনৈঃ মোক্ষ্যসে। অতএব, সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা—আমাতে সর্ব্ব কর্ম্ম অর্পণ রূপ সন্ন্যাস-যোগে নিবিষ্টচিত্ত হও। তাহা হইলে, বিমুক্তঃ, হইয়া। মাম্ উপৈষ্যসি (শ্রী) ।২৮।

যদি কেবল ভক্তগণই তাঁহার কৃপাভাজন হয়, অন্যে নহে, তবে ঈশ্বরকেও রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী বলিতে হয়। তজ্জন্য বলিতেছেন। অহং সর্ব্বভূতেষু সমঃ। মে দ্বেষ্যঃ—অপ্রিয়। অথবা প্রিয়ঃ ন অস্তি। কিন্তু ভক্তির এমনি মহিমা যে,—যে তু মাং ভক্ত্যা ভজন্তি, তে ময়ি—তাহারা

স্বার্থান্বেষী যারা, তারা বদ্ধ কর্ম্ম-পাশে,
তাহাতে না হয় বন্ধন কর্ম্মে স্বার্থজ্ঞান নাশে।
পাপ পুণ্যের ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে কর্ম্ম কর অনিবার,
ভাগীহইবেনা না রবে স্বার্থের কালি অন্তরে তোমার।
শুভাশুভ-ফলপ্রদ তব কর্ম্মপাশ
মুক্ত হবে এই ভাবে স্বার্থ হ'লে নাশ।
আমায় অর্পণ তুমি কর সমুদায়,
ঘুচিবে সংসারপাশ, পাইবে আমায়। ২৮।
ভক্তে বা অভক্তে মম ভিন্ন ভাব নাই,
প্রিয় বা অপ্রিয় নাই সমান সবাই।
তবে যে ভক্তিতে ভজে, রহে সে আমাতে
ভক্তিতে আকৃষ্ট, রহি আমিও তাহাতে। ২৯।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥৩০॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৩১॥

আমাতে বর্ত্তমান থাকে। অহম্ অপি চ তেষু—আমিও সেই সকলে থাকি। ৬।৩০ টীকা দেখ। ভক্ত ভগবান্‌কে চায়, সুতরাং তাঁহাকে পায়; অভক্তে চাহে না, কাজেই পায় না। ইহাতে ভগবানের বৈষম্য নাই। ২৯।

অন্যের কি কথা? চেৎ—যদি। সুদুরাচারঃ অপি—অত্যন্ত কুৎসিৎকর্ম্মা লোকেও। অনন্যভাক্ মাং ভজতে—অন্যকে ভজনা না করিয়া অনন্য-চিত্তে আমাকে ভজনা করে। সঃ সাধুঃ এব মন্তব্যঃ—তাহাকে সাধুই জানিবে। হি—কারণ। সঃ সম্যক্ ব্যবসিতঃ—তাহার অধ্যবসায় সাধু। ৩০।

কদাচারী ব্যক্তিরও আমার প্রতি ভক্তির উদয় হইলে ক্ষিপ্রং—শীঘ্র। ধর্ম্মাত্মা ভবতি। এবং শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি—নিত্য শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি—তুমি সকলের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিও। মে—আমার। ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি—নষ্ট হয় না।

ভক্ত	অতিশয় কদাচারী যে জন সংসারে
কদাচারী	অনন্য ভক্তিতে যদি ভজে সে আমারে,
হইলেও	তাহাকেও সাধু বলি জানিবে নিশ্চয়,
সাধু	কারণ তাহার যত্ন সাধু, ধনঞ্জয়। ৩০।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২॥

প্রতিজানীহি,—এ স্থলে "প্রতিজানেঽহম্"—আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিতেছি, এইরূপ পাঠান্তর আমরা কোন সাধুর নিকট শুনিয়াছি। এইরূপ পাঠই সমীচীন। ৩১।

জাতিভেদ, কর্ম্মভেদ, স্ত্রীপুরুষভেদ, আমার কাছে নাই। এমন কি, যে অপি পাপযোনয়ঃ স্যুঃ—পাপহেতু চণ্ডালাদি নীচকুলে যাহাদের জন্ম। তথা স্ত্রিয়ঃ, বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ। তে অপি মাং ব্যপাশ্রিত্য—আমাকে আশ্রয় করিয়া। হি—নিশ্চয়ই। পরাং গতিং যান্তি। ভগবানের দৃষ্টি সকলের প্রতি সমান। পুরুষোত্তমে জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহের দুই চক্ষু গোল অর্থাৎ সর্ব্বদিকে সমান দৃষ্টি; এবং তাঁহার পুরীতে জাতি ভেদ নাই। ৩২।

শীঘ্র ধর্ম্মশীল হয় ভক্ত সে আমার
ভক্ত　অচিরে শাশ্বত শান্তি লাভ হয় তার;
কখন নষ্ট　প্রতিজ্ঞা-বচনে তুমি বল, ধনঞ্জয়,
হয় না　কখন আমার ভক্ত বিনষ্ট না হয়। ৩১।
জাতিভেদ, কর্ম্মভেদ মম পাশে নাই,
ঈশ্বরের　স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই, সমান সবাই।
কাছে ছোট　আমাকেই করে, পার্থ, আশ্রয় যাহারা,
বড় নাই　অন্ত্যজাদি নীচ-কুলে জন্মে যদি তারা,
নারী কিম্বা বৈশ্য কিম্বা শূদ্র যদি হয়,
তারাও পরমা গতি লভে হে নিশ্চয়। ৩২।

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥৩৩॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৩৪॥

ইতি রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

চণ্ডালাদিও যখন মুক্তিলাভ করে, তখন পুণ্যাঃ—পুণ্যকর্ম্মা। ব্রহ্মণাঃ তথা ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ পুনঃ কিম্—ইঁহাদের কথা আর কি ? তুমি ত' রাজর্ষি—রাজা হইয়াও ঋষি। অনিত্যম্ অসুখম্ ইমং লোকং প্রাপ্য মাং ভজস্ব। সংসার অনিত্য এবং অসুখ অর্থাৎ দুঃখপূর্ণ। অতএব বৃথা সংসারসুখের আশায় কালক্ষেপ না করিয়া আমাকে ভজনা কর। ৩৩।

অনন্য ভক্তিতে সেবা করিবার যে উপদেশ পূর্ব্বে দিয়াছেন, সেই ভক্তির স্বরূপ বলিতেছেন। তুমি মন্মনা ভব। মদ্ভক্ত ভব। মৎযাজী—মৎপূজাপরায়ণ হইয়া। মাম্ এব নমস্কুরু। এবম—এইভাবে মৎপরায়ণ হইয়া

পবিত্র ব্রাহ্মণ, ভক্ত রাজ ঋষিগণ,
সংসার ইঁহাদের কথা, পার্থ, কি আর তখন ?
সুখ স্থান অনিত্য সংসার এই সুখভূমি নয় ;
নহে এ সংসারে আগমন করি, ধনঞ্জয়,
বৃথা হে, সুখের আশা করি পরিহার,
রাজঋষি তুমি, কর ভজনা আমার। ৩৩।

আত্মানং যুক্ত্বা—কায় মন আমাতে স্থাপন করিলে। মাম্ এব এষ্যসি—আমাকেই পাইবে। ১৮। ৬৯ দেখ। ৩৪।

আমাতেই মন কর সমর্পণ,
ভক্তির স্বরূপ
ভক্ত হও পার্থ! তুমি হে আমার,
করহ যজন আমারই উদ্দেশে,
আমাকেই তুমি কর নমস্কার,
এই ভাবে তুমি একান্ত হৃদয়ে,
আমাকেই করি পরম আশ্রয়,
তব কায়, মন আমায় অর্পিয়া
আমাকেই পাবে, পাবে হে, নিশ্চয়।৩৪।

নবম অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

এই অধ্যায়েও ভগবত্তত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ঈশ্বরই বিশ্বকারণ;—তিনিই জগতের নিমিত্ত, তিনিই উপাদান। তিনি জগতের ধারক, ব্যাপক ও নিয়ামক, তথাপি তাঁহার শুদ্ধ সত্ত্বা জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। সর্ব্বভূত ঈশ্বরেই স্থিতি করে, তথাপি তিনি জগতে অসংলিপ্ত যেমন বায়ু ও আকাশ। প্রলয়কালে সর্ব্বভূত প্রকৃতির-বশে প্রকৃতিতে লীন হয়, পুনঃ সৃষ্টিকালে ঈশ্বর সেই সমস্তকেই আবার প্রকৃতির বশেই সেই পূর্ব্বের মত ভাবে

প্রকাশিত করেন; ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করে। ঈশ্বরের অধিষ্ঠান বিনা কিছু হয় না; আবার প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়াও কিছু হয় না। তিনি সৃষ্টি-স্থিতিসংহারের কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা এবং উদাসীন।

ঈশ্বরই সর্ব্বময়,—যজ্ঞ, যজ্ঞীয় অগ্নি, মন্ত্র, ঘৃত, অন্ন প্রভৃতি তাঁহারই শক্তি হইতে। তিনিই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা; জীবের গতি, ভর্ত্তা, নিয়ন্তা, আশ্রয়, সুহৃৎ ইত্যাদি। আসুরিক প্রকৃতির মূর্খেরা এ তত্ত্ব বুঝে না; জ্ঞানিগণ বুঝিয়া সদ্বিধি পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা করে। মূর্খেরা কেহ দেবগণকে, কেহ পিতৃগণকে, কেহ ভূতগণকে ঈশ্বরবোধে পূজা করে, কিন্তু ইহাও অবিধি পূর্ব্বক ঈশ্বরেরই পূজা। তাহারা সেই পূজার অনুরূপ দেবলোক, পিতৃলোক বা ভূতলোক প্রাপ্ত হয়।

যে ভক্তগণ অনন্যচিত্তে ঈশ্বরের সেবা করে, ঈশ্বর স্বয়ং তাহাদের যোগক্ষেম বহন করেন। ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরকে ফল, জল, পুষ্পাদি যাহা দেওয়া যায়, তিনি তাহাই গ্রহণ করেন। অথবা ফল, জল, পুষ্পাদিও তাঁহাকে দিতে হয় না। আমরা ভোজন, দানাদি যাহা কিছু কর্ম্ম করি, সে সমস্ত ঈশ্বরে অর্পণ করিলেই তাঁহার পূজা হয়, অন্য স্বতন্ত্র ব্যাপারের প্রয়োজন নাই। বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী বা চণ্ডাল হউক, যে ঈশ্বরে ভক্তিমান, তাহার মুক্তি লাভ হয়। কদাচারী ব্যক্তিও ঈশ্বরভক্ত হইলে সে সাধু। সে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয়। ভক্ত কখন বিনষ্ট হয় না। এ সংসার সুখভূমি

হয়; যে সংসারসুখের আশা ত্যাগ করিয়া কায়মনপ্রাণে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়, সে তাঁহাকেই লাভ করে।

আপন ঐশ্বর্য্য পরম আশ্চর্য্য,
ভক্তির মহিমা অদ্ভুত যেমন,
নবমে শ্রীহরি পার্থে কৃপা করি,
রাজগুহ্য-যোগে কহিলা বর্ণন।—শ্রীধর

রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগ নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

বিভূতি-যোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥১॥

ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ধায় বাহিরেতে মন
তথাপি সর্ব্বত্র হয় ঈশ্বর-দর্শন,
ভক্তে বুঝাবারি তরে কৌশল তাহার
দশমে কহিলা নিজ বিভূতি-বিস্তার।—শ্রীধর।

সপ্তম হইতে দশম অধ্যায়ে উপাস্য ভগবান্ বা সগুণ ব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। ঈশ্বরের সহিত জগতের সম্বন্ধ কি? কিরূপে তিনি স্রষ্টা হইয়াও স্রষ্টা নহেন, পাতা হইয়াও পাতা নহেন, সংহর্ত্তা হইয়াও সংহর্ত্তা নহেন, এবং

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

পুনরায় মহাবাহো! করহ শ্রবণ
পরমার্থতত্ত্বযুক্ত আমার বচন।
প্রীত তুমি অতিশয় আমার কথায়
শুন যাহা কহি তব হিতকামনায়। ১।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥২॥

কিরূপেই বা অনাদিকাল হইতে সৃষ্টিস্থিতিলয় চলিয়া আসিতেছে তাহা ৯। ৪—১০ শ্লোকে বলিয়াছেন। আর কিরূপে তিনি সর্ব্বময়, সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট তাহা, রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় ইত্যাদি (৭।৮—১২) অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র (৮।৪) ময়া ততমিদং সর্ব্বম্ (৯।৪) অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ (৯।১৬) প্রভৃতি বাক্যে সংক্ষেপে বলিয়াছেন। অনন্তর ভক্ত কি ভাবে চিন্তা করিয়া তাঁহার সেই সর্ব্বময় ভাব উপলব্ধি করিতে পারে, এক্ষণে তাহাই সবিস্তারে বলিবেন। যে ভাবে বিভোর হইয়া ভক্তিমতী ব্রজবালা—"সখি! কৃষ্ণময় সকল দেখি" বলিয়াছিল, দশমে সেই তত্ত্ব পরিস্ফুট।

হে মহাবাহো! ভূয়ঃ এব মে পরমং—পরমার্থনিষ্ঠ। বচঃ শৃণু। যৎ অহং প্রীয়মাণায় তে—প্রীতিযুক্ত তোমাকে। হিতকাম্যয়া—তোমার হিতেচ্ছায়। বক্ষ্যামি। মহাবাহু—স্বধর্ম্ম পালনাদি মহৎ কর্ম্মসাধনক্ষম (শ্রী)। ১।

মে প্রবভম্—আমার প্রভব; প্র—উৎকৃষ্ট, ভব জন্ম; অর্থাৎ জন্মরহিত হইলেও নানা বিভূতির ভাবে আমার আবির্ভাব (শ্রী)। সুরগণাঃ মহর্ষয়ঃ চ ন বিদুঃ। যেহেতু

অনাদি অব্যক্ত অজ আমার স্বরূপ
লীলায় কেমনে তবু ধরি ব্যক্ত রূপ,
যে ভাবে রয়েছি ব্যাপি নিখিল সংসার
সে তত্ত্ব জানে না দেব ঋষিগণ আর।

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩॥
বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥৪॥

অহং দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ আদি—দেবতা ও মহর্ষিগণের জন্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্যাদি যাহা কিছু আমিই সর্ব্ব প্রকারে তাহার আদি, কারণ। ২।

যঃ অনাদিম্ (অতএব) অজং লোকমহেশ্বরং মাং বেত্তি, স মর্ত্ত্যেষু অসংমূঢ়ঃ—মনুষ্যমধ্যে মোহবর্জ্জিত। তিনি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ৭। ২৮ দেখ। লোকমহেশ্বর—ব্রহ্মাদি লোকেশ্বরগণেরও ঈশ্বর; ১৩। ২৩ দেখ। ৩।

তিনি কিরূপে সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বময় তাহা বলিতেছেন। বুদ্ধিঃ, জ্ঞানম্, অসংমোহঃ ইত্যাদি ভূতানাং পৃথগ্বিধাঃ

কারণ সে দেবগণ কিম্বা ঋষিগণ
তাহাদের সর্ব্ব রূপে আমিই কারণ।
তাহাদের জন্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য-সঞ্চার,
সমুদয়, ধনঞ্জয়, কৃপায় আমার। ২।
মম আদি নাই, আদি আমিই সবার,
জন্ম নাই এ সংসারমাঝারে আমার,
লোকেশ্বর যত, আমি তাঁদের ঈশ্বর,
এ ভাবে আমারে যেবা জানে, নরবর!
মোহমুক্ত সেই জন মনুষ্যমাঝারে,
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হ'ন তিনি এ সংসারে। ৩।

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥৫॥

ভাবাঃ—জীবগণের মধ্যে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাব। সে সকল, মত্তঃ এব—আমা হইতে হয়।

জ্ঞান—জ্ঞাতব্য বিষয় বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয়রূপে নির্ণীত হইলে তদ্বিষয়ে যে উপলব্ধি জন্মে, তাহার নাম জ্ঞান (শং, মধু)। অন্যান্য শব্দার্থ অনুবাদে দ্রষ্টব্য।

যদি এরূপ কেহ সন্দেহ করেন যে, দুঃখ, ভয়, অযশ প্রভৃতিও যখন ঈশ্বর হইতে, তখন তিনি মঙ্গলময় কিরূপে?

যে ভাবে জগৎ মাঝে আমি মহেশ্বর
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কহি, কুরুবংশধর!
"বুদ্ধি" হ'তে হয় চিত্তে পদার্থনিশ্চয়,
অন্তরে সে পদার্থের বোধে "জ্ঞান" কয়,
কার্য্যকালে স্থিরবুদ্ধি "অসংমোহ" জানি,
শক্তিসত্ত্বে মার্জ্জনারে "ক্ষমা" বলি মানি,
যে বাক্যের পরিণামে অনর্থ না হয়
জীবহিতসিদ্ধ যায়, "সত্য" তারে কয়,
"দম" অনুচিত কর্ম্মে ইন্দ্রিয় দমন,
"শম" কাম্য বস্তু হ'তে চিত্তসংযমন,
"সুখ" অনুকূল ভাবে চিত্তের প্রসাদ,
"দুঃখ" প্রতিকূল ভাবে চিত্তে অপ্রসাদ,
বস্তুর "উদ্ভব" যত, "অনুদ্ভব" আর,
ইষ্টানিষ্টে "অভয়" বা "ভয়ের" সঞ্চার, । ৪ ।

ইহার উত্তর এই যে, সৎ কর্ম্মে সুখ যশ ইত্যাদি ও অসৎ কর্ম্মে অসুখ অযশ ইত্যাদি,—মঙ্গলময় ঈশ্বরের মঙ্গলময় বিধান। নতুবা জীব ইন্দ্রিয়-সুখকর অসৎ কর্ম্ম হইতে কখনই নিবৃত্ত হইত না।

এতদংশের অন্য রূপও অর্থ হয়। সংসারে কোন বিষয়েই আমাদের নিরপেক্ষ জ্ঞান নাই। কদাপি কোন একটি মাত্র বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয় না। জ্ঞানলাভের জন্য অন্ততঃ দুইটি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বিষয় চাই। আলোকের সহিত তুলনায় অন্ধকারের, শৈত্যের সহিত তুলনায় উষ্ণতার, সরলের সহিত তুলনায় বক্রের জ্ঞানলাভ হয়। আলোক হইতে অন্ধকারে ও অন্ধকার হইতে আলোকে যাইলে তবে আলোক ও অন্ধকার বুঝিতে পারি। সংসারে অন্ধকার যদি না থাকিত, কেবল আলোকই থাকিত, তাহা হইলে আমাদের আলোকের জ্ঞান জন্মিত

"অহিংসা" জীবের প্রতি না করা পীড়ন,
"সমতা" অপ্রিয় প্রিয় সমান চিন্তন,
"তুষ্টি" যথালাভে নিত্য তুষ্ট থাকা মনে,
"তপঃ" ভোগ-সংযমন ধর্ম্মার্থ-সাধনে,
"দান" অন্যে নিজ বস্তু নিঃস্বার্থে অর্পণ,
দুষ্কর্ম্মে "অযশ," "যশ" সৎকর্ম্মঘোষণ,
এই যে বিবিধ ভাব দেখ, ধনঞ্জয়!
সে সমস্ত জানিবে হে, আমা হ'তে হয়। ৫।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা ।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬॥

না। এইরূপ, দুঃখ, ভয়, অযশ আছে বলিয়াই সুখ, অভয় ও যশের মাধুর্য্য বুঝিতে পারি। সতের গৌরব বুঝাইয়া তাহাতে অনুরাগ উৎপাদন করিবার জন্য অসতের প্রয়োজন। ৪—৫।

পূর্ব্বে—পূর্ব্বকালীন। সপ্ত মহর্ষয়ঃ তথা চত্বারঃ মনবঃ। ইঁহারা মদ্ভাবাঃ—আমায় ভাব অর্থাৎ প্রভাব এ সকলে বর্ত্তমান ; মৎপ্রভাবসম্পন্ন (শ্রী)। মানসা জাতাঃ—এবং আমার মানসজাত ; সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন। ইহলোকে ইমাঃ প্রজাঃ যেষাং (সৃষ্টিঃ)।

সপ্তমহর্ষি—ভৃগু, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। চত্বারঃ মনবঃ—১৪ জন মনুর মধ্যে ৪ জন ব্রহ্মার মানসপুত্র। অপরে বোধ হয় সাধনাবলে মন্বন্তরাধিপ হইয়াছিলেন। চণ্ডীতে প্রকাশ, 'অষ্টম মনু সাবর্ণি, দ্বিতীয় স্বরোচিষ মনুর সময় চৈত্রবংশোদ্ভব সুরথ নামে রাজা ছিলেন।—ব্রজগোপাল। ৬।

সপ্ত মহা ঋষি, মনু চতুষ্টয় আর
পুরাকালে জনমিলা মানসে আমার।
আমার প্রভাবে, পার্থ, প্রভাব তাঁদের,
এই যত প্রজাগণ সৃজন যাঁদের। ৬ ।

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭॥

যঃ মম এতাং বিভূতিং যোগং চ তত্ত্বতঃ বেত্তি। বিভূতি—বিস্তার (শং); অর্থাৎ ঈশ্বরই বিবিধভাবে জগৎ-রূপে বিস্তৃত। বি, বিবিধ+ভূতি, উৎপন্ন হওয়া (গিরি)। যোগ—সংযোগ বা সমাবেশসামর্থ্য; অর্থাৎ যৎপ্রভাবে ঈশ্বর জগৎরূপে অবস্থিত, সেই পারমেশ্বরী শক্তি (গিরি)। এই বিভূতি এবং যোগশক্তিতত্ত্ব যে যথাযথ ভাবে জানে। সঃ অবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে—সে নিশ্চয়ই—সম্যক্ জ্ঞান লাভ করে (শ্রী); এই সকল তত্ত্ব জ্ঞাত হইলে জগত্তত্ত্ব বুঝিতে পারে। অথবা পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব সকল জ্ঞাত হওয়াতে

দেবতা, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর,
খেচর, ভূচর যত, আর জলচর,
শশাঙ্ক, তপন, তারা, আকাশ, অনল,
বায়ু, জল, ক্ষিতি—মম বিভূতি সকল।
অপি চ জীবের জ্ঞান, বুদ্ধি আদি আর
যা' কিছু, সমস্ত পার্থ, বিভূতি আমার।
এই মত মম যত বিভূতি-বিলাস
যে যোগশক্তিতে এই বিশ্বের বিকাশ,—
এই তত্ত্ব যথাযথ জানে যে সংসারে
জটিল জগৎতত্ত্ব সে বুঝিতে পারে।
নিশ্চয় জানিও পার্থ, তাহার হৃদয়
একান্ত আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত হয়। ৭।

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥৮॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥৯॥

তাহার চিত্ত আমাতে ভক্তিযুক্ত হয় (রামা)। অত্র—এ বিষয়ে। সংশয়ঃ ন। ৭।

সেই বুধাঃ—জ্ঞানিগণ। অহং সর্ব্বস্য প্রভ :—আমা হইতে সমস্ত উৎপন্ন। যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা প্রভব, উৎপত্তিস্থান। এবং মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে—আমা হইতেই সমস্ত প্রবর্ত্তিত; সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ-সুখ-দুঃখ-সঙ্কুল জগৎ আমা হইতেই হয় এবং আমারই অন্তর্যামী শক্তির প্রেরণায় স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে কর্ম্মে নিযুক্ত (গিরি)। ইতি মত্বা। ভাবসমন্বিতাঃ—প্রীতিপ্রেমভরে। মাং ভজন্তে। ৮।

যাঁহারা মচ্চিত্তাঃ—আমাতে সমর্পিত চিত্ত। চিত্ত—অনুসন্ধায়িনী বৃত্তি; ৬। ১৪ দেখ। এবং মদ্গতপ্রাণাঃ—

উৎপত্তিকারণ বিশ্বে আমিই সবার,
আমা হ'তে প্রবর্ত্তিত সমগ্র সংসার,—
আমার এ ভাব জানি সেই জ্ঞানিগণ
প্রীতিপ্রেমভরে করে আমার ভজন। ৮।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ে করে তা'রা আমাকে সন্ধান,
নিরন্তর আমাতেই সমর্পিত প্রাণ,
মম কথা আলাপন করে নিরন্তর,
বুঝাইয়া পরস্পরে কহে পরস্পর;

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥১০॥

যাঁহাদের প্রাণ অর্থাৎ চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ, অথবা প্রাণ—জীবন, আমাতে সমর্পিত (শং, শ্রী)। যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে ও সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আমাকেই মাত্র চায়। যাঁহারা পরস্পরং বোধযন্তঃ—পরস্পরকে বুঝাইয়া। মাং চ নিত্যং কথয়ন্তঃ—এবং সতত মদ্বিষয়ক কথা কহিয়া। তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ—তুষ্টি এবং আনন্দ লাভ করে। ৯।

তেষাং সততযুক্তানাং—যাঁহাদের চিত্ত এইরূপে সতত আমাতে যুক্ত, নিবিষ্ট। প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং—এবং যাঁহারা প্রীতির সহিত আমার ভজনা করে। তাঁহাদিগকে তং বুদ্ধিযোগং দদামি—সেই বুদ্ধিসম্বন্ধ (গিরি) সেইরূপ বুদ্ধি দিয়া থাকি। তে যেন মাম্ উপযান্তি—যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইলে ঈশ্বর কৃপায় আপনি জ্ঞানের বিকাশ হয়। ১০।

পরম সন্তোষ লভে তাতেই অন্তরে,
তাহাতেই নিরন্তর প্রীতি লাভ করে। ৯।
ভগবানই সতত আমাতে চিত্ত রাখি ভক্তি ভরে
ভক্তকে এই ভাবে যারা নিত্য মম সেবা করে,
জ্ঞান দিয়া আমি করি তা'দের সে বুদ্ধির উদয়,
থাকেন যাহাতে আমাকে তা'রা পায়, ধনঞ্জয়! ১০

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥১১॥

অর্জ্জুন উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥১২॥

তেষাং প্রতি অনুকম্পার্থম্ এব—তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই। অহম্ আত্মভাবস্থঃ—তাহাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া। ভাস্বতা জ্ঞানদীপেন—উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ প্রদীপে। অজ্ঞানজং তমঃ নাশয়ামি—অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট করি। ১১।

অর্জ্জুন কহিলেন, ভবান্—আপনি। পরং ব্রহ্ম। পরং ধাম—পরম তেজঃস্বরূপ (শং) অথবা সকলেরই পরম

সেই ভক্তগণে কৃপা করিবার তরে
আধিষ্ঠান করি আমি তাঁদের অন্তরে,
জ্ঞানের উজ্জ্বল দীপ করি প্রজ্জ্বলিত,
অজ্ঞানের অন্ধকার করি তিরোহিত। ১১।

অর্জ্জুন কহিলেন।

নির্গুণ পরম ব্রহ্ম তুমি হে স্বয়ম্,
তুমিই সগুণ ব্রহ্ম পুরুষ পরম,
পরম আশ্রয় তুমি, পরম পাবন,
তুমি দিব্য—স্বপ্রকাশ, তুমি সনাতন,
জন্মহীন তুমি, আদি সর্ব্ব দেবতার,
বিভু তুমি,—বিরাজিত ব্যাপিয়া সংসার। ১২।

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥১৩॥
সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥১৪॥

আশ্রয়স্বরূপ (শ্রী)। পরমং পবিত্রং—পাবন (শং)। সর্ব্বে ঋষয়ঃ ত্বাং—আপনাকেই। পুরুষং শাশ্বতম্ ইত্যাদি আহুঃ। পুরুষ—অপরব্রহ্ম, সগুণ ঈশ্বর, ভগবান্। শাশ্বত—নিত্য। দিব্য—স্বপ্রকাশ (শ্রী)। আদিদেব—দেবগণের আদিভূত। অজং—জন্মহীন। বিভু—সর্ব্বব্যাপক। শেষ স্পষ্ট। ১২—১৩।

হে কেশব, যৎ মাং বদসি এতৎ সর্ব্বং ঋতং মন্যে—সত্য বলিয়া স্বীকার করি। তে ব্যক্তিং—আপনার প্রকাশ, আবির্ভাব। দেবাঃ দানবাঃ ন বিদুঃ। ১৪।

এই রূপ আপনাকে সমস্ত মহর্ষি,
অসিত, দেবল, ব্যাস, নারদ দেবর্ষি,—
সকলে বর্ণনা করে, তুমিও আপনি
আমার নিকট কৃষ্ণ, কহিলে এমনি। ১৩।
আমায় যা' কিছু তুমি কহিলে, কেশব!
সত্য বলি অঙ্গীকার করি হে সে সব।
ভগবন্! আবির্ভাব এই যে তোমার
জানে না দানব কিম্বা দেবগণ আর। ১৪।

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥১৫॥
বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১৬॥

হে পুরুষোত্তম! ত্বং স্বয়ম্ এব আত্মনা আত্মানং বেত্থ—আপনিই আপনাকে জানেন। ১৩।১৩ "জ্ঞেয়" শব্দের টীকা দেখ। হে ভূতভাবন—ভূতসমূহের উৎপাদক। ভূতেশ—সর্ব্বভূতের ঈশ, নিয়ন্তা। দেবদেব—দেবগণের দেব অর্থাৎ প্রকাশক। জগৎপতে—বিশ্বপালক (শ্রী)। ১৫।

অতএব দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ—অত্যদ্ভুত আপনার বিভূতি সকল (দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা)। অশেষেন বক্তুম্ অর্হসি—সবিশেষ বলিতে আপনিই উপযুক্ত; আপনিই তাহা বলিতে পারেন। যাভিঃ বিভূতিভিঃ ইমান্ লোকান্ ব্যাপ্য ত্বং তিষ্ঠসি। ১৬।

তুমি, হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন!
হে ভূতেশ! দেবদেব! জগৎপালন!
আপনার জ্ঞানে তুমি জান আপনাকে
কি ছার মানব আমি জানিব তোমাকে। ১৫।
অতএব সবিশেষ বল, কৃপাময়।
অত্যদ্ভুত তব যত বিভূতিনিচয়,
যাহে ব্যাপি এ জগৎ কর অবস্থান;—
তুমিই বলিতে তাহা পার, ভগবান্। ১৬।

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥১৭॥
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥১৮॥

হে যোগিন্!—হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী। যোগ—৭ শ্লোক দেখ। সদা কথং পরিচিন্তয়ন্—কি ভাবে চিন্তা করিয়া। অহং ত্বাং বিদ্যাম্—তোমাকে জানিব। হে ভগবন্! কেষু কেষু চ ভাবেষু ময়া চিন্ত্যঃ অসি—জগতের কি কি ভাবে, কোন কোন পদার্থে (শং, শ্রী) আপনি আমার ন্যায় মনুষ্যের চিন্তনীয় হইবেন? ১৭।

হে জনার্দ্দন! আত্মনঃ যোগং বিভূতিং চ (৭ শ্লোক দেখ) বিস্তরেণ ভূয়ঃ কথয়। কারণ, আপনার বাক্যরূপ অমৃতং শৃণ্বতঃ মে তৃপ্তিঃ নাস্তি। ১৮।

<u>কি কি ভাবে ভগবানের চিন্তা করা যায়</u>

কি ভাবে তোমার চিন্তা করিয়া সতত
তোমায়, হে যোগেশ্বর! হব অবগত।
কৃপা করি অভাজনে বল, ভগবান্,
কি কি ভাবে প্রভু হে, করিব তব ধ্যান। ১৭।
যোগৈশ্বর্য্য তব প্রভু! বিভূতি যে আর
সবিস্তারে, জনার্দ্দন! বল পুনর্ব্বার।
অমৃতস্বরূপ অই তোমার বচন
শুনিয়া না তৃপ্ত হয় আমার শ্রবণ। ১৮।

শ্রীভগবানুবাচ ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥১৯॥

চিত্ত বহির্ম্মুখ হইয়া সাংসারিক বস্তুতে ব্যাপৃত থাকিলেও, জ্ঞানী ভক্ত সমস্তই ভগবানের বিভূতি, ইহা বুঝিয়া, সর্ব্ব বস্তুতেই ঈশ্বর দর্শন করেন ; ১৯ শ্লোক হইতে অধ্যায়শেষ পর্য্যন্ত, এই তত্ত্ব বুঝাইতেছেন। ইহা ভক্তের প্রতি কৃপাময় ভগবানের সস্নেহ উপদেশ ; সুতরাং আশা করি যুক্তিবাদিগণ জড়বিজ্ঞানের প্রমাণে এ তত্ত্বের সত্যতা নির্ণয়ে ব্যস্ত হইবেন না।

হন্ত—অনুকম্পাসূচক সম্বোধন। হে অর্জ্জুন! দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ—আমার দিব্য বিভূতি সকলের মধ্যে। প্রাধান্যতঃ—কয়েকটী প্রধান প্রধান মাত্র। তে কথয়িষ্যামি—তোমাকে কহিব। কারণ (হি), মে বিস্তরস্য—আমার সম্বন্ধে বিস্তৃত কথার। অন্তঃ নাস্তি। ১৯।

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

হন্ত, প্রিয়তম! কহিব তোমায়
　　আমার যে দিব্য বিভূতিনিচয় ;
কহিব কেবল প্রধান প্রধান,
　　সবিস্তারে তার শেষ নাহি হয়। ১৯।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০ ॥

২০ শ্লোকে নিজ ঐশ্বরীয় স্বরূপ ও ২১ শ্লোক হইতে অধ্যায়শেষ পর্য্যন্ত বিভূতির বিষয় বলিয়াছেন। অহং সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ আত্মা—সর্ব্ব বস্তুর হৃদয়ে, অন্তরে (গিরি) অবস্থিত আত্মা; ১৫। ১৫ এবং ১৮। ৬১ দেখ। আমাকে সেই ভাবেই চিন্তা করিবে। ইহাই মুখ্য সাধন। যদি তাহা না পার, তবে পশ্চাদুক্ত বিভূতিসমূহের ভাবে চিন্তা করিবে (শং)। অহং ভূতনাম্ আদিঃ চ, মধ্যং চ, অন্তঃ চ—সকলের জন্ম স্থিতি ও সংহারের হেতু। আমাকে সেই "হেতু" ভাবে চিন্তা করিবে।

আমাদিগের মধ্যে প্রচলিত প্রায় সমস্ত পূজার মূল ভিত্তি এই বিভূতিযোগে পাওয়া যায়। রাম, কৃষ্ণাদি অবতারগণের পূজা, বিধি বিষ্ণু রুদ্রাদি দেবগণের পূজা,

---

অন্তরাত্মারূপে আমি, গুড়াকেশ!
বিভূতি বর্ণনা — করি অবস্থান অন্তরে সবার,
সর্ব্বভূতসৃষ্টি আমা হ'তে হয়,
আমা হ'তে হয় স্থিতি ও সংহার।
সেই অন্তর্যামী ভাবে, ধনঞ্জয়!
হৃদয়ে আমায় কর আরাধনা,
অশক্ত তাহাতে, অপর অপর
বিভূতির ভাবে করিবে ভাবনা। ২০।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্ ।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥

সূর্য্য অগ্নি অশ্বত্থ বৃক্ষ বা গঙ্গাদি স্থাবরের পূজা, সমস্তই বিভূতির ভাবে ভগবদারাধনা।

আত্মা—আ সম্যক্+অৎ গমন করা+মন্। যাহা দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে, তাহা আত্মা। অথবা "ব্যাপকত্বাদধিষ্ঠানাদ্দেহস্যাত্মেতি কথ্যতে"। —শান্তিগীতা ৬।৪২। যাহা সর্ব্বব্যাপী এবং দেহের অধিষ্ঠান, আশ্রয়; যাহার অবলম্বনে দেহ স্থিতি করে, তাহা আত্মা। যেন সর্ব্বমিদং ততং (২।১৭)। ভগবানই আত্মা; পরমাত্মা-রূপে মহদাদি তত্ত্ব সকলের স্রষ্টা ও তাহাদের অন্তর্যামী এবং জীবাত্মা বা ক্ষেত্রজ্ঞরূপে জাগতিক সর্ব্ব বস্তুর আভ্যন্তর ও অন্তর্যামী। ১৩। ২ টীকা দেখ। ২০।

২১ শ্লোক হইতে অধ্যায়শেষ পর্য্যন্ত বিভূতি-বর্ণনা। ইহাতে আদিত্যানাম্ অহং বিষ্ণুঃ ইত্যাদি বাক্যে যে সমস্ত ষষ্ঠী বিভক্তি আছে, সে সমস্ত প্রায় নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী। ক্বচিৎ সম্বন্ধে ষষ্ঠী, যথা ভূতানাম্ অস্মি চেতনা (শ্রী)।

আদিত্যানাম্ অহঃ বিষ্ণুঃ—বিষ্ণু নামে আদিত্য আমি, তাহা আমার বিভূতি। সেই বিষ্ণু ভাবে আমায় চিন্তা

দ্বাদশ আদিত্যমাঝে আমি বিষ্ণু,
জ্যোতির্ম্ময়মাঝে রবি অংশুধর,
মরুদ্গণমাঝে আমিই মরীচি,
নক্ষত্রের মাঝে আমি শশধর। ২১।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥২৩ ॥

করিবে, এইরূপ সর্ব্বত্র। জ্যোতিষাম্—জ্যোতির্ম্ময়, প্রকাশক পদার্থের মধ্যে। আমি অংশুমান্—বিশ্বব্যাপী রশ্মিযুক্ত। রবিঃ।. মরুতাম্ মধ্যে মরীচিঃ। নক্ষত্রাণাম্ মধ্যে অহং শশী। বিষ্ণু প্রভৃতি, তজ্জাতীয় অন্য বস্তু অপেক্ষা, অধিক প্রভাবশালী বলিয়া তাহারা ভগবানের বিভূতিরূপে উক্ত। ২১।

গীতমাধুর্য্যহেতু অন্য বেদাপেক্ষা সামবেদের প্রাধান্য। ভূতানাম্ সম্বন্ধে ষষ্ঠী। চেতনা—বিষয়ানুভবশক্তি। ২২।

যক্ষরক্ষসাং—যক্ষঃ এবং রক্ষঃ উভয়েই স্বভাবতঃ ক্রুর, তজ্জন্য একত্র নির্দ্দেশ (শ্রী)। তাহাদের মধ্যে বিত্তেশঃ—

সর্ব্ব বেদ মধ্যে আমি সামবেদ,
দেবগণ মাঝে সহস্রলোচন,
জীবের অন্তরে আমিই চেতনা,
ইন্দ্রিয়ের মাঝে আমি হই মন। ২২।
যক্ষরক্ষে আমি ধনেশ কুবের,
একাদশ রুদ্রমাঝারে শঙ্কর,
উন্নত পদার্থমাঝে আমি মেরু
অষ্টবসুমাঝে আমি বৈশ্বানর। ২৩।

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥

কুবের। পাবকঃ—অগ্নি। শিখরিনাম্—শিখরযুক্ত অর্থাৎ উন্নত পদার্থের মধ্যে। মেরুঃ—সুমেরু। ২৩।

পুরোধসাং—পুরোহিতগণের মধ্যে। দেবপুরোহিত বৃহস্পতিং মাং বিদ্ধি। সেনানীনাং—সেনাপতিগণের মধ্যে। স্কন্দঃ—কার্ত্তিক। সরসাং—স্থিরজলাশয়গণের মধ্যে। সাগরঃ অস্মিঃ। ২৪।

গিরাং—অর্থবাচক পদ বা বাক্যসকলের মধ্যে—একমক্ষরম্—ওঙ্কার মন্ত্র। অস্মি। ২৫।

দেবর্ষি—যিনি দেবত্ব এবং ঋষিত্ব অর্থাৎ মন্ত্রদর্শিত্ব

পুরোহিতমাঝে দেবপুরোহিত
জানিও আমায় পার্থ, বৃহস্পতি,
সরসীর মাঝে আমি হে, সাগর,
সেনানীতে স্কন্দ—দেবসেনাপতি। ২৪।
আমি, হই ভৃগু মহর্ষি মাঝারে,
আমিই ওঙ্কার বাক্যে একাক্ষর,
যজ্ঞে জপ যজ্ঞঃ, স্থাবরের মাঝে
আমি হিমালয়, সর্ব্বরত্নাকর। ২৫।

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥২৭॥
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥২৮॥

প্রাপ্ত হয়েন। ঋষ্—দর্শন করা। সিদ্ধ—যে জন্ম হইতেই পরমার্থতত্ত্ববেত্তা। ২৬।

অশ্বানাং মধ্যে মাম্ অমৃতোদ্ভবম্ উচ্চৈঃশ্রবসং—উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব। বিদ্ধি। অমৃতোদ্ভব—অমৃতনিমিত্ত সমুদ্রমন্থনকালে উদ্ভূত। ২৭।

আয়ুধানাম্—অস্ত্রগণের মধ্যে। বজ্রম্। ধেনূনাং মধ্যে কামধুক্—কামধেনু। প্রজনঃ—যাহা সন্তানোৎপত্তির হেতু-

---

বৃক্ষগণমাঝে আমিই অশ্বত্থ,
আমি হে, নারদ দেবঋষিগণে,
গন্ধর্ব্ব সকলে আমি চিত্ররথ,
আমিই কপিল সিদ্ধ মুনিগণে। ২৬।
অশ্বগণমাঝে অমৃত-উদ্ভূত
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব জানিবে আমারে,
গজেন্দ্রসমূহে ঐরাবৎ গজ,
নরাধিপ আর নরের মাঝারে। ২৭।
আয়ুধ সকলে আমি সে অশনি,
আমি কামধেনু সর্ব্ব ধেনুগণে,
আমি সর্পরাজ বাসুকি জানিও,
তীব্রবিষধর যত সর্পগণে।

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯ ॥
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥৩০ ॥

ভূত, কেবল সম্ভোগমাত্রে পর্য্যবসিত নহে। সেই কন্দর্পঃ—কাম। অহম্ অস্মি। ঐশী শক্তির প্রেরণা ভিন্ন সন্তানোৎপত্তি হয় না। ১৪।৪ দেখ। বাসুকি—সর্পগণের রাজা। ২৮।

নাগ। সর্প ও নাগ এ দুয়ের প্রভেদ বুঝা যায় না। সর্প সবিষ, নাগ নির্ব্বিষ—শ্রীধর। সর্প একশিরস্ক, নাগ বহুশিরস্ক—বলদেব ও রামানুজ। বোধহয় এ দুয়ের একটীও সত্য নয়। যাদসাম্—জলচরগণের মধ্যে। বরুণঃ। সংযমতাং—যাহারা সংযমিত, নিয়ন্ত্রিত করে, তাহাদের মধ্যে। অহং যমঃ। ২৯।

কলয়তাম্—গ্রাসকারিগণের বা বশীভূতকারিগণের মধ্যে। অহং কালঃ। কলন—বশীভূত করা, গ্রাস করা।

যে কামবিলাসে জনমে সন্তান,
　　সম্ভোগার্থ মাত্র যে সুরত নয়,
সন্তান-কারণ সেই যে মদন
　　সে মম বিভূতি, শুন ধনঞ্জয়! ২৮।
আমি নাগগণমাঝারে অনন্ত,
　　জলচরমাঝে আমি হে বরুণ,
নিয়ন্তৃ সকলে আমি হই যম,
　　পিতৃগণ রাজা অর্য্যমা, অর্জ্জুন।২৯।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্ ।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন ।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২ ॥

"কলনাৎ সর্ব্বভূতানাম্ স কালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ",—সকলকে বশ করে, গ্রাস করে বলিয়া ইহার নাম কাল। বৈনতেয়—বিনতাপুত্র, গরুড়। ৩০।

পবতাম্—পবিত্রকারিগণের মধ্যে (শং, শ্রী)। পবনঃ—বায়ু। ঝষাণাং—মৎস্যগণের মধ্যে। মকরঃ। ৩১।

সর্গানাম্—সৃজিত পদার্থ সকলের সম্বন্ধে। আদিঃ অন্তঃ মধ্যং চ অহমেব। ২০ শ্লোকে অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ

দৈত্যগণ-মাঝে আমিই প্রহ্লাদ,
মৃগগণে সিংহ আমি সে মৃগেন্দ্র,
গ্রাসকারিগণে আমি হই কাল,
পক্ষিগণে আমি গরুড় খগেন্দ্র। ৩০।
পূতকারিগণে আমি হে, পবন,
শস্ত্রধরগণে আমি দাশরথি,
মৎস্যগণ-মাঝে আমি সে মকর,
স্রোতস্বিনী মাঝে পুণ্য ভাগীরথী। ৩১।
সৃজিত পদার্থ যাহা কিছু, পার্থ,
আদি অন্ত মধ্য আমি সে সবার ;
যত বিদ্যা আছে আমি তার মাঝে
আত্মতত্ত্ববিদ্যা সর্ব্ববিদ্যাসার।

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥

ইত্যাদি বাক্যে ভগবানের সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বে পারমৈশ্বর্য্য উক্ত হইয়াছে, এখানে সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয় ক্রিয়াও তাঁহার বিভূতি ভাবে ধ্যেয়, ইহাই বলা হইল। ইহাই এতদুভয়ের বিশেষ (শ্রী)। বিদ্যানাম্ মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা। প্রবদতাং—বাদী অর্থাৎ তার্কিকগণের সম্বন্ধে। অহং বাদঃ—Argument (অনুবাদ দেখ)। ৩২।

সামাসিকস্য—সমাসসমূহের মধ্যে। দ্বন্দ্বঃ। দ্বন্দ্বসমাসে উভয় পদেরই প্রাধান্য থাকে, এজন্য তাহা অন্য সমাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রবাহরূপে অক্ষয়ঃ কালঃ। অহং বিশ্বতোমুখঃ—সর্ব্বতোমুখ, সর্ব্বপ্রকারে। ধাতা—সর্ব্বকর্ম্মফলবিধাতা। ৩৩।

পণ্ডিতে পণ্ডিতে কিম্বা গুরুশিষ্যে
যথাযথ তত্ত্ব করিতে নির্ণয়
রাগদ্বেষহীন যে যুক্তি-বিচার,
বাদীর সে বাদ আমি, ধনঞ্জয়। ৩২।
অক্ষরসমূহে আমি সে অকার,
সমাসসমূহে দ্বন্দ্ব, ধনঞ্জয়।
আমি সর্ব্ব কর্ম্মে সর্ব্বফলদাতা,
আমিই কালের প্রবাহ অক্ষয়। ৩৩।

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥
বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥

সংহারকগণের মধ্যে অহং সর্ব্বহর মৃত্যুঃ। ভবিষ্যতাম্—ভাবিকল্যাণসমূহের মধ্যে। উদ্ভবঃ—অভ্যুদয়। আমি তৎপ্রাপ্তির হেতু (শং)। নারীণাং মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী ইত্যাদি সপ্ত দেবী আমার বিভূতি (শ্রী)। কীর্ত্তি, শ্রী প্রভৃতি সপ্ত ধর্ম্মপত্নী বলিয়া পুরাণে বর্ণিত আছে। অথবা নারীণাম্, সম্বন্ধে ষষ্ঠী। নারীগণের সম্বন্ধে কীর্ত্তি প্রভৃতি সপ্ত গুণ ভগবানের বিভূতি (শং)। কীর্ত্তি—ধার্ম্মিকত্বনিমিত্তা খ্যাতি। শ্রী—কান্তি, সৌন্দর্য্য ; অথবা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-রূপ সম্পদ্ (মধু)। মেধা—শাস্ত্রার্থাবধারণশক্তি। ধৃতি—ধৈর্য্য। ক্ষমা—সহিষ্ণুতা। যে সমস্তের আভাষমাত্রলাভেই মানুষ কৃতার্থ হয়। ৩৪।

সাম্নাম্—গীতের উপযোগী সাম মন্ত্রসমূহের মধ্যে। বৃহৎসাম—সামবেদান্তর্গত স্তব বিশেষ। ছন্দসাম্—ছন্দবিশিষ্ট মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রী। মাসানাং মার্গশীর্ষঃ—অগ্রহায়ণ মাস। ঋতুনাং কুসুমাকরঃ—বসন্ত। ৩৫।

ভাবি অভ্যুদয়ে অভ্যুদয়হেতু,
সংহারকমধ্যে মৃত্যু সর্ব্বহর,
নারীগণে কীর্ত্তি, বাণী শ্রী ও ক্ষমা,
ধৃতি, স্মৃতি, মেধা আমি নরবর। ৩৪।

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬ ॥
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥৩৭॥

ছলয়তাম্ প্রবঞ্চকগণের সম্বন্ধে। দ্যূতং—জুয়াখেলা, পাশা প্রভৃতি। জেতৃগণের জয়ঃ। উদ্যোগী পুরুষের ব্যবসায়ঃ—উদ্যম্। সত্ত্ববতাম্—সাত্ত্বিকের সম্বন্ধে। সত্ত্বম্ অহম্ অস্মি। ৩৬।

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবঃ অস্মি ইত্যাদি—যাদবগণের মধ্যে বাসুদেব আমি ও পাণ্ডবগণের মধ্যে তুমি ধনঞ্জয়, আমরাও সেই ভগবানের বিভূতি। মুনি—দেবার্থজ্ঞ। কবি—শাস্ত্রার্থদর্শী।

অনেকের বিশ্বাস, স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ ঈশ্বরের শুদ্ধ, পূর্ণস্বরূপই রাম, কৃষ্ণ বা চৈতন্যাদি রূপে আবির্ভূত। পূর্ণব্রহ্মে এবং রাম, কৃষ্ণ চৈতন্যাদিতে কোন ভেদ নাই।

আমিই বৃহৎ সাম—সামগানে,
　　মাসে মার্গশীর্ষ আমি শস্যধর,
ছন্দময় মন্ত্রে আমিই গায়ত্রী,
　　ষড়্ঋতুমাঝে কুসুমআকর। ৩৫।
বঞ্চকগণের দ্যূতরূপ ছল,
　　উদ্যোগী পুরুষে উদ্যম, অর্জ্জুন!
তেজস্বীর তেজ, বিজয়ীর জয়,
　　সাত্ত্বিকের হই আমি সত্ত্বগুণ। ৩৬।

এ ধারণা ভ্রমাত্মক ও তামস ; ১৮।২২ দেখ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, তিনিও ভগবানের বিভূতি। অর্থাৎ ভগবান্‌ই যেমন অংশতঃ ইন্দ্রাদি দেবতারূপে ব্যাস কপিলাদি মহর্ষি-রূপে অশ্বত্থ গঙ্গাদি স্থাবররূপে ইত্যাদি ইত্যাদি ভাবে আবির্ভূত, তদ্রূপ অংশতই কৃষ্ণ চৈতন্যাদি ধর্ম্মস্থাপয়িতৃরূপে আবির্ভূত। ভাগবতের উক্তি "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (ভাগবৎ ১।৩।২৮) অবতার-কথন-প্রসঙ্গে উত্থাপিত। এতদংশের টীকায় শ্রীধর স্বামী বলেন, "তত্র কুমারাদিষু জ্ঞানাবেশঃ। পৃথ্বাদিষু শক্ত্যাবেশঃ। কৃষ্ণস্তু সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ এব আবিষ্কৃতসর্ব্বশক্তিত্বাৎ"। অর্থাৎ ঈশ্বরের অনেক অবতার কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকেই সর্ব্বশক্তির বিকাশ হয় নাই ; যথা সনৎকুমারাদিতে জ্ঞানের পৃথু প্রভৃতিতে সামর্থ্যের বিকাশ হইয়াছিল ; কিন্তু কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ, কারণ তাঁহাতেই সর্ব্বশক্তির বিকাশ। স্বামীর এই ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে, অন্যান্য স্থলে ঐশী শক্তির অংশত মাত্র বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কৃষ্ণে তাহার পূর্ণ বিকাশ দেখিয়া বুঝা যায়, তিনি স্বয়ং ভগবান্।

বসুদেবসুত আমি বৃষ্ণিবংশে,
আমি ধনঞ্জয় পাণ্ডুপুত্রগণে,
মুনিগণমাঝে আমি দ্বৈপায়ন,
আমি শুক্রাচার্য্য শাস্ত্রদর্শিগণে। ৩৭।

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥৩৮॥

কৃষ্ণের এই ভাব লক্ষ্য করিয়াই প্রাচীন পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞানে উপাসনা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। আমাদিগের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে অসীম অনন্ত ঈশ্বরের পূর্ণ স্বরূপের ধারণা সম্ভবে না। অতএব বিভূতির ভাবে, ভক্তির চক্ষে কৃষ্ণকে ভগবান্ দেখিয়া তাঁহার আরাধনা যে ঈশ্বরেরই আরাধনা, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১০।২০। টীকা দেখ। ৩৭।

দময়তাম্ —দমনকর্ত্তার সম্বন্ধে। আমি তাহার দণ্ডঃ। জিগীষতাং—জয়াভিলাষী ব্যক্তির সম্বন্ধে। নীতিঃ—ন্যায়-সঙ্গত সাম, দানাদি উপায়। অন্যায় উপায়েও জয়লাভ হইতে পারে। তাহা ভগবদ্বিভূতি নহে। গুহ্যানাং—গুহ্য বিষয়সমূহের সম্বন্ধে। সে সমস্ত গোপন রাখিবার

দমনকর্ত্তার দণ্ড আমি, পার্থ!
　　অসংযত জন সংযমিত যায়,
জিগীষু জনের ন্যায়ানুসারিণী
　　সামাদি যে নীতি, আমি সে উপায়।
মনঃসংযমন-সামর্থ্য সে আমি
　　যাহে গুহ্য তত্ত্ব রহয়ে গোপন,
তত্ত্বজ্ঞানবান্ লভয়ে যে জ্ঞান
　　সে মম বিভূতি, ভরতনন্দন! ৩৮।

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥ ৩৯॥
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্ব্বিস্তরো ময়া॥৪০॥
যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥৪১॥

হেতুভূত মৌনং—মনঃসংযম (১৭।১৬ দেখ) আমি। জ্ঞানবতাম্—তত্ত্বজ্ঞানিগণের। জ্ঞানম্ অহম্। ৩৮।

সর্ব্বভূতানাং যৎ বীজম্—উৎপত্তি হেতু (৭।১০ দেখ)। তৎ অহম্। কারণ, ময়া বিনা যৎ স্যাৎ—আমি ভিন্ন যাহা হইতে পারে। তৎ চরম্ অথবা অচরং নাস্তি। ৩৯।

বিভূতির অন্ত নাই। তজ্জন্য এষঃ বিভূতেঃ বিস্তরঃ—বিভূতিসমূহ। উদ্দেশতঃ—সংক্ষেপে। প্রোক্তঃ। ৪০।

সংক্ষেপে সার কথা বলিতেছি। যৎ যৎ সত্ত্বং—যে যে বস্তু। বিভূতিমৎ—ঐশ্বর্য্যযুক্ত। শ্রীমৎ—শোভা বা

সমস্ত ভূতের উৎপত্তিহেতু
বীজরূপী যাহা আমি সে কারণ,
আমা বিনা হয় চরাচরময়
নাহি কোন বস্তু কোথাও এমন। ৩৯।
আছে যত দিব্য বিভূতি আমার
পরন্তপ! তার অন্ত নাহি হয়;
এই হে, সেহেতু, কহিনু কেবল
সংক্ষেপতঃ সেই বিভূতিনিচয়। ৪০।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২॥

ইতি বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

লক্ষ্মীযুক্ত। ঊর্জ্জিতম্—ঊর্জ্জ, বল উৎসাহ তেজাদি,—তৎ যুক্ত। তৎ তৎ এব মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ইতি ত্বম্ অবগচ্ছ। ৪১।

অথবা হে অর্জ্জুন! এতেন বহুনা জ্ঞাতেন তব কিম্—কি প্রয়োজন? অহম্ ইদং কৃৎস্নং জগৎ একাংশেন বিষ্টভ্য—একাংশদ্বারা ধারণ করিয়া। স্থিতঃ। ভগবানের একপাদ অর্থাৎ চতুর্থাংশমাত্র বিশ্বভূত হইয়া স্থিত; অবশিষ্ট ত্রিপাদ অমৃত স্বরূপ দেবে অর্থাৎ বিশ্বের বাহিরে বিরাজিত। (পুরুষসূক্ত)। ত্রৈলোক্যের মধ্যে ব্রহ্মের একপাদ মাত্র; তাহার উত্তরে অমৃত ত্রিপাদ (মৈত্রী উপনিষদ্ ৭)। ৪২।

যা' কিছু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, যা' কিছু শ্রীমান্,
সমগ্র যা' কিছু উৎসাহ-বল-তেজোদীপ্তিমান্,
জগৎ সেই সেই সমস্ত জানিও, ধনঞ্জয়!
ঈশ্বরের আমার তেজোঽংশহ'তে সমুদ্ভূত হয়। ৪১।
একাংশ মাত্র অথবা কি কাজ পার্থ! অধিক জানিয়া
এ সমগ্র বিশ্ব আছি একাংশে ধরিয়া। ৪২।

উপসংহার।

সমগ্র ব্রহ্মসূত্রের উপদেশ এই যে, ব্রহ্মই সত্য, সংসার অনিত্য ও দুঃখময়; অতএব সংসারের সুখ উপেক্ষাপূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মের উপাসনা কর। ইহাই বেদান্তকর্ত্তার আদেশ। এ আদেশ প্রকৃতিবশ মানবের পক্ষে বড় কঠোর, বড় নীরস, বড় দুঃসাধ্য। যিনি গভীর জ্ঞানী, অত্যন্ত দুরদর্শী ও সতত কর্ত্তব্যপরায়ণ, সহস্রের মধ্যে ক্বচিৎ কেহ ইহা পালনে সক্ষম কিনা, তাহা বলা যায় না।

ভগবান্‌ও বলিয়াছেন, এ সংসার, "দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্" (৮।১৫); "অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্" (৯।৩৩)। কিন্তু ভগবদ্ভজনের যে পন্থা তিনি দেখাইয়াছেন, তাহা সুসাধ্য ও মধুময়।

ভগবান্ বলিতেছেন, পরিমিত আহার বিহারের দ্বারা দেহ ও মনকে সুস্থ রাখ; জগতের সুখ, জগতের আনন্দ যথালাভ ভোগ কর; জগতের রূপ, জগতের রস, গন্ধ স্পর্শ ও শব্দে সুখী হও; ইন্দ্রিয়ের অত্যধিক বিগ্রহ না করিয়া স্বভাবের অনুকূলেই কর্ম্ম কর, তবে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত ও ভোগ্য বস্তুতে আসক্ত হইও না; সকলকে আত্মবৎ ভালবাস, এবং তাহাদের ভালবাসা লাভ কর ইত্যাদি ইত্যাদি এবং তাহারই সঙ্গে সতত অবিচ্ছেদে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আমার সত্তা জাজ্বল্যমান প্রত্যক্ষ কর। নয়নে

যা' দেখ তাহা আমারই রূপ, কর্ণে যা' শ্রবণ কর তাহাও আমা হইতে। পুষ্পের যে পুণ্য গন্ধ তাহা আমারই। যে রসে রসনা তৃপ্ত, সে রস আমি। আমি প্রাণ, আমা হইতে স্পর্শসুখ।

ঐ যে রবি শশী জগৎ আলোকিত করিতেছে, সে আমারই আলোকে; তাহাকে নমস্কার কর। যে অশনি-তেজ মহাগিরিও বিদীর্ণ করে, সে তেজও আমার; তাহাকে নমস্কার কর। অনলের যে দাহিকাশক্তি সে আমারই শক্তি; তাহাকে নমস্কার কর। বসন্তের বনস্থলী কুসুম-হাসি হাসিতেছে, সেও আমার হাসি; তাহাকে নমস্কার কর। সুন্দরীর যে রূপ, যে কণ্ঠস্বর তোমার চিত্ত চুরি করিতেছে, সে রূপ, সে স্বরও আমার; তাহাকে নমস্কার কর, আর কাম-গন্ধ আসিবে না। হে বঞ্চক! যে বুদ্ধিতে তুমি ধনার্জ্জন করিতেছ সে বুদ্ধিও আমা হইতে জানিও; আর তাহার অপব্যবহার করিও না। হে জ্ঞানী, তোমার যে জ্ঞান, মেধা, যশ—তাহাও আমা হইতে, আর অহঙ্কার করিও না। ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তোমার অন্তরে, বাহিরে, সম্মুখে, পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে ও অধে; আমি সর্ব্বময়।

আমি সতত সর্ব্বত্র রহিয়াছি জানিয়া আমার দাস ভাবে আমাতে চিত্তসমর্পণ ও সর্ব্ব সময়েই আমায় স্মরণ পূর্ব্বক, ধর্ম্ম ও নীতিসঙ্গত কর্ম্ম সকল নিষ্কামে, ধর্ম্মবুদ্ধিতে করিয়া যাও। তাহাতে জগৎব্যাপারও সুসম্পন্ন হইবে অথচ তুমি কর্ম্মজালে জড়িত হইবে না।

জ্ঞানলাভের জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। যাহারা আমাকে সর্ব্বময় জানিয়া,—

সতত আমাতে চিত্ত রাখি ভক্তিভরে
মন-প্রাণ সমর্পিয়া মম সেবা করে,
আমি করি তা'দের সে বুদ্ধির উদয়
যাহাতে আমাকে তা'রা পায়, ধনঞ্জয়।১০।৯—১০।
সতত মদ্গতচিত্ত ভক্ত যে আমার
আমিই বহন করি যোগক্ষেম তার। ৯।২২।
প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক আমি বলি হে, নিশ্চয়
কখন আমার ভক্ত বিনষ্ট না হয়। ৯। ৩১।

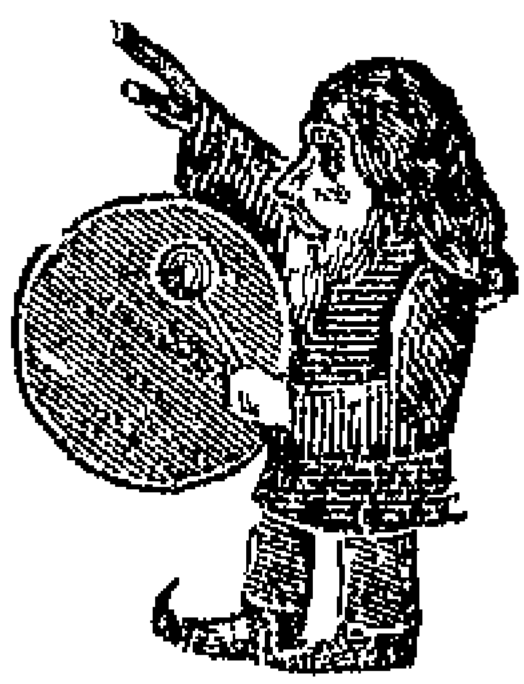
এই ভগবানের অভয় বাণী। আমাদিগের বড় দুর্ভাগ্য আমরা এ রত্ন অবহেলা করিতেছি। ধর্ম্মোপদেশ-সম্বন্ধে আমরা আশৈশব যাহা কিছু শুনিয়াছি বা শুনিতেছি, প্রায় সে সমস্তেই কঠোর নীরস বৈরাগ্যের প্রাধান্য আছে; এবং আমাদিগের হৃদয়ও তদনুসারে গঠিত হইয়াছে ও হইতেছে; এবং তজ্জন্য "ধর্ম্ম" সাধারণের চক্ষে সংসার হইতে স্বতন্ত্র, এক ভয়াবহ বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। হৃদয়ে কৃষ্ণোক্ত ঐ মধুরভাবের ছায়া অঙ্কিত হইলে, ধর্ম্মের সে ভাব দূর হয় এবং সংসার সুখময় হয়, সন্দেহ নাই। হায়! আর্য্যভূমে আর্য্যসন্তানগণের কি সে সুদিন হইবে না? ভারতের হিন্দু কি ভারতের কৃষ্ণের কথা শুনিবে না?

এস আর্য্যসন্তান! কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাব ধর্ম্মসংমূঢ়-চেতা আমরাও অর্জ্জুনের মত, "শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং

প্রপন্নম্" বলিয়া কৃষ্ণপদাম্বুজে লুটাইয়া পড়ি। এস, আমরাও বলি ;—

কিংকর্ত্তব্যহীন দীনচিত্তে, প্রভু,
ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু বুঝিতে না পারি,
শিখাও তোমার মূঢ় শিষ্যগণে,
লইনু শরণ চরণে তোমারি।

বিভূতি-যোগ নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত।



একাদশোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বরূপদর্শন-যোগঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১ ॥

বিভূতি-বৈভব হরি কহি কৃপাগুণে
দেখাইলা বিশ্বরূপ দিদৃক্ষু অর্জ্জুনে।—শ্রীধর।

ঈশ্বরের যে মূর্ত্তি জগতে পরিব্যাপ্ত, একাদশে অর্জ্জুন তাঁহার সেই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, মদনুগ্রহায়—আমার প্রতি কৃপা-প্রদর্শনার্থ। পরমং গুহ্যম্—অতিশয় গোপনীয়। অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিতম্—আত্মা ও অনাত্মা, দেহাদি পদার্থের পার্থক্য-বিষয়ক; ১৩। ১২ দেখ। যৎ বচঃ ত্বয়া উক্তং তেন মম

অর্জ্জুন কহিলেন।

আমায় পরম গুহ্য আত্মতত্ত্ব জ্ঞান
কহিলা করুণা করি যাহা ভগবান্,
শুনিয়া আমার মনে হয়েছে নিশ্চয়,
কেহ কারও হন্তা নহে, কেহ হত নয়। ১।

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥২॥
এবমেতদ্‌যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥

অয়ং মোহঃ—আমি হন্তা ও ভীষ্মাদি মৎকর্ত্তৃক হত, ঈদৃশ ভ্রম (শ্রী)। বিগতঃ। ১।

হে কমলপত্রাক্ষ! ভূতানাং হি ভবাপ্যয়ৌ—ভব উৎপত্তি ও অপ্যয়, নাশ—তদুভয়। ত্বত্তঃ—তোমার নিকটে। ময়া বিস্তরশঃ শ্রুতৌ। তব অব্যয়ং মাহাত্ম্যম্ অপি চ শ্রুতম্। তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা ও সর্ব্বফলদাতা হইয়াও উদাসীন, সর্ব্বনিয়ন্তা হইয়াও সর্ব্বত্র সমান ইত্যাদি তোমার অপার মহিমার পরিচায়ক (শ্রী)। ২।

হে পরমেশ্বর! ত্বম্ আত্মানং যথা আত্থ—আপনার বিষয় যেরূপ কহিলেন। এবম্ এতৎ—তাহা সেই রূপই

সমস্ত ভূতের যাহে সৃষ্টি ও সংহার,
পুনঃ আর আপনার মহিমা অপার,
সে সকল সবিশেষ, কমললোচন,
আপনার মুখপদ্মে করেছি শ্রবণ। ২।

বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুনের প্রার্থনা

মানি, হে পরমেশ্বর! তোমার স্বরূপ
যথার্থ সে সব, তুমি কহিলে যে রূপ।
তবু, হে পুরুষোত্তম! বাসনা আমার
দেখিতে নয়নে দিব্য সে রূপ তোমার।

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।
পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥৫॥

বটে। হে পুরুষোত্তম! তথাপি তব ঐশ্বরং—জ্ঞান-ঐশ্বর্য্য-শক্তি-বীর্য্যাদি সম্পন্ন (শং, শ্রী)। রূপং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি।৩।

যদি তৎ (রূপং) ময়া দ্রষ্টুং শক্যম্ ইতি মন্যসে। ততঃ—তাহা হইলে। হে প্রভো, ত্বং মে অব্যয়ম্ আত্মানং দর্শয়। প্রভু—যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-প্রবেশ-প্রশাসনে সমর্থ (গিরি)। যোগেশ্বর—যোগ অর্থাৎ যোগী, তাহাদের ঈশ্বর, যোহগেশ্বর (শং)। অব্যয়—নিত্য (শ্রী)। ৪।

এইরূপে প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ ভক্ত অর্জ্জুনকে অদ্ভুত দিব্য রূপ দর্শন করাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে সাবধান করিয়া প্রথমে ৫—৮ শ্লোকে সেই রূপের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিতেছেন; কারণ হঠাৎ অদ্ভুতদর্শনে মোহ উপস্থিত হইতে পারে।

তবে ত সন্দেহ যায়, "তবে সত্য মানি,
আপন নয়নে যদি হেরি চক্রপাণি।" ৩।
যোগ্য যদি হই প্রভু, দেখিতে সে রূপ
যোগেশ্বর! দেখাও সে তব নিত্য রূপ। ৪।
শ্রীভগবান্ কহিলেন।
একান্ত অর্জ্জুন, যদি বাসনা তোমার,
সাবধানে দিব্য রূপ দেখ হে, আমার;—

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥

হে পার্থ! মে দিব্যানি, নানাবিধানি, নানা-বর্ণ-আকৃতীনি চ শতশঃ অথ সহস্রশঃ রূপাণি পশ্য। রূপাণি—রূপ একই ; কিন্তু শত সহস্র প্রকারে নানা বর্ণ ও আকৃতি যুক্ত হইয়া প্রকটিত, তজ্জন্য বহুবচন (শ্রী)। ৫।

আমার এই রূপের মাঝে আদিত্যান্ প্রভৃতি পশ্য—দর্শন কর। আদিত্যান্—দ্বাদশ আদিত্য। বসূন্—অষ্টবসু। রুদ্রান্—একাদশ রুদ্র। অশ্বিনৌ—অশ্বিনীকুমারযুগল। মরুতঃ—উনপঞ্চাশৎ পবন। আরও অদৃষ্টপূর্ব্বানি—পূর্ব্বে যাহা কখন দৃষ্ট হয় নাই। ঈদৃশ বহূনি আশ্চর্য্যাণি পশ্য। ৬।

কেবল তাহাই নহে, ইহ—এই। মম দেহে।

শুক্ল কৃষ্ণ নানাবর্ণ, বিবিধ আকার,
শত শত শত আর সহস্র প্রকার
অলৌকিক বহুবিধ বিবিধদর্শন
আমার সে রূপ, পার্থ! কর দরশন। ৫।
দেখ অই অষ্টবসু, আদিত্য দ্বাদশ,
অশ্বিনীকুমার দুই, রুদ্র একাদশ,
উনপঞ্চাশৎ বায়ু—দেখ কত আর ;
আশ্চর্য্য অদৃষ্টপূর্ব্ব শরীরে আমার। ৬।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥৮॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥৯॥

একস্থম্—একত্রস্থিত। সচরাচরং কৃৎস্নং জগৎ, যৎ অন্যৎ চ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি। সে সমস্তও। অদ্য পশ্য। ৭।

কিন্তু অনেন এব স্বচক্ষুষা মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে। অতএব দিব্যং চক্ষুম্—অলৌকিক জ্ঞানাত্মক চক্ষু। তে দদামি। মে ঐশ্বরং যোগং—আমার অসাধারণ যোগশক্তি, সর্ব্বসংঘটনসক্ষম অলৌকিক সামর্থ্য। পশ্য। ৮।

সঞ্জয় উবাচ, এবম্ উক্ত্বা—ইত্যাদি স্পষ্ট। হরি—যিনি অবিদ্যা হরণ করেন (গিরি), ভক্তের সর্ব্বক্লেশ হরণ করেন, তিনি হরি। ৯।

অধুনা আমার এই দেহে, গুড়াকেশ!
স্থাবরজঙ্গমময় জগৎ অশেষ
এক স্থানে সমুদয় দেখ হে, নয়নে,—
কিম্বা অন্য যাহা কিছু ইচ্ছা হয় মনে। ৭।
কিন্তু ঐ চর্ম্মচক্ষে, অর্জ্জুন, তোমার
নারিবে দেখিতে তুমি সে রূপ আমার।
দিতেছি তোমায় দিব্য জ্ঞানের নয়ন,
আমার সে যোগৈশ্বর্য্য কর দরশন। ৮।

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥১০॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥১১॥

সে রূপ কীদৃশ ? তাহা অনেক বক্ত্র—বদন ও নয়ন-বিশিষ্ট। অনেক-অদ্ভুত দর্শন অর্থাৎ দর্শনীয় বস্তুবিশিষ্ট। অনেক দিব্য আভরণ বিশিষ্ট। দিব্য এবং অনেক উদ্যত—উচ্ছ্রিত, আয়ুধ—অস্ত্রবিশিষ্ট। ১০।

দিব্যমাল্য ও অম্বর অর্থাৎ বস্ত্রধারী। দিব্য গন্ধযুক্ত অনুলেপনবিশিষ্ট। সর্ব্বরূপে আশ্চর্য্যময়। দেব—দ্যোতনাত্মক, প্রকাশময়। অনন্ত—দেশ-কাল-অপরিচ্ছিন্ন, Not limited by time and space. বিশ্বতো—সর্ব্বতো, মুখবিশিষ্ট অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। ১১।

সঞ্জয় কহিলেন।

এইরূপে মহারাজ ! যোগেশ্বর হরি
ভক্তিমান্ ধনঞ্জয়ে সম্ভাষণ করি
দেখাইলা অলৌকিক ঐশ্বরীয় রূপ ;—
সবিস্ময়ে ধনঞ্জয় দেখে অপরূপ। ৯।

অদ্ভুত সে রূপ, মরি! অদ্ভুতদর্শন,
কতই নয়ন তার, কতই বদন !
বিশ্বরূপ　দিব্য দেহে শোভে কত দিব্য আভরণ,
সমুদ্যত মরি কত দিব্য প্রহরণ ! ১০।

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সাঁ স্যাদ্‌ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥১২॥
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥১৩॥

দিবি—আকাশে। সূর্য্যসহস্রস্য ভাঃ—প্রভা। যদি যুগপৎ উত্থিতা ভবেৎ। তবে সা—সেই সহস্র সূর্য্যের প্রভা। তস্য মহাত্মনঃ ভাসঃ—সেই বিশ্বরূপীর দেহপ্রভার। (শং, শ্রী)। কথঞ্চিৎ সদৃশী স্যাৎ (শ্রী)। মহাত্মা—মহান্ বিশাল, আত্মা অর্থাৎ শরীর যাঁহার। ১২।

তদা পাণ্ডবঃ—অর্জ্জুন। অনেকধা—অনেক প্রকারে। প্রবিভক্তং কৃৎস্নং জগৎ। তত্র—সেই বিশ্বরূপে। দেব-

---

দিব্য মালা, দিব্য বস্ত্র করে তনু শোভা,
অনুলেপে দিব্য গন্ধ মরি, মনোলোভা;
সকলি আশ্চর্য্যময়, অন্ত কই তার!
জ্যোতির্ম্ময় ব্যাপি রয় সমগ্র সংসার। ১১।
প্রভারাশি ল'য়ে যদি সহস্র তপন
যুগপৎ নভোদেশে সমুদিত হন
কথঞ্চিৎ তবে তার হয় অনুরূপ
যে প্রভায় জ্যোতির্ম্ময় সে বিরাট রূপ। ১২।
দেবদেব বাসুদেব, শরীরে তাঁহার
বিভক্ত বিবিধ ভাবে সমগ্র সংসার
এক স্থানে ব্যবস্থিত, তখন রাজন্!
করিলেন দরশন পাণ্ডুর নন্দন। ১৩

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥১৪॥

অর্জ্জুন উবাচ ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে, সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্ ।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥১৫॥

দেবস্য শরীরে—তদীয় অবয়বরূপে। একস্থং—একত্র ব্যবস্থিত (শ্রী)। অপশ্যৎ—দেখিলেন। ১৩।

ততঃ—তাহা দেখিয়া। স ইত্যাদি স্পষ্ট। হৃষ্টরোমা—রোমাঞ্চিত-কলেবর। ১৪।

হে দেব! তব দেহে সর্ব্বান্ দেবান্ পশ্যামি। তথা—আর। ভূতবিশেষসঙ্ঘান্—স্থাবর জঙ্গম সমস্ত বিশেষ বিশেষ প্রাণিসমূহ। দেখিতেছি। সঙ্ঘ—সমূহ। কমলাসনস্থং—পৃথিবীরূপ কমলের কর্ণিকারূপ মেরুদেশে অবস্থিত (শং, শ্রী)। ঈশং—সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু। ব্রহ্মাণং। তথা সর্ব্বান্ ঋষীন্ দিব্যান্ উরগান্ চ পশ্যামি—দেখিতেছি। উরগ—সর্প।

কমলাসনস্থ পদের পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা অনুসন্ধিৎসু প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের চিন্তার বিষয়। মহাভারত বনপর্ব্ব ১৬২ অধ্যায়ে ব্রহ্মলোক ও মেরুর বর্ণনা এইরূপ ;—

নিরখি সে বিশ্বরূপ, হৃষিতশরীর
ভক্তিভরে প্রণমিয়া অবনত শির
বাসুদেবে কহিলেন, বিস্মিতহৃদয়
মহারাজ! কৃতাঞ্জলি করি ধনঞ্জয়! ১৪।

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং, পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং, পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥১৬॥

"ধৌম্য কহিলেন মহারাজ (যুধিষ্ঠির)! ঐ দেখুন * * ব্রহ্মবাদীর অদ্বিতীয় গতি, পরম মঙ্গলাশয় এই মহামেরু উত্তরদিক্ উদ্দীপিত করিয়া রহিয়াছে। যে স্থানে চরাচর-স্রষ্টা ভূতাত্মা প্রজাপতি অবস্থিতি করিতেছেন। এবং * * বশিষ্ঠপ্রমুখ সপ্ত দেবর্ষি এই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত আছেন ও পুনর্ব্বার এই স্থানেই উদিত হইতেছেন। দেখুন মেরুর রজোরহিত শিখরদেশ কি উত্তম স্থান। ঐ স্থানে দেবগণ ও পিতামহগণ সতত বাস করিয়া থাকেন। * * হে কুরুনন্দন! চন্দ্র সূর্য্য মেরুকে অহরহঃ প্রদক্ষিণ করে।"।১৫।

হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! অনেক বাহু-উদর-বক্ত্র (বদন) ও নেত্রবিশিষ্ট। অনন্তরূপং ত্বাং সর্ব্বতঃ—সর্ব্বত্র। পশ্যামি। পুনঃ—কিন্তু। তুমি সর্ব্বব্যাপী বলিয়া, তব অন্তং ন, মধ্যং ন, আদিং ন পশ্যামি।

"বিশ্বরূপ—বিশ্বই যাঁহার রূপ। এই জগৎ—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য এই ৭ উর্দ্ধলোক এবং পাতাল, রসাতল মহাতল তলাতল, সুতল, বিতল ওঅতল

অর্জ্জুন কহিলেন।

সর্ব্ব দেবে, দেব! তোমার শরীরে,
বিশ্বরূপ. দেখি কত আর স্থাবর জঙ্গম!
সংহার মূর্ত্তি পদ্মাসনে দেখি প্রভু পদ্মযোনি,
সর্ব্ব ঋষি আর দিব্য ভুজঙ্গম। ১৫।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ, তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্-দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥১৭॥

এই ৭ অধোলোক, এই সমস্ত; সমস্ত জাগতিক পদার্থ, স্থাবরজঙ্গম—দেবতা-দানব-যক্ষ-রক্ষঃ-কিন্নর-গন্ধর্ব্ব-মানব-পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গ-উদ্ভিদ্-পৃথিবী-জল-বায়ু-অগ্নি-আকাশ, যাহা কিছু আছে, ছিল বা হইবে, সেই সমস্তের যে প্রকাণ্ড সমষ্টি, বিরাট সমবায়, তাহাই ভগবানের বিশ্বরূপ। এই সমবায়ই তাঁহার শরীর। ১৬।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ সর্ব্বতঃ দীপ্তিমন্তং তেজো-রাশিং—তেজঃপুঞ্জমাত্র। দুর্নিরীক্ষ্যং—অতি কষ্টে যাহা দেখা যায়। যেহেতু তাহা, দীপ্ত-অনল-অর্ক-দ্যুতিং—প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়। অতএব অপ্রমেয়ং—যাহা নিশ্চয়রূপে অবধারণ করা যায় না। ঈদৃশ ত্বাং সমন্তাৎ—সর্ব্বত্র। পশ্যামি। ১৭।

বিশ্বরূপ! তব অন্তহীন রূপ!
  কত বাহু নেত্র বদন উদর!
দেখি সর্ব্ব ঠাঁই,—দেখিতে না পাই
  আদি মধ্য অন্ত তব, বিশ্বেশ্বর! ১৬।
কিরীটমণ্ডিত গদাচক্রধর,
  সর্ব্বতঃ প্রদীপ্ত, তেজঃপুঞ্জময়,
দীপ্তানলসূর্য্যসম দুর্নিরীক্ষ্য,
  সমন্তাৎ তোমা' দেখি অনিশ্চয়। ১৭।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং, ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা, সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥১৮॥
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং, স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥১৯॥

ত্বম্ অক্ষরং পরমং (৮।৩ দেখ)। ত্বং বেদিতব্যং—জ্ঞেয় বস্তু (৯। ১৭ দেখ)। ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্—আশ্রয় (৯।১৮)। ত্বম্ অব্যয়ঃ—নিত্য। শাশ্বতধর্ম্ম-গোপ্তা—নিত্যধর্ম্মপ্রতিপালক। ত্বং সনাতনঃ—চিরন্তন, অনাদি। পুরুষঃ। ইতি মে মতঃ। ১৮।

অনাদিমধ্যান্তং—আদি, উৎপত্তি আর উৎপত্তির পরে যে স্থিতি তাহা মধ্য ও অন্ত অর্থাৎ বিনাশশূন্য। অনন্ত-

---

তুমি পরম্ ব্রহ্ম, তুমিই জ্ঞাতব্য,
তুমি এ বিশ্বের পরম আশ্রয়,
তুমি হে অব্যয়, নিত্যধর্ম্মাশ্রয়,
অনাদি পুরুষ, মম মনে লয়। ১৮।
আদিমধ্যহীন, তুমি অন্তহীন,
জন্মস্থিতিনাশ নাহিক তোমার,
আপনার তেজে নিরখি আপনি
করিতেছ তপ্ত সমগ্র সংসার।
অনন্ত তোমার বাহু বীর্য্য, প্রভু!
শশিসূর্য্যবৎ কতই নয়ন!
দীপ্তহুতাশনসদৃশ নিরখি
কি প্রদীপ্ত অই তোমার বদন! ১৯।

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি, ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং, লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥২০॥
অমী হি ত্বাং সুরসংঘাঃ বিশন্তি, কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি ।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসংঘা-স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥২১॥

বীর্য্যং । অনন্তবাহুং । শশি-সূর্য্য-নেত্রং—১৬ শ্লোকে বলিয়াছেন "অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্র" অতএব এখানে শশি-সূর্য্যবৎ প্রসাদ ও প্রভাবযুক্ত নেত্রবিশিষ্ট বুঝিতে হইবে (রামা) । দীপ্ত হুতাশ (অগ্নি) সদৃশ বক্ত্র (বদন) বিশিষ্টং । স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং পশ্যামি । ১৯ ।

দ্যাবাপৃথিব্যোঃ হি ইদম্ অন্তরং—স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী এই যে অন্তরীক্ষ । দ্যোঃ—স্বর্গ, দ্যো স্থানে দ্যাবা আদেশ, নিপাতনে । সর্ব্বাঃ দিশঃ চ—এবং সর্ব্ব দিক্ । একেন ত্বয়া হি ব্যাপ্তং—তুমি একাই ব্যাপিয়া আছ । তব অদ্ভুতম্ ইদম্ উগ্রং—ঘোর । রূপং দৃষ্ট্বা, লোকত্রয়ং প্রব্যথিতম্—ত্রিভুবন অতিশয় ভীত হইয়াছে, দেখিতেছি,—পূর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ । হে মহাত্মন্—মহাকায় ; মহান্ অপরিচ্ছিন্ন আত্মা, শরীর যাহার । ২০ ।

অমী হি সুরসংঘাঃ—দেবতাসমূহ । ত্বাং বিশন্তি—তোমাতে প্রবেশ করিতেছে । কেচিৎ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ—

দ্যাবাধরিত্রীর এই যে অন্তর,
　　সর্ব্ব দিক্ আর,—একাই ব্যাপিয়া !
মহাকায় ! ও কি উগ্র তব রূপ !
　　ভয়াকুল বিশ্ব ও রূপ দেখিয়া ! ২০ ।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা, বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘা, বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥২২॥
রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং, মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং, দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥২৩॥

কৃতাঞ্জলি করিয়া। গৃণন্তি—জয় জয়, রক্ষা কর, রক্ষা কর এইরূপ প্রার্থনা করিতেছে (শ্রী)। মহর্ষি-সিদ্ধসংঘাঃ স্বস্তি ইতি উক্ত্বা, পুষ্কলাভিঃ—পরিপূর্ণ, অর্থযুক্ত। স্তুতিভিঃ ত্বাং স্তুবন্তি। ২১।

রুদ্র-আদিত্য ইত্যাদি সর্ব্বে এব বিস্মিতাঃ সন্তঃ ত্বাং বীক্ষন্তে। বসবঃ—অষ্ট বসু। উষ্মপাঃ—পিতৃগণ। পিতৃগণকে শ্রাদ্ধাদিতে যাহা নিবেদন করা যায়, তাহা তাঁহারা মনুষ্যের ন্যায় ভোজন করেন না; পরন্তু তৎ তৎ পদার্থের উষ্মভাগ অর্থাৎ তন্নিহিত তেজ পান করেন। তজ্জন্য উষ্মপা নাম। সিদ্ধ—কপিলাদি (শং)। ২২।

তে মহৎ—বিশাল। রূপং দৃষ্ট্বা। সর্ব্বলোকাঃ

অই সুরবৃন্দ পশিছে তোমাতে,
কেহ রক্ষা মাগে ভীত কৃতাঞ্জলি,
অর্থযুক্ত বাক্যে তব স্তুতি করে
কহি স্বস্তি, সিদ্ধ মহর্ষি সকলি। ২১।
রুদ্রাদিত্য, বসু, অশ্বিনীকুমার,
সাধ্য, সিদ্ধ, বায়ু, বিশ্বদেবগণ,
যক্ষ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, অসুর,
সবিস্ময়ে সবে করিছে দর্শন। ২২।

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং, ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা, ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥২৪॥

প্রব্যথিতাঃ—অত্যন্ত ভীত হইয়াছে। তথা অহম্—আমিও ভীত হইয়াছি। সে রূপ কীদৃশ ?—বহু বক্ত্র ও নেত্রবিশিষ্ট। বহু বাহু উরু ও পাদবিশিষ্ট। বহু-উদরবিশিষ্ট। বহু দংষ্ট্রা—দন্তদ্বারা, করাল ভয়ঙ্কর। ২৩।

কেবল আমিই যে ভীত হইয়াছি তাহা নহে, পরন্তু হে বিষ্ণো! নভঃস্পৃশং—গগনস্পর্শী, অন্তরীক্ষব্যাপী। দীপ্তম্, অনেকবর্ণং। ব্যাত্তাননং—ব্যাদিত বদন, হাঁ করা মুখ। দীপ্ত-বিশাল-নেত্রং ত্বাং দৃষ্ট্বা। প্রব্যথিত-অন্তরাত্মা—আমার অন্তরাত্মা, মন ব্যথিত হইতেছে। আমি ধৃতিং—ধৈর্য্য, এবং শমং ন বিন্দামি—ধৈর্য্য, শান্তি ও মনস্তুষ্টি পাইতেছি না। বিষ্ণু—ব্যাপক। ২৪।

বহু-বক্ত্র-নেত্র-উদর-চরণ
　　বহু-উরু-বাহু-দংষ্ট্রা-ভয়ঙ্কর,
দেখি ভীত আমি, ভীত সর্ব্ব লোক,
　　মহাবাহু! তব মহা কলেবর। ২৩।
নভস্পর্শী দীপ্ত অনেক বরণ,
　　ব্যাত্তানন দীপ্তবিশাল নয়ন,
দেখি অন্তরাত্মা ব্যথিত আমার,
　　নাহি ধৈর্য্য, নাহি শান্তি, নারায়ণ! ২৪।

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি, দৃষ্ট্বৈব কালানল-সন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম, প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥২৫॥
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ, সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ, সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥২৬॥

দংষ্ট্রাকরালানি, কালানল-সন্নিভানি—প্রলয়াগ্নিতুল্য। তে মুখানি দৃষ্ট্বা এব। দিশঃ ন জানে—দিক্ সকল চিনিতে পারিতেছি না, দিক্‌হারা হইয়াছি। শর্ম্ম—সুখ। ন লভে। হে দেবেশ, জগন্নিবাস! প্রসীদ—প্রসন্ন হও। ২৫।

আমি দেখিতেছি, জয়দ্রথাদি অবনিপালসঙ্ঘৈঃ সহ—রাজগণের সহিত। অমী চ ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্ব্বে এব পুত্রাঃ ত্বরমাণাঃ—ত্বরাযুক্ত হইয়া। ত্বাং বিশন্তি—তোমাতে প্রবেশ করিতেছে। পর শ্লোকের সহিত অন্বয়। কেবল ধৃতরাষ্ট্রেব পুত্রেরা নহে। তথা ভীষ্মঃ, দ্রোণঃ, অসৌ সূতপুত্রঃ—কর্ণ। অস্মদীয়ৈঃ—আমাদিগেরও। শিখণ্ডী প্রভৃতি যোধমুখ্যৈঃ সহ—প্রধান যোদ্ধগণের সহিত। ত্বাং

করাল-দশন, কালাগ্নি-ভীষণ,
দেখিয়াই বহু বদন তোমার
দিক্‌হারা ভয়ে, না সুখ হৃদয়ে,
প্রসীদ, দেবেশ! জগৎ-আধার! ২৫।
অই যে সমস্ত ধৃতরাষ্ট্র পুত্র
আর(ও) অন্য যত মহীপালগণ,
অই সূতপুত্র, ভীষ্ম, দ্রোণ আর,
আমাদেরও যত মুখ্য যোদ্ধগণ। ২৬।

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি, দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু, সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥২৭॥
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ, সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা, বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি॥২৮॥

বিশন্তি। ২৬। ইহারা তে—তোমার। দংষ্ট্রাকরালানি—বিকট দন্তযুক্ত। ভয়ানকানি বক্ত্রাণি বিশন্তি—ভীষণ মুখ-মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। এবং তাহাদের কেহ বা, চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ—চূর্ণিতমস্তক হইয়া। দশনান্তরেষু বিলগ্নাঃ—দুই দুই দন্তের মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহে সংলগ্ন। সংদৃশ্যন্তে—দেখা যাইতেছে। ২৭।

তাহারা কি ভাবে প্রবেশ করিতেছে দুইটী দৃষ্টান্তে তাহা বুঝাইতেছেন। কেহ বা অবশ ভাবে প্রবেশ করিতেছে, যেমন সিন্ধুবক্ষে নদীজল; আর কেহ বা বুদ্ধি পূর্ব্বক প্রবেশ করিতেছে, যেমন অগ্নিশিখায় পতঙ্গ। যথা নদীনাং বহবঃ অম্বুবেগাঃ—জলপ্রবাহ। সমুদ্রম্ অভিমুখাঃ

করাল-দশন ভীষণ বদনে
পশিছে সকলে ত্বরিতে তোমার;
বিলগ্ন কেহ বা দশন-অন্তরে,
হেরি বিচূর্ণিত মস্তক কাহার। ২৭।
তটিনীগণের বহুল প্রবাহ
ছুটি সিন্ধুমুখে প্রবেশে যেমন,
সর্ব্বত প্রদীপ্ত বদনে তোমার
পশিছে অবশ নরবীরগণ। ৮২।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা, বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥২৯॥
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং, ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥৩০॥

এব দ্রবন্তি—সমুদ্রাভিমুখী হইয়া তাহাতে প্রবেশ করে। তথা অমী নরলোকবীরাঃ। অভিতঃ জ্বলন্তি—সর্ব্বত্র দীপ্ত। তব বক্ত্রাণি বিশন্তি—মুখে প্রবেশ করিতেছে। ২৮।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং—পতঙ্গাঃ বিশন্তি ইত্যাদি। ২৯।

জ্বলদ্ভিঃ বদনৈঃ সমগ্রান্ লোকান্ গ্রসমানঃ—গ্রাস করিতে করিতে। সমন্তাৎ লেলিহ্যসে—সর্ব্বদিকে পুনঃ পুনঃ লেহন করিতেছ। হে বিষ্ণো—সর্ব্বব্যাপিন্! তব উগ্রাঃ ভাসঃ—রশ্মিরাশি। তেজোভিঃ সমগ্রং জগৎ আপূর্য্য—ব্যাপিয়া। প্রতপন্তি—সন্তপ্ত করিতেছে। ৩০।

মরিবার তরে প্রদীপ্ত-অনলে
পশে বেগভরে পতঙ্গ যেমন,
পশে বেগভরে তোমার বদনে
স্বেচ্ছায় সকলে মরণ-কারণ। ২৯।
প্রজ্জ্বলিত মুখে গ্রাসি সমন্তাৎ
সবে লহ লহ করিছ লেহন,
তপ্ত করে তব তীব্র রশ্মিরাশি
তেজে পূরি, বিষ্ণু! সমগ্র ভুবন। ৩০।

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো, নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং, ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥৩১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥৩২॥

আখ্যাহি মে—আমাকে বলুন। উগ্ররূপঃ ভবান্ কঃ ইত্যাদি স্পষ্ট। তব প্রবৃত্তিং—তোমার চেষ্টা, এ তোমার কি কার্য্য। ন প্রজানামি—জানি না। ৩১।

ভগবান্ কহিলেন, আমি পৃথিবীর ভারভূত লোক সকলের ক্ষয়কৃৎ। প্রবৃদ্ধঃ—ভীষণ। কালঃ অস্মি। কাল—ক্রিয়াশক্তি-উপহিত ভগবান্ অর্থাৎ যে শক্তিতে সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি ও লয় সাধিত হয়, ভগবানের সেই

কে আপনি বল, ওহে উগ্ররূপ!
নমি দেব! হও প্রসন্ন আমায়;
না বুঝিতে পারি এ কি কার্য্য তব?
আদি তুমি, চাহি জানিতে তোমায়। ৩১।

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

লোকধ্বংসকর কাল ভয়ঙ্কর
আমি লোকধ্বংসে প্রবৃত্ত এখন;
তুমি না মারিলে তথাপি মরিবে
প্রতি প্রতি-সৈন্যে প্রতিযোদ্ধগণ।৩২।

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব, জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥৩৩॥

ক্রিয়া শক্তির নাম কাল (গিবি)। ইহ—এখন। লোকান্ সমাহর্ত্তুং—সংহার করিতে। প্রবৃত্তঃ। ত্বাং ঋতে অপি—তুমি হন্তা না হইলেও (শ্রী)। প্রত্যনীকেষু—প্রতিপক্ষভূত সৈন্য সমূহে। যে যোধাঃ অবস্থিতাঃ। তাহারা, সর্ব্বে ন ভবিষ্যন্তি—কেহই বাঁচিবে না। ৩২।

তস্মাৎ—যেহেতু কুরুগণ, পাপপক্ষ অবলম্বন করায়, আমার সংহারিণী শক্তির বশীভূত হইয়াছে। অতএব ত্বম্ উত্তিষ্ঠ—উত্থিত হও। যশঃ লভস্ব। শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্‌ক্ষ্ব—ভোগ কর। এতে ময়া এব পূর্ব্বম্ নিহতাঃ—ইহারা আমার কালশক্তিপ্রভাবে পূর্ব্ব হইতেই নিহতপ্রায় (শ্রী)। হে সব্যসাচিন্! নিমিত্তমাত্রং ভব। অর্জ্জুন সব্য অর্থাৎ বাম হস্তে শরক্ষেপ করিতে পারিতেন, তজ্জন্য তাঁহার একটী নাম সব্যসাচী।

আমারি নিয়মে পাপী পাপকর্ম্মে
<u>ঈশ্বরের</u> আয়োজন করে নাশ আপনার,
<u>নিয়মেই</u> পুণ্যবান্ লভে যশ পুণ্যফলে
<u>পাপী নষ্ট</u> নিমিত্তস্বরূপে হন্তা হ'য়ে তার।
<u>হয়</u> উঠ পুণ্যবান্! কর যশোলাভ,
ভুঞ্জ রাজ্যৈশ্বর্য্য জিনি শত্রুদল;
পূর্ব্বেই করেছি সবে হতপ্রায়
সব্যসাচি, হও নিমিত্ত কেবল। ৩৩।

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ, কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥৩৪॥

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য, কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ণং, সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥৩৫॥

ঈশ্বরের নিয়মে পাপী আপনা হইতেই বিনষ্ট হয়; কিন্তু তাহার নিমিত্ত চাই। পুণ্যবান্ সেই নিমিত্তস্বরূপে যশোলাভ করে। যশোলাভ পুণ্যভাগ্য (গিরি)। ৩৩।

তোমার আশঙ্কার কারণ নাই। যেহেতু দ্রোণং চ ভীষ্মং চ ইত্যাদি ময়া হতান্ যোধবীরান্। অর্থাৎ তাহারা পাপাচরণদ্বারা অপরাধী হওয়ায় আমার নিয়মে হতপ্রায়। ত্বং জহি—তুমি নিমিত্তস্বরূপে হনন কর (শং)। মা ব্যথিষ্ঠা—ভয় করিও না। যুদ্ধস্ব—যুদ্ধ কর। রণে সপত্নান্ জেতাসি—শত্রুগণকে জয় করিবে। ৩৪।

বেপমানঃ কিরীটী—কম্পিতকায় অর্জ্জুন। ভীতভীতঃ—ভীত হইতে ভীত, অতিশয় ভীত। এবং প্রণম্য—অবনত হইয়া। ভূয়ঃ এব আহ—আবার কহিলেন। ৩৫।

আমিই মেরেছি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ,
জয়দ্রথ আর অন্য বীরগণে;
মার, যুদ্ধ কর, নিমিত্তস্বরূপে;
ভয় নাই, হবে শত্রুজয়ী রণে। ৩৪

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা, জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি, সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥৩৬॥

হে হৃষীকেশ! যখন আপনি এমনই পাপবৈরী ও পুণ্যাত্মার বন্ধু, তখন যে, তব প্রকীর্ত্ত্যা—আপনার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে। জগৎ প্রহৃষ্যতি, অনুরজ্যতে চ—জগতস্থ সকলে হৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়। এবং রক্ষাংসি ভীতানি দিশঃ দ্রবন্তি—রাক্ষসেরা ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করে, কারণ তাহারা পাপী। এবং সর্ব্বে সিদ্ধসংঘাঃ চ নমস্যন্তি—সমস্ত সিদ্ধগণ নমস্কার করে। এ সকল, স্থানে—উপযুক্ত বটে। স্থানে শব্দ অব্যয়। ৩৬।

সঞ্জয় কহিলেন।

এত যদি ধনঞ্জয়ে কহিলা শ্রীহরি,
কিরীটী কম্পিতকায় কৃতাঞ্জলি করি,
গদ্‌গদ ভাষে কৃষ্ণে কহে পুনর্ব্বার
ভীত ভীত অবনত করি নমস্কার। ৩৫।

অর্জ্জুন কহিলেন।

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ভগবানের স্তব

সত্য, হৃষীকেশ! তব গুণগানে
হৃষ্ট-অনুরক্ত নিখিল সংসার,
পলায় দিগন্তে ভীত রক্ষোগণ.
সর্ব্বসিদ্ধগণ করে নমস্কার। ৩৬।

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ ॥৩৭॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম, ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥৩৮॥

হে মহাত্মন্—উদারচিত্ত। অনন্ত—অপরিচ্ছিন্ন। দেবেশ—ব্রহ্মাদি দেবগণের নিয়ন্তা। জগৎ-নিবাস—জগতের আশ্রয়স্বরূপ। ব্রহ্মণঃ অপি গরীয়সে—ব্রহ্মা অপেক্ষাও গুরুতর, পূজ্য। এবং আদিকর্ত্তে—সকলেরই আদি, জনক। তে কস্মাৎ চ ন নমেরন্—তোমাকে কেন নমস্কার না করিবে? সৎ—যাহা বিদ্যমান আছে (শং) অথবা যাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর (শ্রী) এবং অসৎ—যাহা নাই বলিয়া জ্ঞান হয় (শং) অথবা যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর (শ্রী)। এই দুই এবং এই দুয়েরও পরং—অতীত, মূল। যৎ অক্ষরং—যে ব্রহ্ম। ত্বং তৎ—তুমি তাহা। ৩৭।

ত্বম্ আদিদেবঃ। পুরাণঃ—অনাদি। পুরুষঃ। ত্বম্

অনন্ত, দেবেশ, জগৎ-নিবাস!
সর্ব্ব-আদিকর্ত্তা তুমি এ সংসারে
ব্রহ্মা হ'তে পূজ্য তুমি, মহাত্মন্!
কি বিচিত্র সবে নমিবে তোমারে!
সৎ বা অসৎ যা কিছু সংসারে,—
ইন্দ্রিয়গোচর, কিম্বা অগোচর,
তুমিই সে সব; তুমিই আবার
তাহাদের মূল ব্রহ্ম যে অক্ষর। ৩৭।

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ, প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ, পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥৩৯॥

অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং—প্রলয়ে লয়স্থান (শ্রী); ৯।১৮ দেখ। বেত্তা বেদ্যং চ অসি—যে জানে এবং যাহা জানিবার বস্তু, সে সকলও তুমি ; । ৯ । ১৭ দেখ। পরমং চ ধাম—এবং তুমিই পরম বিষ্ণুপদ। হে অনন্তরূপ ! বিশ্বং ত্বয়া ততং—ব্যাপ্ত। অতএব তুমি নমস্য। ৩৮।

আপনি বায়ুঃ যমঃ ইত্যাদি স্পষ্ট। প্রজাপতি—ব্রহ্মা। তে সহস্রকৃত্বঃ—সহস্রবার। নমো নমঃ অস্তু। ৩৯।

সর্ব্বদেবতার তুমি আদিদেব
আপনি অনাদি, পুরুষ পুরাণ,
এ বিশ্ব প্রলয়ে তোমাতে বিলীন,—
তুমিই বিশ্বের পরম নিধান।
জ্ঞাতা যারা যারা, তুমিই তাহারা,
জানে যাহা কিছু, তুমি সে সকল,
তুমি বিষ্ণুপদ, হে অনন্তরূপ !
তোমাতেই ব্যাপ্ত এ বিশ্বমণ্ডল। ৩৮।
তুমি বায়ু যম বরুণাগ্নি চন্দ্র,
পিতামহ ব্রহ্মা, পিতা পুনঃ তাঁর,
সহস্র সহস্র প্রণাম তোমায়,
পুনশ্চ প্রণাম, প্রণাম আবার। ৩৯।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে, নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং, সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥৪০॥
সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং, হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং, ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥৪১॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি, বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং, তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥৪২॥

হে সর্ব্ব—সর্ব্বাত্মা! তে পুরস্তাৎ—সম্মুখে। নমঃ। অথ পৃষ্ঠতঃ—পশ্চাতে। নমঃ। সর্ব্বতঃ এব—সর্ব্বদিকেই। তে নমঃ অস্তু। অনন্তবীর্য্য-অমিতবিক্রমঃ ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি—জগতের অন্তরে বাহিরে সমস্ত ব্যাপিয়া আছ (শ্রী)। বীর্য্য—সামর্থ্য। বিক্রম—পরাক্রম (শ্রী); শিক্ষা-শস্ত্রপ্রয়োগকৌশল (মধু)। ততঃ—তজ্জন্য। আপনি সর্ব্বঃ—সর্ব্বস্বরূপ; তদতিরিক্ত আর কিছু নাই (মধু)।৪০।

তব মহিমানং—তোমার মহিমা। এবং ইদম্—এই বিশ্বরূপ (শং, শ্রী)। অজানতা—জ্ঞাত না থাকায়, অজ্ঞতা-প্রযুক্ত। সখা ইতি মত্বা, প্রমাদাৎ প্রণয়েন বা অপি। প্রণয়—স্নেহ। হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে ইতি। সখেতি সন্ধি আর্ষপ্রয়োগ। ময়া প্রসভং যৎ উক্তং—হঠাৎ অনাদরভাবে আমি যাহা বলিয়াছি। তৎ ক্ষাময়ে—

সম্মুখে প্রণাম পশ্চাতে প্রণাম
প্রণাম তোমায় সর্ব্বদিকে, সর্ব্ব!
হে অনন্তবীর্য্য, অমিতবিক্রম!
আছ সর্ব্বব্যাপি, তাই তুমি সর্ব্ব। ৪০।

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো, লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥৪৩॥

তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। পরশ্লোকের সহিত অন্বয়। অবহাসার্থং—পরিহাসনিমিত্ত। অসৎকৃতঃ—অবজ্ঞাত। বিহার—ক্রীড়া। একঃ—একাকী। তৎসমক্ষং—সখিগণের সমক্ষে। অপ্রমেয়ম্—অচিন্ত্য-প্রভাব।৪১—৪২।

হে অপ্রতিমপ্রভাব—অনুপম প্রভাবশালী। ত্বম্ অস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা, পূজ্যঃ, গুরুঃ, গরীয়ান্ চ অসি। গরীয়ান্—অধিকতর গুরু। লোকত্রয়ে অপি তৎসমঃ ন

সখা ভাবি যাহা বলেছি হঠাৎ,—
হে যাদব! কৃষ্ণ! সখা হে আমার!
প্রমাদে অথবা সখিপ্রেমবশে
না জানি এ রূপ, মহিমা যে আর। ৪১।
একাকী অচ্যুত! কিম্বা সখিমাঝে
ক্রীড়া-শয্যাসন-ভোজন সময়,
পরিহাসছলে করেছি অবজ্ঞা,
অপ্রমেয় তুমি ক্ষম সমুদয়। ৪২।
তুমি চরাচর সর্ব্বলোক পিতা
পূজনীয় গুরু, আরও গুরুতর;
অতুলপ্রভাব! তব তুল্য নাই,
কেবা ত্রিভুবনে রবে শ্রেষ্ঠতর। ৪৩।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং, প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ, প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥৪৪॥
অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা, ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং, প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥৪৫॥

অস্তি। অতএব অভ্যধিকঃ—তোমা অপেক্ষা গুরুতর। অন্য কুতঃ—অন্য কোথায় কে আছে? ৪৩।

তস্মাৎ ঈশং—জগতের প্রভু। এবং ঈড্যং—স্তুত্য, পূজ্য। ত্বাং। কায়ং প্রণিধায় প্রণম্য—শরীরকে দণ্ডবৎ পাতিত করিয়া প্রণামপূর্ব্বক। প্রসাদয়ে—প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। হে দেব! পিতা পুত্রস্য ইব, সখা সখ্যুঃ ইব, প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ ইব, মম অপরাধং সোঢ়ুং অর্হসি—সহ্য করিতে, ক্ষমা করিতে যোগ্য; অর্থাৎ ক্ষমা করুন। প্রিয়ায়ার্হসি—প্রিয়ায়াঃ অর্হসি; সন্ধি আর্ষ। ৪৪।

অদৃষ্টপূর্ব্বং দৃষ্ট্বা হৃষিতঃ অস্মি ইত্যাদি স্পষ্ট। তৎ এব রূপং (পর শ্লোকে উল্লিখিত) সেই রূপ। মে দর্শয়। ৪৫।

তাই দণ্ডবৎ করিয়া প্রণাম
　　পূজ্য প্রভু, যাচি ক্ষম দোষ যত;
পিতায় পুত্রের, সখায় সখার,
　　প্রিয় প্রেয়সীর ক্ষময়ে যেমত। ৪৪।
হেরি পুলকিত এ অপূর্ব্ব রূপ,
　　ভয়ে পুনঃ মন ব্যথিত আমার;
প্রসীদ দেবেশ, জগৎনিবাস!
　　দেখাও হে দেব, সে রূপ তোমার। ৪৫।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন, সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥৪৬॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং, রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং, যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥৪৭॥

ভগবানের এই বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুন মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলেও তিনি সুখী হইতে পারেন নাই; কারণ এ মূর্ত্তি মানববুদ্ধির অতীত। তিনি ভীত হইয়া বলিতেছেন, প্রভো, তোমার এ মূর্ত্তি আমি আর দেখিতে চাহি না, আমি, তথা এব—পূর্ব্বের মত। ত্বাং কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি। তেন এব—সেই পূর্ব্বের মত। চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব—আবির্ভূত হও। ৪৬।

ভগবান্ কহিলেন হে অর্জ্জুন! ভয় পাইতেছ কেন? প্রসন্নেন ময়া আত্মযোগাৎ—আমার যোগমায়াশক্তি

কিরীট-ভূষিত গদাচক্র হস্ত,
ইচ্ছা মম তব দেখিতে সে রূপ;
হে সহস্রবাহু! ওহে বিশ্বমূর্ত্তি!
ধর তুমি সেই চতুর্ভুজ রূপ। ৪৬।

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

তোমায় প্রসন্ন হ'য়ে আমি ধনঞ্জয়!
দেখাইনু বিশ্বরূপ,—কেন পাও ভয়?
এ রূপের অন্ত নাই, মাত্র তেজোময়,
সকলের আদিভূত, ইহা বিশ্বময়।

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-র্ন-চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে, দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥৪৮॥

প্রভাবে। তব—তোমাকে। ইদং পরং—উত্তম। রূপং দর্শিতং। যে রূপ, তেজোময়ং। বিশ্বং—বিশ্বাত্মক (শ্রী) অর্থাৎ বিশ্ব লইয়াই এ রূপ। অনন্তং। আদ্যং চ। মে যৎ (রূপং)। তদন্যেন—তুমি ভিন্ন অন্যে। পূর্ব্বং ন দৃষ্টং।৪৭।

হে কুরু-প্রবীর! নৃলোক ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ—বেদ অধ্যয়ন ও যজ্ঞবিদ্যা কল্পসূত্রাদি অধ্যয়নদ্বারা (শ্রী)। ন দানৈঃ। ন চ ক্রিয়াভিঃ—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মদ্বারা। ন উগ্রৈঃ তপোভিঃ। এবং রূপঃ অহং ত্বদন্যেন—তুমি ভিন্ন অন্য কর্ত্তৃক। দ্রষ্টুং শক্যঃ। আমার ঈদৃশ রূপ তুমি ভিন্ন আর কেহ দেখিতে পায় নাই। ৪৮।

যোগশক্তি বলে আমি করানু দর্শন,
তুমি ভিন্ন অন্যে ইহা দেখেনি কখন। ৪৭।
কুরুবর! বেদাভ্যাস করিয়া সতত,
কিম্বা কল্পসূত্রআদি যজ্ঞবিদ্যা যত
সে সমস্ত শিক্ষা করি, কিম্বা করি দান,
অগ্নিহোত্রআদি কর্ম্ম করি অনুষ্ঠান,
কিম্বা চান্দ্রায়নাদি উগ্র তপস্যায়,
অন্য কেহ, তুমি ভিন্ন, নাহি এ ধরায়
এ রূপ দর্শনে সম যোগ্য যেবা আর,
যা' তুমি দেখিলে মাত্র কৃপায় আমার। ৪৮।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো, দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং, তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥৪৯॥

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা, স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং, ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥৫০॥

মা তে ব্যথা ইত্যাদি স্পষ্ট। ঈদৃক্—ঈদৃশ। ব্যপেতভীঃ—বিগত ভয়। ৪৯।

বাসুদেবঃ অর্জ্জুনম্ এবম্ উক্ত্বা। যেমন পূর্ব্বে ছিলেন, তথা—সেই রূপ। স্বকং রূপং—স্বকীয় চতুর্ভুজ রূপ, যাহা অর্জ্জুন ৪৬ শ্লোকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তাহা ভূয়ঃ দর্শয়মাস—পুনঃ দেখাইলেন। মহাত্মা—কৃপাময় (শ্রী)। পুনঃ সৌম্যবপুঃ ভূত্বা—পুনর্ব্বার সৌম্য নরদেহ ধারণ

দেখি ঘোর বিশ্বরূপ এই যে আমার
না হও ব্যথিত, মুগ্ধ, কুন্তীর কুমার।
ত্যজ ভয়, ধনঞ্জয়! দেখ আরবার
প্রীত মনে চতুর্ভুজ রূপ সে আমার। ৪৯।

সঞ্জয় কহিলেন।

এত বলি বাসুদেব অর্জ্জুনে তখন
পূর্ব্বমত নিজরূপ করিয়া ধারণ,—
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, চতুর্ভুজে ধরি
দেখাইলা পুনরায় পার্থে কৃপা করি।
সৌম্য নরকলেবর ধরি কৃপাধার
আশ্বাসিলা ভয়াকুল অর্জ্জুনে আবার। ৫০।

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥৫১॥

করিয়া। ভীতম্ এনম্ আশ্বাসয়ামাস চ— আশ্বস্ত করিলেন। প্রথমে অর্জ্জুনের প্রার্থনামত চতুর্ভুজরূপ দেখাইলেন, পরে সৌম্য মনুষ্যরূপ ধারণ করিলেন। পরের শ্লোকে অর্জ্জুন বলিতেছেন, "দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন !"৫০।

দৃষ্টেদম্ ইত্যাদি—এই সৌম্য প্রশান্ত, মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া। ইদানীং সচেতাঃ সংবৃত্তঃ অস্মি, প্রকৃতিং গতঃ— এমন আমি সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইলাম।

অর্জ্জুন ভগবানের নররূপ দেখিতে পাইয়া তবে সুস্থ হইলেন। ইহার মধ্যে গূঢ় মর্ম্ম আছে। অধ্যাপক ৺নীলকণ্ঠ মজুমদার তাহা বুঝাইয়াছেন। ভাবার্থ এই,— মানুষ ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ দেখিতে বা বুঝিতে পারে না। যতক্ষণ না ঈশ্বর মানুষের আকার ও ভাব ধারণ করেন, ততক্ষণ মানুষ তাঁহাকে বুঝিতে পারে না। সমানে সমানে পরস্পর বুঝিতে পারে বা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টকে বুঝিতে পারে ; কিন্তু নিকৃষ্ট কখন উৎকৃষ্টকে বুঝিতে পারে না। মানুষ মানুষকেই বুঝিতে পারে ; আবার ইহার মধ্যেও বিশেষ আছে। একজন অসভ্য বর্ব্বর একজন সভ্য পণ্ডিতকে বুঝিতে পারে না।

অর্জ্জুন কহিলেন।

এই সৌম্য নররূপ তব, জনার্দ্দন !
দেখি সুস্থ প্রকৃতিস্থ হইনু এখন। ৫১।

শ্রীভগবানুবাচ ।

সুদুর্দ্দশমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম ।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৫২॥
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া ।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥৫৩॥

হিন্দুর অবতারবাদের মধ্যে এ তত্ত্ব অন্তর্নিহিত। সৃষ্টির আদিম অবস্থায়, দেহ ও জ্ঞানবুদ্ধিবিকাশের তারতম্যানুসারে, ভগবান্ তত্তৎ কাল ও অবস্থার উপযোগী রূপ ও ভাব লইয়া আবির্ভূত। জলচর মৎস্য, কূর্ম্ম, উভয়চর বরাহ, পরে নৃসিংহ—অর্দ্ধ মনুষ্য অর্দ্ধ পশু; ক্রমশঃ জীব, ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে, মনুষ্য ভাব ধারণ করিলে, বামন—বিকলাঙ্গ পুরুষ; পরে ঘোর-স্বভাব পরশুরাম। অতঃপর দাশরথি-রামরূপে নরোত্তম, কৃষ্ণরূপে পুরুষোত্তম। ডারউইনের বিবর্ত্তবাদ ইহারই অন্তর্নিহিত। ৫১।

যৎ মম ইদং রূপং দৃষ্টবান্ অসি ইত্যাদি স্পষ্ট। ৫২।

তাহার কারণ, ন অহম্ ইত্যাদি স্পষ্ট। ৪৮ শ্লোকেও এই কথা বলিয়াছেন; কিন্তু সেখানে বিশ্বরূপ সম্বন্ধে, আর এখানে চতুর্ভুজরূপ সম্বন্ধে। ৫৩।

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

দেখিলে দুর্লভ মম চতুর্ভুজ রূপ,
দেবগণ চাহে নিত্য দেখিতে এ রূপ। ৫২।
বেদাভ্যাস, যজ্ঞ, দান কিম্বা তপস্যায়
অন্যে, তুমি যা' দেখিলে, দেখিতে না পায়।৫৩।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন ।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪॥
মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্‌ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥৫৫॥

ইতি বিশ্বরূপদর্শন-যোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

ভগবদ্দর্শনের উপায় ভক্তি। অনন্যয়া ভক্ত্যা তু— কেবল অনন্যা ভক্তির দ্বারাই। তত্ত্বেন—যথাযথ ভাবে। জ্ঞাতুং—শাস্ত্রোপদেশানুসারে জানিতে। প্রত্যক্ষতঃ দ্রষ্টুং—দেখিতে। প্রবেষ্টুং চ—এবং প্রবেশ করিতে, আমাব সহিত মিলিত হইতে। অহং শক্যঃ; ১৮। ৫৫ দেখ। অন্য উপায়ে নহে (শ্রী)। বিসর্গলোপ আর্য।

অনন্যা ভক্তি—যে ভক্তিতে ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন বিষয়েই নিষ্ঠা থাকে না (শ্রী); যাহাতে ভক্ত মন, বুদ্ধি ও সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছু উপলব্ধি করে না (শং)।৫৪।

যাহা সকল শাস্ত্রার্থসার, পরম গূঢ় তত্ত্ব (শ্রী) যাহা পরম শ্রেয়োলাভার্থ অনুষ্ঠেয় এবং সমস্ত গীতার সার (শং) এইবার তাহা বলিতেছেন। যঃ—যে ব্যক্তি (১) মৎকর্ম্ম-

---

আমার একান্ত ভক্ত, অর্জ্জুন, যে হয়
ভগবল্লাভের　সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আমারে যে দেখে সর্ব্বময়,
উপায়　আমাতে অনন্যা ভক্তি সেই যে তাহার,
অনন্যা　তাহাতেই জানা যায় স্বরূপ আমার;
ভক্তি　তাহাতেই হয় মম প্রত্যক্ষ দর্শন,
ভক্তিতে ভক্তের হয় আমাতে মেলন। ৫৪।

কৃৎ—আমার নিমিত্ত, ঈশ্বরারাধনার উদ্দেশে কর্ম্ম করে। (২) মৎপরমঃ—আমিই যাহার পরম বস্তু, যে আমারই আশ্রিত। (৩) যে মদ্ভক্তঃ। (৪) সঙ্গবর্জ্জিতঃ—সর্ব্ব বিষয়ে আসক্তিশূন্য। (৫) এবং সর্ব্বভূতেষু নির্বৈরঃ—কাহাকেও শত্রু বলিয়া মনে করে না। স মাম্ এতি—সে আমাকে প্রাপ্ত হয়, অন্যে নহে (শ্রী)। ৫৫।

সকল শাস্ত্রার্থসার তোমাকে শুনাই,
ভক্তের পঞ্চ গুণ — ভক্তি ভিন্ন, ধনঞ্জয়, শ্রেষ্ঠ পন্থা নাই।
যে করে আমার তরে কর্ম্ম সমুদয়;
যাহার আমিই মাত্র পরম আশ্রয়;
সর্ব্বত্র যে অনাসক্ত; ভক্ত যে আমার;
কোন জীবে শত্রুভাব নাহি কভু যার;
এই পঞ্চ গুণে গুণী সংসারে যে হয়,
সে জন আমায় পায়, হে পাণ্ডুতনয়! ৫৫।

উপসংহার।

আমরা যত যত ভাবে ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনা করি, সে সমস্তই দুইভাগে ভাগ করা যায়। (১) ঈশ ভাব, ঐশ্বর্য্য; (২) মধুর ভাব, মাধুর্য্য। যে ভাবে ঈশ্বর জগতের নিয়ন্তা, ত্রৈলোক্যের বিধাতা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা; যে ভাবে তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী,

সেই তাঁহার ঈশ ভাব—ঐশ্বর্য্য। গরুড়বাহন মহাবিষ্ণু, সিংহবাহিনী দশভূজা প্রভৃতি শ্রীভগবানের ঐশী মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিতেই তিনি কালীয়মর্দ্দন, কংসনিসূদন, ত্রিপাদে ত্রিভুবন-ব্যাপক, ক্ষত্রিয়কাননে প্রচণ্ড পাবক; এই মূর্ত্তিতেই তিনি মহিসাসুরমর্দ্দিনী, শুম্ভ-নিশুম্ভঘাতিনী। কিন্তু "এই মূর্ত্তির উৎকৃষ্ট প্রকটন এই বিশ্বরূপে। শশিসূর্য্য যাঁর নয়নে, দীপ্ত হুতাশন যাঁর বদনে, ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে, সেই অনন্তনয়ন, অনন্তবদন, অনন্তদশন অনন্তচরণ বিশ্বরূপে যিনি জগৎপরিব্যাপ্ত, আদি-মধ্য-অন্তহীন লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধ কালমূর্ত্তি, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের চরম দৃষ্টান্ত।"—উপনিষদ্ ব্রহ্মতত্ত্ব। এই ঐশ্বর্য্যভাব আয়ত্ত করিবার উপায় বিশ্বময় ভগবানের বিভূতির পর্য্যালোচনা, দশম অধ্যায়ে যাহা সবিস্তারে বলিয়াছেন।

মধুর ভাবে তিনি করুণাময়, স্নেহময়, প্রেমময়। গীতায় এ ভাবের পরিপুষ্টি নাই। বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলায় ও উমার আগমনী ও বিজয়ায় এ ভাব পরিস্ফুট। এই ভাবে অনাদি, অনন্ত, নিরাকার, নিরঞ্জন, অজ্ঞেয়, অদ্বিতীয় ব্রহ্মমায়ার মানুষ সাজিয়া অক্রূরের প্রভু হয়েন, শ্রীদাম সুদামের সখা হয়েন; এই ভাবে তিনি ব্রজগোপীর রসিক-নাগর, সত্যভামার প্রেমের-সাগর, নন্দযশোদার নয়ন-তারা, ব্রজবধূর ঘরে মাখনচোরা, মেনকার সোণার উমা, কৈলাসে হরজায়া। এই মাধুর্য্য ভাব উপলব্ধি করিবার উপায় ভক্তি।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই ভক্তিমার্গকে রাগমার্গ কহেন, কারণ, ইহাতে হৃদয় ঈশ্বরে অনুরক্ত হয়। ইহাতে পাঁচটী বা ছয়টী স্তর আছে। একটীর পর একটী অতিক্রম করিয়া, ভক্ত ক্রমে সর্ব্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়, যথা—

১। শান্ত-ভক্তি—এই ভাবে হৃদয় ভগবানে আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। ইহা বাহ্য ভক্তি হইতে একটু উন্নত। শান্ত ভক্ত সদানন্দ, ধীর, নম্র। "যেমন পতিব্রতার স্বামীতে নিষ্ঠা।"—কথামৃত।

২। দাস্য-ভক্তি—ইহা শান্ত ভক্তির পরের ভাব। এ ভাবে ভক্ত ঈশ্বরকে সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বপ্রভু জানিয়া, তাঁহাকেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ভৃত্য যেমন প্রভুর সেবা করে, ভক্ত সেই ভাবে "অধ্যাত্মচেতসা" (৩।৩০) তিনি প্রভু, আমি দাস, ভাবিয়া কর্ম্ম করে। উদ্ধব সেইরূপ ভক্ত। "স্ত্রীরও দাস্যভাব থাকে! প্রাণপণে স্বামীর সেবা করে। মা'রও কিছু থাকে, যশোদার ছিল।"—কথামৃত।

৩। সখ্য-প্রেম—যেমন ভৃত্য বিশ্বাসী ও অনুগত হইলে ক্রমশঃ তাহার সহিত প্রভুর সখ্যতা জন্মে, সেইরূপ সাধক তৃতীয় স্তরে উপনীত হইলে সে ভগবান্‌কে আর প্রভুর ন্যায় ভাবে না। তখন প্রীতির উৎস উন্মুক্ত হয় এবং "ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব" বলিয়া, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া, সর্ব্বপ্রকারে বন্ধুর ন্যায় আচরণ করে। "এস, এস, কাছে এস; আবার কখন ঘাড়ে চড়ে"। শ্রীদাম্ সুদামাদি এইরূপ ভক্ত। "বড় সুমিষ্ট ফল খা'রে কৃষ্ণ, আমি

খেয়েছি, মধুর ব'লে আর না খেয়ে ধড়ায় বেন্ধে রেখেছি।" স্ত্রীরও এ ভাব থাকে। এই স্তর হইতে ভগবানের ধারণা হইতে ঐশ্বর্য্যের ভাব দূরীভূত হইয়া মাধুর্য্য ভাবের বিকাশ আরম্ভ হয়। তিনি আর কেবল মহামহিম ষড়ৈশ্বর্য্যশালী জগন্নাথ নহেন, পরন্তু সকলেরই সুহৃৎ। "সুহৃদং সর্ব্বভূতানাম্।" (৫। ২৯)।

৪। বাৎসল্য-প্রেম—চতুর্থ স্তরে ভক্ত আর ভগবান্‌কে কেবল বন্ধুর ন্যায় প্রীতির চক্ষে দেখিয়া তৃপ্ত হয় না; তখন প্রীতির সহিত স্নেহ দয়া প্রভৃতি আসিয়া যোগ দেয়;—বাৎসল্য ভাবের বিকাশ হয়,—ভক্ত ভগবান্‌কে সন্তানের ন্যায় ভালবাসে, পিতামাতার ন্যায় বাৎসল্যের চক্ষে দেখে। ইহা নন্দ-যশোদার ভাব। "স্ত্রীরও কতকটা থাকে। স্বামীকে প্রাণ চিরে খাওয়ায়।"—কথামৃত।

এ ভাবে, ভগবানের প্রতি ঐশ্বর্য্যের ভাব একবারে দূরীভূত হয়। ঐশ্বর্য্য ভাবের সঙ্গে ভয় থাকে; কিন্তু এখন তিনি সন্তান। সন্তানের কাছে ভয় হয় না, সন্তানের প্রতি ভক্তিও হয় না এবং তাহার কাছে প্রার্থনারও কিছু থাকে না। এখন তিনি কেবল স্নেহের বস্তু, প্রাণের প্রাণ; "যশোদার অঞ্চলের ধন, নয়নের মণি, নীল-রতন।"

৫। কান্ত-প্রেম—সন্তানের সহিত পিতামাতার ঘনিষ্ঠতা খুব বেশী বটে, কিন্তু আরও একটী ভাব আছে, যাহা ইহা অপেক্ষা প্রগাঢ়। পতিপত্নীর প্রেম যেমন

মানুষের সমুদয় প্রকৃতিকে উলট্ পালট্ করিয়া ফেলে, আর কোন প্রেম কি তেমন পারে? অন্য প্রেম কি শরীরের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইয়া উভয়কে পাগল করিয়া তুলে? এই স্তরে সাধকের এই ভাব হয়। এই ভাবে, সে ভগবান্‌কে সন্তানের ন্যায় ভাল বাসিয়া আর চরিতার্থ হয় না। তাঁহার সহিত অঙ্গে অঙ্গে, হৃদয়ে হৃদয়ে মিশিতে চায়। ভাবে বিভোর বাহ্যজ্ঞানশূন্য ভক্তগণ "প্রকৃতিভাব" প্রাপ্ত হইয়া ভাবে, তাহারা সকলেই স্ত্রী, একমাত্র ভগবান্‌ই পুরুষ; এবং আপনি পত্নী সাজিয়া জগৎপতিকে পতিভাবে আলিঙ্গন করিতে চায়। "এস এস কাছে এস, আধ আঁচরে বস।" শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য—সকল ভাবই এ ভাবের ভিতর আসে।

এই ভক্তেরাই রূপকের ভাষায় কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র গোপিনী; সকলেরই হৃদয়ে কৃষ্ণ নাগরভাবে বিরাজিত; আর শ্রীচৈতন্যদেব এই ভাবের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত।

৬। মহাভাব—কিন্তু ভক্তগণ এই কান্ত ভাবেও তুষ্ট নহেন। তাঁহারা যে প্রেমের আস্বাদন করেন, স্ত্রী পুরুষের প্রেমও তত মধুর, তত প্রগাঢ়, তত উন্মাদকর নহে। স্ত্রীপুরুষের প্রেমের মধ্যে একটু আবরণ আছে। উভয়কেই লৌকিক নিয়মাদির বশে চলিতে হয়; কিন্তু ভক্ত প্রেমের যে তীব্র মদিরা আস্বাদন করে, তাহার অগ্রে সকল নিয়ম, সকল আবরণ, সরিয়া যায়।

কিন্তু এই ভাব ভাষায় ব্যক্ত করিতে গিয়া, ভক্ত-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বড়ই সঙ্কটে পড়িয়াছেন। আর পবিত্র ভাষা নাই যাহাতে এ পবিত্র ভাব ব্যক্ত করা যায়। যাহা আছে তাহা অপবিত্র। কিন্তু ভক্ত ভাষার পবিত্রতা অপবিত্রতা চাহে না, সে চায় ভাব। ভক্ত বলিল এ প্রেম, যেমন পরকীয় প্রেম, অর্থাৎ উপপতি ও উপপত্নীর মধ্যে যেমন তীব্র ভালবাসা, ইহাও তদ্রূপ। ভগবান্ উপপতি, ভক্ত তাহার উপপত্নী—শ্রীরাধা। পত্নী কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া পতিসেবা করিতে সঙ্কুচিতা হয়, কিন্তু কৃষ্ণ-কলঙ্কডালি শ্রীরাধার অঙ্গের ভূষণ। পিতা, মাতা, স্বামী,—সমস্ত সংসার বিরোধী হউক, কুলটা উপপতি ছাড়িতে পাবে না ; শ্রীরাধাও কৃষ্ণ ছাড়িতে পারে না। সংসারের ভাল মন্দ জ্ঞান তাঁহার নাই।

"হৃদয়ে ঈশ্বরানুভব না হইলে এ ভাব হয় না"—(কথামৃত)। এই উচ্চতম ভাবে উপনীত হইলে জ্ঞান কোথায় চলিয়া যায় ; মুক্তি, নির্ব্বাণ কোথায় থাকে। ভাবে বিভোর ভক্ত ধন, জন, যশঃ, ধর্ম্ম, স্বর্গ, মোক্ষ—কিছুই চাহে না। চাহে কেবল প্রেম, শুধুই প্রেম, অহৈতুকী ভক্তি ;—

মধু হ'তে মধু, তুমি প্রাণ বঁধু, চরণের দাসী কর।
কিছু না চাহিব, চরণ সেবিব, দেহ নাথ, এই বর ॥

ইহাই ভক্তির শেষ দশা। ইহারই নাম মহাভাব ; চণ্ডীদাসের পীরিতি। এমন প্রগাঢ় ভাব পুরুষে পুরুষে বা

স্ত্রীতে স্ত্রীতে হয় না। যতক্ষণ কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততক্ষণ এ ভাব হয় না। যখন উভয়ে উভয়ের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিয়া দুয়ে মিলিয়া এক হইয়া যায়, তখন যে নিরুদ্বেগ, শান্তিময় ভাবের উদয় হয়, তাহাই এই মহা-ভাব। এ ভাব স্ত্রীপুরুষ-ভাবেই সহজে হয়। তজ্জন্যই ভক্ত স্ত্রী সাজিয়া ভগবান্‌কে পতিভাবে আলিঙ্গন করে।

এ ভাব উপস্থিত হইলে ভক্তের কি দশা হয়, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন,—"তাঁকে চর্ম্ম-চক্ষে দেখা যায় না। সাধনা ক'র্‌তে ক'র্‌তে একটি প্রেমের শরীর হয়,—তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ। সেই চক্ষে তাঁ'কে দেখে, সেই কর্ণে তাঁহার বাণী শুনা যায়। আবার প্রেমের লিঙ্গ, যোনি হয়। এই প্রেমের শরীরে আত্মার সহিত রমণ হয়।"

এই প্রেমের শরীরে প্রেমের রমণই বোধ হয় রূপকের ভাষায় রাসলীলা, শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিহার। স্থূল-দেহের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

এই ভাবের বর্ণনাতেই, ব্রজগোপী ও শ্রীরাধার ভাবে বৈষ্ণব কবিগণ যে রূপকের সৃষ্টি করিয়াছেন, সাহিত্য-জগতে তাহা অতুল। চৈতন্যচরিতামৃতকার এই রূপকের তত্ত্ব বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম। সবিশেষ মধ্যম খণ্ড অষ্টম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

"প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী।
প্রেমের স্বরূপ দেহ, প্রেমেতে ভাবিত
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত।
মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ।" ইত্যাদি।

মূলগ্রন্থে প্রেমময়ী রাধা সুন্দরীর রূপক দেহের রূপক বেশভূষার বর্ণনা পাঠ করিলে কবিত্বসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়। বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ আর আছে কি না জানি না।

তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে প্রচলিত মাতৃভাব,—দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য এই তিন ভাবের সমবায়। সাধারণের পক্ষে এই মাতৃভাবই উৎকৃষ্ট। মা, শব্দেই প্রাণ শীতল হয়, কান্ত বা মধুর ভাব ইহা অপেক্ষা উচ্চ, শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু সে ভাবে সাধনা সাধারণের পক্ষে সুকঠিন। নিজের হৃদয় নির্ম্মল না হইলে, মধুর না হইলে, সে মধুর ভাবের উপলব্ধি হয় না। এই ভাব বুঝিতে বা বুঝাইতে গিয়াই, আমরা কৃষ্ণচন্দ্রের চন্দ্রাবলী ও রাধার কুঞ্জে লুকাচুরি খেলা দেখিতে পাই; নবনারীকুঞ্জ ও রাইরাজা, শেষে বস্ত্রহরণ ও রাসলীলার অভিনয় পর্য্যন্ত হইয়া যায়।

ভগবানের এই ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য ভাবের অপূর্ব্ব সমন্বয় শ্রীকৃষ্ণলীলায়। কুরুক্ষেত্রে তাঁহার ঈশ-ভাব এবং বৃন্দাবনে মধুর ভাব প্রস্ফুটিত। মহাভারতে দেখি,—জটিল রাজনীতি, উদার সমাজনীতি, নিগূঢ় ধর্ম্মনীতি, জ্ঞান, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, দূরদর্শিতা, শৌর্য্য, ধৈর্য্য, প্রতাপ, সাহস ইত্যাদি সর্ব্ব

বিষয়েই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি অদ্ভুত কৌশলে, খণ্ডভারতে মহাভারত স্থাপন করিতেছেন, জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ পূর্ব্বক গীতার মহাধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছেন, অম্লানমুখে দুষ্টের নিধন করিয়া ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণ করিতেছেন; আর বৃন্দাবনে তিনি স্নেহময় পুত্র, প্রীতিময় সখা, প্রেমময় কান্ত, সর্ব্বজীবের প্রিয় সুহৃৎ। মানুষের হৃদয়ে যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ভাব আছে, কৃষ্ণচরিত্র সেই সমুদয়ের সমবায়। সেই জন্যই বোধ হয় তিনি স্বয়ং ভগবান্। আমাদের বড় সৌভাগ্য আমরা হিন্দুকুলে জন্মিয়া স্বভাবতই কৃষ্ণসেবার অধিকারী। এস হিন্দুসন্তান! ভক্তিপরিপ্লুত হৃদয়ে আমরা "নমো ভগবতে বাসুদেবায়" বলিয়া কৃষ্ণচরণে লুটাইয়া পড়ি। কৃষ্ণ-কল্পতরুমূলে চাহিবার মত চাহিতে পারিলে সকল ফলই মিলিবে।

বিশ্বরূপদর্শন-যোগ নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ভক্তি-যোগঃ।

জ্ঞান ভক্তি এ দুয়ের কি হয় উত্তম
সে তত্ত্ব বুঝাতে এই দ্বাদশ উদ্যম।—শ্রীধর।

ভক্তি কাহাকে বলে? ভগবান্ বলিয়াছেন,—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥—৯।৩৪

ইহাই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ (রামা)। আনন্দগিরি বলেন, পরমেশ্বরে পরম প্রেমই ভক্তি। শাণ্ডিল্য-সূত্রে ভক্তির লক্ষণ, "সা (ভক্তি) পরানুরক্তিরীশ্বরে।" মনস্বী ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সূত্রের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা করেন,—যখন মানুষের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরাভিমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি। অর্থাৎ যখন জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরানুসন্ধান করে, কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করে এবং শারীরিকী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের কার্য্যসাধনে বা ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকেই ভক্তি বলে। যাহার জ্ঞান ঈশ্বরে, কর্ম্ম ঈশ্বরে, আনন্দ ঈশ্বরে এবং শরীরার্পণ ঈশ্বরে, তাহারই

ঈশ্বরভক্তি হইয়াছে। যখন মানুষের সমস্ত বৃত্তিই ভক্তি বৃত্তির অনুগামিনী হইয়া ঈশ্বরাভিমুখিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি। কর্ম্ম ও জ্ঞানের চরমাবস্থা যাহা তাহাই ভক্তি।

ঈশ্বরের স্বরূপ বিভাগ।—হিন্দুশাস্ত্র দুই ভাবে ঈশ্বর চিন্তা করে। সগুণ ভাবে ও নির্গুণ ভাবে (বৃহদারণ্যক ২।৩।১)। ১ম। নির্গুণ ভাবে ঈশ্বর জ্ঞানীর জ্ঞেয়, নিরুপাধি, অবাক্‌মনসগোচর, বিধ্বস্তসর্ব্ববিশেষণ (শং), জগতের কোন ভাবে, গুণবাচক কোন শব্দে, তাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশ হয় না। শ্রুতি ব্যতিরেক মুখে তাঁহার স্বরূপ ব্যক্ত করে; যথা,—তাহা স্থূল নয়, সূক্ষ্ম নয়, হ্রস্ব নয়, দীর্ঘ নয়, (বৃঃ আঃ ৩।৮।৮) ; তাহার শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই (কঠ ৩।১৫) ইত্যাদি। তৎসম্বন্ধে "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তৎ উপলভ্যতে"—তাহা আছে, এই মাত্র বলা যায়, তাহার অধিক উপলব্ধি হয় না।—কঠ ৬।১২। ভাবিবার সময়, দার্শনিক আলোচনার সময়, এই ভাবে তাঁহাকে ভাবিতে হয়। এই ভাবে তাঁহার নাম পরমব্রহ্ম। ২য়। সগুণ ভাবে তিনি ভক্তের জ্ঞেয় সোপাধি, অর্থাৎ তখন তিনি বাক্য ও মনের গোচর। গুণবাচক শব্দে তাঁহার স্বরূপ ব্যক্ত করি, যথা—তিনি বিশ্ব কারণ, তাঁহা হইতে সৃষ্টি ও লয়, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বময় (মাণ্ডুক্য), সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বরস, সর্ব্বগন্ধ, তিনিই সর্ব্ব (ছান্দোগ্য ৩।১৪)। এই ভাবে তাঁহার নাম মহেশ্বর (শ্বেতাশ্বতর ৪।১০) বা ভগবান্। উপাসনার সময় এই

ভাবেই তাঁহার চিন্তা করিতে হয়। তরঙ্গসঙ্কুল মহাসিন্ধুর যে ভাব তাহাই সগুণ ব্রহ্মের ভাব; আর সেই সিন্ধুই যদি নিবাত-নিষ্কাম-স্থির ভাব ধারণ করে, তবে তাহাই নির্গুণ ব্রহ্মের ভাব।

নিরুপাধি নির্গুণ ব্রহ্মই মায়া উপাধি (medium) অঙ্গীকার করিয়া সোপাধি সগুণ হয়েন। পণ্ডিতেরা এই মায়াকে ব্রহ্মের "তিরস্করণী, যবনিকা (চিক্) আখ্যা দেন। "যবনিকা, মায়া, জগন্মোহিনী, ভগবৎস্বরূপ-তিরোধানকরী" (রামা)। যেমন উজ্জ্বল আলোককে ফানুসের দ্বারা আবৃত করিলে, তাহার তেজ যেন কর্তৃক সঙ্কুচিত হয়, সেইরূপ মায়ারূপ যবনিকার আবরণে, অনন্ত, অসীম ব্রহ্মজ্যোতিঃ যেন সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ হয়; সীমাহীন চিদাকাশে চিন্মাত্রের উদয় হয়; নিরুপাধি ব্রহ্ম, সগুণ সোপাধি হয়েন।

উপাধি (medium) ভিন্ন শক্তির প্রকাশ হয় না। সূর্য্যের আলোকশক্তি আছে; কিন্তু যতক্ষণ তাহা বায়ু-স্তরে প্রতিফলিত না হয়, ততক্ষণ তাহা আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয় না। বায়ুস্তরের উপর গাঢ় অন্ধকার, কারণ সেখানে উপাধি নাই, আলোকের অভিব্যক্তি হইবে কিরূপে? সেইরূপ ব্রহ্মও মায়াউপাধিযোগে সগুণ, অভিব্যক্ত, সান্ত আর উপাধির অভাবে নির্গুণ, অনভিব্যক্ত, অনন্ত।

ব্রহ্মের এই সগুণ (Immanent) ভাবই জীবজ্ঞানে জ্ঞেয়; তাহাও সাধারণ বৈষয়িক জ্ঞানবুদ্ধির অতীত।

যে স্থানে ও যে ভাবে তিনি জ্ঞেয় ১৩শ অধ্যায় ১৩—১৮ শ্লোকে তাহা বলিয়াছেন। নির্গুণ (Transcendent) ব্রহ্ম সকল প্রপঞ্চের অতীত। সগুণ ভাব হইতে নির্গুণ ভাবের আভাস পাওয়া যায় মাত্র।

ঈশ্বরের ভাবসম্বন্ধে বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। অধিকাংশ হিন্দু-সম্প্রদায় সাকার ভাবে, এবং আধুনিক ব্রাহ্ম, মুসলমান ও খৃষ্ট-সম্প্রদায় নিরাকার ভাবে, ঈশ্বরচিন্তা করে। অনেকে বলিয়া থাকেন, সাকার উপাসনা নিন্দনীয়; কিন্তু ভাবা উচিত, সর্ব্বব্যাপী অনন্ত ঈশ্বরকে ক্ষুদ্র মূর্ত্তি বা পুত্তলিকার দ্বারা প্রকাশ করা যদি অন্যায়, তবে চিন্তার অতীত, বুদ্ধির অতীত, অনন্ত সেই ঈশ্বরকে দয়াময়, প্রেমময়, শক্তিময় প্রভৃতি কয়েকটী কথায় প্রকাশ করাও অন্যায়। অদর্শনীয় বস্তুকে দর্শনীয় বলাতে যদি দোষ হয়, তবে অচিন্তনীয় বস্তুকে চিন্তনীয় বলাতে, নিজ ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণা করিতে যাওয়াতেও দোষ হয়।

হিন্দুশাস্ত্র ঈশ্বরের সাকার নিরাকার ভেদ করে না। সাকার ঈশ্বর ও নিরাকার ঈশ্বর, উভয়ই এক শ্রেণীর বস্তু, পূর্ব্বোক্ত ঐ সগুণ ব্রহ্ম। কেবল প্রভেদ এই যে, সাকার ঈশ্বর হস্তের শিল্প ও নিরাকার ঈশ্বর মনের শিল্প।

ঈশ্বরের দিক দিয়া দেখিলে তাঁহার সম্বন্ধে মানুষের সকল কল্পনাই তুচ্ছ। অনন্ত আকাশকে ৫ হাত বলাও যাহা আর ৫ লক্ষ যোজন বলাও তাহা; কিন্তু

অর্জ্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥১॥

মানুষের দিক্ দিয়া দেখিলে বুঝা যায়, মানুষের পক্ষে উপাসনার জন্য, তাদৃশ কোন না কোন কল্পনা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তাই হিন্দু কহিল, প্রভু হে! তুমি আমার নব নীরদ-শ্যাম-সুন্দর পদ্মপলাশলোচন হরি; আর অন্যে কহিল, তুমি আমার নিরাকার, সর্ব্বশক্তিমান্ দয়াময় প্রভু। উভয়ই এক কথা। ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা এরূপ সাকার নিরাকার ভেদ করিতেন না। তাঁহারা ইহার অপেক্ষা অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন।

এক্ষণে, ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ, দুই ভাবের মধ্যে, কোন ভাবে উপাসনা করা সহজ, তাহা বলিতেছেন। একবার বলিয়াছেন, জ্ঞানের মত আর কিছুই নাই; ৪। ৩৬—৩৮ দেখ। আবার বলিয়াছেন, অনন্যা ভক্তি-দ্বারাই ভগবল্লাভ হয়; ১১। ৫৪ দেখ। অতএব জ্ঞান ও ভক্তি এ দুয়ের মধ্যে কোনটা উত্তম তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়া অর্জ্জুন বলিতেছেন।

অর্জ্জুন কহিলেন।

মহেশ্বর ভাব, কৃষ্ণ, শুনেছি তোমার,
শুনিয়াছি আর তব বিভূতিবিস্তার,
বিশ্বরূপ অদ্ভুত দেখিনু, চক্রপাণি!
পরম ঈশ্বর তুমি সত্য বলি মানি।

এবম্ এই ভাবে; ১১। ৫৪—৫৫ শ্লোকোক্তা ভক্তিতে। সততযুক্তাঃ যে ভক্তাঃ ত্বাং পর্য্যুপাসতে—তোমাকে উপাসনা করে। আর যে চ অপি অব্যক্তম্ অক্ষরং—নির্গুণ ব্রহ্মকে (১২। ৩) উপাসনা করে। তেষাং মধ্যে, কে যোগবিত্তমাঃ—শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ; ঈশ্বরলাভের প্রকৃষ্ট উপায় কাহারা জানে ?

পর্য্যুপাসতে—পরি, সর্ব্বতোভাবে, উপাসতে। উপ, সমীপে+আস, বসা। উপাস্য বিষয়কে হৃদয়মধ্যে চিন্তা করিয়া, হৃদয়কে তাহার অভিমুখে, যেন তাহার "সমীপে" লইয়া গিয়া তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ও সমানভাবে তাহাতে নিবিষ্ট রাখার নাম উপাসনা (শং)। ১।

কৃপা করি কৃপাময়, কহ অতঃপর
জ্ঞান ভক্তি,—এ দুয়ের কিবা শ্রেষ্ঠতর।
পাপী হ'তে মহাপাপী, বলেছ আমায়,
পার হয় পাপসিন্ধু জ্ঞানের নৌকায়।
পবিত্র জ্ঞানের মত কিছু নাহি আর,
বলিয়াছ জ্ঞানী আত্মস্বরূপ তোমার।
আবার বলেছ তুমি করিয়া নিশ্চয়,
কখন তোমার ভক্ত বিনষ্ট না হয়।
বেদজ্ঞান, যজ্ঞ, দান কিম্বা তপস্যায়
ভক্তি বিনা তব তত্ত্ব কেহ নাহি পায়।
জ্ঞানের প্রশংসা তুমি কর একবার
ভক্তির প্রশংসা কৃষ্ণ করিছ আবার।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥২॥

ময়ি—পরমেশ্বরে (শ্রী) অর্থাৎ সগুণ মহেশ্বর ভাবে। মনঃ আবেশ্য—স্থাপন করিয়া। নিত্যযুক্তাঃ—সতত একাগ্রচিত্তে। এবং পরয়া শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ—পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া। যে মাম্ উপাসতে, তে যুক্ততমাঃ—শ্রেষ্ঠ যোগ-বেত্তা। ইতি মে মতাঃ—ইহাই আমার মত। ২।

অতএব, হে অচ্যুত, বলহ নিশ্চয়,—
জ্ঞান ভক্তি—এ দুয়ের উত্তম কি হয়?
সর্ব্বেন্দ্রিয়ে তোমাকে যে দেখি সর্ব্বময়
নিরন্তর তোমাকেই করিয়া আশ্রয়,
সতত যে ভক্তিভরে তব সেবা করে,
অথবা যে চিন্তা করে অব্যক্ত অক্ষরে
এ দুয়ের মধ্যে মোরে বল, জনার্দ্দন।
প্রকৃষ্ট সাধনতত্ত্ব জানে কোনজন। ১।

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

মহেশ্বরভাব মম হৃদয়ে চিন্তিয়া
আমার সে ভাবে মন স্থাপন করিয়া
সতত পরম শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে
যে ভজে আমায়, জানি শ্রেষ্ঠ যোগী তারে। ২।

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥৩॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥৪॥

অনন্তর নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলিতেছেন। যে তু ইন্দ্রিয়গ্রামং সংনিয়ম্য—সম্যক্‌রূপে নিরুদ্ধ করিয়া, বিষয়সমূহ হইতে উপসংহৃত করিয়া (শং)। অক্ষরং পর্য্যুপাসতে—অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করে। তে অপি মাম্ এব প্রাপ্নুবন্তি। ৪র্থ শ্লোকের সহিত অন্বয়।

অক্ষর ব্রহ্মের লক্ষণ যথা,—অনির্দ্দেশ্যং—নির্দ্দিষ্ট করিয়া যাহাকে বলা যায় না, যে ইহা ব্রহ্ম; ইয়ত্তাপরিশূন্য। যেহেতু, ব্রহ্ম অব্যক্তং—নিরাকার, নির্গন্ধ, নীরস ইত্যাদি বলিয়া ইন্দ্রিয়ের অগোচর। অতএব অচিন্ত্যং—চিন্তার অতীত। যাহা ইন্দ্রিয়গোচর নহে, তাহা মনেরও গোচর নহে। ইন্দ্রিয়জ্ঞানে বা মনে ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান হয় না। সর্ব্বত্রগং—সর্ব্বব্যাপী, আকাশবৎ (শং)। কূটস্থং—যাহা বাহিরে ভাল, কিন্তু অন্তরে দোষযুক্ত তাহার নাম কূট,

---

আর যে অক্ষর ব্রহ্ম, কৌরবতনয়!
জীবজ্ঞানে কভু যাঁর ইয়ত্তা না হয়,
ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানে তত্ত্ব নাহি মিলে যাঁর,
নির্গুণ চিন্তায় না পাওয়া যায় স্বরূপ যাঁহার
সাধনা কূটস্থ ও নিত্য যিনি, যিনি সর্ব্বময়,
অচল-স্বভাব—সদা এক ভাবে রয়;—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥৫॥

যথা,—কূট বুদ্ধি; কূট সাক্ষ্য। জগৎপ্রসবিনী মায়াও অন্তরে দোষযুক্ত, তজ্জন্য তাহার নাম কূট। সেই মায়াতে যিনি অধ্যক্ষভাবে অবস্থিত (শং) মায়াপ্রসূত জগতের অধিষ্ঠাতৃরূপে বিরাজিত (শ্রী) তিনি কূটস্থ, সাক্ষি চৈতন্য (মধু)। অথবা কূট অর্থে শিলারাশি। দেহাদির পরিবর্ত্তন হইলেও যাহা শিলারাশির ন্যায় নির্ব্বিকার, তাহা কূটস্থ (শং)। অতএব অচলং—স্থিরস্বভাব। অতএব ধ্রুবং—ক্ষয়বৃদ্ধিআদি পরিণামশূন্য; নিত্য।

ঈদৃশ পরম ব্রহ্মকে, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ—সকল বিষয়ে, সকল সময়ে, শুভাশুভে সমানবুদ্ধি অর্থাৎ হর্ষ-বিষাদ, রাগ-দ্বেষাদিশূন্য। এবং সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ নিগুর্ণ উপাসকেরা উপাসনা করে। তাহারাও আমাকে প্রাপ্ত হয়। ৩—৪।

কিন্তু অব্যক্তাসক্তচেতসাং—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে যাহাদের চিত্ত সমাসক্ত। তেষাম্ অধিকতরঃ ক্লেশঃ। হি—কারণ। দেহবদ্ভিঃ—দেহধারীব পক্ষে। অব্যক্তবিষয়া গতিঃ—

এরূপ নিগুর্ণ ব্রহ্মে যারা সেবা করে
সতত সংযত করি ইন্দ্রিয়নিকরে
সর্ব্বভূতহিতে রত থাকি, নরবর,
সর্ব্বত্র সমান দৃষ্টি রাখি নিরন্তর
আমাকেই লাভ করে তা'রা, মতিমান্।
জ্ঞান ভক্তি পরিণামে উভয় সমান। ৩—৪।

অব্যক্তব্রহ্মে নিষ্ঠা, চিত্তার্পণ। গতি—নিষ্ঠা (শ্রী)। দুঃখম্ অবাপ্যতে—অতি কষ্টে হইয়া থাকে।

মনুষ্য মাত্রেই দেহাভিমানী অর্থাৎ দেহাদির সুখে উল্লসিত ও দুঃখে কাতর। তাহাদের পক্ষে দৃষ্টবস্তু এই জগতকে মিথ্যাজ্ঞান করিয়া, অদৃষ্ট অজ্ঞেয় বস্তুতে চিত্ত স্থাপন করা দুর্ঘট (শ্রী)।

"বিচারপথে, জ্ঞানের পথে, তাঁহাকে পাওয়া যায়। কিন্তু এ পথ বড় কঠিন। আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই, আমার রোগ নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই; আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সুখ দুঃখের অতীত, আমি ইন্দ্রিয়ের বশ নই,—এ সব কথা মুখে বলা খুব সোজা। কাজে করা, ধারণা হওয়া কঠিন। কাঁটাতে গা কেটে

যদিও হে, পরিণামে সমান উভয়,
ভক্তের সাধনা কিন্তু তবু শ্রেষ্ঠ হয়।
নিগুর্ণ ব্রহ্মেতে চিত্ত অনুরক্ত যার
অতি কষ্টে সিদ্ধ হয় সাধনা তাহার।
সগুণ সাধনা শ্রেষ্ঠ
মানব মাত্রেরই দেহ-অভিমান রয়,
দৈহিক সুখে বা দুঃখে অভিভূত হয়।
ধরি পঞ্চভূতময় স্থূল কলেবর
ব্যক্ত প্রপঞ্চের মধ্যে থাকি নিরন্তর;
অব্যক্ত নির্গুণ ব্রহ্মে চিত্তসমর্পণ
অতিশয় সুদুষ্কর, ভরত-নন্দন। ৫।

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥৬॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥৭॥

যাচ্ছে, দর্‌দর্ ক'রে রক্ত পড়্‌ছে, অথচ বল্‌ছি কই, কিছু তো হয় নাই, বেশ আছি ;—এ সব সাজে না।"—কথামৃত।৫।

অতএব যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি, ময়ি সংন্যস্য—আমার সগুণ মহেশ্বর ভাবে অর্পণ পূর্ব্বক। মৎপরঃ—মন্নিষ্ঠ হইয়া। পর—নিষ্ঠা। অনন্যেন এব যোগেন—অনন্যা ভক্তি সহ। মাং ধ্যায়ন্তে, উপাসতে। ময়ি আবেসিত-চেতসাং তেষাং—আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত সেই ভক্তগণের। মৃত্যু-সংসারসাগরাৎ—মৃত্যুসমাকুল সংসারসাগর হইতে। অহং ন চিরাৎ সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি—আমি শীঘ্রই উদ্ধারকর্ত্তা হই।

২—৭ শ্লোকে সগুণ ও নির্গুণ উপাসনার যে তারতম্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে সগুণ উপাসনা উৎকৃষ্ট ও নির্গুণ উপাসনা নিকৃষ্ট, এমন বুঝা ঠিক নহে। কোনটীই উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট নহে। প্রভেদ কেবল অধিকারীভেদে পদ্ধতি নির্ব্বাচনে। সংসারীর পক্ষে সগুণ-ভাবই ভাল; আর যিনি সর্ব্বকামনা ত্যাগ করিয়াছেন, সর্ব্ব বিষয়ভোগে বিরক্ত

কিন্তু মহেশ্বর ভাবে চিন্তি যে আমায়
আমাতে অর্পণ করে কর্ম্ম সমুদায়,
আমাতেই নিষ্ঠা, করে আমার ভাবনা,
অনন্যা ভক্তিতে করে আমার ভজনা,

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥৮॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥৯॥

হইয়াছেন, ইষ্টানিষ্ট মানাপমানাদি যাঁহার সমান, তিনি নিগুর্ণ উপাসনার অধিকারী। ৬—৭।

ভক্তিমার্গই সুলভ, অতএব ময়ি এব মনঃ আধৎস্ব—আমাতেই মন স্থির কর। নিশ্চয়াত্মিক যে বুদ্ধিঃ তাহাকে, ময়ি নিবেশয়—নিবিষ্ট কর। অতঃ ঊর্দ্ধং ময়ি এব নিবসিষ্যসি—তাহার ফলে দেহান্তে আমাতেই অবস্থিতি করিবে। তাহাতে সংশয়ঃ ন। ৮।

সাধনার প্রকৃষ্ট উপায় ঈশ্বরে চিত্তার্পণ; কিন্তু মন স্বভাবতই চঞ্চল; সুতরাং, অথ—যদি। ময়ি চিত্তং স্থিরং সমাধাতুং—অচলভাবে স্থাপন করিতে। ন শক্নোষি। ততঃ অভ্যাসযোগেন মাম্ আপ্তুম্ ইচ্ছ—প্রতিমাদিতে

মৃত্যুময় এই যে সংসার-পারাবার,
ঈশ্বর সে সাগরে আমি, পার্থ! হয়ে কর্ণধার,—
ভক্তের আমাতে নিবিষ্টচিত্ত ভক্ত সে আমার,—
উদ্ধারকর্ত্তা অচিরে উদ্ধারকর্ত্তা আমি হই তার। ৬—৭।
অতএব কর মন আমাতেই স্থির,
আমাতে নিশ্চলা বুদ্ধি রাখ, কুরুবীর!
তা'হলে দেহান্তে তুমি আমার কৃপায়
আমাতেই রবে, নাই সংশয় তাহায়। ৮।

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥১০॥

অথবা আমার বিভূতিবিশেষে ঈশ্বরবুদ্ধি স্থাপনা পূর্ব্বক ঈশ্বর-চিন্তা অভ্যাস করিয়া আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর। ইচ্ছা থাকিলে কার্য্য হয়। ৮।৮ দেখ।

বৈষয়িক ব্যাপারের মধ্যে থাকিয়াও কি ভাবে ঈশ্বর-চিন্তা অভ্যাস করিতে হয়, ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একটী উপমাদ্বারা তাহা বুঝাইয়াছেন। "দেখ ছুতরের মেয়েরা ঢেঁকি পড়্‌ছে, তাতে ধান ঠেলে দেওয়া ও কাঁড়া ধান তুলে নেওয়া হ'চ্ছে; কোলে ছেলে, তাকে মাই দিচ্ছে; আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা কইছে। কিন্তু তার পনের আনা মন ঢেঁকির দিকে, পাছে হাতে পড়ে। এর নাম অভ্যাস যোগ। তেমনি পনের আনা মন ভগবানে আর এক আনা সংসারে, নইলে কালের ঢেঁকি হাতে পড়বে।৯।

আর যদি, এরূপ অভ্যাসে অপি অসমর্থঃ অসি। তবে

না পার রাখিতে চিত্ত অচল আমাতে
সাধনার ক্রমশঃ ক্রমশঃ কর অভ্যাস তাহাতে।
বিবিধ অনন্ত,—অনন্ত মম বিভূতিনিচয়,
উপায় তার মাঝে যাহে তব অনুরাগ হয়,
প্রতিমা প্রভৃতি কিম্বা উদ্দেশ করিয়া,
চিন্তা কর সদা মম তেজাংশ জানিয়া।
এ ভাবে অভ্যাসে চিত্ত স্থির হবে তায়,
এ উপায়ে কর বাঞ্ছা পাইতে আমায়।

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌ ॥১১॥

মৎকর্ম্মপরমঃ—ঈশ্বরার্থ কর্ম্মে অনুরক্ত। ভব। ৩।৯ দেখ। মদর্থম্‌ ইত্যাদি স্পষ্ট। ১০।

কিন্তু বহির্বিষয়ে চিত্ত নিতান্ত আসক্ত থাকায়, যদি (অথ) এতদ্‌ অপি কর্ত্তুম্‌ অশক্তঃ অসি। ততঃ—তবে। মদ্‌যোগম্‌ আশ্রিতঃ—আমার শরণাপন্ন হইয়া (শ্রী)। যতাত্মবান্‌—চিত্তসংযম পূর্ব্বক। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু। কর্ম্মফল তোমার আয়ত্ত নহে জানিয়া (২।৪৭) সে ভার ঈশ্বরে অর্পণ পূর্ব্বক (৩।৩০) যথাশক্তি স্বধর্ম্মানুযায়ী

আর যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও,
মদর্থ কর্ম্মেতে নিত্য অনুরক্ত রও।
জীবে দয়া, ব্রত, পূজা, আর নামগান
সর্ব্বভূত-সেবাতরে কর্ম্ম-অনুষ্ঠান,
ইত্যাদি মদর্থ কর্ম্ম করি নিরন্তর
তা'তেও লভিবে সিদ্ধি, কুরুবংশধর! ১০।

যদি হে, বিষয়সুখে আকৃষ্ট-হৃদয়
তাতেও অশক্ত তুমি হও, ধনঞ্জয়!
সংযত অন্তরে ল'য়ে আমার শরণ,
সমুদায় কর্ম্মফল কর বিসর্জ্জন।
যথাশক্তি কর, মানি স্বধর্ম্ম কেবল,
ভগবানে সমর্পণ করি ফলাফল। ১১।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে ।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥১২॥

কর্ম্মকর (শ্রী) । স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য ইত্যাদি হইতে বিশতে তদনন্তরম্, ১৮।৪৬—৫৫ দেখ। ১১ ।

এই ফলতৃষ্ণাহীন কর্ম্মই উত্তম সাধনা। সাধারণতঃ এই কয়টী উপায়ে লোকে ঈশ্বরারাধনা করে, যথা—শাস্ত্রানুশীলনজনিত জ্ঞান যাহাদের নাই, তাহারা বিজ্ঞের উপদেশানুযায়ী উপাসনার দ্বারা; শাস্ত্রজ্ঞেরা তত্ত্ববিচারদ্বারা এবং যাহারা তদপেক্ষা উত্তম, তাহারা ধ্যানাদি সাধনার দ্বারা। ১৩।২৫—২৬ দেখ। কিন্তু হৃদয়ে কর্ম্মফলে আসক্তি থাকিলে ঈশ্বরে চিত্ত স্থির হয় না; অন্য পক্ষে ফলতৃষ্ণাহীন চিত্ত সহজেই ঈশ্বরে নিবিষ্ট হয়, তজ্জন্য বলিতেছেন, অভ্যাসাৎ—অন্যের উপদেশানুযায়ী অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উপাসনা, শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি করা অপেক্ষা। জ্ঞানং শ্রেয়ঃ—উপদেশ, যুক্তি ও সাধনালব্ধ জ্ঞান

বিবিধ উপায়ে জীব সেবে ভগবানে,—
কেহ বা অভ্যাসে, কেহ জ্ঞানে, কেহ ধ্যানে।
কিন্তু উপদেশে মাত্র রাখিয়া বিশ্বাস
অজ্ঞানী ঈশ্বরচিন্তা করে যা' অভ্যাস
সে অভ্যাস হ'তে জ্ঞান, শ্রেষ্ঠতর হয়,
শাস্ত্রযুক্তিসাধনায় যাহার উদয়।
জ্ঞানসহ হৃদে তাঁরে সতত ধারণা
সেই জ্ঞান হ'তে পুনঃ উত্তম সাধনা।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥১৩॥

উত্তম। কারণ, অন্ধ বিশ্বাস সামান্য কারণেই বিচলিত হইতে পারে। আবার, ধ্যানং—পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানের সহিত একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরচিন্তা। জ্ঞানাৎ বিশিষ্যতে—ঐ জ্ঞান হইতে উত্তম। ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগঃ, শ্রেষ্ঠ। ত্যাগাৎ অনন্তরং—কর্ম্মে ও তৎফলে আসক্তিত্যাগ হইলে। শান্তিঃ—সংসার নিবৃত্তি। অশান্তস্য কুতঃ সুখম্, ২।৬৬ দেখ।১২।

যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত শান্তির অধিকারী, তাঁহাদিগের হৃদয়ে যে সকল সদ্‌গুণের বিকাশ হয় ১৩—২০ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। সর্ব্বভূতানাম্ অদ্বেষ্টা ইত্যাদি স্পষ্ট। অদ্বেষ্টা—যে দ্বেষ করে না। মৈত্রী—মিত্রভাবাপন্ন। করুণ—বিপন্নে দয়াশীল। ক্ষমী—শক্তিসত্ত্বে মার্জ্জনাকারী।১৩।

কর্ম্ম আর ফলতৃষ্ণা কিন্তু যদি রয়,
ঈশ্বরে কখন চিত্ত অচল না হয়।
অতএব ফলত্যাগ ধ্যানের উপর,
তৃষ্ণানাশ হ'লে শান্তি মিলে তার পর।
পর পর, পূর্ব্ব পূর্ব্ব হ'তে শ্রেষ্ঠতর,
পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুণ যত রহে পর পর।১২।

সে শান্তির অধিকারী মহাত্মা সুজন
ভক্তের নিষ্কাম যে ভক্ত, তার শুনহ লক্ষণ।
গুণ কা'রো প্রতি দ্বেষ নাই যাহার, অর্জ্জুন,
সর্ব্বভূতে মিত্রভাব, বিপন্নে করুণ,

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৪॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১৫॥

সততং সন্তুষ্টঃ। সতত শব্দ সন্তুষ্ট প্রভৃতি প্রত্যেক পদের সহিত সম্বন্ধ (গিরি)। যোগী—ঈশ্বরপরায়ণ; ৬। ৪৬ দেখ। যতাত্মা—যাহার মন ও ইন্দ্রিয় সংযত (মধু)। দৃঢ়নিশ্চয়ঃ—ভগবানে অটল বিশ্বাসযুক্ত; যেমন প্রহ্লাদের বিশ্বাস স্ফটিকস্তম্ভে হরি আছেন। এই বিশ্বাসই মুক্তিমার্গে প্রধান সহায়; ৪। ৪০ দেখ। ১৪।

যস্মাৎ—যাঁহার নিকটে। লোকঃ ন উদ্বিজতে—কোন লোকই উদ্বিগ্ন হয় না। যঃ চ লোকাৎ—অন্য লোক হইতে। ন উদ্বিজতে। ভয়াদি জনিত চিত্তক্ষোভের নাম

এ "আমার" এ "তোমার" আদি মিথ্যা জ্ঞান
"আমি করি ইহা, উহা" ইতি অভিমান,—
এ মমতা অহঙ্কার নাহি চিত্তে যার
ক্ষমাশীল, দুঃখে সুখে তুল্য ব্যবহার। ১৩।
লাভালাভে তুল্য ভাবে সন্তুষ্ট সতত,
যাহার ঈশ্বরে মাত্র আশ্রয় নিয়ত,
নিয়ত সংযত মন ইন্দ্রিয় সকল,
সতত আমাতে রহে বিশ্বাস অটল,
আমাতেই মন বুদ্ধি নিত্য রহে যার
নিত্য যে আমার ভক্ত, প্রিয় সে আমার। ১৪।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৬॥

উদ্বেগ। যঃ হর্ষ-অমর্ষ-ভয়-উদ্বেগৈঃ মুক্তঃ। স চ মে প্রিয়ঃ। অমর্ষ—পরের উৎকর্ষে অসহিষ্ণুতা (মধু)। যিনি সংসারে নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতে চাহেন, তাঁহার এরূপ ভাবে থাকা কর্ত্তব্য যে, অন্য কেহ যেন তাহার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন না হয়। ১৫।

অনপেক্ষঃ—যে কোন বস্তুরই প্রতীক্ষা করে না, মুখ চাহিয়া থাকে না। শুচিঃ—যাহার দেহ ও মন পবিত্র।

যাহা হ'তে কেহ কভু উদ্বিগ্ন না হয়,
স্বয়ম্ বা অন্য হ'তে উৎকণ্ঠিত নয়,
আপনার ইষ্টলাভে নাহি যার হর্ষ
অথবা অন্যের ইষ্টে না রহে অমর্ষ,
ভয় বা উদ্বেগ নাই স্মরিয়া অপ্রিয়,
এমন যে ভক্তিমান্ সে আমার প্রিয়। ১৫।
কোন দ্রব্যে কভু নাই প্রত্যাশা যাহার,
স্নান শুদ্ধ বস্ত্রাদিতে শুচি দেহ যার,
কামাদির কালি যার অন্তরে না রয়,
কর্ম্মে দক্ষ, কোন দিকে পক্ষপাতী নয়,
ইষ্ট বা অনিষ্টচিন্তা কখন না করে,
যেহেতু অনিষ্টে ব্যথা না জন্মে অন্তরে,
কামবশে কর্ম্মারম্ভ করে না কখন,
সে ভক্ত আমার প্রিয়, ভরতনন্দন! ১৬।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৭॥
সমঃ শত্রৌ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥১৮॥

স্নানাদির দ্বারা দেহের পবিত্রতা ও কাম-ক্রোধ-হিংসাদি-ত্যাগে মনের পবিত্রতা হয় (শ্রী)। দক্ষঃ—কার্য্যসাধন-পটু। উদাসীনঃ—পক্ষপাতশূন্য। গতব্যথঃ—আধিশূন্য (শ্রী) মনে ইষ্টানিষ্ট চিন্তা নাই, সুতরাং অনিষ্টজনিত ব্যথা নাই। সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী—ইহপরকালে কামভোগের জন্য যে কর্ম্ম, তাহার নাম আরম্ভ (শং); "যে সকাম কর্ম্ম সকল ত্যাগ করিয়াছে"। ঈদৃশ যঃ মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। ১৬।

যঃ ন হৃষ্যতি ইত্যাদি স্পষ্ট। শুভাশুভ-পরিত্যাগী—যে শুভ ও অশুভ, পুণ্য ও পাপ উভয়ই যে ত্যাগ করিয়াছে। পাপের ন্যায় পুণ্যও সংসারবন্ধনের হেতু; অতএব শুভাশুভ চিন্তা না করিয়া কেবল ধর্ম্মবুদ্ধিতে যে কর্ম্ম করিয়া যায়; ২। ৩৮ দেখ। ১৭।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ ইত্যাদি স্পষ্ট। ১৮।

ইষ্টলাভে হর্ষ নাই, অনিষ্টে বিদ্বেষ,
কিম্বা প্রিয়নাশে যার নাই শোকলেশ,
অপ্রাপ্ত পদার্থে নাই কামনা অন্তরে,
শুভাশুভ চিন্তা ত্যজি নিত্য কর্ম্ম করে,
এই ভাবে আমাতে যে ভক্তিমান্ রয়
সংসারে সে জন মম প্রিয়, ধনঞ্জয়। ১৭।

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥১৯॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥২০॥

ইতি ভক্তি-যোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

মৌনী—সংযতবাক্; ১৭।১৬ দেখ। "ব্রহ্মদর্শন হ'লে মানুষ চুপ্ হ'য়ে যায়। যতক্ষণ দর্শন না হয়, ততক্ষণ বিচার। ঘি কাঁচা যতক্ষণ ততক্ষণই কল্‌কলানি"—কথামৃত। অনিকেতঃ—গৃহাদিতে আসক্তিশূন্য (রামা)। স্থিরমতিঃ—ব্যবস্থিত চিত্ত। ১৯।

যে তু যথোক্তম্ ইদং ধর্ম্মামৃতং পর্য্যুপাসতে—অনুষ্ঠান করে। ইত্যাদি। ধর্ম্মামৃত—ধর্ম্মরূপ অমৃত; ধর্ম্মকথা, যাহা হইতে অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়। শ্রদ্দধানাঃ—

শত্রু মিত্রে সমভাব, মান অপমান
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ সকলি সমান,
চরাচরে যাহা কিছু আছে মনোহর
সে সবে আসক্ত নহে যাহার অন্তর, ১৮।
নিন্দা বা প্রশংসা তুল্য, সুসংযত বাণী,
যদৃচ্ছা লাভেতে যারে নিত্য তুষ্ট জানি,
গৃহাদি বস্তুতে নাই আসক্তি যাহার,
স্থিরচিত্ত, ভক্তিমান্, প্রিয় সে আমার। ১৯।

শ্রদ্ধাশীল। মৎপরমাঃ—আমিই যাঁহাদের পরম আশ্রয়। তে ভক্তাঃ—সেই ভক্তগণ। মে অতীব প্রিয়াঃ। ২০।

অব্যক্তের পথে দুঃখ বিঘ্ন বহু,
বুধগণ তাহা জানিয়া অন্তরে,
ভক্তির সুপথ সুখে অনুসরি,
কৃষ্ণপদাম্বুজ আরাধনা করে।—শ্রীধর।

এই ভক্তি ধর্ম্ম, যাহা কহিনু তোমায়,
সুধাসম, যাহে জীব অমরতা পায়;
শ্রদ্ধাশীল হ'য়ে যারা আমার সেবায়,
একান্তে আশ্রয় করি যাহারা আমায়,
সে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, নরোত্তম!
সে সকল ভক্ত, পার্থ, মম প্রিয়তম। ২০।

ভক্তি-যোগ নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।



ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ-যোগঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥ ১ ॥

সংসার-সাগর হ'তে নিজ ভক্তে উদ্ধারিতে
বাসুদেব প্রতিজ্ঞা করিলা,
সে প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ নয় বিনা তত্ত্বজ্ঞানোদয়,—
ত্রয়োদশে সে জ্ঞান কহিলা।—শ্রীধর।

১২।৭ শ্লোকে বলিয়াছেন, আমার ভক্তগণকে সংসার-সাগর হইতে আমি উদ্ধার করি। কিন্তু আত্মজ্ঞান

অর্জ্জুন কহিলেন।

শুনেছি শ্রীমুখে অই তত্ত্ব-কথা সার,
সন্ন্যাস ও কর্ম্ম-জ্ঞান ভক্তি-যোগ আর।
কিন্তু হে, তোমার ভক্ত সংসার-সাগরে
যে জ্ঞান-নৌকায়, প্রভু, অনায়াসে তরে,
কিবা সে পরম-জ্ঞান, বল জনার্দ্দন!
প্রকৃতি পুরুষ, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ কেমন?
জানিবার তত্ত্ব মধ্যে কোন্ তত্ত্ব সার,
সে সব শুনিতে বড় বাসনা আমার। ১।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।

এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ২ ॥

বিনা জীবের উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। অতএব সেই আত্মজ্ঞানের কথা বলিবেন। প্রকৃতি পুরুষ বা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ, ঈশ্বর ও জীব, জীবের ভোগ্য বস্তু, কিরূপে ভোগ হয়, দেহ, মন, জ্ঞান, অজ্ঞান, পুনর্জন্ম ইত্যাদি জগতের জটিল তত্ত্বসকল এই অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে।

এই সকল তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছায় অর্জ্জুন বলিতেছেন, প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ইত্যাদি স্পষ্ট। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা এই শ্লোকটী ধরেন নাই। ১।

হে কৌন্তেয়! ইদং শরীরং ক্ষেত্রম্ ইতি অভিধীয়তে—এই শরীর ক্ষেত্র নামে অভিহিত হয়। এই শরীর অর্থাৎ এই আমার শরীর, তোমার শরীর, স্থাবর জঙ্গম সমস্ত দেহ, স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্ব জড় পদার্থ,—ক্ষেত্র। ক্ষি—ক্ষীণ হওয়া, বাস করা+ষ্ট্রণ (ত্র) ক্ষেত্র। যাহা ক্ষয়শীল, তাহা

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

এই যে শরীর যত, কৌরব-কুমার!
স্থাবর জঙ্গম কিম্বা স্থূল সূক্ষ্ম আর,—
ক্ষেত্র — ক্ষেত্র নামে সে সকল অভিহিত হয়,
ক্ষয়শীল যাহা, যাহা জীবের আশ্রয়।
সংসার-স্বরূপ বৃক্ষ দেহে অঙ্কুরিত,
এই দেহ ক্ষেত্র নামে তাই অভিহিত।

ক্ষেত্র ; অথবা জীবাত্মা যাহাতে বাস করে, আশ্রয় করে, তাহা ক্ষেত্র। অথবা যেমন ফলবান্ বৃক্ষ ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ সুখ-দুঃখাদি ফলযুক্ত সংসাররূপ বৃক্ষ (১৫।১—২) শরীরে উৎপন্ন হয়। শরীরেই সুখ দুঃখ ভোগ, এবং সুখ-দুঃখভোগই সংসার (শং ১৩।২১)। তজ্জন্য শরীরই ক্ষেত্র।

এতদ্ যঃ বেত্তি—ইহাকে যে জানে, এই দেহ "আমি" এবং ইহা "আমার," ঈদৃশ জ্ঞান যাহার হয (শ্রী) ; অর্থাৎ দেহধর্ম্মে সমুৎপন্ন কর্ম্ম সকল ১৮।১৪ দেখ "আমি করিলাম" বলিয়া যে মনে করে ও দেহের সুখ দুঃখাদিকে "আমার" সুখ দুঃখাদি বলিয়া অঙ্গীকার ও উপলব্ধি করে ; ১৩।২১ দেখ। তদ্বিদঃ—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণ। তং ক্ষেত্রজ্ঞম্ ইতি প্রাহুঃ—তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে।

জড় প্রকৃতির বিকারে উৎপন্ন যাহা কিছু, তাহা ক্ষেত্র, আর সেই জড়ের অভ্যন্তরে যে জীবশক্তি, পরা প্রকৃতি

সেই ক্ষেত্রে ওতপ্রোত থাকি অনিবার
তা'কেই যে জ্ঞান করে "আমি" ও "আমার."—
দেহধর্ম্ম হ'তে হয় কর্ম্ম যে সকল
যে করে ভাবনা,—"আমি করি সে সকল,"
কিম্বা সে দেহের সুখ দুঃখাদি যে আর
সে সব "আমার" বলি করে অঙ্গীকার,
ক্ষেত্রজ্ঞ তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে, অর্জ্জুন, তাঁহারা
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব অবগত যাঁরা। ২।

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম॥ ৩॥

(৭।৫) তাহা ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রজ্ঞের অপর নাম জীব (শং ১৩।২১)। কিন্তু জীব বলিলে সাধারণতঃ মনুষ্যাদি প্রাণী মনে হয়। তাহা ঠিক নহে। স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু মূর্ত্ত পদার্থ আছে, সে সকলেই ক্ষেত্রজ্ঞ বিরাজিত। স্থাবর জঙ্গম, কেহই ক্ষেত্রজ্ঞ-বিযুক্ত নহে (১৩।২৭)। জড়ের জড়শক্তি ও জীবের জীবশক্তি, একই শক্তির রূপান্তর, সর্ব্বশক্তিমান্ মহেশ্বরের বিলাস (১৫।১২)।২।

তং চ ক্ষেত্রজ্ঞম্ অপি—সেই ক্ষেত্রজ্ঞকেও। বস্তুতঃ সর্ব্বক্ষেত্রেষু—সর্ব্বক্ষেত্রে অনুগত। মাম্ এব বিদ্ধি—আমাকেই জানিও। জীবও স্বরূপতঃ ঈশ্বরাংশ; ৭।৫ ও ১৫।৭ দেখ। ক্ষেত্রজ্ঞম্ অপি—এখানে অপি শব্দের মর্ম্ম, আমিই যেমন ক্ষেত্রজ্ঞ, তদ্রূপ ক্ষেত্রও আমি; ৭।৪ দেখ (রামা)। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়ো যৎ জ্ঞানম্—যে জ্ঞানে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব জানা যায়। তৎ জ্ঞানং মম

ক্ষেত্রজ্ঞ যে সেই সর্ব্ব ক্ষেত্রের মাঝারে,
ঈশ্বরই — সেও তুমি স্বরূপতঃ জানিবে আমারে।
ক্ষেত্রজ্ঞ — আবার ক্ষেত্রজ্ঞ হই আমিই যেমন
ও ক্ষেত্র — আমিই তেমনি ক্ষেত্র, ভরত-নন্দন।
ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয়ে যে জ্ঞান
তাহাই আমার মতে সমুচিত জ্ঞান।৩

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৪ ॥

মতং—তাহাই আমার মতে যথার্থ জ্ঞান। অন্য জ্ঞান শিল্পজ্ঞান মাত্র (শ্রী)। ৩।

প্রকৃতিই ক্ষেত্র। কিন্তু সেই প্রকৃতি বিকার প্রাপ্ত হইয়া দেহরূপে পরিণত হইলে, তবে তাহাতে "অহং, মম" ভাব পরিস্ফুট হয়। তজ্জন্য শরীরই ক্ষেত্র বলিয়াছেন। এক্ষণে ক্ষেত্র বা প্রকৃতির বিকারসম্বন্ধে বলিতেছেন।

তৎ ক্ষেত্রং যৎ চ—যেরূপ জড় দৃশ্যাদি স্বভাবযুক্ত। যাদৃক্ চ—যেরূপ ইচ্ছাদি ধর্ম্মক, ইচ্ছাদি ভাবের আশ্রয়-ভূত। যদ্বিকারি—যেরূপ ইন্দ্রিয়াদি বিকার যুক্ত। যতঃ চ—যাহা হইতে উৎপন্ন। যৎ—যে প্রকার স্থাবর জঙ্গমাদি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান।

সংক্ষেপতঃ বলিয়াছি ক্ষেত্র এ শরীর,
সবিশেষ তত্ত্ব তার কহি, কুরুবীর।
কিরূপ সে ক্ষেত্র, তার কিরূপ লক্ষণ,
দৃশ্য কি অদৃশ্য কিম্বা জড়, কি চেতন,
ইচ্ছা, দ্বেষ আদি তার ধর্ম্ম যে প্রকার,
ইন্দ্রিয়ের ভাবে হয় যেমন বিকার,
যা' হ'তে উৎপন্ন আর স্বরূপ যেমন,
চরাচর ভেদে যথা ভেদ অগণন,
আর সে ক্ষেত্রজ্ঞ, তার যে প্রভাব হয়,
সংক্ষেপে আমার কাছে শুন সমুদয়। ৪।

ঋষিভির্ব্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্‌।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ৫ ॥
মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৬ ॥

স চ—এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ। যঃ—স্বরূপতঃ যাহা। যৎপ্রভাবঃ চ—যেরূপ প্রভাবযুক্ত। তৎ সমাসেন মে শৃণু—তাহা আমার নিকট সংক্ষেপে শ্রবণ কর (শ্রী)। ৪।

এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় ঋষিভিঃ—বশিষ্ঠাদি ঋষিগণদ্বারা। বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ—নানা বেদে। পৃথক্‌ বহুধা—নানা প্রকারে। বিনিশ্চিতৈঃ—সংশয়-রহিত। হেতুমদ্ভিঃ—যুক্তিযুক্ত। ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ গীতম্‌। ব্রহ্মসূত্র-পাদ—ব্রহ্মসূত্র ও ব্রহ্মপদ। ব্রহ্মসূত্র—যদ্দ্বারা ব্রহ্ম সূচিত হয়; তটস্থ লক্ষণ। ব্রহ্মপদ—যদ্দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে ব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়া যায়; স্বরূপ লক্ষণ। তদুভয় লক্ষণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ৫।

এক্ষণে ভোগ্য যে ক্ষেত্র, তাহার স্বরূপ বলিতেছেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে ভোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞের ভোগ্য বস্তু কোথা হইতে সংগৃহীত, ভোগের কারণ কি? সহায় কি, কি?

নানা বেদে বশিষ্ঠাদি নানা ঋষিগণে
বিবিধ স্বরূপ আর তটস্থ লক্ষণে
বহুবিধ যুক্তিযুক্ত বাক্যে অসংশয়
বহুধা পৃথক্‌ তাহা করেছে নির্ণয়। ৫।

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥৭ ॥

ভোগ্য বস্তু কত প্রকার, এবং ভোগকালে মনের কি কি অবস্থা হয়, ৬—৭ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন ।

মহাভূতানি—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত। এই পঞ্চ হইতে পঞ্চবিধ ভোগ্য বস্তুর উৎপত্তি। অনুবাদ দেখ। অহঙ্কারঃ—চিৎ-অচিৎ-গ্রন্থি ; কর্ত্তা (শ্রী ১৮।৪)। ইহা চিৎও নহে জড়ও নহে ; পরন্তু উভয়ের সংমিশ্রণ ; চৈতন্যের আভাসযুক্ত, ঈশ্বরের ক্রিয়াশক্তিসংশ্লিষ্ট, সূক্ষ্ম জড় পদার্থ। বুদ্ধিঃ—মহত্তত্ত্ব ; ঈশ্বরের জ্ঞান বা ইচ্ছাশক্তি-সংশ্লিষ্ট সূক্ষ্মতম জড় পদার্থ ।

প্রথমে ক্ষেত্রের তত্ত্ব শুন ধনঞ্জয় !
জড়জগৎ ভোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞের আর ভোগের বিষয় ।
সমস্তই ক্ষিত্যপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম—মহাভূত পঞ্চ,
ক্ষেত্র পঞ্চ হ'তে রূপ রস আদি ভোগ্য পঞ্চ ।
শব্দ, স্পর্শ আর রূপ, রস, গন্ধ আর
ক্ষিতি হ'তে এই পঞ্চ, কৌরব কুমার ;
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস—চারি জল হ'তে ;
শব্দ, স্পর্শ আর রূপ—তিন তেজ হ'তে ;
শব্দ, স্পর্শ মারুতে, আকাশে শব্দ মাত্র,
আর কিছু ভোগ্য নাই এ ভিন্ন অন্যত্র।
এই পঞ্চ মাত্র হ'য়ে ইন্দ্রিয়-গোচর
বহু ভাবে উপভুক্ত হয় নিরন্তর ॥

এই দুই সর্ব্বভোগ-উপলব্ধির কারণ। অব্যক্তম্ এব চ—এবং প্রকৃতি, যাহা জড় জগতের মূল। ইন্দ্রিয়াণি দশ—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। একং চ—এবং এক মন। মন সর্ব্বেন্দ্রিয়-প্রবর্ত্তক অন্তরেন্দ্রিয় এবং উভয়াত্মক। সংকল্প ও সংশয়-উৎপাদন ইহার বিশেষ ধর্ম্ম। তদ্ভিন্ন কাম, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য, অধৈর্য্য, লজ্জা, বিচারশক্তি ও ভয় এই সমস্ত মনের ধর্ম্ম। এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ভোগ্য বস্তুর ভোগ হয়। পঞ্চ চ ইন্দ্রিয়-গোচরাঃ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ ভোগ্য বস্তু, যাহারা ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইয়া উপভুক্ত হয়। রূপ—আকৃতি, বর্ণ প্রভৃতি। রস—দ্রব্যে বিদ্যমান মধুর, অম্ল, লবণ, কটু,

নয়ন, রসনা, ত্বক, নাসিকা, শ্রবণ,
উপস্থ ও পায়ু, বাক্য, কর ও চরণ,
পঞ্চ পঞ্চ জ্ঞান কর্ম্ম—এ দশ ইন্দ্রিয়,
সর্ব্ব প্রবর্ত্তক মন, জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়।
এই একাদশে জীব ভুঞ্জে অনিবার
শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ কিম্বা রূপ রস আর।
সর্ব্ব কর্ম্মে কর্ত্তা হ'য়ে আছে "অহঙ্কার",
যাহা হ'তে "আমি ভোক্তা" এ ভাবসঞ্চার ;
আর, "বুদ্ধি" যাহা হ'তে সর্ব্ব জ্ঞানোদয় ;—
সকল ভোগের মূলে এই দুই রয়।
অব্যক্তা ঈশ্বরী মায়া সকলের মূল,
যাহা হ'তে সমুদয়—অস্থূল কি স্থূল। ৬।

তিক্ত ও কষায়—এই ছয়। গন্ধ—যথা পুষ্পাদির। স্পর্শ—ত্বকের সংযোগে অনুভূত শীত, উষ্ণ, কোমল কঠিন প্রভৃতি ভাব। শব্দ—যথা কণ্ঠ, বাদ্যাদির।

ইচ্ছা, দ্বেষঃ, সুখং, দুঃখং, চেতনা, ধৃতিঃ—ভোগের সময় মনের এই সকল অবস্থা হয়। চেতনা—জ্ঞান, অনুভব-শক্তি, consciousness. ধৃতিঃ—ধৈর্য্য, ব্যাকুল দেহেন্দ্রিয়কে প্রকৃতিস্থ রাখিবার শক্তি। ইচ্ছাদি সমস্ত মনের ধর্ম্ম, অতএব ক্ষেত্রের অন্তর্গত। সঙ্ঘাতঃ—পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়াদি সমস্তের সমবায় এই দেহ। ইহা ভোগ্যও বটে, ভোগের আধারও বটে। এতৎ সবিকারং—ইন্দ্রিয়াদি বিকার সহিত। ক্ষেত্রং। সমাসেন—সংক্ষেপে। উদাহৃতং—বলা হইল। এখানে ক্ষেত্র যৎ, যাদৃক্ ও যদ্বিকারী বলা হইল। ৮—১২ শ্লোকে জ্ঞানের সাধন এবং ১৩—১৮ শ্লোকে জ্ঞেয় ব্রহ্মের বিষয় বলা হইয়াছে। ২০—২৪ শ্লোকে আবার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ যাহা হইতে উৎপন্ন, এবং ক্ষেত্রজ্ঞ যাহা ও যৎপ্রভাব, বলা হইবে। ৬—৭।

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, ধৈর্য্য আর,—
ভোগকালে জন্মে মনে এ সব বিকার।
এ সবের সমবায়ে সঞ্জাত শরীর
ভোগাধার ভোগ্য আর তাহা, কুরুবীর!
এই ক্ষেত্র আর তার বিকার যেমন
সংক্ষেপতঃ সমুদয় করিনু বর্ণন। ৭।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৯ ॥

অতঃপর ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় বলিবেন। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব জানা যায় না, অতএব যাদৃশ সাধনায় সেই জ্ঞানলাভ হয়, ৮—১২ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন।

জ্ঞান-সাধনার অঙ্গ বিংশতি যথা, (১) অমানিত্বং—মানীর ভাব মনিত্ব, আত্মশ্লাঘা; তাহার অভাব, অমানিত্ব। (২) অদম্ভিত্বং—ধার্ম্মিক না হইয়াও ধার্ম্মিকের ন্যায় বাহ্য আচরণের নাম দম্ভ; তাহা না করা অদম্ভিত্ব। (৩) অহিংসা—কায়মনোবাক্যে অপরকে ক্লেশ না দেওয়া। (৪) ক্ষান্তিঃ—সহিষ্ণুতা। (৫) আর্জ্জবং—সরলতা। (৬) আচার্য্যোপাসনং—গুরুসেবা; ৪।৩৪ দেখ। (৭) শৌচং—দেহ ও মনের পবিত্রতা। মনের পবিত্রতা, কাম ক্রোধাদি ত্যাগ। (৮) স্থৈর্য্যং—সৎকর্ম্মে নিষ্ঠা (শ্রী)। (৯) আত্ম-বিনিগ্রহঃ—শরীরসংযম (শ্রী); স্বভাবতঃ সর্ব্বতঃ প্রবৃত্ত দেহ-ইন্দ্রিয়াদিকে সৎ-পথে স্থাপন (শং)। (১০) ইন্দ্রিয়ার্থেষু—

ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব এবে কহিব তোমায়,
জ্ঞান বিনা কিন্তু তাহা জানা নাহি যায়।
অতএব অগ্রে তাহা শুন, ধনঞ্জয়!
যেরূপ সাধনে হয় জ্ঞানের উদয়।

অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥ ১০ ॥

ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে। বৈরাগ্যম্। (১১) অনহঙ্কারঃ এব চ। (১২) জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি ও দুঃখরূপ দোষের অনুদর্শনং—পুনঃ পুনঃ আলোচনা। ৯।

(১৩) অসক্তিঃ—এই সকল আমার, ঈদৃশ জ্ঞানে বিষয়ের প্রতি যে প্রীতি তাহার নাম সক্তি; তাহার অভাব অসক্তি। (১৪) পুত্রদারগৃহাদিষু অনভিষঙ্গঃ—পুত্রাদির সুখ দুঃখে আপনাকে সুখী দুঃখী মনে করার নাম অভিষঙ্গ; তাহার অভাব অনভিষঙ্গ। (১৫) ইষ্ট-অনিষ্ট-উপপত্তিষু—প্রাপ্তিতে। নিত্যং সমচিত্তত্বম্। ১০।

গৌরব না করা কভু গুণে আপনার,
বিংশতি ধার্ম্মিকের ভাণ সদা করা পরিহার,
জ্ঞানের অহিংসা ও সহিষ্ণুতা আর সরলতা,
সাধন। গুরুসেবা, দেহ মন—দুয়ে পবিত্রতা,
শুভ মার্গে দৃঢ় নিষ্ঠা, বিষয়ে বিরাগ,
ইন্দ্রিয়-সংযম আর অহঙ্কার ত্যাগ,
জন্ম দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, দুঃখ ব্যাধি জরা—
এ সব দোষের নিত্য অনুধ্যান করা, ৮—৯।
আমার গৃহাদি আর এই ধন, জন,—
এরূপ না ভাবি, তায় আসক্তি-বর্জ্জন,
তা'দের যা'-কিছু হয় ইষ্ট বা অনিষ্ট
না ভাবা তাহাই হয় মম ইষ্টানিষ্ট,

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১১ ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥১২॥

(১৬) ময়ি অনন্যযোগেন—পরমেশ্বরে একান্ত ভাবে চিত্তসমর্পণ পূর্ব্বক। অব্যভিচারিণী—অচলা। ভক্তিঃ। (১৭) বিবিক্ত-দেশসেবিত্বং—চিত্তের প্রসন্নতাজনক পবিত্র স্থানে বাস। বিবিক্ত—পবিত্র (শ্রী)। (১৮ জনসংসদি অরতিঃ—নিকৃষ্ট-জন-সমাজে অপ্রীতিঃ। ১১।

(১৯) অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং—আত্মা ও অনাত্মবিষয়ক জ্ঞানে নিত্য নিষ্ঠা (মধু)। (২০) তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনং—তত্ত্বজ্ঞান যাহার অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন তাহা তত্ত্বজ্ঞানার্থ; মোক্ষ। মোক্ষ-বিষয়ক দর্শন, আলোচনা। এতৎ—অমানিত্বাদি এই বিংশ। জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তং—জ্ঞানের

মঙ্গল বা অমঙ্গল দুয়ে তুল্য মতি,
আমাতে অনন্য চিত্তে অচলা ভকতি,
বাস করা পবিত্রতা যেথা জন্মে মনে,
অপ্রীতি করিতে বাস নীচ লোকসনে, ১০-১১।
আত্মা-অনাত্মার তত্ত্বে নিষ্ঠা অনিবার,
মোক্ষপ্রদ পরমার্থ তত্ত্বের বিচার,
বিংশতি সাধনে এই হৃদে জন্মে জ্ঞান
এ ভিন্ন যা' কিছু তাহে জনমে অজ্ঞান। ১২।

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

সাধন, জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া কথিত হয় (শ্রী)। অতঃ যৎ অন্যথা—যাহা ইহার বিপরীত। তৎ অজ্ঞানম্।

জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান নহে। অজ্ঞান জ্ঞানের বিরোধী বস্তু। দম্ভ দর্পাদি হইতে ইহার উৎপত্তি।

পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানের সাধন ও দ্বাদশ অধ্যায়ে কথিত ভক্তের লক্ষণ, মর্ম্মতঃ তুল্য। জ্ঞানী ভক্ত হয় এবং ভক্ত জ্ঞানী হয়। ১২।

পূর্ব্বোক্ত সাধনায় জ্ঞান লাভ হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায়। ১৩—১৮ শ্লোকে সেই ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতেছেন।

যৎ জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি—মুমুক্ষুর জ্ঞেয় যে ব্রহ্ম, তাহার বিষয় বলিব। যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতম্ অশ্নুতে—যাহা জানিলে জীব মোক্ষ লাভ করে।

অনাদিমৎ পরম্ ব্রহ্ম,—যাহার আদি আছে তাহা আদিমৎ; যাহা আদিমৎ নহে, তাহা অনাদিমৎ; যাহা কোন সময় বিশেষে উৎপন্ন হয় নাই, সেই অনাদিমৎ বস্তু

এ সব সাধনে তুমি জানিবে যাহায়
ব্রহ্মতত্ত্ব কহি তাহা জানি যাহা জীব মোক্ষ পায়।
অনাদি—যাহার আদি কিছু নাই আর,
ব্রহ্ম হয় সেই বস্তু, সর্ব্ব সারাৎসার।
সৎ কিম্বা অসৎ যা কিছু বলা হয়
তাঁহার স্বরূপ তায় প্রকাশিত নয়।

পরম্ ব্রহ্ম। পরং—নিরতিশয়, যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর নাই (শ্রী, শং)। অথবা, অনাদি ও মৎপরম্—দুইটি পদ। যাহার আদি নাই তাহা অনাদি ; এবং যাহা আমার সগুণ ভাব, যে ভাবে আমি জগতের মহেশ্বর, তাহা হইতে পরম, যে নির্ব্বিশেষ রূপ, তাহা মৎপরম্। ব্রহ্ম সেই অনাদি ও নির্ব্বিশেষ বস্তু (শ্রী, মধু)। তৎ ব্রহ্ম ন সৎ উচ্যতে, ন অসৎ উচ্যতে—ব্রহ্ম "সৎ" ইহা বলিলেও তাঁহাকে বলা হয় না, আর ব্রহ্ম "অসৎ" ইহা বলিলেও তাঁহাকে বলা হয় না ; অর্থাৎ ব্রহ্ম সৎ বা অসৎ বাচক কোন শব্দের দ্বারা বাচ্য নহেন ; শব্দার্থ দ্বারা প্রতিবাদ্য যে বিষয়, তাহা ব্রহ্ম নহে। তিনি বাক্য মনের অগোচর। "ব্রহ্ম যে কি তাহা মুখে বলা

হৃদয়ে যা' কিছু হয় ভাবের সঞ্চার
সৎ ও অসৎ দুই ভেদ হয় তার।
"সৎ"—ইহা আছে, আর "অসৎ"—এ নাই,—
হৃদয়ে এ দুই ভিন্ন আর জ্ঞান নাই।
নেত্রাদি ইন্দ্রিয় পঞ্চ, মন, বুদ্ধি আর
এ সবে হৃদয়ে মিলে অস্তিত্ব যাহার,
তাহার নির্দ্দেশতরে বলে তারে "সৎ,"
না পায় অস্তিত্ব যার, তাহাই "অসৎ"।
ইন্দ্রিয়ের পথে এই জ্ঞান লাভ হয়,
ইন্দ্রিয়-গোচর কিন্তু ব্রহ্ম কভু নয়।

যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়েছে, বেদ পুরাণ তন্ত্র সব মুখে উচ্চারণ করা হয়েছে, তাই এঁটো হ'য়ে গেছে। কিন্তু কেবল একটা জিনিস উচ্ছিষ্ট হয় নাই। তাহা ব্রহ্ম।"—কথামৃত।

এখন প্রশ্ন এই যে, ব্রহ্ম যখন বাক্য-মন-বুদ্ধির অগোচর, তখন তাহা জ্ঞেয় হয় কিরূপে? আবার যাহা জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞাতা হইতে পারে না; জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় স্বতন্ত্র। কিন্তু শ্রুতির উপদেশ ব্রহ্মই বিজ্ঞাতা।

ইহার উত্তর এই যে, জীবের ইন্দ্রিয়লব্ধ পরিচ্ছিন্ন বৈষয়িক জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় একীভূত হয় না বটে,

---

নিরাকার,—চক্ষু তাঁর দেখে নাই রূপ,
স্পর্শেন্দ্রিয় স্পর্শজ্ঞানে পায় না স্বরূপ,
নাসিকা তাঁহার গন্ধ জানে না কেমন,
তাঁর স্বর কোন কালে শুনেনি শ্রবণ;
ভাসে না তাঁহার রস কভু রসনায়,
অনুভবে মন তাঁরে কখন না পায়,
পারে না জীবের বুদ্ধি বুঝিতে তাঁহারে,
পারে না জীবের ভাষা প্রকাশিতে তাঁরে।
কেবল সাধনে যার নির্ম্মল হৃদয়,
যে হৃদে আদিত্যসম জ্ঞানের উদয়,
সে হৃদে আপনি তিনি প্রকাশিত হ'ন,
হৃদে মিলে তাঁরে, তিনি সাধনের ধন। ১৩।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥

কিন্তু অপরিছিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে সে নিয়ম খাটে না। "আমি" যে কি বস্তু তাহা ঠিক বুঝি না সত্য, কিন্তু "আমি আছি" এ জ্ঞান স্বয়ং উপলব্ধি হয়; আমার আমিত্ব ও সত্তা স্বতঃসিদ্ধ। এখানে আমিই আমাকে জানি অর্থাৎ আমিই জ্ঞাতা, আমিই জ্ঞেয়; তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মই জ্ঞাতা, ব্রহ্মই জ্ঞেয়, উভয়ে একীভূত। ব্রহ্ম নিয়তই চিত্তে প্রতিবিম্বিত আছেন। তবে যে আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, তাহার কারণ, যেমন দর্পণের নির্ম্মলতার ভেদে তাহাতে প্রতিবিম্বের ভেদ হয়, তদ্রূপ চিত্তের নির্ম্মলতার ভেদে তাহাতে ব্রহ্মস্বরূপ-বিকাশের প্রভেদ হয়; এবং যাহার চিত্ত যেরূপ, ব্রহ্মসম্বন্ধে তাহার ধারণাও সেইরূপ। তজ্জন্যই ঈশ্বর-স্বরূপ-সম্বন্ধে এত মত ভেদ। অমানিত্বাদি পূর্ব্বোক্ত সাধনার দ্বারা (১৩। ৮—১২) চিত্ত যতই নির্ম্মল হয়, ব্রহ্মতত্ত্ব ততই পরিস্ফুট হইতে থাকে এবং চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল হইলে, তাহা আপনি পূর্ণ বিকসিত হয়; জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় একীভূত হইয়া যায়। এই রূপেই ব্রহ্ম জ্ঞেয়। ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অন্য উপায় নাই। ১৩।

কি ভাবে তিনি জ্ঞানীর জ্ঞেয় ১৪—১৮ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। তৎ ব্রহ্ম সর্ব্বতঃ—সর্ব্বত্র। পাণিপাদ বিশিষ্ট। সর্ব্বতঃ অক্ষি-শিরঃ-মুখ-বিশিষ্ট। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ—শ্রবণেন্দ্রিয়যুক্ত। লোকে সর্ব্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি—সর্ব্ব প্রাণীর

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৫ ॥

চক্ষু কর্ণাদি সর্ব্বেন্দ্রিয় ব্যাপিয়া আছেন; সমস্ত ইন্দ্রিয় তাঁহারই শক্তিতে পরিচালিত। "যাহার বলে বাক্য প্রকাশিত হয়, মন মনন করে, চক্ষু দর্শন করে, শ্রোত্র শ্রবণ করে ও ঘ্রাণ আঘ্রাণ করে, তিনিই ব্রহ্ম।"—কেনোপনিষদ্ ১।৪—৮। তিনিই জ্ঞেয় ব্রহ্ম। ১৪।

সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসং—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গুণ, সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তিকে আভাসিত, প্রকাশিত করেন; তাঁহা হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তির বিকাশ (শ্বেতাশ্বতর ভাষ্য); অথবা চক্ষু আদি সর্ব্ব ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে রূপাদির আকারে

যে ভাবে তাঁহারে জ্ঞানী করে অনুভব
কিঞ্চিৎ আভাষ তার শুন, হে পাণ্ডব!
সর্ব্বস্থলে তাঁহার কর, সর্ব্বত্র চরণ,
সর্ব্বত্র বদন, শির, নয়ন, শ্রবণ,
আছেন ব্যাপিয়া সর্ব্ব তিনিই কেবল,
তাঁহার শক্তিতে চলে ইন্দ্রিয় সকল। ১৪।

তাঁহা হ'তে আভাসিত জানিও, অর্জ্জুন!
চক্ষু কর্ণ আদি সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের গুণ;
রূপ রস গন্ধাদির ধরিয়া আকার
তিনিই প্রকাশমান ইন্দ্রিয়ে আবার;
বিকশিত তাঁহ'তে ইন্দ্রিয়শক্তিচয়,
সর্ব্বেন্দ্রিয়-বর্জ্জিত আপনি কিন্তু হয়।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৬ ॥

প্রকাশমান, তিনিই রূপ রসাদি রূপে অভিব্যক্ত (৭।৮—১২); অথবা তিনি সর্ব্ব ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও গুণ অর্থাৎ রূপ রসাদি বিষয়কে প্রকাশিত করেন (শ্রী)। সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতং—কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় নাই। তজ্জন্য তিনি অসক্তং—সর্ব্বসংশ্লেষবর্জ্জিত; নির্লিপ্ত (শং)। তথাপি সর্ব্বভৃৎ—সকলের আধার ও পোষক (৯।৪)। নির্গুণং—গুণত্রয়ের অস্পৃষ্ট। তথাপি গুণভোক্তৃ চ—সুখদুঃখাদি আকারে পরিণত গুণত্রয়ের উপলব্ধা (শং), প্রকাশক; ১৩।২২ ও ২৩ দেখ। ১৫।

সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম ভূতানাম্ অন্তঃ চ—সর্ব্ব ভূতের অর্থাৎ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্ব বস্তুর, অন্তরে। আবার ব্রহ্মই সেই সমস্তের বহিঃ চ—বাহিরে। তাঁহার এক পাদ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে, অবশিষ্ট ত্রিপাদ অমৃতস্বরূপ, ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে (১০।৪২)। যাহা লইয়া এ জগৎ তাহা ব্রহ্ম, আবার যাহা জগতের বাহিরে তাহাও ব্রহ্ম; তিনি বিশ্বানুগ অথচ বিশ্বাতিগ। আবার তিনিই অচরং—স্থাবর। চরং চ—এবং জঙ্গম। কিন্তু তাহা হইলেও তৎ ব্রহ্ম। সূক্ষ্মত্বাৎ—সূক্ষ্ম

সেহেতু সমস্ত ভাবে নির্লিপ্ত সংসারে,
ধারণ, পালন তবু করেন সবারে;
সুখ দুঃখ আদি যত জন্মায় ত্রিগুণ,
তিনি তার ভোক্তা কিন্তু আপনি নির্গুণ। ১৫।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৭ ॥

অর্থাৎ রূপ-রস-গন্ধাদি-পরিশূন্য বলিয়া। অবিজ্ঞেয়ম্—এই বস্তু ব্রহ্ম, এমন স্পষ্ট জানা যায় না (শ্রী)। অতএব অজ্ঞানীর কাছে দূরস্থঃ—অজ্ঞানী সর্ব্ব বস্তুতে ঈশ্বরের সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাকে বৈকুণ্ঠাদি দূরদেশে স্থিত মনে করে। কিন্তু জ্ঞানীর কাছে সর্ব্বময় ভাবে অন্তিকে চ—নিকটে স্থিত (শ্রী)।১৬।

তৎ ব্রহ্ম ভূতেষু—স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব ভূতে। কারণরূপে অবিভক্তম্—অভিন্ন (শ্রী) যেমন আকাশ (শং)। তথাপি কার্য্যরূপে বিভক্তম্ ইব—বিভাগযুক্তের ন্যায়। স্থিতম্। যেমন এক অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন আধারে ভিন্ন ভিন্ন মনে হয়। তৎ ব্রহ্ম ভূতভর্ত্তৃ চ—স্থিতিকালে সর্ব্ব ভূতের পালনকর্ত্তা। এবং প্রলয়ে গ্রসিষ্ণু—গ্রাসকর্ত্তা। আবার সৃষ্টিকালে প্রভবিষ্ণু চ জ্ঞেয়ম্—নানা রূপে উৎপত্তিশীল জানিবে (শ্রী)।

চরাচর যাহা কিছু ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে
আছেন তিনিই মাত্র সবার অন্তরে;
সকলের বহির্ভাগে তিনি পুনরায়,
স্থাবর জঙ্গম যত তিনি সমুদায়।
সূক্ষ্ম তিনি—রূপাদি কিছুই নাই তাঁর,
সে হেতু না বুঝা যায় স্বরূপ তাঁহার।
তাই তাঁরে বহু দূরে ভাবয়ে অজ্ঞানী,
কাছেই আছেন তিনি, দেখে কিন্তু জ্ঞানী।১৬।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৮ ॥

"তিনি নিজেই সব। ঈশ্বর নিজেই জীব জগৎ সব হ'য়েছেন।"—(কথামৃত)। ১৭।

সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম জ্যোতিষাম্ অপি—সূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থেও। জ্যোতিঃ—প্রকাশক (শ্রী)। "তাঁহার ভাতির অনুসারে সমস্ত ভাতি, তাঁহার প্রকাশে সমস্ত প্রকাশিত।"—কঠ ৫।১৫। জগতে যাহা কিছু আলোক সে সমস্ত তাঁহার। তিনি জ্যোতির জ্যোতি (১৫।১২)। এবং তিনি তমসঃ পরম্ উচ্যতে—অজ্ঞান (শ্রী) বা জড়-প্রকৃতির অতীত (রামা, মধু); প্রকৃতির গুণে অস্পৃষ্ট, নিগুর্ণ, বলিয়া কথিত হয়েন (৮।৯)। তাহারা তাঁহাতে স্থান পায় না। জ্ঞানম্—ব্রহ্মই বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত জ্ঞান (শ্রী)। তিনিই জ্ঞান, চিৎ; অর্থাৎ তিনি জ্ঞানী নহেন, জ্ঞান তাহার গুণ বা বৃত্তি নহে। "তিনি অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র জ্ঞানময়, যেমন সৈন্ধবখণ্ড অন্তরে বাহিরে সমস্তই লবণময়।" বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৩। মাত্রাস্পর্শে বা বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগে ইন্দ্রিয়ের স্নায়ুমণ্ডলীতে

যদিও অভিন্ন তিনি সর্ব্বভূতময়
ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যে তবু ভিন্ন মনে হয়।
সর্ব্ব ভূতে পালন করেন স্থিতি কালে
সকলে করেন গ্রাস পুনঃ ধ্বংসকালে।
জানিও আবার হয় সৃজন যখন,
তিনিই বিবিধ রূপে আবির্ভূত হন। ১৭।

স্পন্দন উপস্থিত হইলে সেই স্পন্দন স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়াপরম্পরায় বিজ্ঞানময় কোষে বা বুদ্ধিভূমিকায় উপনীত হয়। কিন্তু ঐ স্পন্দন জড়; আলোক ভিন্ন জড়ের প্রকাশ হয় কিরূপে? শাস্ত্র বলে, যেমন ঘটাদি জড় বস্তু সূর্য্যাদির জ্যোতিঃ-সংস্পর্শে উজ্জ্বলিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ঐ স্পন্দন বা চিত্তবৃত্তি, বুদ্ধিস্থ (হৃদি বিষ্ঠিতম্) ব্রহ্মজ্যোতিতে উজ্জ্বলিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহাই জ্ঞান। ব্রহ্মই জ্ঞানরূপে ব্যক্ত। জ্ঞেয়ং—জ্ঞানের বিষয়; রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ (শ্রী)। মানুষ যাহা কিছু জানে তাহা এই পঞ্চ, ইহারা ব্রহ্ম; ।৭।৮—১২; ৭।২৫ দেখ। জ্ঞানগম্যং—পূর্ব্বোক্ত অমানিত্বাদি সাধনদ্বারা প্রাপ্য। সর্ব্বস্য হৃদি—হৃদয়ে, বুদ্ধিতে (শং) বিষ্ঠিতং—বিশেষরূপে স্থিত। তিনি সর্ব্বত্রই আছেন, কিন্তু বুদ্ধিভূমিকায় বিশেষরূপে আছেন। ১০।২০; ১৫।১৫ ও ১৮।৬১ দেখ। ১৮।

আদিত্যাদি জ্যোতিষ্কেরও তিনি জ্যোতি হন,
প্রকৃতির পারে তিনি,—বলে সাধুগণ।
তিনিই জীবের হৃদে ব্যক্ত জ্ঞানরূপে,
তিনি জ্ঞেয়, রূপ রস গন্ধাদি স্বরূপে।
শ্লাঘা-দম্ভত্যাগ আদি সাধনার বশে
যখন বিমল জ্ঞান বিকাশে মানসে
সেই জ্ঞানে মিলে তাঁরে আপন-হৃদয়ে
অন্তর্যামী রূপে তিনি সবার হৃদয়ে। ১৮।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৯ ॥
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ২০ ॥

ইতি ক্ষেত্রং (৬—৭) তথা জ্ঞানং (৮—১২) জ্ঞেয়ং চ (১৩—১৮) সমাসতঃ সংক্ষেপে উক্তং। মদ্ভক্তঃ (১২।১৩—১৯ দেখ) এতৎ বিজ্ঞায়,—ইহা জানিয়া। মদ্ভাবায় উপপদ্যতে—ব্রহ্মভাব বা মোক্ষ লাভের অধিকারী হয়।১৯।

২০—২৩ শ্লোকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বা প্রকৃতি পুরুষের উৎপত্তি এবং যেরূপে ক্ষেত্রজ্ঞের সংসারিভাব, তাহা বলিতেছেন। প্রকৃতিং পুরুষং চ এব উভৌ অপি অনাদী বিদ্ধি। অনাদি ঈশ্বর যখন সর্ব্বময়, তখন কোন বস্তু হইতে তাঁহাকে বাদ দেওয়া যায় না; সুতরাং প্রকৃতি পুরুষকেও

সংক্ষেপে কহিনু, পার্থ! তত্ত্ব সারাৎসার,
কিবা ক্ষেত্র, কিবা জ্ঞান, জ্ঞেয় কিবা আর;
এ ভাব হৃদয়ে ধরি মম ভক্তগণ
ব্রহ্মভাব লাভে তাঁরা উপযুক্ত হন। ১৯।

বলেছি কিরূপ ক্ষেত্র, কি লক্ষণ তার,
ইচ্ছা দ্বেষ আদি ধর্ম্ম যেমন তাহার,
দেহেন্দ্রিয় বুদ্ধি আদি বিকার যা' হয়,
রূপ রস আদি আর ভোগের বিষয়।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের, শুন, উদ্ভব যেরূপ,
জীবের সংসার যাহে, যেমন স্বরূপ।

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ ২১॥

ঈশ্বরাংশ বলিতে হয় এবং অনাদিও বলিতে হয়। তজ্জন্য বলিতেছেন, প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই অনাদি জানিও। বিকারান্ চ—দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতি (শ্রী)। গুণান্ চ—এবং সুখ দুঃখ মোহাদি (শ্রী)। প্রকৃতি-সম্ভবান্ বিদ্ধি—প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন জানিও। প্রকৃতি ঈশ্বরের বিকার-কারণ শক্তি, মায়া (শং)। যাহা হইতে সম্ভূত হয় তাহা সম্ভব। পুরুষ প্রকৃতি বা আত্মা ও জড় জগৎ উভয়ই ঈশ্বরাংশ, একই পদার্থ। কেবল প্রভেদ এই যে, প্রকৃতিতে গুণসঙ্গতি হইয়া জগদ্রূপে প্রকাশিত, কিন্তু পুরুষ নির্গুণ। এই জন্য উভয়কে স্বতন্ত্র মনে হয়। শ্রীধর বলিয়াছেন, পুং প্রকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রত্বং বারয়ন্ গুণসঙ্গতঃ। ২০।

যে ভাবে পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞ, "জীব" এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সংসারে সংসারিভাবে বিচরণ করে, ২১—২২ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্বে—প্রকৃতির বিকারোৎপন্ন দেহাদি পদার্থের নাম কার্য্য এবং সুখ-

---

যিনি, পার্থ! শক্তিমান্ ঈশ্বর অনাদি
<u>প্রকৃতি</u> তাঁর যে বিলাসশক্তি, তাহাও অনাদি।
<u>পুরুষ</u> প্রকৃতি পুরুষ দুই বিলাস তাঁহার,
<u>অনাদি</u> অনাদি জানিও দুয়ে, কৌরব-কুমার!
প্রকৃতি হইতে পুনঃ দেহাদি বিকার,
সুখ দুঃখ মোহ আদি ভাবচয় আর। ২০॥

দুঃখাদি-সাধন একাদশ ইন্দ্রিয়ের নাম কারণ (শ্রী ; রামা)। শঙ্করের পাঠ "করণ"। একাদশ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই ত্রয়োদশের নাম "করণ" (গিরি)। তাহাদের কর্ত্তৃত্বে, তত্তৎ আকারে পরিণামে (শ্রী), তাহাদের ক্রিয়ানির্ব্বাহকত্ব-বিষয়ে। প্রকৃতিঃ হেতুঃ উচ্যতে—প্রকৃতিকে হেতু বলা হয়। অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়াদির তত্তৎ আকারে পরিণতি ও তাহাদের দ্বারা যে ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয় তাহার কারণ প্রকৃতি। কর্ত্তৃত্ব—ক্রিয়ানির্ব্বাহকত্ব। আর পুরুষঃ—জীব। সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে—সুখদুঃখাদি সমূহের অনুভব-করণে। হেতুঃ উচ্যতে। পুরুষই সুখ দুঃখ-ভোগের আশ্রয় (রামা) ভোক্তৃত্ব—সুখ দুঃখের উপলব্ধি। পুরুষ, জীব, ক্ষেত্রজ্ঞ, ভোক্তা—এই সকল শব্দ একার্থবাচী (শং)। এখানে আপত্তি এই যে প্রকৃতি জড়াত্মিকা। জড় বস্তুর দ্বারা ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয় না। আর পুরুষ নির্ব্বিকার ; নির্ব্বিকারেরও ভোগ করা হয় না। তবে, প্রকৃতি ক্রিয়ানির্ব্বাহিকা ও পুরুষ ভোক্তা কিরূপে ?

কহিনু যা' হ'তে সব গুণ ও বিকার,
শুন এবে পুরুষের যে ভাবে সংসার।
প্রকৃতি দেহাদি পদার্থ যত ভোগের আশ্রয়,
হইতে ভোগের সাধন আর ইন্দ্রিয়-নিচয়,
ক্রিয়া সেই সেই আকারে তাদের পরিণাম
সমুদায় প্রকৃতি ঘটায়, গুণধাম !

তদুত্তরে বলা যায় যে, অচেতনে চেতনের অধিষ্ঠান হইলে তাহা হয়, যথা অগ্নিশিখা (স্ত্রী)।

অগ্নিশিখা, অতি সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত উত্তপ্ত অঙ্গারখণ্ড সমূহের সমষ্টি মাত্র। অগ্নিতেজ ও অঙ্গার অভেদ ভাবে মিলিত। তদুভয়ের পৃথক অস্তিত্ব বুঝা যায় না। এরূপ সংযোগে উভয়ের ক্রিয়া গুণ উভয়ে লাভ করে; অঙ্গার অগ্নি-সংস্পর্শে তপ্ত, সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত ও রূপান্তরিত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়। নিরাকার তেজও অঙ্গারসংযোগে যেম সাকারতা প্রাপ্ত হইয়া, আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। তদ্রূপ, প্রকৃতি পুরুষ-সংযোগে বিকার প্রাপ্ত হইয়া, জগদাকারে পরিণত ও ক্রিয়াশীল হয়; এবং নির্ব্বিকার পুরুষও প্রকৃতির গুণ সুখ দুঃখাদি-সংযোগে যেন সবিকার হয়; প্রকৃতির ধর্ম্ম সুখ দুঃখাদিকে, নিজ-সুখ দুঃখাদি মনে করিয়া, সেই সমস্তের ভোক্তা হয়; ২।১৪ টীকা দেখ। ২২ শ্লোকে সেই কথা বলিয়াছেন।

"যা' কিছু দেখ্‌ছ, সবই পুরুষ প্রকৃতির যোগ; শিব কালীর মূর্ত্তি। শিবের উপর কালী দাড়িয়ে আছেন, শিব শব হ'য়ে পড়ে আছেন। * * * পুরুষ নিষ্ক্রিয়,

---

সে দেহে, ইন্দ্রিয়ে আর যত ক্রিয়া হয়,
পুরুষ সমস্ত প্রকৃতি হ'তে, সুধীগণে কয়।
হইতে সুখ দুঃখ সংসারে যা' ভোগ করা যায়
ভোগ জ্ঞানী বলে সে সকল পুরুষই ঘটায়। ২১।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২২ ॥

তাই শিব শবরূপী। পুরুষের যোগে প্রকৃতি সব কাজ কর্‌ছেন, সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্‌ছেন।"—কথামৃত।২১।

প্রকৃতিস্থঃ হি পুরুষঃ প্রকৃতিজান্ গুণান্ ভুঙ্‌ক্তে—পুরুষ যে প্রকৃতির বিকারোৎপন্ন দেহাদির সুখ দুঃখ ভোগ করে তাহার কারণ, সে প্রকৃতিস্থ হয়; প্রকৃতির সহিত অঙ্গার ও অগ্নির ন্যায়, অভেদ ভাবে মিলিত হয়। তজ্জন্য প্রকৃতির গুণ পুরুষে সংক্রান্ত হয়। এই গুণসঙ্গঃ—সুখ-দুঃখ-মোহ বা রূপ রসাদি গুণের সংসর্গ; অথবা গুণে সঙ্গ, আত্মভাব (শং) অর্থাৎ সেই সমস্ত গুণ আমার এবং আমি

সত্য, জড়প্রকৃতির ক্রিয়া অসম্ভব;
নির্ব্বিকার পুরুষেরও ভোগ অসম্ভব,
তথাপি অভেদ ভাবে থাকি পরস্পর
উভয়ের ক্রিয়া গুণ লভে পরস্পর।
পুরুষ চেতনধর্ম্মী, অধিষ্ঠানে তার
জড়প্রকৃতির ক্রিয়া চলে অনিবার।
অভেদে প্রকৃতিসনে থাকিয়া আবার
পুরুষ সতত ভুঞ্জে গুণরাশি তার;—
সুখ, দুঃখ, মোহ আদি প্রকৃতির গুণ
পুরুষে সংক্রান্ত হয় সমস্ত, অর্জ্জুন!
অঙ্গারে অনলযোগে উষ্ণতা যেমন
প্রকৃতির গুণরাশি পুরুষে তেমন।

উপদ্রষ্টাঽনুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২৩ ॥

সুখী, দুঃখী, মূর্খ, পণ্ডিত ইত্যাদি ভাব। অস্য সদসৎযোনি-জন্মসু—এই জীবের সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মলাভ বিষয়ে। কারণং (শং)।

এই শ্লোকটী বিশেষরূপে প্রণিধান যোগ্য। কেন যে আমরা যাওয়া আসার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাই না, ভগবান্ তাহা বুঝাইলেন। ইহা সতত স্মরণ রাখা উচিত। ২২।

ঈশ্বরাংশ পুরুষ যেরূপে জীবভাবে সংসারচক্রে ভ্রমণ করে তাহা বুঝাইয়া, এক্ষণে তাহার প্রকৃতস্বরূপ কি? ও দেহে অবস্থান-কালেও প্রকৃত কি ভাবে থাকে, তাহা বলিতেছেন।

অস্মিন্ দেহে অপি—এই দেহে থাকিয়াও। সেই পুরুষঃ পরঃ—স্বতন্ত্র, দেহের দোষগুণে অসংলিপ্ত। কারণ, দেহে থাকিলেও সে, উপদ্রষ্টা—সমীপে থাকিয়া প্রকৃতি-

---

তাহাতে পুরুষ ভাবে সকলি তাহার
প্রকৃতির ভাব সুখ দুঃখাদি যে আর।
এইরূপে নির্ব্বিকার পুরুষ সংসারে
গুণসঙ্গই সুখ দুঃখ ভুঞ্জে, থাকি দেহের মাঝারে॥
পুনর্জন্মের এই যে প্রকৃতিগুণে সংসর্গ তাহার,
কারণ এই যে তাহাতে অভিমানের সঞ্চার,
সদসৎ যোনিতে যে জন্ম হয় তার
এই গুণসঙ্গ মাত্র কারণ তাহার।২২।

পরিচালিত কার্য্যাবলীর দ্রষ্টা মাত্র। যে ইচ্ছাপূর্ব্বক কিছু দেখে সে দ্রষ্টা, আর কার্য্যাবলী আপনা আপনি যাহার দৃষ্টি-পথে আসিয়া পড়ে সে উপদ্রষ্টা। উপ—সমীপে। তিনি আমাদিগের কার্য্যে উদাসীন। অনুমন্তা—অনুমোদন-

---

প্রকৃতি-প্রসঙ্গে হেন, জীবের সংসার,
নতুবা সে শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, নির্ব্বিকার।
তার সেই শুদ্ধ, মুক্ত স্বরূপ যেমন,
কি ভাবে বা দেহে রয়, করহ শ্রবণ।
এ দেহে সে সত্য বটে রয়েছে নিয়ত,
জীবের প্রকৃত স্বরূপ
স্বতন্ত্র থাকিয়া কিন্তু উদাসীন মত ;
দেহাদির কার্য্য মাত্র করে দরশন,
সদসৎ কোন কর্ম্মে করে না বারণ ;
শরীর ইন্দ্রিয়চয় বুদ্ধি আর মন
সেই করে সে সবার ধারণ পোষণ ;
রূপ, রস, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি বিষয়
যা' কিছু হৃদয় মাঝে সঞ্চারিত হয়,
চৈতন্যস্বরূপে নিত্য থাকিয়া অন্তরে
সে সকলে স্বচৈতন্যে প্রকাশিত করে।
মহেশ্বর আবার তাঁকেই বলা হয়,
পরম আত্মাও তারে জ্ঞানিগণে কয়।
ভৌতিক শরীর মাঝে করি অধিষ্ঠান
সতত স্বতন্ত্র ভাবে করে অবস্থান। ২৩।

কারী। কার্য্যে সম্মতি দেওয়ার নাম অনুমোদন। তিনি কোন কার্য্য হইতে কাঁহাকেও নিবৃত্ত করেন না। ভর্ত্তা—দেহাদির ধারক ও পোষক; ১৩।১৫ (মধু)। ভোক্তা—চিত্তবৃত্তি বা বুদ্ধিতে প্রতিভাসিত রূপ রসাদি বা সুখ দুঃখাদি বিষয় সকলের আত্মচৈতন্যজ্যোতির দ্বারা প্রকাশক (মধু); ১৮ শ্লোকে জ্ঞান শব্দের টীকা দেখ। মহেশ্বরঃ পরমাত্মা চ ইতি অপি উক্তঃ—এবং মহেশ্বর ও পরমাত্মা বলিয়াও কথিত হয়েন।

মহেশ্বর—সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল গ্রহ উপগ্রহ আবর্ত্তিত হইতেছে, সূর্য্যের সহিত তাহাদের সমষ্টির নাম সৌরমণ্ডল (Solar System) বা ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব। সূর্য্য মণ্ডলের পরিধির আকার অণ্ডের মত, Oval form. এক একটী নক্ষত্র বা স্থির তারা এক একটী সূর্য্যস্বরূপ। নক্ষত্র অসংখ্য, অতএব সূর্য্য ও সৌরমণ্ডল বা ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য। এক একটী সূর্য্য এক একটী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র; এবং সেই সেই কেন্দ্রে যিনি অধিষ্ঠাতা পুরুষ, "সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ", তিনি সেই ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর। তিনি বিষ্ণু—ব্যাপক, সৌরমণ্ডল ব্যাপিয়া আছেন; তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা হিরণ্যগর্ভ (তেজোময়) এবং ত্রিমূর্ত্তি—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক। তিনিও প্রাকৃত উপাদানে, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে গঠিত।

যেমন এক সাম্রাজ্যে অনেক রাজা থাকেন, তাঁহারা পরস্পর স্বতন্ত্র, কিন্তু সকলেই এক সম্রাটের অধীন, তদ্রূপ ঐ সকল ঈশ্বর বা ব্রহ্মাণ্ডাধিপতিগণ সকলেই যাঁহার অধীন

তিনিই মহেশ্বর। মহেশ্বরই দর্শনের সগুণ ব্রহ্ম ও পুরাণের মহাবিষ্ণু।

মহেশ্বরঃ পরমাত্মা ইতি অপি উক্তঃ—এই বাক্যে যে অপি শব্দ আছে তাহার মর্ম্ম, ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মা ও মহেশ্বর বা পরমাত্মা ঠিক এক নহে, আবার একও বলা যায়।

এই বিরোধের স্থলে শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, জীবাত্মা বা পুরুষ, যতক্ষণ প্রকৃতির গুণসঙ্গে বিমোহিত থাকিয়া আত্মবিস্মৃত থাকে (১৩।২২), ততক্ষণ তাহার জীবভাব এবং ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত ; ততক্ষণ সে সুখ দুঃখাদির ভোক্তা। আর যখন প্রকৃতির মোহ হইতে মুক্ত হইয়া আপন স্বরূপে অবস্থান করে, তখন তাহার ঈশ্বরভাব এবং পরমাত্মা নামে অভিহিত (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৮৭ অধ্যায়)। পরমাত্মা ১৫।১৬—১৭ দেখ।

যেমন জলবুদ্‌বুদ, যতক্ষণ বায়ুপূর্ণ থাকে, ততক্ষণ তাহা জল হইতে পৃথক্, আর সেই বায়ুর অংশটুক অন্তর্হিত হইলেই তাহা জলরাশির সহিত অভিন্ন ; তদ্রূপ চিত্ত যতক্ষণ মলিনতায় পূর্ণ থাকে, ততক্ষণই জীবের সহিত ঈশ্বরের প্রভেদ, আর মলিনতা দূর হইলেই এক। শ্রুতি বলিতেছেন (মুণ্ডক ৩।১।১—২),—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৪ ॥

সহযোগী সখিভাবাপন্ন দুই পক্ষী, জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এক দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছে। তন্মধ্যে একটী অর্থাৎ জীব স্বাদু ফল (কর্ম্মফল) ভোগ করে; আর অপরটী (পরমাত্মা) ভোগ না করিয়া দেখিতে থাকে (উপদ্রষ্টা)। ভোক্তা জীব একই দেহরূপ বৃক্ষে নিমগ্ন হওয়ায় (গীতার ভাষায় প্রকৃতিস্থ হওয়ায়) দেহকেই আত্মা বিবেচনা করিয়া, অসামর্থ্য প্রযুক্ত মোহ প্রাপ্ত হইয়া শোক করে; কিন্তু যখন সাধুগণসেবিত পরমেশ্বরকে এবং তাঁহার (পূর্ব্বোক্ত) মহিমাকে দর্শন করে, তখন তাহার শোক থাকে না। ২৩।

যঃ এবং—পূর্ব্বোক্ত। পুরুষং গুণৈঃ সহ প্রকৃতিং চ বেত্তি। সঃ সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি—সর্ব্বপ্রকারে, বিধি অবিধি যেমন ইচ্ছা থাকিলেও (শ্রী), যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিলেও। ভূয়ঃ ন অভিজায়তে—পুনর্জন্ম লাভ করে না। ২৪।

এই যে পুরুষ, তারে জানে হে, যে জন
জানে আর সগুণা সে প্রকৃতি যেমন,
থাকুক যে ভাবে ইচ্ছা যেমন তাহার
এ সংসারে পুনর্জন্ম নাহি হয় তার। ২৪।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৫ ॥

চতুর্ব্বিধ উপায়ে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। ১ম, কেচিৎ ধ্যানেন আত্মনি—নিজ হৃদয়-মধ্যে। আত্মনা—নির্ম্মল অন্তঃকরণে। আত্মানং পশ্যন্তি। গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় ও পাতঞ্জল দর্শনে এই ধ্যানযোগ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ধ্যান-যোগে সিদ্ধ হইলে আত্মদর্শন হয়; ৬।২৮—৩০ দেখ। ২য়, অন্যে সাংখ্যেন যোগেন—প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্বালোচনায় আত্মদর্শন করে। সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন, গীতা ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায় এবং ১৩।২৭—৩৫ শ্লোকে এই জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছেন। যেরূপ সাধনায় সেই জ্ঞানের বিকাশ হয় ১৩।৮—১২ শ্লোকে তাহা বলিয়াছেন। এই জ্ঞানে জীব, জগৎ ও ব্রহ্মে অভেদ দর্শন হয়; ৪।৩৫ ও ৫।১৬—১৯ দেখ। ৩য়, অপরে চ কর্ম্মযোগেন—কর্ম্মযোগানুষ্ঠানে আত্মজ্ঞান লাভ করে। হৃদয় হইতে কামের কালিমা বিদূরিত হইলে আপনা আপনি জ্ঞানের বিকাশ হয় (৪।৩৮)

সেই যে পুরুষ পার্থ, সংসার-মাঝারে
আত্মদর্শনের চতুর্ব্বিধ সাধনায় জানা যায় তারে।
চতুর্ব্বিধ ধ্যানযোগে হৃদিমাঝে কেহ দেখে তাঁয়,
উপায় জ্ঞানের সাধনে কেহ পায় পুনরায়,
অপরে বা কর্ম্মযোগ করিয়া সাধন,
নির্ম্মল হৃদয়ে করে আত্ম দরশন। ২৫।

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৬ ॥

এবং সেই জ্ঞানে ঈশ্বরদর্শন হয় (৫।১৬)। ৩য়, ৪র্থ, ও ৫ম অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। ২৫।

৪র্থ, অন্যে তু—কিন্তু অপরে, যাহাদের নিজের কোন রূপ সাধনা না থাকায় ধ্যান, জ্ঞান বা কর্ম্মমার্গের অনুপযুক্ত। তাহারা এবম্ অজানন্তঃ—পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ উপায়ে আত্মদর্শনলাভে অক্ষম হওয়ায়। অন্যেভ্যঃ শ্রুত্বা—গুরুর নিকট উপদেশ শ্রবণ করিয়া। উপাসতে। শ্রুতি-পরায়ণাঃ তে অপি—উপদেশে শ্রদ্ধাশীল তাহারাও। মৃত্যুম্ অতিতরন্তি এব—মৃত্যুময় সংসারকে নিশ্চয়ই অতিক্রম করে। যাহা শ্রবণ করা যায়, তাহা শ্রুতি অর্থাৎ উপদেশ।

কেহ কেহ বলেন, ধ্যান হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে গুরুবাক্যে নিষ্ঠা নিকৃষ্ট। কিন্তু মূলে এমন কিছু নাই। সাধকের যোগ্যতা ও নিষ্ঠার প্রভেদানুসারে চতুর্ব্বিধ সাধন-বিকল্প। ভগবান্ বলিতেছেন, তাহাদের প্রত্যেক হইতেই মোক্ষলাভ হয়। "তত্তন্নিষ্ঠাভেদাভি-প্রায়েণ বিকল্পোক্তিঃ।"—শ্রী।

জ্ঞান ধ্যান কর্ম্মে কিম্বা অসমর্থ যারা,
গুরুমুখে শুনি তত্ত্ব সেবা করে তা'রা।
গুরুবাক্যে ভক্তিমান্ তারাও নিশ্চয়
মৃত্যুময় এ সংসার হ'তে মুক্ত হয়। ২৬।

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৭ ॥
সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৮॥

হিন্দুধর্ম্মে ঈশ্বর কেবল বিশ্বাসের বিষয় মাত্র নহে; সাধনার দ্বারা তাঁহার দর্শন লাভ হয় (১১।৫৪)। প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের সমস্ত উদ্যম সেই ঈশ্বরজ্ঞান-উদ্দীপনায় পর্য্যবসিত। অধুনা তাদৃশ সাধনবান্ পুরুষ প্রায়শঃ দৃষ্টি-গোচর না হওয়ায়, সাধারণের নিকট ঈশ্বর কেবল বিশ্বাসের বিষয়ে ও অনেকানেক বৈজ্ঞানিকের নিকট পরিহাসের বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। শিশ্নোদরসর্ব্বস্ব আমাদিগের সাধনা ত অনেক দিন গিয়াছে, এখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বিশ্বাসটুকু পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছি। হায়! আমাদিগের গতি কি হইবে? ২৬।

২৫ শ্লোকে যে সাংখ্যজ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন ২৭—৩৫ শ্লোকে তাহার বিষয় বলিতেছেন। স্থাবরজঙ্গমং যাবৎ কিঞ্চিৎ সত্ত্বং—যাহা কিছু বস্তু (শং)। সঞ্জায়তে—উৎপন্ন হয়। তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাৎ বিদ্ধি। ২৭।

জ্ঞানবান্ যে ভাবে আত্মার সত্ত্বা উপলব্ধি করেন তাহা

যে জ্ঞান পাইলে জীবে মোক্ষলাভ হয়
অতঃপর সেই তত্ত্ব শুন, ধনঞ্জয়!
<u>সাংখ্যজ্ঞান</u> জানিও যা' কিছু জন্মে স্থাবর জঙ্গম
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ যোগে, ভরত-সত্তম! ২৭।

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২৯॥

বলিতেছেন। সর্ব্বেষু ভূতেষু—স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বপদার্থে। সমং তিষ্ঠন্তং—সমভাবে, নির্ব্বিশেষ সৎ-রূপে, স্থিত (শ্রী)। এবং বিনশ্যৎসু অবিনশ্যন্তং—বিনাশধর্ম্মশীল বস্তুমধ্যে অবিনাশী। পরমেশ্বরং যঃ পশ্যতি, স পশ্যতি। ২৮।

পূর্ব্বোক্তরূপ দর্শনই যথার্থ দর্শন, কারণ (হি)। জ্ঞানী সর্ব্বত্র—ভূতমাত্রে। সমম্ সমবস্থিতম্ ঈশ্বরং পশ্যন্—সর্ব্বত্র সমভাবে স্থিত পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া। আত্মনা আত্মানং ন হিনস্তি—আপনি আপন আত্মাকে হনন করে না। সচ্চিদানন্দরূপ আত্মা দেহাত্মবুদ্ধিরূপ অজ্ঞানে আবৃত হইয়াই বদ্ধবৎ প্রতীয়মান হয়; ইহাই আত্মার হিংসা বা

চরাচরে সমভাবে আছেন ঈশ্বর,
নশ্বর পদার্থমাঝে তিনি অনশ্বর;
এ ভাবে যে জন দেখে পরম ঈশ্বরে
সেই জন যথাযথ দরশন করে। ২৮।
যেহেতু নিরখি পার্থ, সেই জ্ঞানবান্
সমভাবে সর্ব্বময় ব্যাপ্ত ভগবান্,
অজ্ঞানের পাশে আর করিয়া বন্ধন
আপনি আপন আত্মা করে না হনন।
আত্মার স্বরূপ হৃদে দরশন করি,
সেই পুণ্যে, প্রাপ্ত হয় বিষ্ণুপদতরি। ২৯।

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥৩০॥

আত্মহত্যা। সমদর্শী জ্ঞানীর তাহা হয় না। ততঃ—তাহার ফলে পরাং গতিং যাতি—মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

আর্য্যঋষিগণ মনে অনুভূত সুখ দুঃখের প্রতি তাদৃশ দৃষ্টিপাত করেন নাই; কারণ তাহারা অনিত্য। কিন্তু পবিত্র শুদ্ধ আত্মা যে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে, ইহা তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহাদের সমস্ত উদ্যম আত্মার ঐ অপবিত্র আবরণ উন্মোচনে পর্য্যবসিত। ২৯।

সংসারে জীবকৃত কর্ম্ম-যখন এত বিচিত্র, তখন ভিন্ন ভিন্ন দেহের আত্মাও ভিন্ন ভিন্ন, যে এরূপ ভাবে, সে যথার্থ দর্শী নয়। অন্য পক্ষে, যঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ—সর্ব্ব প্রকারে। *প্রকৃত্যা এব ক্রিয়মাণানি পশ্যতি*—প্রকৃতির দ্বারই সম্পন্ন দেখে। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি আকারে পরিণতা প্রকৃতি হইতেই সর্ব্ব কর্ম্ম হয়, বুঝিতে পারে। ১৩।৬—৭ ও ১৮।১৮ দেখ। তথা আত্মানম্

কর্ম্মের বিচিত্র ভেদ দেখি বিশ্বময়
আত্মাকে যে ভিন্ন দেখে সে ত জ্ঞানী নয়।
পরন্তু, দেহাদি যত, প্রকৃতি-বিকার,
ইহারাই সর্ব্ব কর্ম্ম করে অনিবার;—
এরূপে প্রকৃতি কর্ত্তা, আত্মা কর্ত্তা নয়,
যে দেখে, সেইত সত্য দেখে, ধনঞ্জয়! ৩০।

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥৩১॥
অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥৩২॥

অকর্ত্তারং পশ্যতি—এবং আত্মা কোন কর্ম্ম করে না, ইহা দেখে। স পশ্যতি—সেই যথার্থ দেখে। ৩০।

আবার যেমন এক ভিন্ন দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ্ঞ নাই, তদ্রূপ এক ভিন্ন দ্বিতীয় ক্ষেত্র নাই। যদা ভূতপৃথক্‌ভাবং—ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন ভাব। একস্থম্—একমাত্র পারমেশ্বরী মায়া, প্রকৃতিতে অবস্থিত। ততঃ এব চ—এবং তাহা হইতেই। বিস্তারম্ অনুপশ্যতি—সর্ব্বভূতের বিকাশ, উত্তরোত্তর প্রসার বুঝিতে পারে। তদা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে—ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় (শ্রী, রামা)। ৩১।

জীবভাবে অবস্থানকালে আত্মা দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলেও, দেহের দোষ, সুখ দুঃখাদিতে লিপ্ত হয় না। কারণ, যাহা পূর্ব্বে ছিল না, পরে দেখা যায়, তাহা

সর্ব্বময় একমাত্র ক্ষেত্রজ্ঞ যেমন
এক প্রকৃতি — এক ভিন্ন দুই নয় ক্ষেত্রও তেমন।
হইতেই — বহু ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভূত সমুদায়
সর্ব্ব বস্তু — অবস্থিত একমাত্র প্রকৃতি-সত্তায়,
উৎপন্ন — এক সে প্রকৃতি হ'তে সবার বিস্তার,
যে বুঝে যখন, হয় ব্রহ্মলাভ তার। ৩১।

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥৩৩॥

উৎপত্তিমান বা সাদি; তাহারই বিনাশ হইতে পারে। কিন্তু অয়ং পরমাত্মা অনাদিত্বাৎ—সেইরূপে উৎপত্তিমান বা সাদি নহে বলিয়া। এবং যাহা গুণযুক্ত, তাহাই গুণের বিকারে বিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পরমাত্মা নিগুর্ণত্বাৎ—গুণের অস্পৃষ্ট বলিয়া। অব্যয়ঃ—নির্ব্বিকার। অতএব শরীরস্থঃ অপি ন করোতি, ন লিপ্যতে। "ব্রহ্ম কিরূপ জানিস্, যেমন বায়ু। সুগন্ধ দুর্গন্ধ সব বায়ুতে আস্‌চে, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত।"—কথামৃত। ৩২।

পরমেশ্বরের নির্লিপ্ততা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন। যথা—সর্ব্বগতং—সর্ব্বব্যাপ্ত। আকাশং। সৌক্ষ্ম্যাৎ—সূক্ষ্ম বলিয়া।

জীবভাবে আত্মা বটে দেহসঙ্গে রয়
শরীরজ দোষে কিন্তু বিলিপ্ত না হয়।
তা' হয় বিকৃত যাহা সাদি ও সগুণ,
কিন্তু সেই পরমাত্মা অনাদি নিগুর্ণ।
তাই, দেহে থাকে তবু নির্ব্বিকার রয়,
কর্ম্ম নাহি করে কিম্বা ফলে লিপ্ত নয়। ৩২।

সর্ব্বব্যাপী আকাশ যেমন, ধনঞ্জয়!
সূক্ষ্ম বলি কোন দ্রব্যে লিপ্ত নাহি হয়,
আত্মাও সকল দেহে থাক সেই মত
দেহের দোষে বা গুণে নির্লিপ্ত সতত। ৩৩।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥৩৪॥
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥৩৫॥

ইতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ-যোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

কোন বস্তুতে, ন উপলিপ্যতে—লিপ্ত হয় না। তথা সর্ব্বত্র—সর্ব্বদেহে অবস্থিতঃ আত্মা, ন উপলিপ্যতে। ৩৩।

আকাশের দৃষ্টান্তে আত্মার নির্লিপ্ততা বুঝাইয়া এক্ষণে সূর্য্যের দৃষ্টান্তে দেখাইতেছেন যে, যাহা অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে, তাহা সেই প্রকাশিত বস্তুর দোষে গুণে লিপ্ত হয় না। যথা—প্রকাশয়তি ইত্যাদি স্পষ্ট। ক্ষেত্রী—ক্ষেত্রজ্ঞ। ৩৪।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ এবম্ অন্তরং—পূর্ব্বোক্ত প্রকারভেদ। ভূতপ্রকৃতি-মোক্ষঞ্চ—এবং ভূতসমূহের প্রকৃতি ও তাহা

এক রবি করে যথা জগৎ প্রকাশ
এক ক্ষেত্রী করে সর্ব্ব ক্ষেত্রের বিকাশ। ৩৪।
এ ভেদ ক্ষেত্রজ্ঞে ক্ষেত্রে, নিরখে যে জ্ঞাননেত্রে,
ভূতসমূহের আর প্রকৃতি যেমন,
যেরূপে তা' হ'তে মোক্ষ, সে ভাব যে করে লক্ষ্য,
সেই মুক্ত ব্রহ্মপদে জুড়ায় জীবন। ৩৫।

হইতে মুক্তির উপায়। যে জ্ঞানচক্ষুষা বিদুঃ—জ্ঞানচক্ষে দেখিতে পায়। তে পরং যান্তি—ব্রহ্ম লাভ করে। ৩৫।

প্রকৃতি পুরুষ অভেদে মিলিত
তার ভেদতত্ত্ব কহিলা শ্রীহরি,
নন্দের নন্দন পরমানন্দন
পরম ঈশ্বরে বন্দনা করি।—শ্রীধর।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ-যোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

গুণত্রয়বিভাগ-যোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥১॥

প্রকৃতি পুরুষ দোঁহে ভিন্ন নয়,
ভিন্ন মনে হয় গুণসঙ্গবশে,
সে ভ্রম নিবারি কহিলা কংসারি
বিস্তারে সংসার-চিত্র চতুর্দ্দশে।—শ্রীধর।

পূর্ব্বে বলিয়াছেন, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বা প্রকৃতি পুরুষের সংযোগেই যাবৎ বস্তুর উৎপত্তি এবং গুণসঙ্গই জীবের সংসারের কারণ। এক্ষণে কিরূপে সেই সংযোগ সাধিত হইয়া জগতের সৃষ্টি হয়; গুণ কি, কি? কোন্ গুণ কি ভাবে জীবকে সংসারে আবদ্ধ করে, ইত্যাদি উপদেশ দিবার ইচ্ছায় তদ্বিষয়ক জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

কহি পুনঃ জ্ঞানোত্তম পরমাত্মজ্ঞান,
যাহা জানি মুনিগণ লভিলা নির্ব্বাণ। ১।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥২॥
মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥৩॥

জ্ঞানানাম্ উত্তমং—যজ্ঞ তপস্যাদি বহু জ্ঞানোপদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান এখানে উপদেশ (শ্রী)। পরমং—পরমাত্ম-নিষ্ঠ। জ্ঞানং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি—পুনর্ব্বার বলিব। যৎ জ্ঞাত্বা সর্ব্বে মুনয়ঃ। ইতঃ—এই দেহ-বন্ধন হইতে (শ্রী)। পরাং সিদ্ধিং গতাঃ—মুক্ত হইয়াছেন। ১।

সাধুগণ ইদং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য, মম সাধর্ম্ম্যম্ আগতাঃ—আমার স্বরূপলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সর্গে অপি—সৃষ্টিকালেও। ন উপজায়ন্তে—উৎপন্ন হয়েন না। প্রলয়ে চ ন ব্যথন্তি—এবং প্রলয়ে দুঃখানুভব্ করেন না। ২।

৩—৪ শ্লোকে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বলিতেছেন। সাংখ্য-দর্শনানুসারেও প্রকৃতি-পুরুষযোগে জগতের উৎপত্তি। কিন্তু নিরীশ্বর সাংখ্য সেই সংযোগের কোন হেতু নির্দ্দেশ করে না। সাংখ্যমতে প্রকৃতি আপনা হইতেই বিকার প্রাপ্ত হইয়া জগৎ-রূপ ধারণ করে। ভগবান্ বলিতেছেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা বশতই সেই সংযোগ সাধিত হয়।

হে ভারত! মহদ্ব্রহ্ম মম যোনিঃ। সর্ব্ব কার্য্য বা সৃষ্ট বস্তু হইতে বৃহৎ, অধিক বলিয়া মহৎ (শং); অথবা

আমার স্বরূপ লভি, এ জ্ঞান-আশ্রয়ে
না জন্মে সৃষ্টিতে, ব্যথা না পায় প্রলয়ে। ২।

দেশ-কাল-অপরিচ্ছন্ন বলিয়া মহৎ (শ্রী)। এবং ব্রহ্ম—বৃন্হ্ বৃদ্ধি হওয়া, বিস্তৃত হওয়া+মন্ ; যাহা এই জগৎ-রূপে বিস্তৃত, তাহা ব্রহ্ম। মহদ্ব্রহ্ম—ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, মায়া (শং)। এই মহদ্ব্রহ্মই পুরাণের আদ্যাশক্তি, মহামায়া,—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ঙ্করী (১৩৷২১ টীকা)। সেই প্রকৃতি মম যোনি—গর্ভাধানস্থান-স্বরূপ (শ্রী)। তস্মিন্—সেই অচেতনা প্রকৃতিতে। অহং গর্ভং দধামি—সর্ব্ব ভূতোৎপত্তির কারণ-ভূত বীজ (শং) জগৎ-বিস্তারের হেতুভূত চিদাভাস, (শ্রী) চেতনাত্মিকা পরা প্রকৃতিকে, ৭৷৫ দেখ, (রামা) নিক্ষেপ করি। প্রলয়ে অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মানুবন্ধ-যুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ আমাতে লীন থাকে (১৫৷৭ দেখ), সৃষ্টি-সময়ে আমি তাহাকে পূর্ব্ব-কর্ম্মানুরূপ ভোগ্য ক্ষেত্র শরীরের সহিত

যা কিছু পদার্থ, পার্থ, আছে এ সংসারে,
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-যোগে, বলেছি তোমারে।
দুয়ের মিলনে এই জগৎ সৃজন,
কে কিন্তু করায় সেই দুয়ের মিলন ?
জড় যে প্রকৃতি, নাই ক্রিয়াশক্তি তার,
পুরুষ, চেতনাশক্তি নিত্য নির্ব্বিকার।
সে দুই—চেতনে জড়ে যে ভাবে মিলন,
যে ভাবে প্রকৃতি-গুণে বদ্ধ জীবগণ,
সে বন্ধন হ'তে জীব কিসে মুক্তি পায় ?
সে পরম তত্ত্বকথা শুন সমুদায়।

সংযোজিত করি (শ্রী)। ততঃ—সেই সংযোগ হইতে। সর্ব্ব ভূতানাম্ সম্ভবঃ ভবতি—উৎপত্তি হয়।

সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার মূলতত্ত্ব সংক্ষেপে বলা হইল। ৮।১৮—১৯ ও ৯।৭—৮ শ্লোকেও কতক বলিয়াছেন। এই সমস্ত উক্তির মর্ম্ম পুরাণের সাহায্যে বেশ বুঝা যায়, যথা—

প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থের উপাদান-কারণীভূত পরমাণুপুঞ্জ পারমেশ্বরী প্রকৃতিতে লীন হয়, এবং প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই পরমাত্মায় লীন হয়। কিন্তু তৎকালে প্রকৃতিলীন ঐ পরমাণুপুঞ্জ পূর্ব্ব সৃষ্টিতে অনুষ্ঠিত কর্ম্মজনিত যে স্বভাব, যাহাকে জীবের অদৃষ্ট বলে, তাহা পরিত্যাগ করে না। যেমন পাপী বা পুণ্যবানের আত্মা

সর্ব্ব সৃষ্ট বস্তু হ'তে যে বস্তু মহৎ,
<u>সৃষ্টি</u> যা হ'তে বিস্তৃত এই বিশাল জগৎ,
<u>প্রক্রিয়া</u> সেজন্য মহৎ ব্রহ্ম বলা হয় যারে,
ত্রিগুণা প্রকৃতি মম জানিবে তাহারে।
সেই যে মহৎ ব্রহ্ম, ভরত-কুমার!
যোনি মম—গর্ভাধান স্থান সে আমার।
পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্ম-কাম-সংস্কার ল'য়ে
বিলীন আমার দেহে রহে যে প্রলয়ে,
সে ক্ষেত্রজ্ঞে দিতে পুনঃ দেহ ভোগাধার
সে যোনিতে গর্ভরূপে করিহে সঞ্চার।
আমার ইচ্ছায় দোঁহে এই যে মিলন,
তাহে হয় সমুদয় ভূতের সৃজন। ৩।

আপন আপন অসৎ বা সৎ কর্ম্ম-জনিত সংস্কার সঙ্গে লইয়াই পরমাত্মায় লীন হয়। ব্রহ্মাণ্ডে কোন বস্তুরই বিনাশ হয় না।

এই যে অবস্থা, যাহাতে প্রকৃতি পুরুষ পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়, পুরাণে তাহাই মহেশ্বরের যোগনিদ্রা।

পুনঃ সৃষ্টিকালে (যোগনিদ্রার অবসানে) আবার ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রকৃতি পুরুষের যোগ ভগ্ন হইয়া পরা ও অপরা প্রকৃতির আবির্ভাব হয়। তখন প্রকৃতি ঐ সমস্ত উপাদান-পরমাণুপুঞ্জের সহিত ঈশ্বর হইতে বিনির্গত হয় এবং ভগবানের অধিষ্ঠান-বশতঃ কালধর্ম্মে তাহার গুণক্ষোভ জন্মে, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যভাব দূর হয়। তখন সৃষ্টির নিমিত্ত উন্মুখতা জন্মে। প্রকৃতি-বিলীন অবশ পরমাণুপুঞ্জ (৯।৮) পূর্ব্বস্বভাব-অনুসারে বিভক্ত হইতে থাকে। ভগবান্ সেই ক্ষুভিতগুণা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক, সৃষ্টির বীজ-স্বরূপ, আপনার অংশভূত চিদাভাসের সংযোগ করেন। এইরূপে ভগবানের ঈক্ষণে চিদাভাসের সংযোগে, প্রকৃতির যে বিকার জন্মে, তাহার নাম মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি। ইহা সত্ত্ব বা জ্ঞানশক্তি-প্রধান। এই মহত্তত্ত্ব আবার চিদাভাসের সংযোগ কালের প্রভাব ও অন্তর্লীন উপাদান-পরমাণুর স্বভাববশে বিকারপ্রাপ্ত হইয়া ক্রিয়া-শক্তিকে জাগরিত করে। রজঃ-প্রধান এই দ্বিতীয় বিকারের নাম অহঙ্কার। ইহাও আবার বিকার প্রাপ্ত হইতে থাকিলে পূর্ব্বোক্ত উপাদান-পরমাণুপুঞ্জ নিজ নিজ গুণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে সাত্ত্বিক

অংশ হইতে মন, এবং যে যে শক্তিবলে চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়গণ রূপাদি বিষয় প্রকাশে সমর্থ হয়, শক্তিভূতা সেই দেবতাগণের ও রাজসিক অংশ হইতে জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি। তামসিক অংশ হইতে সমস্ত জড় পদার্থের বিকাশ। প্রথমে শব্দতন্মাত্র ও তাহা হইতে আকাশ; আকাশ হইতে স্পর্শ-তন্মাত্র ও তাহা হইতে বায়ু; বায়ু হইতে রূপ-তন্মাত্র ও তাহা হইতে তেজ; তেজ হইতে রস-তন্মাত্র ও তাহা হইতে জল; জল হইতে গন্ধ-তন্মাত্র ও তাহা হইতে ভূমির উৎপত্তি। তন্মাত্রা শব্দের অর্থ সূক্ষ্মরূপ (শ্রী) অর্থাৎ যে সূক্ষ্ম উপাদান হইতে যে বস্তুর উৎপত্তি, তাহাই তাহার তন্মাত্রা।

এইরূপে ক্ষিতি আদি পঞ্চ ভূত, গন্ধ আদি পঞ্চ গুণ, দশ ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধির সৃষ্টি হইল। ইহার নাম তত্ত্বসৃষ্টি বা কারণ সৃষ্টি। অনন্তর মূর্ত্তি বা অবয়ব-সংস্থান। ভগবান্ অন্তর্যামী রূপে সেই সমস্তের মধ্যে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদিগের পূর্ব্ব কর্ম্মজনিত স্বভাবকে প্রবোধিত করিয়া, তাহাদিগকে যথাযথ ভাবে সম্মিলিত * ও তাহাতে

* ক্ষিতি আদি পঞ্চ মহাভূত যে যে অনুপাতে মিলিত হইলে লৌকিক ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশের উৎপত্তি, তাহার একটি তালিকাসংগ্রহ দেওয়া হইল।

	ক্ষিতি	জল	তেজ	বায়ু	আকাশ		
ক্ষিতি	॥০	৵০	৵০	৵০	৵০	—	১
জল	৵০	॥০	৵০	৵০	৵০	—	১
তেজ	৵০	৵০	॥০	৵০	৵০	—	১
বায়ু	৵০	৵০	৵০	॥০	৵০	—	১
আকাশ	৵০	৵০	৵০	৵০	॥০	—	১

চৈতন্য প্রদান করেন। তখন তাহারা এক বিরাট পুরুষের আকার ধারণ করে। ঐ বিরাট পুরুষের অনন্ত বাহু, অনন্ত চরণ, অনন্ত উদর, অনন্ত বদন, অনন্ত শির, অনন্ত চক্ষু, অনন্ত কর্ণ, সবই অনন্ত। ইহাই বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরূপ; মহেশ্বরের লীলাক্ষেত্র; সৃষ্টির মহা ভাণ্ডার। অনন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির উপকরণ ইহার অন্তর্নিহিত এবং ভগবানই তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নিজ অংশভূত ক্ষেত্রজ্ঞ জীবকে কর্ম্মানুরূপ ভোগ্য ক্ষেত্রের সহিত সম্মিলিত করেন। প্রথমে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা অবির্ভূত হয়েন।—ভাগবত।

এই ব্রহ্মা সম্বন্ধে, বৃহদারণ্যক উপনিষদের ১।৪।১ শ্রুতির ভাষ্যে শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, যিনি এ কল্পের ব্রহ্মা, তিনি অন্য কল্পের সিদ্ধ জীব। পুরাকালের কোন সাধকোত্তম, যিনি কঠোর সাধনাবলে সমস্ত মায়া মলিনতা পরিহার করিয়া মহেশ্বরে বিলীন হইয়াছিলেন, যখন প্রলয়ান্তে আবার সৃষ্টির উদয় হয়, তখন সেই সিদ্ধপুরুষের আত্মা কোন ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের প্রজাপতিত্বের অধিকার বহন করিবার জন্য, মহেশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া ব্রহ্মারূপে আবির্ভূত হয়েন এবং ভগবৎ-সৃষ্ট পূর্ব্বোক্ত উপকরণ লইয়া ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে থাকেন।

পুরাণের ভাষায় ঐ বিরাট পুরুষই ভগবানের প্রথম অবতার, পুরুষাবতার নামে প্রসিদ্ধ। ঐ পুরুষের নাভিহ্রদ হইতে সহস্র-নাল পদ্ম উদ্ভূত হয়। প্রত্যেক নালে এক একটি সৃষ্টি-পদ্ম, প্রত্যেক পদ্মে এক একজন পদ্মযোনি

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥৪॥

ব্রহ্মা। এইরূপ কত ব্রহ্মা কত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিতেছেন কে তাহার ইয়ত্তা করিবে ? কবি বিদ্যাপতি বলিয়াছেন,—

কত চতুরানন মরি মরি যাওত, ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমায়ত সাগর-লহরীসমানা ॥৩॥

কেবল যে আদি-সৃষ্টি কালে ঈশ্বরাধিষ্ঠিত প্রকৃতি-পুরুষ-যোগে জগতের উদ্ভব, তাহা নহে ; পরন্তু সর্ব্বকালেই ঐশী-প্রেরণা বশতই সর্ব্ব ভূতের উৎপত্তি।

স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বযোনিষু, যাঃ মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি—যাহা কিছু মূর্ত্তিবিশিষ্ট বস্তু উৎপন্ন হয়। মহৎ ব্রহ্ম তাসাং যোনিঃ—মাতৃস্থানীয়া। অহং বীজপ্রদঃ পিতা—গর্ভাধানকর্ত্তা (শ্রী) ; আমি সেই সেই মূর্ত্তিতে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুযায়ী চেতনবর্গের সংযোজক (রামা)। ৪।

স্পষ্টির আরম্ভ মাত্র এই ভাবে নয়,
সর্ব্বদা সকল সৃষ্টি এ'রূপেই হয়।
দেবতা-দানব-যক্ষ-রাক্ষস কিন্নর
নর-পশু-পক্ষী আর বৃক্ষাদি স্থাবর
চরাচরে সমস্ত যোনিতে, কুন্তি-সুত !
স্থূল সূক্ষ্ম মূর্ত্তি হয় যা' কিছু উদ্ভূত।
মহৎ ব্রহ্ম—মহামায়া, মাতৃরূপা তার,
বীজপ্রদ পিতা, পার্থ, আমিই তাহার। ৪।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥৫॥

সৃষ্টি-প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বলিয়া পরে ঈশ্বরাংশ জীব যে সমস্ত গুণময় ভাবে সংসারে আবদ্ধ, ৫ হইতে ১৮ শ্লোকে সেই গুণ,—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনের বিষয় বলিতেছেন।

হে মহাবাহো! প্রকৃতি-সম্ভবাঃ সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি গুণাঃ—প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, "গুণ" এই পারিভাষিক নামে অভিহিত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, তিন পদার্থ; ৭।১২ টীকা দেখ। অব্যয়ং দেহিনং নিবধ্নন্তি—দেহাভিমানী জীব, যাহা প্রকৃতপক্ষে অব্যয়, নির্ব্বিকার, তাহাকে বদ্ধ করে; সুখ দুঃখ মোহাদি নানা পাশে আবদ্ধ করে। সুখ দুঃখাদি ক্ষেত্র বা শরীরের ধর্ম্ম (১৩।৭ দেখ); কিন্তু জীব দেহের সহিত অভেদভাবে থাকায় (১৩।২২) দেহধর্ম্ম সুখ দুঃখাদির প্রসঙ্গে আপনাকে সুখী দুঃখী মনে করে।

আমরা মনে করি যে আমরা নিজেই সমস্ত কর্ম্ম করি; বাস্তবিক তাহা নহে। আমরা গুণত্রয়ের বশে, তাহাদের প্রেরণানুসারে, সমস্ত করিয়া থাকি।৫।

এই ভাবে আমা হ'তে লভি কলেবর
গুণত্রয় শুন হে, যে ভাবে ভ্রমে সংসার-ভিতর।
জীবের সত্ত্ব রজ তম তিন, প্রকৃতি-সম্ভূত
বন্ধন "গুণ" এই নামে হয় যাহারা বিদিত
দেহী জীবে বদ্ধ করে, কৌরবকুমার।
যদিও সে স্বরূপত মুক্ত নির্ব্বিকার।৫।

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥৬॥

এক্ষণে কোন গুণ কি ভাবে জীবকে বদ্ধ করে তাহা বলিতেছেন। তত্র সত্ত্বং—সেই তিনের মধ্যে সত্ত্ব পদার্থ। নির্ম্মলত্বাৎ—নির্ম্মল, স্বচ্ছ বলিয়া। প্রকাশকম্—যেমন সূর্য্য স্বয়ং নির্ম্মল, উজ্জ্বল এবং অন্য বস্তুকে উজ্জ্বলিত করিয়া প্রকাশিত করে, তদ্রূপ সত্ত্ব গুণ আপনি নির্ম্মল ও অন্য বস্তুকে উজ্জ্বলিত করিয়া প্রকাশিত করে। এবং তাহা অনাময়ং—নিরুপদ্রব, শান্তভাবাপন্ন; সুতরাং সত্ত্বের বিকাশে হৃদয়ে সুখ বোধ হয়। এই হেতু সত্ত্বগুণ স্বকার্য্য, সুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ বধ্নাতি—শান্তভাবাপন্ন বলিয়া সুখ জন্মাইয়া এবং প্রকাশক বলিয়া জ্ঞান জন্মাইয়া সুখের ও

যে গুণে যে ভাবে দেহী দেহে বদ্ধ হয়
সত্ত্বগুণ — অতঃপর সংক্ষেপতঃ শুন সমুদয়।
জ্ঞানসুখ — সত্ত্ব নামে যে পদার্থ সে তিন মাঝারে
ইহার — অতিশয় নিরমল জানিবে তাহারে;
ধর্ম্ম — বিবিধ বস্তুকে তাহা প্রকাশিত করি
জন্মায় বিবিধ জ্ঞান, কৌরব-কেশরি।
সত্ত্বের অপর গুণ, তাহা শান্তিময়,
তাহাতে অন্তরে হয় সুখের উদয়।
সুখ আর জ্ঞান সত্ত্ব জন্মায়ে অন্তরে
সুখী জ্ঞানী অভিমানে জীব বদ্ধ করে।৬।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥৭॥

জ্ঞানের অভিমানে বদ্ধ করে। জীব, আমি সুখী আমি জ্ঞানী ভাবিয়া, সংসারে বদ্ধ হয়। ৬।

হে কৌন্তেয়! রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি—রজোগুণকে রাগাত্মক, রাগই যাহার স্বরূপ (মধু) অথবা রাগের হেতুভূত (রামা) জানিও। তৃষ্ণাসঙ্গ-সমুদ্ভবং—ইহা হইতে তৃষ্ণা ও সঙ্গ বা আসঙ্গের উৎপত্তি। তৎ—সেই রজোগুণ। কর্ম্মসঙ্গেন—কর্ম্মাসক্তির দ্বারা। দেহিনং নিবধ্নাতি। রজোগুণবশে জীব সুখলাভের আশায় নানা কর্ম্মে আসক্ত হয়; কিন্তু সুখ প্রাপ্ত হয় না। সুখ সত্ত্বের ধর্ম্ম।

রাগ, তৃষ্ণা, আসঙ্গ—এই তিন একই ভাবের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র। রূপ রসাদি বিষয় ইন্দ্রিয় বা মনের বিষয়ীভূত হইলে, তাহাতে হৃদয়ে একটি দাগ পড়ে, যেমন গৈরিকাদি-সংযোগে বস্ত্রখণ্ড রঞ্জিত হয়। ইহার নাম

ভোগের সামগ্রী যত আছে ত্রিভুবনে
সে সবের উপভোগে স্মরণে চিন্তনে
রজোগুণ রঞ্জিত—অঙ্কিত হয় জীবের হৃদয়
বস্ত্রখণ্ড গৈরিকাদ-যোগে যথা হয়।
রাগ তৃষ্ণা হৃদয়ের এ যে ভাব, রাগ নাম তার,
ইহার রজোগুণ হ'তে হয় এ ভাব সঞ্চার।
ধর্ম্ম রজের স্বরূপ ইহা; ইহা হ'তে হয়
ইষ্ট বস্তু-উপভোগে তৃষ্ণার উদয়।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥৮॥

রাগ বা রঞ্জনা, রং করা (৭।১১)। সেই ভাব প্রীতিকর বোধ হইল তাহা পাইবার জন্য ইচ্ছা উপস্থিত হয়; এবং ইচ্ছা হইতে আসঙ্গ বা আসক্তি জন্মে। ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ ইত্যাদি (২।৬৪)। চিত্ত যেন তাহাতে সংলগ্ন হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য তৃষ্ণা বা লালসার উদয় হয়। আসঙ্গ—আ+সন্‌জ্ আলিঙ্গন করা+ঘঞ্। যে বৃত্তির দ্বারা চিত্ত প্রাপ্ত অভিলষিত বস্তুতে প্রীতিযুক্ত হইয়া সংলগ্নবৎ হয়, তাহার নাম আসঙ্গ বা আসক্তি।৭।

তমঃ তু অজ্ঞানজং বিদ্ধি—প্রকৃতির যাহা আবরণী শক্তি, যাহা পদার্থ-সকলের যথাযথ জ্ঞান লাভে বাধা উৎপাদন করে, তাহা অজ্ঞান; ইহা সত্ত্বের বিপরীত। তমঃ সেই অজ্ঞানাংশ হইতে উৎপন্ন জানিও (শ্রী)। অতএব তাহা সর্ব্বদেহিনাং মোহনং—সর্ব্ব জীবের মোহজনক, ভ্রান্তির

সে বস্তু পাইলে প্রীতি জনমে অন্তরে
অনুরাগে মন তারে আলিঙ্গন করে,
অবিরত লগ্নমত তার সনে রয়;
আসঙ্গ তাহার নাম, কৌরব-তনয়!
এই তৃষ্ণা এ আসঙ্গ—এরই বশে, হায়!
কর্ম্মাসক্ত জীব যত সুখের আশায়।
এইভাবে কর্ম্মাসক্তি জাগায়ে অন্তরে
রজোগুণ, হে কৌন্তেয়! জীবে বদ্ধ করে।৭।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
তমস্তু জ্ঞানমাবৃত্য প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥৯॥

আকর। তৎ—সেই তমঃ। প্রমাদ-আলস্য-নিদ্রাভিঃ বধ্নাতি। প্রমাদ—অনবধানতা। আলস্য—অনুদ্যম। নিদ্রা—অবসাদবশতঃ বুদ্ধির ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের উপরম।৮।

পূর্ব্বোক্তের মধ্যেও আবার যাহার যাহা বিশেষ গুণ, তাহা বলিতেছেন। শোক-দুঃখাদির বহু কারণ বিদ্যমান থাকিতেও সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি—জীবকে সুখাভিমুখী করে। আবার সুখ সন্তোষাদির কারণ স্বভাবতঃ বিদ্যমান সত্ত্বেও

প্রকৃতির আবরণী শক্তি যা' অর্জ্জুন।
<u>তমোগুণ</u> তাহাই অজ্ঞান, তাহে জন্মে তমোগুণ।
দেহধারী যত জীব সংসার ভিতর,
<u>নিদ্রালস্য</u> এই গুণ তাঁহাদের ভ্রান্তির আকর,
<u>প্রমাদ</u> প্রমাদ আলস্য নিদ্রা প্রকটিত করি
<u>ইহার ধর্ম্ম</u> পুরুষে আবদ্ধ করে, ভরত-কেশরি।৮।
ত্রিগুণের ধর্ম্ম এই, কুরুবংশধর!
<u>ত্রিগুণের</u> বিশেষ যে গুণ যার শুন অতঃপর।
<u>বিশেষ</u> বিবিধ দুঃখের হেতু থাকিতে সংসারে
<u>ধর্ম্ম</u> সত্ত্বগুণ জীবে সুখে অনুরক্ত করে।
নব নব সুখ লাভ তরে, হে অর্জ্জুন!
জীবে কর্ম্মে অনুরক্ত করে রজোগুণ।
জ্ঞানে সমাবৃত করি তমোগুণ আর
করে, পার্থ! নিদ্রালস্যপ্রমাদ-সঞ্চার। ৯।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥

রজঃ—রজোগুণ। নব নব সুখ লাভের জন্য জীবকে কর্ম্মণি সঞ্জয়তি—কর্ম্মে অনুরক্ত করে। তমঃ তু, জ্ঞানম্ আবৃত্য—উপদেশলব্ধ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া। প্রমাদে সঞ্জয়তি উত—অনবধানতাদিতে সংযুক্ত করে। উত—ইত্যাদি, অর্থাৎ আলস্য নিদ্রাদি।৯।

এরূপ হওয়ার কারণ, সর্ব্ব সময়ে তাহারা সমভাবে থাকে না। স্বভাব বা পূর্ব্ব কর্ম্মবশে (রামা) কখন, রজ ও তমকে অভিভূয়—দুর্ব্বল করিয়া। সত্ত্বং ভবতি—সত্ত্ব প্রবল হয়। কখন সত্ত্ব ও তমকে দুর্ব্বল করিয়া রজঃ, আর কখন সত্ত্ব ও রজকে দুর্ব্বল করিয়া তমঃ প্রবল হয়। ১০।

সত্ত্বাদি বর্দ্ধিত হইলে যে যে বিশেষ লক্ষণ হয়, তাহা বলিতেছেন। অস্মিন্ দেহে, সর্ব্বদ্বারেষু—জ্ঞানের দ্বার-স্বরূপ চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকলে। যদা প্রকাশে (সতি)—

এরূপ যে হয়, তার কারণ, অর্জ্জুন।
সর্ব্ব কালে সমভাবে না রয় ত্রিগুণ।
রজ আর তমোগুণে করিয়া দুর্ব্বল
পূর্ব্ব-কর্ম্মবশে সত্ত্ব কভু বা প্রবল।
তমঃ সত্ত্বে হীন করি কভু রজোগুণ,
হীন করি সত্ত্ব রজে কভু তমোগুণ। ১০।

যখন বস্তুতত্ত্ব যথাযথ প্রকাশিত হইলে। জ্ঞানম্ উপ-জায়তে—জ্ঞানের বিকাশ হয় (রামা)। তদা সত্ত্বং বিবৃদ্ধম্ ইতি বিদ্যাৎ—তখন সত্ত্ব বলবান্ জানিবে। উত—আরও, অর্থাৎ সুখ প্রভৃতি লক্ষণদ্বারাও সত্ত্বের বৃদ্ধি জানিবে।

সত্ত্ব বৰ্দ্ধিত হইলে সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়শক্তি বলবতী হয়। সাত্ত্বিকের চক্ষু অন্যের চক্ষু অপেক্ষা অধিক রূপগ্রাহী; তাহার কর্ণ অন্যের কর্ণ অপেক্ষা অধিক শব্দগ্রাহী ইত্যাদি। যে সকল হইতে সাধারণে কিছুই জ্ঞান লাভ

নয়ন, শ্রবণ আদি ইন্দ্রিয়-নিকর
এ দেহে জ্ঞানের দ্বার যাহা, নরবর!
সত্ত্বগুণের লক্ষণ
সে সকলে রূপ, রস গন্ধাদি বিষয়
যথাযথ প্রকাশিত হ'লে সমুদয়,
জ্ঞানের বিকাশ হয় হৃদয়ে যখন,
সত্ত্ব গুণ, বলবান জানিবে তখন।
নয়ন শ্রবণ আদি ইন্দ্রিয় সকল
সত্ত্ব বলবানে, হয় অধিক প্রবল;
রূপজ্ঞানে সমধিক নিপুণ নয়ন,
শব্দবোধে পটুতর প্রখর শ্রবণ,
সমধিক রসগ্রাহী রসন-ইন্দ্রিয়,
ঘ্রাণে পটুতর নাসা, স্পর্শে স্পর্শেন্দ্রিয়।
অন্যের অধিক জ্ঞান সত্ত্বগুণী পায়
সুখ-শান্তি-বিকাশেও সত্ত্ব জানা যায়। ১১।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥১২॥
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥

করিতে পারে না, সাত্ত্বিক ব্যক্তি সে সকল হইতেও অনেক জ্ঞান লাভ করে। ১১।

রজসি বিবৃদ্ধে—রজো বর্দ্ধিত হইলে। এতানি—এই সকল লক্ষণ। জায়ন্তে। যথা, লোভঃ—অন্যায্য বিষয়-স্পৃহা। প্রবৃত্তিঃ—নিষ্প্রয়োজনেও সতত কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকা। কর্ম্মণাম্ আরম্ভঃ—উদ্যমের সহিত বৈষয়িক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া। আরম্ভ—উদ্যম (মধু)। অশমঃ—ইহা করিয়া পরে আবার ইহা করিব, এইরূপ আকাঙ্ক্ষার অনিবৃত্তি। স্পৃহা—লালসা। ১২। *

তমসি বিবৃদ্ধে এতানি জায়ন্তে। অপ্রকাশঃ—জ্ঞান

রজোগুণ বলবান অন্তরে যখন
রজোগুণের দেখিবে, ভরতর্ষভ! এ সব লক্ষণ,—
লক্ষণ অন্যায্য কামনা চিত্তে অর্থলাভ তরে,
প্রয়োজন নাই তবু সদা কর্ম্ম করে,
উদ্যমে বিষয়কর্ম্মে রত নিরন্তর,
এ কর্ম্ম করিয়া পুনঃ করিব অপর,
এরূপ ইচ্ছায় চিত্ত সতত আকুল
ভোগ্য-বস্তু-লালসায় হৃদয় ব্যাকুল। ১২।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

না জন্মান। অপ্রবৃত্তিঃ—কর্ম্মে অচেষ্টা। প্রমাদঃ—অনবধানতা। মোহঃ—জ্ঞাতব্য বিষয়ের অযথা জ্ঞান।১৩।

দেহভৃৎ--দেহধারী জীব। যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে প্রলয়ং যাতি—সত্ত্ববৃদ্ধিকালে মৃত হয়। তদা উত্তমবিদাম্ অমলান্ লোকান্—ব্রহ্মাদি দেবগণের নাম উত্তম; তাহাদের সেবক, উত্তমবিৎ। তাঁহারা যে লোকে গমন করেন, সেই অমল অর্থাৎ রজস্তম বা অজ্ঞানরূপ মলশূন্য দেবলোকাদি। প্রতিপদ্যতে—প্রাপ্ত হয়। ১৪।

রজসি—রজোবৃদ্ধিতে। প্রলয়ং গত্বা। কর্ম্মসঙ্গিষু—

না হয় হৃদয়মাঝে, জ্ঞানের উদয়,
তমোগুণের জনমে যে জ্ঞান, তা'ও যথাযথ নয়,
লক্ষণ প্রমাদ, আলস্য আর,—হে কুরুনন্দন।
তমোবলবানে হয় এ সব লক্ষণ। ১৩।
সত্ত্বগুণবৃদ্ধি কালে যায় যার প্রাণ
পায় রজস্তম হীন দেবলোকে স্থান। ১৪।
রজোগুণ বৃদ্ধিকালে দেহপাত যার
কর্ম্মাসক্ত নরলোকে জন্ম হয় তার।
তমোগুণ বলবানে যদি প্রাণ যায়
তবে সে পশ্বাদি নীচ যোনিতে জন্মায়। ১৫।

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্ ।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬ ॥
সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যলোকে। জায়তে। তথা, তমসি—তমো বৃদ্ধিতে। প্রলীনঃ—মৃত। মূঢ়যোনিষু—পশ্বাদি যোনিতে (শং, শ্রী)। জায়তে—জন্মলাভ করে। ১৫।

সুকৃতস্য কর্ম্মণঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্—সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল অধিকতর সাত্ত্বিক এবং নির্ম্মল অর্থাৎ দুঃখের সংস্পর্শশূন্য (রামা)। আহুঃ—পণ্ডিতেরা বলেন। রজসঃ তু—রাজস কর্ম্মের। ফলং দুঃখং। তমসঃ—তামসিক কর্ম্মের। ফলম্ অজ্ঞানম্। সাত্ত্বিকাদি কর্ম্মের লক্ষণ ১৮ অঃ ২৩—২৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ১৬।

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্ ইত্যাদি স্পষ্ট। ১৭।

সত্ত্বস্থাঃ—সত্ত্বগুণে স্থিত অর্থাৎ সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ।

সাত্ত্বিক যে পুণ্য কর্ম্ম, তার ফলে হয়
ত্রিগুণের　নির্ম্মল সাত্ত্বিক সুখ, সাধুগণে কয়।
বিশেষ　রাজস যে কর্ম্ম, দুঃখ পরিণাম তার,
ধর্ম্ম　তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞান-বিস্তার। ১৬।
সত্ত্ব হ'তে জন্মে জ্ঞান, লোভ রজোগুণে,
অজ্ঞান প্রমাদ আর মোহ তমোগুণে। ১৭।

উর্দ্ধং গচ্ছন্তি—দেবলোকাদি উচ্চলোকে গমন করে। রাজসাঃ মধ্যে—মনুষ্যলোকে। তিষ্ঠন্তি। জঘন্য গুণ, নিকৃষ্ট তমোগুণ, তাহার বৃত্তি, প্রমাদাদি, তাহাতে স্থিতাঃ তামসাঃ জনাঃ অধঃ গচ্ছন্তি—অধস্তন লোক,—পশু, পক্ষী, কীট স্থাবরাদি যোনি, প্রাপ্ত হয় (রামা)।

সংসারে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের স্বভাব কিরূপ, রামকৃষ্ণ পরমহংস একটি উপমাদ্বারা তাহা বুঝাইয়াছেন।

একটা বনের মাঝ দিয়ে একজন যাচ্ছিল। এমন সময় তিন জন ডাকাত এসে তাকে ধ'র্‌লে। সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে। একজন ব'ল্‌লে, একে রেখে আর কি হবে, মেরে ফেল। আর একজন ব'ল্‌লে, না মেরে কাজনি, হাত পা আচ্ছা ক'রে বেন্ধে ফেলে রাখা যাক্‌। এই ব'লে তারা তার হাত পা বেন্ধে ফেলে রাখ্‌লে। তখন সে ভারি কাকুতি মিনতি ক'রে তৃতীয় চোরের কাছে আশ্রয় চাহিলে, তাহাতে তার দয়া হ'ল এবং সে তাহার বন্ধন খুলে দিয়ে সদর রাস্তায় নিয়ে এসে ব'ল্‌লে,—এই রাস্তা ধ'রে পালাও, ঐ তোমার বাড়ী দেখা যাচ্ছে। আমি চোর, আমার আর যাবার যো নাই, পুলিশের ভয়।

সত্ত্বগুণী যিনি, তাঁর উর্দ্ধ গতি হয়
স্বর্গাদি উত্তম লোক লভে সমুদয়।
মধ্যম মনুষ্য লোকে রহে রজোগুণী
নীচ গতি পায় যারা নীচ তমোগুণী। ১৮।

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥১৯॥

এই সংসারই মহা অরণ্য; তার মাঝে সত্ত্ব, রজ, তম তিন ডাকাত জীবের তত্ত্বজ্ঞান কেড়ে লয়। তমোগুণ তাকে বিনাশ ক'র্‌তে চায়, রজোগুণ সংসারে বদ্ধ করে; সত্ত্বগুণের আশ্রয় নিলে রজ ও তমোগুণের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। সে কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ রূপ সংসারের বন্ধন খুলে দেয়। কিন্তু সেও চোর, তত্ত্বজ্ঞান ফিরে দেয় না। তবে বাড়ী যাবার, জীবের পরম ধামে যাবার পথে তুলে দিয়ে বলে, ঐ দেখ তোমার বাড়ী, আর এই তার পথ, চলে যাও। যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান, সেখান থেকে সত্ত্বগুণও অনেক দূরে।—কথামৃত। ১৮।

৫—১৮ শ্লোকে গুণত্রয়ের বিবরণ বলা হইল। ৭ম অঃ ১২—১৪ শ্লোকেও কথঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। জীব যদা দ্রষ্টা (ভূত্বা)—সম্যক্‌দর্শী হইয়া (শ্রী) অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব সকল যথাযথ বুঝিয়া। গুণেভ্যঃ অন্যং কর্ত্তারং ন অনুপশ্যতি—গুণত্রয় ভিন্ন অন্যকে কর্ত্তা বলিয়া দেখে না; দেহ, ইন্দ্রিয়াদি

ত্রিগুণের তত্ত্ব যাহা কহিনু তোমায়
জ্ঞানবান্‌ তার মর্ম্ম বুঝি সমুদায়
দেখে যবে, দেহাদির ধরিয়া আকার
গুণত্রয়ই সর্ব্ব কর্ম্ম করে অনিবার,
অন্য কর্ত্তা নাই,—দেখে আত্মায় নির্গুণ,
তখন সে ব্রহ্মভাব পায়, হে অর্জ্জুন। ১৯।

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥
অর্জ্জুন উবাচ।
কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

আকারে পরিণত গুণত্রয়কেই সর্ব্ব কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া বুঝিতে পারে। এবং গুণেভ্যঃ চ পরং বেত্তি—গুণসমূহ হইতে স্বতন্ত্র, গুণাতীত যে আত্মা, তাহাকে জানিতে পারে। তখন সে মদ্ভাবম্ অধিগচ্ছতি—ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। ১৯।

পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানলাভ হইলে দেহী—জীব। দেহ সমুদ্ভবান্—দেহাদির উদ্ভব যাহা হইতে; দেহোৎপত্তির বীজভূত (শং)। এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীত্য—অতিক্রম করিয়া। এবং তৎকৃত জন্ম-মৃত্যু-জরা-জনিত দুঃখৈঃ বিমুক্তঃ—মুক্ত হইয়া। অমৃতম্ অশ্নুতে—মোক্ষ লাভ করে। বিমুক্ত—৫।২৮ টীকা দেখ। ২০।

গুণাতীত ব্যক্তিই মোক্ষলাভে সমর্থ, ইহা শুনিয়া অর্জ্জুন বলিতেছেন হে প্রভো! মনুষ্য কৈঃ লিঙ্গৈঃ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ ভবতি। তিনি কিমাচারঃ। কথং চ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্ততে? লিঙ্গ—চিহ্ন। ২১।

সেই পারে অতিক্রম করিতে অর্জ্জুন!
দেহোৎপত্তি-বীজভূত এই যে ত্রিগুণ।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখে মুক্ত হ'য়ে যায়,
মোক্ষামৃতরসপানে জীবন জুড়ায়। ২০।

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥

২২—২৭ শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। হে পাণ্ডব! গুণাতীত ব্যক্তি, সত্ত্বকার্য্য প্রকাশম্ (১৪।৬),

---

অর্জ্জুন কহিলেন।

ত্রিগুণ-অতীত যিনি কি তাঁর লক্ষণ,
কেমন তাঁহার প্রভু, কহ আচরণ ?
কি উপায়ে এ ত্রিগুণ অতিক্রান্ত হয়
কৃপা করি দাসে তব কহ, দয়াময়!।২১।

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের করেছি বর্ণন
গুণাতীতের　গুণাতীত পুরুষের তাহাই লক্ষণ।
লক্ষণ　জ্ঞান, সুখ, শান্তি, তি ভাসে সত্ত্ব গুণে,
রজে কার্য্যে প্রবৃত্তি, ও মোহ তমোগুণে ;
ইত্যাদি যা ত্রিগুণের কার্য্য সমুদয়
কখন প্রবৃত্ত কভু নিবৃত্ত বা হয়।
স্বভাবতঃ যবে হয় তা'দের উদয়
দুঃখের আশঙ্কা করি বিরক্ত না হয়।
অথবা নিবৃত্ত হ'লে, আবার না চায়
সুখের সাধন ভাবি সেই সমুদায়।
গুণাতীত পুরুষের এ সব লক্ষণ,
অতঃপর কহি শুন তাঁর আচরণ।২২।

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ ॥

রজঃকার্য্য প্রবৃত্তিং (১৪।৭) ও তমঃকার্য্য মোহম্ এবং চ (১৪।৮) সংপ্রবৃত্তানি—এ সকল স্বতঃ উপস্থিত হইলে। ন দ্বেষ্টি—সে সকল হইতে দুঃখ উৎপন্ন হইতে পারে ভাবিয়া, তৎপ্রতি দ্বেষ করে না। এবং নিবৃত্তানি—তাহারা স্বতঃ নিবৃত্ত হইলে। ন কাঙ্ক্ষতি—সে সকল হইতে সুখলাভ হইতে পারে ভাবিয়া, তাহাদের প্রাপ্তি ইচ্ছা করে না। স গুণাতীতঃ উচ্যতে, ২৫ শ্লোকের সহিত অন্বয়। এখানে প্রকাশাদির উল্লেখ উপলক্ষণ মাত্র, এতদ্দ্বারা সমস্ত গুণকার্য্য লক্ষিত হইয়াছে (শ্রী)। ২২।

২৩—২৫ শ্লোকে গুণাতীতের আচরণ বলিতেছেন। যঃ উদাসীনবৎ আসীনঃ—উদাসীনের ন্যায় নিরপেক্ষ। এবং গুণৈঃ—গুণকার্য্য সুখ দুঃখাদিতে। ন বিচাল্যতে। এবং গুণাঃ বর্ত্তন্তে—গুণত্রয়ই দেহ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়বিষয়াদির আকারে পরিণত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে, আত্মা নহে (শং)। ইতি যঃ অবতিষ্ঠতি—এরূপ জানিয়া যে স্থিতি করে। এবং ন ইঙ্গতে—বিচলিত হয় না। স গুণাতীতঃ উচ্যতে। অবতিষ্ঠতি, পরস্মৈপদ আর্ষ। ২৩।

কোন ভাবে পক্ষপাতী সংসারে যে নয়,
সুখ দুঃখাদিতে কভু চঞ্চল না হয়,
গুণত্রয় মাত্র এই যত কর্ম্ম করে
ইহা জানি বিচলিত না হয় অন্তরে।২৩।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥২৪॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥২৫॥
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥২৬॥

তিনি সম-দুঃখ-সুখঃ। কারণ তিনি স্বস্থঃ—আপন স্বরূপে স্থিত অর্থাৎ প্রসন্ন (শং)। শেষ স্পষ্ট। লোষ্ট্র—ঢিল। অশ্ম—প্রস্তর। ধীর—ধীমান্ (শং)। সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী—১২।১৬ দেখ। ২৪—২৫।

এই গুণাতীত ভাব-লাভের উপায় ভক্তি। অব্যভি-চারেণ ভক্তিযোগেন যঃ মাং চ সেবতে—অবিচল ভক্তিতে যে আমারই সেবা করে। চ শব্দ নিশ্চয়ার্থে (শ্রী)। স এতান্ গুণান্ সমতীত্য—অতিক্রম করিয়া। ব্রহ্মভূয়ায়

সুখ দুঃখ তুল্য দুই, প্রসন্ন হৃদয়,
কাঞ্চন, পাষাণ, লোষ্ট্র,—তুল্য সমুদয়,
ধীর যিনি, অপ্রিয় বা প্রিয় সমজ্ঞান,
নিন্দা বা প্রশংসা যাঁর উভয় সমান। ২৪।
মান আর অপমান সমান যাঁহার,
শত্রু মিত্র—উভয়েই তুল্য ব্যবহার,
কামবশে কোন কর্ম্ম করে না কখন,
গুণাতীত বলে তাঁরে শাস্ত্রবিদ্গণ। ২৫।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥২৭॥

ইতি গুণত্রয়বিভাগ-যোগঃ নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

কল্পতে—ব্রহ্মভাব বা মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। মামেব যে প্রপদ্যন্তে ইত্যাদি ৭।১৪ দেখ। ২৬।

মদ্ভক্তিদ্বারা যে মোক্ষলাভ, হয় তাহার কারণ (হি), অহং ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা—পর্য্যাপ্তি ; ব্রহ্ম আমি ভিন্ন অন্য কিছু নহে ; আমিই ব্রহ্ম। আর আমিই অব্যয়স্য অমৃতস্য চ প্রতিষ্ঠা—নিত্য যে মোক্ষ তাহাও আমাতে পর্য্যবসিত ;

অনন্যা ভকতি-যোগে যে জন আমায় সেবে
ত্রিগুণের অতীত সে হয় ;
অতিক্রমি গুণত্রয় সেই ভক্ত যোগ্য হয়
মোক্ষধাম লাভে, ধনঞ্জয়। ২৬।
কারণ, অর্জ্জুন! আমিই সে ব্রহ্ম,
যাঁহাকে পাইলে মোক্ষ লাভ হয় ;
সংসারের ক্লেশ যা হ'তে নিঃশেষ
আমি হই সেই কৈবল্য অক্ষয় ;
মোক্ষের সাধন ধর্ম্ম সনাতন,
আমাকেই পাওয়া তার পরিণাম ;
যে সুখ অখণ্ড, পরম আনন্দ,
আমাতেই তাহা রহে, গুণধাম। ২৭।

মৎপ্রাপ্তিই মোক্ষ। এবং মোক্ষের সাধনভূত শাশ্বতস্য, ধর্ম্মস্য চ প্রতিষ্ঠা—সনাতন ধর্ম্মও আমাতে পর্য্যবসিত; আমাকে লাভ করাই ধর্ম্মের চরম ফল। ঐকান্তিকস্য সুখস্য চ প্রতিষ্ঠা—সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বকালে বিদ্যমান যে অখণ্ড সুখ, আমিই তাহার পর্য্যাপ্তি; আমাকে পাইলেই সেই সুখলাভ হয়; (মধু)। শঙ্করের ব্যাখ্যা,—আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। সেই ব্রহ্ম কিরূপ? তিনি অমৃত—অবিনাশী; অব্যয়—নির্ব্বিকার; শাশ্বত—নিত্য; ধর্ম্ম—জ্ঞানযোগরূপ ধর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্য এবং ঐকান্তিক 'সুখ-স্বরূপ। মর্ম্মার্থ একই। ২৭

কৃষ্ণাধীন গুণত্রয়ে ভ্রান্ত-জীব মুগ্ধ হ'য়ে
সংসার-সাগর মাঝে ভাসে,
কৃষ্ণে যার ভক্তি রয় সুখে সে উত্তীর্ণ হয়,—
কংসারি কহিলা চতুর্দ্দশে।—শ্রীধর।

গুণত্রয়বিভাগ-যোগ নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

পুরুষোত্তম-যোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১॥

না হ'লে বৈরাগ্যোদয় পরিস্ফুট নাহি হয়
আত্মজ্ঞান ভক্তি আর হৃদয়ে কখন,
তাই প্রভু পঞ্চদশে দিলা ভক্তে কৃপাবশে
বৈরাগ্য বাটনামাখা জ্ঞানের ব্যঞ্জন।—শ্রীধর।

৭।১৪ এবং ১৪।২৬ শ্লোকে বলিয়াছেন, ঐকান্তিকী ভক্তিযোগে যে আমাকে আশ্রয় করে সেই মৎপ্রসাদ-

---

শ্রীভগবান কহিলেন।

নিত্য মুক্ত জীব প্রকৃতির বশে
সংসারে আবদ্ধ হয়,
কিবা সে সংসার? কি স্বরূপ তার?
কোথা তার মূল রয়;
জীব বা কি ভাবে আসি এই ভবে
ঘুরে ফিরে বার বার,—
কিরূপে মোচন তাহার বন্ধন?
শুন, পার্থ! তত্ত্ব তার।

লব্ধ জ্ঞানে (১০। ১০ দেখ) আমাকে লাভ করিতে পারে। কিন্তু সংসারাসক্তি দূরীভূত না হইলে সেই ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ হয় না। অতএব সংসারের অসারতা দেখাইয়া তাহাতে বৈরাগ্য-উৎপাদনের জন্য রূপক অলঙ্কারে সংসার-বৃক্ষের বর্ণনা করিতেছেন।

ঊর্দ্ধমূলম্—ঊর্দ্ধ, উৎকৃষ্ট, ক্ষর ও অক্ষর—জড় ও চেতন হইতে উত্তম, পুরুষোত্তম ভগবান্ যাহার মূলস্বরূপ।

"শ্ব" অর্থে প্রভাত। তাহা শ্বথ,—যাহা
প্রভাত পর্য্যন্ত রহে,
প্রভাত পর্য্যন্ত স্থিতি নাই যার
সংসার তাহারে "অশ্বত্থ" কহে।
বৃক্ষ এই যে সংসার প্রভাত পর্য্যন্ত
রয় কিম্বা নাহি রয়,
তাই জ্ঞানিগণ অশ্বত্থ যেমন
কহে তারে, ধনঞ্জয়!
মহাবৃক্ষাকার এই যে সংসার
ভগবান্ মূল তার,
ব্রহ্মাদি সমস্ত চরাচর যত
শাখা প্রশাখাদি আর।
ঊর্দ্ধ-মূল তরু; ভগবান্ মূল
ঊর্দ্ধদেশে স্থিতি করে,
নিম্নভাগে রয় শাখা প্রশাখাদি—
বিরচিত ক্ষরাক্ষরে।

এবং অধঃশাখম্—অধঃ, অর্ব্বাচীন; সেই ভগবান্ হইতে নিকৃষ্ট; ক্ষর ও অক্ষরে রচিত ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সর্ব্ব বস্তু (১৬—১৮ শ্লোক দেখ) যাহার শাখাস্বরূপ। আর যদিও ইহা অচিরস্থায়ী তথাপি অনাদিকাল হইতে প্রবাহরূপে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া অব্যয়ং—নিত্য। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বা প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগেই যখন সংসারের সৃষ্টি (১৩। ২৭) এবং সেই প্রকৃতি-পুরুষ যখন অনাদি ভগবানের অনাদি শক্তি (১৩। ২০) তখন সৃষ্টিকেও অনাদি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; নতুবা ঈশ্বরেরও অনাদিত্বে হানি হয়। এতাদৃশ সংসার বিনশ্বর বলিয়া অশ্বত্থং প্রাহুঃ—অশ্বত্থ নামে

বেদ পত্র তার ;— বৈদিক কর্ম্মের
আশ্রয়ে সংসারী রয়,
যেমন বৃক্ষের স্নিগ্ধ পত্র-ছায়ে
পরাণী লভে আশ্রয় ;
যথা পত্রগণ বৃক্ষের জীবন,
তেমনি, হে নরবর !
বেদের বিধানে সংসার-বিধান
অব্যাহত নিরন্তর।
যদিও নশ্বর, তবু তরুবর
প্রবাহরূপে অক্ষয়,
এই তরুবরে যে জানিতে পারে
সেই বেদবেত্তা হয়। ১।

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা, গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি, কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥২॥

কথিত হয়। যাহা শ্ব অর্থাৎ প্রভাত পর্য্যন্ত থাকিবে তাহা শ্বথ। ন শ্বথ—অশ্বথ, যাহা প্রভাত পর্য্যন্তও থাকিবে না। ছন্দাংসি—বেদ সকল অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্মবিধি সমূহ। যস্য পর্ণানি—যাহার পত্রস্থানীয়। উদ্ভিদেরা পত্রদ্বারা বায়ুস্থ অম্লজান অংশ (nitrogen) গ্রহণ করে। অম্লজান উদ্ভিদ-জীবনে বিশেষ প্রয়োজনীয় পদার্থ। যত দিন পত্র থাকে, বৃক্ষও তত দিন সজীব থাকে। তদ্রূপ বেদবিধি যত দিন থাকিবে, তত দিন ধর্ম্মাধর্ম্ম-কর্ম্মফল-প্রকাশহেতু সংসারও থাকিবে (শং)। অথবা বৃক্ষের পত্র-ছায়া যেমন জীবের আশ্রয় হয়, বৈদিক কর্ম্মবিধিও তদ্রূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রতিপাদন-দ্বারা, ছায়ার ন্যায় সমস্ত সংসারী জীবের আশ্রয় হয় (শ্রী)। তং যঃ বেদ—ঈদৃশ সংসার-বৃক্ষকে যে জানে। স বেদবিৎ—বেদের মর্ম্মবেত্তা। ঈশ্বর সংসারবৃক্ষের মূল ও ব্রহ্মাদি সমস্ত শাখাস্থানীয়। ইহা অচিরস্থায়ী, তথাপি প্রবাহরূপে নিত্য। বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে ইহার স্থিতি; সংসারে থাকিয়াই বেদোক্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করা যায় বলিয়া, ইহা সেব্যও বটে এবং ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা ইহা ছিন্ন হয়। ইহাই বেদের মর্ম্ম। যে ইহা বুঝে সেই বেদবিৎ (শ্রী)।১।

অস্য—সেই সংসারবৃক্ষের। শাখাঃ অধঃ ঊর্দ্ধং চ প্রসৃতাঃ—ব্রহ্মাদি সর্ব্ব জীবই শাখাস্থানীয়; তন্মধ্যে পাপ-কর্ম্মাগণ অধোলোকে পশ্বাদি যোনিতে এবং পুণ্যকর্ম্মাগণ

ঊর্দ্ধ লোকে দেবাদি যোনিতে, এইরূপে উভয় দিকে ঐ শাখা সকল বিস্তৃত। গুণপ্রবৃদ্ধাঃ—যেমন জলসেকে বৃক্ষ বর্দ্ধিত, তদ্রূপ সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়সংযোগে তাহারা বর্দ্ধিত। বিষয়প্রবালাঃ—বৃক্ষের পক্ষে যেমন প্রবাল বা নবীন পত্র সকল, সংসারের পক্ষে তদ্রূপ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ ভোগ্য বিষয়। নবীন পত্র সকল যেমন

পুণ্য কর্ম্মশীল দেবতা প্রভৃতি,
ঊর্দ্ধগামী শাখা তারা,
নিম্নগামী শাখা নীচ কর্ম্মবশে
নীচ যোনি ভ্রমে যারা।
এই রূপে তা'র ঊর্দ্ধে অধে আর
বিস্তৃত শাখা-নিকর,
জলসেকে যথা তিন গুণে তথা
পরিপুষ্ট নিরন্তর।
রূপ, গন্ধ, রস শব্দ ও পরশ—
ভোগের সামগ্রী যত
যেন সুকোমল কিশলয়-দল
শোভে তায় অবিরত ;
তৃষ্ণা-রাগ-দ্বেষ যাহারা অশেষ
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মে যত
এ নরভুবনে ! পুন নরগণে
প্রবৃত্ত করে সতত,

বৃক্ষের শোভা-সম্পাদক ও চিত্তাকর্ষক, রূপ রসাদিও তদ্রূপ সংসারের শোভা-সম্পাদক ও চিত্তাকর্ষক। আর যেমন বৃক্ষের একটী প্রধান মূল ও অনেক অন্তরাল মূল থাকে, তদ্রূপ সংসারের প্রধান মূল ঈশ্বর এবং রাগ-দ্বেষ-বাসনা-সংস্কারাদি তাহার, মূলানি—বহু অন্তরাল মূল। তাহারা অধঃ চ ঊর্দ্ধং চ, উভয় দিকেই অনুসন্ততানি—অনুপ্রবিষ্ট। অর্থাৎ ঈশ্বর জীবের একমাত্র নিয়ামক নহেন, তাহাদের পূর্ব্ব-কর্ম্ম-সংস্কারাদিও তাহাদের নিয়ামক; ঈশ্বর আপনার ইচ্ছানুরূপে জগৎ সৃষ্টি করেন না, পরন্তু জীবের সংস্কারাদির অনুরূপই করেন; ৯।৮ দেখ। সেই অন্তরাল মূল সকল

তৃষ্ণাদি সে সব　　জানিও, পাণ্ডব!
　　অন্তরাল মূল সম,
কেহ অধোভাগে　　কেহ ঊর্দ্ধ ভাগে
　　অনুস্যূত, নরোত্তম!
এ সংসার-বৃক্ষে　　মূল সে ঈশ্বর,
　　ক্ষুদ্র মূল রাগ-দ্বেষ,
ব্রহ্মা স্কন্ধ তার,　　শাখাদি যে আর
　　অচর-চর অশেষ,
ভোগ্য বস্তু যত　　কিশলয় মত,
　　ধর্ম্মাধর্ম্ম ফুল আর,
সুখদুঃখ ফল　　জনমে সে ফুলে,
　　বীজরূপী সংস্কার। ২।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে, নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥৩॥
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং, যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে, যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥৪॥

মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনি—কর্ম্ম যাহার অনুবন্ধ,পশ্চাদ্ভাবী, তাহা কর্ম্মানুবন্ধী। জীব কর্ম্মানুসারে ঊর্দ্ধ বা অধোলোকে গমন করে এবং কর্ম্মক্ষয়ে আবার মনুষ্যলোকে আসিয়া পূর্ব্ব সংস্কারানুরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং সংস্কারাদির পরিণাম কর্ম্ম, তাহাবা কর্ম্মানুবন্ধী। আবার মনুষ্যলোকেই কর্ম্মে অধিকার, অন্যত্র নহে (শ্রী)। মানব দশাতে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলে জীব দেবত্বও পাইতে পারে, আবার পশুত্বও পাইতে পারে (রামা)। তজ্জন্য মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধী এবং অধঃ ও ঊর্দ্ধভাগে বিস্তৃত বলা হইয়াছে।২।

ইহ—এই সংসারে থাকিয়া। অস্য তথা রূপম্—এই সংসার-বৃক্ষের পূর্ব্বকথিত রূপ। ন উপলভ্যতে—জানা যায় না। এবং অন্তঃ ন, আদিঃ ন, সংপ্রতিষ্ঠা চ ন—তাহার শেষ, আরম্ভ এবং স্থিতিও জানা যায় না। সুবিরূঢ়মূলম্—অত্যন্ত দৃঢ়মূল। এনম্ অশ্বত্থং। দৃঢ়েন অসঙ্গ-শস্ত্রেণ ছিত্ত্বা—দৃঢ় বৈরাগ্য-রূপ অস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন করিয়া। ততঃ তৎ পদং

এই যে সংসার-বৃক্ষ, কহিনু তোমায়,
সংসারতত্ত্ব কোথায় আরম্ভ তার অন্ত বা কোথায় ?
জীবজ্ঞানের কি নিয়মে স্থিতি তার ?—থাকিয়া সংসারে
অতীত সে তত্ত্ব সংসারী কভু বুঝিতে না পারে।

পরিমার্গিতব্যম্, ৪র্থ শ্লোকের সহিত অন্বয়। অসঙ্গ—বৈরাগ্য (৬।৩৫ দেখ)।

ততঃ—তাহার মূলভূত। তৎপদং পরিমার্গিতব্যং—সেই বস্তু অন্বেষণ করিবে। যস্মিন্ গতাঃ—যে পদ প্রাপ্ত সাধুগণ। ন ভূয়ঃ নিবর্ত্তন্তি—পুনরাগমন করে না। কি ভাবে অন্বেষণ করিবে? যতঃ এষা পুরাণী প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা—যাহা হইতে এই পুরাতনী সংসার চেষ্টা, গুণময়ী ভোগসঙ্গ প্রবৃত্তি, বিস্তৃত হইয়াছে; ১০।৮ দেখ। তম্ এব চ আদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে—সেই আদি পুরুষের শরণাগত হই, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া।

৩ ও ৪ শ্লোকের মর্ম্ম এই যে, এই জগৎসৃষ্টি কেন হইল? ইহার আদি অন্ত কোথায় ও কি নিয়মে চলিতেছে, জীবজ্ঞানে তাহা বুঝা যাইবে না, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা বৃথা। আমাদিগের কর্ত্তব্য, অশ্বত্থের ন্যায় সংসারের নশ্বরত্ব

দৃঢ়মূল এই তরু, হে পাণ্ডুনন্দন,
সুদৃঢ় বৈরাগ্য-অস্ত্রে করিয়া ছেদন
করিবে সন্ধান সেই আদি স্থান তার,
যেখানে যাইলে জীব নাহি আসে আর।
অনাদি এ সংসার-প্রবৃত্তি, ধনঞ্জয়,
যে আদি পুরুষ হ'তে সমুদ্ভূত হয়,
তাহারই শরণ লব, বাঞ্ছা করি মনে
করিবে সন্ধান তার পরম যতনে। ৩—৪।

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষাঃ অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥৫॥

পর্য্যালোচনা করিয়া, সংসারাসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করা। ৩—৪।

কাহারা সেই বস্তু লাভ করে? নির্ম্মানমোহাঃ—যাহাদিগের মান অর্থাৎ অভিমান ও মোহ নাই। স্ত্রী পুত্র অর্থাদি এ সকল আমার, ঈদৃশ মিথ্যাভিনিবেশের নাম মোহ। জিতসঙ্গ-দোষাঃ—প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুতে রাগ-দ্বেষের নাম সঙ্গ (মধু); সেই রাগদ্বেষরূপ দোষ যাহাদিগের নাই। অধ্যাত্মনিত্যাঃ—আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ। বিনিবৃত্তকামাঃ—যাহাদিগের কাম বিশেষরূপে নষ্ট হইয়াছে। সুখদুঃখ সংজ্ঞৈঃ দ্বন্দ্বৈঃ বিমুক্তাঃ—সুখ দুঃখ নামক দ্বন্দ্বভাব যাহাদিগের নাই; যাহারা সুখে উল্লসিত বা দুঃখে অভিভূত হয় না। তাদৃশ অমূঢ়াঃ—মোহবর্জ্জিত সাধুগণ (৭।২৮)। তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি। সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে, ২।১৫ দেখ। ৫।

প্রিয়ে বা অপ্রিয়ে যার নাই রাগ দ্বেষ,
ভোগের লালসা যার হয়েছে নিঃশেষ,
কাহার সংসারের মোহ নাই, নাই অভিমান,
মোক্ষলাভ আত্মজ্ঞানলাভে যিনি নিত্য যত্নবান,
হয়? নাই হৃদে দ্বন্দ্বভাব সুখ দুঃখ নামে,
সেই জ্ঞানী যায় চলি সেই নিত্য-ধামে। ৫।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥৬॥

পূর্ব্বোক্ত পরম ধামের ঐশ্বর্য্য বলিতেছেন। সূর্য্যঃ শশাঙ্কঃ পাবকঃ তৎ ন ভাসয়তে—তাহাকে উজ্জ্বলিত, প্রকাশিত করে না; তাহা সূর্য্যাদির আলোকে আলোকিত নহে, পরন্তু স্বপ্রকাশ। সেই যে নিত্যধাম, সাধুগণ যৎ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে। ' তৎ মম পরমং ধাম। ধাম—জ্যোতিঃ (রামা), স্বরূপ (শ্রী), বিষ্ণুপদ (শং)। সেই পরম জ্যোতিঃ আমার বিভূতিভূত (রামা); আদিত্যাদি জড়জ্যোতির্বর্গের প্রকাশক, স্বয়ং প্রকাশ সেই পরমজ্যোতি আমার স্বরূপ (মধু), তাহাই আমি (শ্রী)। সকল ব্যাখ্যাই মর্ম্মতঃ এক। যাহা আদি পুরুষ; তাহাই অদ্বয় বিষ্ণুপদ, তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ বা স্বয়ং ব্রহ্ম। ৬।

রবি, শশধর, কিম্বা বৈশ্বানর
　　করে না সেথানে কিরণ-বিস্তার,
সে ধাম, নৃমণি! প্রকাশে আপনি,
　　রবি শশি দীপ্ত প্রভায় তাহার;
ব্রহ্মধামের ঐশ্বর্য্য
যে পরম ধাম পেলে, গুণধাম!
　　এ সংসারে আর আসিতে না হয়,
সে পরম জ্যোতি আমার বিভূতি,—
　　সেই বিষ্ণুপদ আমি, ধনঞ্জয় ।৬।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥৭॥

হৃদয়ে বৈরাগ্যের ভাব বদ্ধমূল করিবার জন্য, জীবের প্রকৃত স্বরূপ কি এবং কি ভাবে সে সংসারে আনীত ৭—১২ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। মম এব অংশঃ—আমারই অংশস্বরূপ। অতএব সনাতনঃ—নিত্য। যে অবিদ্যা-বশতঃ জীবভূতঃ—জীবভাবাপন্ন। সেই জীব প্রকৃতিস্থানি মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়ানি—প্রকৃতিবিলীন পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন এই ছয়কে। জীবলোকে কর্ষতি—পুনর্ব্বার সংসার উপ-ভোগার্থ আকর্ষণ করে। ইন্দ্রিয় শব্দে এখানে প্রাণ ও দশ ইন্দ্রিয়, সমস্তকেই বুঝাইতেছে (শ্রী)।

মর্ম্ম এই যে, এ সংসার জীবের নিজ স্থান নহে। সে ঈশ্বরের অংশ ; ব্রহ্মধামই তাহার নিজ স্থান। অবিদ্যা বশতঃ পূর্ব্ব-কর্ম্ম-সংস্কাররূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া সংসারে থাকে এবং প্রলয়কালে, সেই সমস্ত শৃঙ্খল এবং মন ও

সে আমারই অংশ, মায়াবশে মাত্র
জীব — জীবভাবে যাহা এ সংসারে রয়,
ঈশ্বরের — রহে যে প্রলয়ে প্রকৃতিবিলীন
অংশ — মন সহ ল'য়ে ইন্দ্রিয়-নিচয়।
সেই সনাতন জীব, জীবলোকে
লভে পুনরায় শরীর যখন,
প্রকৃতিবিলীন মন ও ইন্দ্রিয়ে
সংসার-ভোগার্থ করে আকর্ষণ ।৭।

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥৮॥

ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত পারমেশ্বরী প্রকৃতিতে লীন হয় এবং পুনঃ সৃষ্টিতে, প্রকৃতি-বিলীন মন প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়াই প্রকৃতি হইতে প্রকাশিত হয়, ৮।১৮ ও ১৪।৩ টীকা দেখ। দেহান্তর-প্রাপ্তিতেও এই ভাব হয়, পরশ্লোকে তাহা বলিয়াছেন। ৭।

ঈশ্বরঃ—দেহাদির স্বামী সেই জীব। কর্ম্মবশে যৎ শরীরম্ অবাপ্নোতি—যখন শরীরান্তর প্রাপ্ত হয় (শ্রী)। তখন, যৎ চ উৎক্রামতি—যে শরীর ত্যাগ করে। তাহা হইতে এতানি গৃহীত্বা সংযাতি—পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়াদিকে লইয়া গমন করে। আশয়াৎ বায়ুঃ গন্ধান্ ইব—বায়ু যেমন কুসুমাদি আধার হইতে গন্ধ লইয়া যায়, তদ্রূপ। ৮।

দেহাদির স্বামী সে জীব, অর্জ্জুন!

ইন্দ্রিয়াদি জীবের সঙ্গে যায়

পূর্ব্ব দেহ ত্যাগ করিয়া যখন
নিজ কর্ম্মবশে অন্য নব দেহে
করে পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ,
পূর্ব্ব দেহ হ'তে সেই ইন্দ্রিয়াদি
নিজ সঙ্গে ল'য়ে করে সে প্রয়াণ,
গন্ধের আধার কুসুমাদি হ'তে
গন্ধ ল'য়ে যায় যথা নভস্বান্ ।৮।

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥৯॥

আবার ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিই জীবের শারীর প্রবৃত্তির কারণ। সেই প্রবৃত্তির বশে, শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবেই, অয়ং—এই জীব। শ্রোত্রং, চক্ষুঃ, স্পর্শনং চ, রসনং, ঘ্রাণম্ এব চ—কর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়। এবং অন্তরেন্দ্রিয় মনঃ চ অধিষ্ঠায়—আশ্রয় করিয়া। বিষয়ান্ উপসেবতে। মন শব্দে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চতুর্ব্বিত্তিসমন্বিত অন্তঃকরণ বুঝাইতেছে। ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি লইয়াই জীবের সূক্ষ্ম-দেহ, মনোময় শরীর। এতাবৎ আশ্রয় করিয়াই জীবাত্মা, রূপ রসাদি বিষয় উপভোগ করে।

জীবের দেহান্ত হইলে, রক্তমাংসাদিগঠিত জড় দেহ মাত্র পড়িয়া থাকে, ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি জীবাত্মার সঙ্গে যায় এবং জীবিতকালে নানা কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা মন ইন্দ্রিয়াদি যেরূপ ভাব প্রাপ্ত হয়, জীবাত্মা আবার তদুপযোগী বিষয়-ভোগের উপযুক্ত দেহ ধারণ করিয়া পূর্ব্বকর্ম্মার্জ্জিত স্বভাবানুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। অর্থাৎ জীব নিজ ইচ্ছায় এখানে আসে না; সে সংস্কারাদি কতকগুলি শৃঙ্খলে আবদ্ধ। ঐ সকল শৃঙ্খল বলপূর্ব্বক তাহাকে লইয়া আসে,

---

শ্রবণ, নয়ন, স্পর্শন, রসনা,
ভোগের ঘ্রাণ আর মনে করিয়া আশ্রয়,
করণ শব্দ, রূপ, স্পর্শ, রস, গন্ধ আর
ভোগ করে জীব ইন্দ্রিয়-বিষয় ।৯।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥১০॥

এবং আসিয়া সে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের অনুরূপ ফল ভোগ করে। কিন্তু বিচিত্র এই যে, শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে সংসার-কারাগারে আনীত হইলেও, সে ইহাকে প্রমোদাগার মনে করিয়া সুখভোগের আয়োজন করে। ৯।

সেই জীব, উৎক্রামন্তং স্থিতং বা অপি—কখন দেহান্তরে গমন করে, কখন বা দেহে স্থিতি করে। ভুঞ্জানং বা—কখন বা শব্দাদি বিষয় ভোগ করে। গুণান্বিতং বা—আবার কখন সুখ দুঃখ মোহাদি যুক্ত হয় (শং)। এই ভাবে আমা-দিগের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতি নিকটে থাকিলেও (শং)। তাহকে বিমূঢ়াঃ ন অনুপশ্যন্তি—মূঢ়গণ দেখিতে পায় না। পরন্তু জ্ঞানচক্ষুষঃ—জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন ব্যক্তিগণ। পশ্যন্তি।১০।

দেহ হ'তে জীব দেহান্তরে যায়,
কভু দেহমাঝে করে অবস্থান ;
শোক-দুঃখ-মোহে কখন আকুল,
বিষয়ের সুখে কভু ভাসমান।
এ ভাবে নিকটে যদিও সতত,
মূঢ়গণ তবু দেখিতে না পায়,
জ্ঞানের নয়ন আছে কিন্তু যার
অন্তর্লক্ষ্যে দেখে সেই জন তায়। ১০।

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥১১॥
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥১২॥

যতন্তঃ—ধ্যানাদি-পরায়ণ যত্নশীল। যোগিনঃ। এনম্—এই জীবকে। আত্মনি—দেহমধ্যে। অবস্থিতং পশ্যন্তি। অকৃতাত্মানঃ—অবিশুদ্ধচিত্ত। অচেতসঃ—মূঢ়মতিগণ। যতন্তঃ অপি—যত্ন করিলেও। এনং ন পশ্যন্তি। ১১।

৬ শ্লোকে ন তৎ ভাসয়তে সূর্য্যঃ ইত্যাদি বাক্যে ভগবানের যে পরম স্বরূপের কথা সংক্ষেপে বলিয়াছেন এক্ষণে ১২—১৫ শ্লোকে তাহা সবিস্তারে বলিতেছেন।

আদিত্যগতং যৎ তেজঃ—দীপ্তি, প্রকাশ (শং)। অখিলং জগৎ ভাসয়তে—সমগ্র জগৎকে প্রকাশিত করে। যৎ চ তেজঃ চন্দ্রমসি, যৎ চ অগ্নৌ—চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ। তৎ তেজঃ মামকং বিদ্ধি—সেই তেজ আমার জানিও।১২।

দেহস্থ সে জীবে ধ্যান আদি যোগে
যত্নবান যোগী করে দরশন,
সমল-হৃদয় মূঢ়মতিগণ
বহু যতনেও না পায় দর্শন। ১১।

যাহে জ্যোতিষ্মান্ রবীন্দু অনল,
সনাতন জীব অংশভূত যার,
যে বস্তু পাইলে মুমুক্ষু সকল
এ সংসারে পুনঃ নাহি আসে আর,

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥১৩॥

অহং গাম্ আবিশ্য—পৃথিবীতে আবিষ্ট হইয়া। ওজসা ভূতানি ধারয়ামি। ওজঃ—কামরাগবর্জ্জিত ঐশ্বরিক বল, যদ্দ্বারা গুরুভারা পৃথ্বী অধঃপতিত হয় না, (ইহা মহাকর্ষণ) ও বালুমুষ্টিবৎ বিশ্লিষ্ট হয় না (ইহা মাধ্যাকর্ষণ)—(শং)। রসাত্মকঃ—রসময়। সোমঃ ভূত্বা—সর্ব্ব রসের আকর চন্দ্ররশ্মি হইয়া। সর্ব্বাঃ চ ঔষধীঃ—ধান্যযবাদি। পুষ্ণামি—পোষণ করি। ১৩।

আমার বিভূতি যে পরম জ্যোতিঃ,
　　যে তেজে চলিছে সমগ্র সংসার,
জীবে জীবশক্তি, জড়ে জড়শক্তি
　　সবে ওতপ্রোত সে শক্তি আমার।
ঈশ্বরের　প্রভাকর-প্রভা প্রকাশে জগৎ
শক্তিই　　জানিও সে প্রভা মম, ধনঞ্জয়!
সর্ব্বময়　সুধাংশুর অংশু, দহনে দহন,
　　সে তেজ আমার, তাহাদের নয়। ১২।

পৃথিবীতে আমি করি অধিষ্ঠান,
　　দৃঢ় আকর্ষণে ভূতগণে ধরি,
আমি রসময় সোমরশ্মিরূপে
　　ওষধি সকলে পরিপুষ্ট করি।১৩।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥১৪॥
সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥১৫॥

অহং বৈশ্বানরঃ—জঠরাগ্নি। ভূত্বা। প্রাণিনাং দেহম্ আশ্রিতঃ। এবং প্রাণ-অপান-সমাযুক্তঃ—প্রাণ ও অপান বায়ু জঠরাগ্নির উদ্দীপক; ইহারা অব্যাহত থাকিলে জঠরাগ্নিও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। চব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয়, চতুর্ব্বিধম্ অন্নং পচামি—পরিপাক করি। ১৪।

অহং সর্ব্বস্য হৃদি—হৃদয়ে, অন্তরে। সন্নিবিষ্টঃ—অন্তর্যামীরূপে প্রবিষ্ট আছি। এখানে হৃদ্ শব্দে কেবল

জঠরাগ্নি রূপে আমিই জীবের
জঠরে জঠরে করিয়া আশ্রয়,
প্রাণ ও অপান সনে পাক করি
চব্য চুষ্য আদি অন্ন চতুষ্টয়।১৪।
অন্তর্যামী রূপে আমি সর্ব্বভূতে
অন্তরে অন্তরে করি অবস্থান,
জন্মে আমা হ'তে, নষ্ট আমা হ'তে
অতীতের স্মৃতি, বিষয়জ জ্ঞান।
সর্ব্ববেদলক্ষ্য আমাকেই জানা,
আমি বেদবেত্তা, কৌরব-কুমার!
ব্রহ্ম-নিরূপণ ব্রহ্মসূত্র যাহা
সে বেদান্ত শাস্ত্র রচিত আমার।১৫।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥১৬॥

হৃদ্‌পিণ্ড (Heart) নহে ; ১৩।১৮ ও ১৮।৬১ দেখ। তবে হৃদয়ই প্রধান চেতনাস্থান (চরক-সংহিতা) তজ্জন্য আত্ম-চৈতন্য সর্ব্বব্যাপী হইলেও হৃদয়েরই নামোল্লেখ হইয়াছে। মত্তঃ—আমা হইতেই। প্রাণিগণের পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মৃতিঃ। এবং জ্ঞানং—বৈষয়িক জ্ঞানের উৎপত্তি (শ্রী, রামা) । অপোহনং—আবার তদ্দ্বয়ের অভাব হইয়া থাকে। অহমেব চ সর্ব্বৈঃ বেদৈঃ বেদ্যঃ—সমস্ত বেদ অধ্যয়নের উদ্দেশ্য আমাকে জানা। অহম্ এব চ বেদান্তকৃৎ। এবং আমিই বেদবিৎ—বেদার্থজ্ঞাতা। ১৫।

এইরূপে আপনার পরম বিভূতির কথা বলিয়া এক্ষণে যাহা আপনার সর্ব্বোত্তম স্বরূপ তাহা বলিতেছেন (১৬-১৯)।

পরম উত্তম ভাব যা' হয় আমার
অতঃপর কহি শুন স্বরূপ তাহার।
যা' কিছু সংসার মাঝে আছে ধনঞ্জয়,
ক্ষর ও অক্ষর তার দুই ভাব হয়।
দেবাসুর যক্ষ, রক্ষ, পশু, পক্ষী, নর,
ক্ষিতি, জল, বহ্নি আদি সর্ব্ব চরাচর
স্থূল সূক্ষ্ম দেহধারী যা' কিছু সংসারে
ক্ষর ও　ক্ষর—বিনশ্বর বলি জানিবে সবারে।
অক্ষর　নশ্বর সে দেহমাঝে যাহা অনশ্বর
কূটস্থ ক্ষেত্রজ্ঞ—তারে বলে হে, অক্ষর।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥১৭॥

দ্বৌ পুরুষৌ—দুইটি পুরুষ প্রসিদ্ধ আছে। যথা, ক্ষরঃ অক্ষরঃ এব চ। সর্ব্বাণি ভূতানি ক্ষরঃ—ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সর্ব্ব মূর্ত্তিমান বস্তু অর্থাৎ নশ্বর জড়বর্গ ক্ষর। এবং যাহা কূটস্থঃ—চেতন, ভোক্তা (শ্রী) অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ। তাহা অক্ষরঃ উচ্যতে। ১৬।

ভগবান্ ক্ষরও নহেন অক্ষরও নহেন, পরন্তু এই দুই হইতে অন্যঃ—ভিন্ন। উত্তমঃ পুরুষঃ। পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ—পরমাত্মা নামে কথিত হয়েন। যঃ ঈশ্বরঃ—যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা। এবং অব্যয়ঃ—নির্ব্বিকার। তিনি লোকত্রয়ম্ আবিশ্য—ত্রিলোকের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া। বিভর্ত্তি—সমুদায় পালন করেন। ১৭।

দুইটি পুরুষ এই, কৌরব-নন্দন!
যাহা জড় তাহা ক্ষর, অক্ষর চেতন। ১৬।
সংসারের এই দুই—ক্ষর ও অক্ষর
তা হ'তে উত্তম বস্তু আছে স্বতন্তর,
ক্ষর বা অক্ষর তাহা নহে, গুণধাম!
পরমাত্মা উত্তম পুরুষ তাহা, পরমাত্মা নাম।
নির্ব্বিকার তিনি, তিনি নিয়ন্তা সংসারে,
অন্তরে অন্তরে পশি পালেন সবারে। ১৭।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮॥
যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥১৯॥

যস্মাৎ অহং ক্ষরম্ অতীতঃ—যেহেতু আমি জড়বর্গ হইতে অতিক্রান্ত। এবং অক্ষরাৎ অপি চ—চেতনবর্গ হইতেও। উত্তমঃ (শ্রী) কারণ তাহাও মৎকর্ত্তৃক পরিচালিত। অতএব আমি, লোকে বেদে চ পুরুষোত্তমঃ প্রথিতঃ। ১৮।

এবম্ অসংমূঢ়ঃ যঃ—এই ভাবে দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া যে। পুরুষোত্তমং মাং জানাতি—আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানে। সঃ সর্ব্বভাবেন—সর্ব্বপ্রকারে। মাং ভজতি। এবং তাহার ফলে সর্ব্ববিৎ—সর্ব্বজ্ঞ হয়। ১৯।

ক্ষরের অতীত সেই যে বস্তু পরম,
<u>পুরুষোত্তম</u> অক্ষর হ'তেও যারে জানিবে উত্তম,
যেহেতু আমি সে বস্তু,তাই হে, আমারে
পুরুষ-উত্তম বলে বেদে ও সংসারে। ১৮।

এই যে পুরুষোত্তম স্বরূপ আমার,
এ ভাব সুদৃঢ় হয় হৃদয়ে যাহার
তাহার জানিতে কিছু বাকি নাহি রয় ;
সর্ব্বভাবে আমাকে সে ভজে, ধনঞ্জয়! ১৯।

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্‌বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥২০॥
ইতি পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি গুহ্যতমম্ ইত্যাদি স্পষ্ট। বুদ্ধিমান্-সম্যক্ জ্ঞানী। কৃতকৃত্যঃ—সার্থককর্ম্মা। অর্জ্জুন অনঘ—নিষ্পাপ এবং ভারত—পবিত্র ভরতবংশে উৎপন্ন, অতএব আত্মজ্ঞান-লাভের উপযুক্ত। ২০।

পঞ্চদশে সংসারপাদপ ছিন্ন করি
কহিলা পরম-পদ-তত্ত্বকথা হরি।—শ্রীধর ;
গীতাসার সংক্ষেপে কহিলা হৃষীকেশ,
সমগ্র বেদের সার ইহাই বিশেষ।—শঙ্কর।

এই যে রহস্যময়ী শাস্ত্রকথা সমুদয়
কহিনু হে ভরত-নন্দন!
বুঝি মর্ম্ম, পুণ্যবান্ লভ তুমি দিব্যজ্ঞান
কর পার্থ সার্থক-জীবন। ২০।

পুরুষোত্তমযোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগ-যোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্‌॥ ১॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্‌।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্তং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্‌॥ ২॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ ৩॥

আসুরী সম্পদ্‌ ত্যজি দৈবের সম্পদ্‌ ভজি
করে নর মোক্ষধামে বাস
সেই তত্ত্ব-নির্ণয়ার্থ উভয়ের ভেদতত্ত্ব
ষোড়শে কহিলা শ্রীনিবাস।—শ্রীধর।

পূর্ব্বকর্ম্মজনিত সংস্কারই সংসার বৃক্ষের অন্তরাল মূল (১৫।২)। জীব সেই সংস্কারের অনুরূপ প্রকৃতির বশে

এই যে নিগূঢ় তত্ত্ব কহিনু তোমারে
সে তত্ত্ব সকলে, পার্থ, বুঝিতে না পারে।
সেই বুঝে, দেবভাবে জনম যাহার,
তাহার লক্ষণ শুন কৌরব-কুমার!

আবার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। সেই প্রকৃতি ত্রিবিধা,—দৈবী, আসুরী ও রাক্ষসী। ৯। ১২—১৩ শ্লোকে তাহাদের উল্লেখ করিয়াছে; এক্ষণে সে বিষয় সবিস্তারে বলিবেন; কারণ তাহা সবিশেষ জ্ঞাত হইলে মানুষ আসুর ও রাক্ষস ভাব ত্যাগ করিয়া দৈব-ভাব অবলম্বন করিতে পারে।

অনিষ্ট-শঙ্কায় চিত্তে না হওয়া কাতর,
ষড় বিংশ দেবভাব — শঠতা মিথ্যাদিমুক্ত নির্ম্মল অন্তর,
আত্মজ্ঞান লাভ তরে সতত যতন,
তপ, দান, সরলতা, ইন্দ্রিয়-দমন,
ঈশ্বর-সেবার্থ কর্ম্ম, বেদ-অধ্যয়ন,
হিংসাত্যাগ, পরহিতে স্বার্থ-বিসর্জ্জন,
হিত ও যথার্থ বাণী, ক্রোধ-পরিহার,
জীবে দয়া, পরিত্যাগ ক্রূর ব্যবহার,
বিষয়-প্রবণ মনে সংযমিত করা,
পরোক্ষে পরের দোষ ব্যক্ত নাহি করা,
লোভত্যাগ, লজ্জা, আর চাপল্য-বর্জ্জন,
পরের অনিষ্ট-চিন্তা না করা কখন,
তেজস্বিতা, শক্তিসত্ত্বে দুর্ব্বলে মার্জ্জনা,
আপনাকে পূজ্য বলি না করা ধারণা,
সম্পদে বিপদে ধৈর্য্য, শুদ্ধ দেহ মন,
ষড় বিংশ এই দৈবী-সম্পদ্-লক্ষণ।
দেবভাব ল'য়ে জন্ম যার, ধনঞ্জয়!
এ সকল দৈবগুণে সেই গুণী হয়। ১—৩।

তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায়স্বরূপ যে সমস্ত শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্ম, তদনুষ্ঠানে হেতুভূতা সাত্ত্বিকী শুভ বাসনাকে দৈবী, আর স্বভাবসিদ্ধ রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী, সর্ব্ববিধ অনর্থ-প্রবৃত্তির হেতুভূত অশাস্ত্রীয় অশুভ বাসনাকে আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতি বলে। তন্মধ্যে যাহা বিষয়ভোগ-রাগাত্মিকা তাহা আসুরী আর যাহা দ্বেষহিংসাত্মিকা তাহা রাক্ষসী (মধু)।

১—৩ শ্লোকে ষড়্‌বিংশ দৈবী প্রকৃতির কথা বলিতেছেন। (১) অভয়ম্—অনিষ্টের সম্ভাবনায় চিত্তের যে ব্যাকুলতা তাহার নাম ভয়; তদ্বিপরীত অভয়। (২) সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ—অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতা অর্থাৎ মিথ্যা, শঠতাদি ত্যাগ। (৩) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ—আত্ম-জ্ঞান লাভের উপায়ভূত কর্ম্মে (১৩।৮—১২) পরিনিষ্ঠা (শ্রী)। (৪) দানং। (৫) দমঃ—১০।৪ দেখ। (৬) যজ্ঞঃ—৩।৯ দেখ। (৭) স্বাধ্যায়ঃ—বেদাভ্যাস। (৮) তপঃ—১৭।১৪-১৬ দেখ। (৯) আর্জ্জবং—সরলতা। (১০) অহিংসা। (১১) সত্যং—১০।৪ দেখ। (১২) অক্রোধঃ—অন্যকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলেও চিত্তে ক্রোধের অনুৎপত্তি। (১৩) ত্যাগঃ—পরার্থে স্বার্থবিসর্জ্জন। (১৪) শান্তি—অন্তঃকরণের বিষয়-উন্মুখতা-নিবৃত্তি; শম। (১৫) অপৈশুনং—পরোক্ষে পরের দোষ কীর্ত্তন না করা। (১৬) ভূতেষু দয়া—জীবে দয়া। (১৭) অলোলুপ্ত্বম্—(আর্ষ প্রয়োগ) আলোলুপত্ব, লোভ না করা। (১৮) মার্দ্দবং—নিষ্ঠুর না হওয়া। (১৯) হ্রীঃ—লজ্জা, অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪ ॥

হইবার হেতুভূতা মনোবৃত্তি *। (২০) অচাপলম্—অনর্থক বাক্যকথন বা হস্ত-পদাদি-সঞ্চালন না করা; ব্যর্থকর্ম্মত্যাগ। (২১) তেজঃ—প্রভাব; যদ্দ্বারা অন্যকর্ত্তৃক পরাভূত হইতে হয় না। (২২) ক্ষমা। (২৩) ধৃতিঃ—সম্পদে বা বিপদে আত্মহারা না হইয়া দেহ-ইন্দ্রিয়াদিকে প্রকৃতিস্থ রাখিবার শক্তি। (২৪) শৌচম্—পবিত্রতা। (২৫) অদ্রোহঃ—পরের অনিষ্ট না করা। (২৬) নাতিমানিতা—আপনাকে পূজনীয় না ভাবা।

এই সমস্ত গুণ, দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতস্য ভবন্তি—যে দৈবী সম্পদ্-অভিমুখে জাত, দেবভাব লইয়া যাহার জন্ম, তাহার হইয়া থাকে। ১—৩।

আসুরী প্রকৃতির বিষয় বলিতেছেন। আসুরীং সম্পদম্ অভিজাতস্য—আসুরীক ভাব লইয়া যাহার জন্ম, তাহার এই সকল লক্ষণ হয়। এখানে আসুর শব্দ উপলক্ষণ মাত্র; ইহাতে আসুর ও রাক্ষস দুইই বুঝিতে হইবে

---

* এই লজ্জা সদ্বৃত্তি। আমাদিগের আর একটী নিকৃষ্টা বৃত্তি আছে, যাহাকে অনেকে লজ্জা বলিয়া মনে করেন। তাহার প্রচলিত নাম "চক্ষুলজ্জা" অনেক কুকার্য্য আমরা গোপনে করিতে পারি, কিন্তু প্রকাশ্যে পারি না, কেবল চক্ষুলজ্জার জন্য। ইহা হৃদয়ের দুর্ব্বলতার ফল। প্রকৃত লজ্জা যাহার আছে সে, প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে, কখনই কোন অসৎ কর্ম্ম করিতে পারে না।

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব।॥ ৫ ॥

(শ্রী)। দম্ভঃ—কপট ধার্ম্মিকতা। দর্প—বিদ্যা বা অর্থাদি-নিমিত্ত আত্মাভিমান। ইহা হইতে অন্যের প্রতি অবজ্ঞা ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা-লঙ্ঘন হয়। অভিমানঃ—আমি শ্রেষ্ঠ এরূপ ধারণা। ক্রোধঃ—৩৷৩৭ ও ৪৷১০ দেখ। পারুষ্যম্ এব চ—এবং নিষ্ঠুরতাদি। অজ্ঞানং চ—অজ্ঞানাদি। চ শব্দে অনুক্ত চপলতা, অধৈর্য্যাদিও বুঝাইতেছে (মধু)। ৪।

দৈবী সম্পৎ বিমোক্ষায—মোক্ষ লাভের হেতু। আসুরী নিবন্ধায়—নিয়ত বন্ধনের হেতু। হে পাণ্ডব! মা শুচ—তুমি শোক করিও না। কারণ তুমি দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতঃ অসি। ৫।

ধার্ম্মিক না হ'য়ে করা ধার্ম্মিকের ভাণ,
আমি শ্রেষ্ঠ—মনে মনে হেন অভিমান,
আসুরিক　অর্থাদিব গবিমায় অবজ্ঞা অপরে,
ভাব　অজ্ঞান ও ক্রোধ আর ক্রূরতা অন্তরে,
ইত্যাদি আসুব ভাব প্রাপ্ত হয় তা'বা
অসুরের ভাব ল'যে জনমে যাহারা। ৪।
দেবভাবে মোক্ষপদ মিলে, হে ভারত!
অসুরের ভাব রাখে সংসারে নিযত।
কেন হে সংশয় ?—কর শোক পবিহার
দেবভাব ল'যে পার্থ, জনম তোমার। ৫।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥ ৬॥
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ ৭॥

অস্মিন্ লোকে দ্বৌ ভূতসর্গৌ—দ্বিবিধ জীবসৃষ্টি। যথা, দৈবঃ আসুরঃ এব চ। তন্মধ্যে দৈবঃ বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ—অনেক বলিয়াছি; ২।৫৫—৭১; ১২। ১৩—২০; ১৩।৭—১১; ১৪।২১—২৬ ও ১৬। ১—৩ দেখ। এক্ষণে, আসুরং মে শৃণু। ৬।

৭ হইতে ১৮ শ্লোকে "এই আসুরজন্মাদের প্রবৃত্তি যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আধুনিক সভ্য সমাজের একটি জীবনচিত্র। বর্ণনাটি আমাদের শিক্ষিত সমাজের কিছু

আছে যত যত প্রাণী দুই তার ভেদ জানি
দৈব ও আসুর, ধনঞ্জয়!
তার মাঝে দৈব যাহা বিস্তর বলেছি তাহা
এবে শুন আসুর যা হয়। ৬।
ধর্ম্মাধর্ম্মে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি কিরূপ,
আসুরিক আসুরিক লোক তার জানে না স্বরূপ।
প্রকৃতিক প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভেদে দ্বিবিধ সাধন।
পুরুষের তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব তাহারা জানে না।
লক্ষণ পবিত্রতা নাই কিম্বা নাই সদাচার,
নাহিক তাদের মাঝে সত্য ব্যবহার। ৭।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮ ॥

গায়ে লাগিবার কথা।”—নবীনচন্দ্র সেন। ইহাদিগের পরিণাম শোচনীয়।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ—ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি (শ্রী); অথবা বৈষয়িক উন্নতির হেতুভূত কর্ম্মমার্গের নাম প্রবৃত্তি এবং মুক্তির সাধনভূত জ্ঞানমার্গের নাম নিবৃত্তি (রামা)। আসুরাঃ জনাঃ। এই দুয়ের তত্ত্ব ন বিদুঃ—জানে না। এবং তেষু—তাহাদের মধ্যে। ন শৌচং, ন চ অপি, আচারঃ ন সত্যং বিদ্যতে। ৭।

তে আহুঃ, জগৎ অসত্যং—তাহারা বলে, জগতের মূলে কোন সত্য বস্তু নাই (যথা শূন্যবাদিগণ)। অপ্রতিষ্ঠং—ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যবস্থা যাহার উপর জগতের প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি, তাহা তাহারা স্বীকার করে না। অনীশ্বরং—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা ঈশ্বর নাই। অপরস্পরসম্ভূতং—অপর ও পর, অপরস্পর (স আগম, রাজদন্তাদিগণ)। তাহা হইতে সম্ভূত, অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ-মিথুন-জনিত। কামহৈতুকং—

বিমোহিত হ'য়ে তা'রা আসুরিক ভাবে
জগতের মূলে কিছু সত্য নাহি ভাবে;
ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যবস্থা তাহাতে কিছু নাই,
সৃজন-পালন-কর্ত্তা প্রভু কেহ নাই।
কামবশে স্ত্রীপুরুষে হয় যে মিলন,
তা হ'তে জগৎ, অন্য কি আর কারণ? ৮।

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯ ॥
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাঽসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥

কামপ্রবৃত্তিই ইহার হেতু। কিম্ অন্যৎ—ইহা ভিন্ন জগৎ উৎপত্তির আর কারণ কি? চার্ব্বাকাদির মত এইরূপ।৮।

এতাং দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য—এইরূপ নাস্তিকের মত আশ্রয় করিয়া। নষ্টাত্মানঃ—মলিনচিত্ত। অল্পবুদ্ধয়ঃ। উগ্রকর্ম্মাণঃ—হিংস্রকর্ম্মপরায়ণ। জগতঃ অহিতাঃ—জগতে শত্রু স্বরূপ হইয়া। ক্ষয়ায় প্রভবন্তি—জগতের বিনাশের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে। ৯।

তাহারা দুষ্পূরং কামম্ আশ্রিত্য—অপূরণীয় কামনা আশ্রয় করিয়া। দম্ভ এবং মান অর্থাৎ অভিমান (১৬।৪ দেখ) ও মদ পরবশ হইয়া। মদ—বিষয়ানন্দ-জনিত সম্মোহ; আমি মহাত্মা, ধনী, আমার তুল্য কেহ নাই,

---

এরূপ নাস্তিকবুদ্ধি করিয়া আশ্রয়
অল্পবুদ্ধি যত, যত মলিন-হৃদয়
সংসারের শত্রু সেই উগ্রকর্ম্মাগণ
হয় মাত্র জগতের ক্ষয়ের কারণ। ৯।
দুষ্পূরণীয় কাম করিয়া আশ্রয়
দম্ভ-অভিমান-মদ-মোহিত-হৃদয়,
মোহবশে অশুচি-চরিত্র, নরবর!
আগ্রহে অসৎ কর্ম্মে রত নিরন্তর। ১০।

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥

ইত্যাদি ভাব ; অহঙ্কার হইতে ইহার উৎপত্তি। মোহাৎ অসদ্গ্রাহান্ গৃহীত্বা—হিতাহিত জ্ঞানের অভাব বশতঃ অসৎ বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক। অশুচিব্রতাঃ—মদ্য মাংসাদি অশুচি দ্রব্যে ব্রতী হইয়া (শ্রী)। প্রবর্ত্তন্তে—অশাস্ত্রীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ১০।

তাহারা অপরিমেয়াং—যাহার পরিমাণ বা ইয়ত্তা নাই। এবং প্রলয়ান্তাং—মৃত্যু হইলে তবে যাহা শেষ হয়। ঈদৃশী চিন্তাম্ উপাস্হত্য—আপনার ও স্ত্রীপুত্রাদির সুখ স্বচ্ছন্দাদি বিষয়ক ভাবনা অবলম্বন করিয়া। কামো-

---

আপনি ও আপনার প্রিয় পরিজন
আসুরিক পুরুষের আচরণ
সুখে রবে কিসে?—তার চিন্তা অনুক্ষণ।
এ চিন্তা-সাগর নাই আদি অন্ত যায়,
মরণ পর্য্যন্ত তায় ভাসিয়া বেড়ায়।
ভোগ সুখ মাত্র করি জীবনের সার
এ ভিন্ন, নিশ্চয় মানি, কিছু নাই আর, ১১।
শত শত আশাপাশে নিবদ্ধ নিয়ত
কাম-ক্রোধ-বশীভূত থাকি অবিরত,
কামভোগ তরে মাত্র, অসৎ উপায়ে
সতত কামনা করে অর্থের সঞ্চয়ে। ১২।

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩ ॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬ ॥

পভোগপরমাঃ—কাম্য বস্তুর সম্ভোগই পরম পুরুষার্থ। এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ—এইরূপ যাহারা নিশ্চয় ধারণা করে। অতএব আশা-পাশ-শতৈঃ বদ্ধাঃ—শত শত আশা-রূপ পাশে নিয়ন্ত্রিত, ইতস্ততঃ আকৃষ্যমান (স্ত্রী) পাশ—বন্ধনরজ্জু। এবং কাম-ক্রোধ-পরায়ণাঃ। কাম ভোগার্থম্—কাম ভোগের নিমিত্ত, ধর্ম্মের জন্য নহে। অর্থসঞ্চয়ান্ অন্যায়েন ঈহন্তে—অন্যায় পূর্ব্বক অর্থরাশি কামনা করে। সঞ্চয়ান্—এখানে বহুবচনের দ্বারা ধনতৃষ্ণার অনিবৃত্তি বুঝাইতেছে (বাসা)। ১১—১২।

সেই আসুরধর্ম্মাদের মনের ভাব কিরূপ, তাহা বলিতেছেন। ইদম্ অদ্য ইত্যাদি স্পষ্ট। ঈশ্বর—প্রভু,

---

হায়! সেই মূঢ়গণ ভাবে অনিবার,
<u>আসুরিক</u> অদ্য এই অর্থ লাভ হয়েছে আমার
<u>পুরুষের</u> এ ধন পাইব পরে; আজ আছে এই,
<u>মনোবৃত্তি</u> ভবিষ্যতে পুনরায় পাব এই এই। ১৩।

অন্যে যাহার আজ্ঞাকারী। সিদ্ধ—সার্থক-কর্ম্মা। ১৩ শ্লোকে লোভের এবং ১৪ শ্লোকে ক্রোধের ভাব বর্ণিত হইয়াছে (মধু)। আঢ্য—ধনবান্। অভিজনবান্—কুলীন; সপ্ত পুরুষ শ্রোত্রিয়ত্বাদি গুণসম্পন্ন (শং)। যক্ষ্যে—যজ্ঞ করিব; যজ্ঞ কর্ম্মে অন্যাপেক্ষা অধিক যশস্বী হইব। মোদিষ্যে—আহ্লাদিত হইব। দাস্যামি—দান করিব,

---

এই মম শত্রু, হত করেছি ইহারে;
আর(ও) যত যত আছে মারিব সবারে।
সকলে বহিবে শিরে আমার শাসন;
সুখী, ভোগী, বলী আমি, স্বার্থক-জীবন। ১৪।
আমি ধনী, মহাকুলে জনম আমার,
আমার সমান আছে অন্যে কেবা আর?
যে যজ্ঞ করিব, আব কে তেমন পারে,
যশস্বী আমার মত কে হবে সংসারে?
আমায় করিবে স্তুতি অনুগত জন,
কি আনন্দে সে সবায় দিব কত ধন!
এরূপ অজ্ঞানে, হায়! মোহিত-হৃদয়,
অনন্ত কামনাবশে ভ্রান্ত চিত্ত হয়।
সূত্রময় জালাবৃত যথা মৎস্যগণ
মোহময় জালাবৃত সেই মূঢ়গণ
কামভোগে সমাসক্ত হ'য়ে, ধনঞ্জয়!
অশুচি নরকে সবে নিপতিত হয়। ১৫—১৬।

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥

অনুগত স্তাবকদিগকে। ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ। এবং অনেক-চিত্ত-বিভ্রান্তাঃ—অনেক বিষয়ে প্রবৃত্তচিত্ত, অতএব তদ্দ্বারা ভ্রান্ত। মোহরূপ জালে সমাবৃতাঃ। এই ধন-জনাদি আমার, এইরূপ মমত্ব হইতে বুদ্ধির যে মুগ্ধতা তাহার নাম মোহ। ইহা অজ্ঞানের ফল। কামভোগেষু প্রসক্তাঃ—বিষয়ভোগে বিশেষরূপে আসক্ত হইয়া (তাহারা)। অশুচৌ নরকে পতন্তি। ১৩—১৬।

তে আত্মসম্ভাবিতাঃ—তাহারা আপনারাই আপনাদিগকে পূজ্য মনে করে, অন্যে নহে। স্তব্ধাঃ—অনম্র। ধনমানমদান্বিতাঃ—অর্থ-নিমিত্ত যে মান ও মদ (১০ শ্লোক দেখ), তদ্‌যুক্ত হইয়া। নামযজ্ঞৈঃ—নামে মাত্র যজ্ঞ দ্বারা। দম্ভেন—ধাৰ্ম্মিকতা দেখাইয়া মাত্র, শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নহে। অবিধিপূর্ব্বকং যজন্তে। ১৭।

তাহারা, অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ—অহঙ্কারাদি আশ্রয় পূর্ব্বক। অভ্যসূয়কাঃ—

আপনিই আপনাকে পূজ্য বলি মানে,
হৃদয়ে নম্রতা নাই, মত্ত ধনমানে;
সদম্ভে, লঙ্ঘন করি শাস্ত্রের বিধান,
নামে মাত্র করে তারা যজ্ঞ-অনুষ্ঠান। ১৭।

সাধুর প্রতি অসূয়াপরবশ হইয়া। গুণীর গুণে দোষারোপের নাম অসূয়া। আত্ম-পরদেহেষু (স্থিতং) মাং প্রদ্বিষন্তঃ ভবন্তি—তাহাদিগের আপনার ও অপরের দেহে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অবস্থিত আমাকে দ্বেষ করে। তাহারা যে যজ্ঞাদি করে তাহা শ্রদ্ধাবিহীন হওয়ায়, তৎসম্পাদনে যে আয়াস তাহা আত্মপীড়ন মাত্র হয় এবং যজ্ঞ উপলক্ষে যে পশুহত্যা করে, তাহাও চৈতন্যদ্রোহ মাত্র হয়। এ সকল আমার প্রতি দ্বেষ করা (শ্রী)। অহঙ্কার—বিবিধ সদ্‌গুণ, যাহা আপনাতে থাকুক বা না থাকুক, তাহা আছে বলিয়া যে আত্মাভিমান, তাহার নাম অহঙ্কার (শং); ইহা রজোগুণোদ্ভূত মানসিক বৃত্তি, সাংখ্যোক্ত অহঙ্কার নহে। বল—অন্যকে পরাভব করিবার নিমিত্ত কাম-রাগযুক্ত সামর্থ্য (শং)। দর্প—১৬।৪

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধভরে
গুণীর পবিত্র গুণে দোষারোপ করে।
অপরের দেহে কিম্বা নিজ দেহে তার
আমি যে রয়েছি, দ্বেষ করে সে আমার ;—
শ্রদ্ধাহীন যজ্ঞ যত করিয়া সাধন
আপন আত্মায় দেয় ক্লেশ অকারণ,
সদম্ভে যজ্ঞের ছলে পশুহত্যা করে,
কত জনে কত ভাবে কত দ্বেষ করে ;
এরূপে চৈতন্যদ্রোহে আত্মদ্রোহে আর
আমাকেই দ্বেষ করে তা'রা অনিবার। ১৮।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥২০॥

দেখ। কাম—স্ত্রী পুত্র অর্থাদি বিষয়ক (শং)। ক্রোধ—বিপক্ষদিগকে নষ্ট করিবার উদ্দেশে। ১৮।

মাং দ্বিষতঃ—আমার দ্বেষ্টা। তান্ ক্রূরান্ নরাধমান্ অশুভান্—সেই নিষ্ঠুর নরাধম পাপিগণকে। সংসারেষু—জন্ম-জরা-মরণাদি রূপে পরিবর্ত্তনশীল সংসারে (রামা)। আবার তাহার মধ্যেও আসুরীষু এব যোনিষু—ব্যাঘ্র সর্পাদি ক্রূর যোনিতে (শ্রী)। অহম্ অজস্রং ক্ষিপামি—অনবরত নিক্ষেপ করি; তত্তৎ-কর্ম্মজনিত বাসনার অনুরূপ যোনিতে আমিই সংযোজিত করি। ১৯।

প্রকৃতি একবার এরূপে দূষিত হইলে উদ্ধার পাওয়া দুর্ঘট। আসুরীং যোনিম্ আপন্নাঃ ইত্যাদি স্পষ্ট। ২০।

আসুরিক পুরুষের গতি

এ ভাবে আমারে যারা দ্বেষ করে
যারা হেন ক্রূরাশয়,
নরাধম যত পাপ কর্ম্মে রত
অবিরত, ধনঞ্জয়!
জন্ম-মৃত্যু-দ্বার এই যে সংসার,
আসুরী যোনিতে তায়
কর্ম্ম অনুসারে বারে বারে বারে
ফেলি আমি সে সবায়। ১৯।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥২১॥
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২২॥

উক্ত দোষ সকলের মধ্যে আবার তিনটী সর্ব্বানর্থ মূল। কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ ইদং ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারং—নরকের দ্বারস্বরূপ। এই তিন আত্মনঃ নাশনং—আত্মার অবনতিসাধনের মূল। কর্ম্মদোষে নীচ যোনি প্রাপ্ত হইলে আর পুরুষার্থ সাধনের যোগ্যতা থাকে না, ইহাই আত্মার নাশ। ২১।

এতৈঃ ত্রিভিঃ তমোদ্বারৈঃ—নরকের দ্বার স্বরূপ এই তিন হইতে। বিমুক্তঃ নরঃ। আত্মনঃ শ্রেয়ঃ—আত্মার শ্রেয়ঃ-সাধন তপোযোগাদি। আচরতি। ততঃ পরাং গতিং যাতি—তাহার ফলে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ২২।

জনমে জনমে আসুরী যোনিতে
জনমি সে মূঢ়গণ
না পায় আমায়, অধোগতি তায়
লহে, হে কুন্তী-নন্দন! ২০।

নরকের দ্বার

সংসারে ত্রিবিধ নরকের দ্বার,—
ক্রোধ লোভ আর কাম ;
নীচ গতি যায় আত্মনাশ তায় ;—
ত্যজ তিনে, গুণধাম! ২১।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥২৩॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥২৪॥

ইতি দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

কিন্তু কামাদির ত্যাগ শাস্ত্রানুমোদিত স্বধর্ম্ম পালন ভিন্ন হয় না (শ্রী)। অতএব, যঃ শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য—শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া। কামচারতঃ বর্ত্ততে—স্বেচ্ছামত কর্ম্ম করে। সঃ সিদ্ধিং ন অবাপ্নোতি—তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় না। এবং ন ইহপরলোকে সুখং, ন পরাং গতিং আপ্নোতি ।২৩।

তস্মাৎ কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ—কার্য্য ও অকার্য্য নিরূপণে। তে শাস্ত্রং প্রমাণং। অতএব শাস্ত্রবিধানোক্তং—

হে কুন্তী-কুমার! নরকের দ্বার
এ তিনে যে মুক্তি পায়;
আত্মশ্রেয় তরে যজ্ঞাদি আচরে,
মোক্ষপদ লভে তায়।২২।

স্বধর্ম্ম-পালন বিহনে কখন
কামাদি নষ্ট না হয়;
শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনের দোষ
পুন নরনিধি! বিনা শাস্ত্রবিধি
স্বধর্ম্ম পালন নয়।
শাস্ত্রবিধি যত ত্যজি ইচ্ছামত
বিহরে যে মূঢ়মতি,
তত্ত্বজ্ঞানধন না পায় সে জন
সুখ বা পরমাগতি।২৩।

শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুযায়ী। কর্ম্ম জ্ঞাত্বা—অবগত হইয়া। ইহ—কর্ম্মাধিকার-ভূমি মনুষ্য-লোকে ; ১৫।২ টীকা দেখ। কর্ত্তুম্ অর্হসি—কর্ম্ম করা তোমার উচিত। ২৪।

দৈব ও দৈতেয় সম্পদ্‌-বিভাগে
কহিলা ষোড়শে দেবকী-কুমার
স্বভাবের গুণে সত্ত্বগুণী যিনি
আত্মজ্ঞানে তাঁরই আছে অধিকার।—শ্রীধর।

অতএব কার্য্যাকার্য্য　শাস্ত্র-ব্যবস্থায় ধার্য্য
শাস্ত্রবিধি তোমার প্রমাণ,
অবগত হ'য়ে মর্ম্ম　শাস্ত্রবিধিমত কর্ম্ম
কর্ম্মক্ষেত্রে কর অনুষ্ঠান।
শাস্ত্রবিধি অনুসরি　স্বধর্ম্ম পালন করি
ক্ষত্রবীর, কর ধর্ম্ম রণ ;
বৃথা শোকমোহে মজি　আসুরী সম্পদ্‌ ভজি
শাস্ত্রবিধি না কর লঙ্ঘন। ২৪।

দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগ-যোগ নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ-যোগঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥১॥

যে যে গুণে আত্মজ্ঞানে জন্মে অধিকার
সত্ত্বগুণময়ী শ্রদ্ধা শ্রেষ্ঠতমা তার।
সপ্তদশে সে তত্ত্ব বুঝায়ে হৃষীকেশ
ত্রিবিধা যে গৌণী শ্রদ্ধা কহিলা বিশেষ।—শ্রীধর

তিন শ্রেণীর কর্ম্মী দেখা যায়। ১ম, যাহারা শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম্ম করে; ২য়, যাহারা শাস্ত্রবিধি অবজ্ঞা করিয়া নিজ ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম করে; ৩য়, যাহারা শাস্ত্রবিধি অবজ্ঞা করে না, কিন্তু অজ্ঞতা বা আলস্যাদি বশতঃ শাস্ত্রবিধি

অর্জ্জুন কহিলেন।

বুঝিলাম,—শাস্ত্রবিধি করিয়া বর্জ্জন
কামবশে মাত্র যারা করে বিচরণ,
তত্ত্বজ্ঞানে তাহাদের নাহি অধিকার;
কিন্তু বল কৃপা করি, ওহে কৃপাধার!

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।

সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥২॥

লঙ্ঘন করিয়া লোকাচার-অনুযায়ী কর্ম্ম শ্রদ্ধার সহিত করে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকসম্বন্ধে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যে শাস্ত্রবিধিম্ ইত্যাদি স্পষ্ট। নিষ্ঠা—স্থিতি, আশ্রয় (শ্রী) অর্থাৎ প্রবৃত্তি। আহো—অথবা। ১।

শাস্ত্রজ্ঞান হইতে যে শ্রদ্ধার উৎপত্তি, তাহা সাত্ত্বিকী এবং এক রূপই হয়; কিন্তু যাহা লোকাচারানুযায়ী কর্ম্ম মাত্র হইতে উৎপন্না, শাস্ত্রজ্ঞান হইতে নহে, তাহা স্বভাবজা শ্রদ্ধা। যাহা স্বভাব বা পূর্ব্ব সংস্কার হইতে উৎপন্না, তাহা স্বভাবজা। দেহিনাং সা স্বভাবজা শ্রদ্ধা

অজ্ঞতা, আয়াস কিম্বা আলস্য-কারণ
শাস্ত্রের বিধান যারা করি উল্লঙ্ঘন
অনুষ্ঠান করে যজ্ঞ পূজাদি সকল
শ্রদ্ধাসহ লোকাচার-প্রমাণে কেবল,
তা'দের সে শ্রদ্ধা, কৃষ্ণ, বলহ কেমন—
সাত্ত্বিক, রাজস, কিম্বা তামস লক্ষণ ?
সত্ত্বগুণ বিনা নাহি শ্রদ্ধার উদয়,
ক্লেশবোধে বিধি ত্যাগ রজোগুণে হয়,
তমোগুণ হ'তে হয় আলস্য উদ্ভব,
অতএব এই শ্রদ্ধা কিরূপ, কেশব ? ১।

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥৩॥

ত্রিবিধা ভবতি। তাহা সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী চ এব। তাং শৃণু। শ্রদ্ধা মাত্রই সাত্ত্বিকী, কিন্তু ক্লেশ বোধ বা আলস্য বশতঃ শাস্ত্রের অনাদর করায়, তাহা রজ ও তমঃ-সংমিশ্রিত হইয়া পড়ে, সুতরাং ত্রিবিধ হয়। ২।

সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপা ভবতি—সকলেরই শ্রদ্ধা তাহাদিগের অন্তঃকরণে অনুরূপ হয়। সত্ত্ব—বিশিষ্ট সংস্কারযুক্ত অন্তঃকরণ (শং) অর্থাৎ স্বভাব। অয়ং পুরুষঃ—

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

শাস্ত্রজ্ঞান হ'তে হয় যাহার উদয়
একমাত্র শ্রদ্ধা সে সাত্ত্বিকী, ধনঞ্জয়।
কিন্তু লোকাচার হ'তে উদ্ভব যাহার
সত্ত্ব, রজ আর তম তিন ভেদ তার।
সত্য বটে সত্ত্ব হ'তে শ্রদ্ধার উদয়
কিন্তু তাহে রজস্তম সম্মিলিত রয়।
পূর্ব্ব সংস্কারবশে গঠিত স্বভাব,
ত্রিগুণে সে সংস্কার ধরে তিন ভাব।
সে তিন হইতে জন্মে স্বভাব ত্রিবিধ
স্বভাবজা শ্রদ্ধা হয় সে হেতু ত্রিবিধ।
এই যে ত্রিবিধা শ্রদ্ধা লভে দেহিগণ
সত্ত্বাদি প্রভেদে তার শুন বিবরণ। ২।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥৪॥

এই সংসারী জীব (শং)। শ্রদ্ধাময়ঃ—শ্রদ্ধার বিকার বা পরিণাম স্বরূপ। যঃ যৎ শ্রদ্ধঃ—যে যেমন শ্রদ্ধাযুক্ত। স এব সঃ—সে তাদৃশই হইয়া থাকে। ৩।

সাত্ত্বিকাদি শ্রদ্ধাভেদে জীবের কার্য্যভেদ হয়। যথা,—সাত্ত্বিকাঃ দেবান্ যজন্তে ইত্যাদি স্পষ্ট।

নিজ নিজ প্রকৃতির বশে অনেকে সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষপাতী। ভারতবর্ষে এরূপ ধর্ম্মসম্প্রদায় অনেক আছে। তাহাদের অধিকাংশই শাস্ত্রবিরুদ্ধ। যথা,—

অন্তর যেমন যার তাহার তেমন
হৃদয়ে জনমে শ্রদ্ধা ভরত-নন্দন!
সমস্ত পরাণী এই যা' দেখ সংসারে
সবার প্রকৃতি সেই শ্রদ্ধার বিকারে।
অন্তরের সেই শ্রদ্ধা, যাহার যেমন
তাহার প্রকৃতি পার্থ, জানিও তেমন। ৩।

সত্ত্বাদি প্রভেদে শ্রদ্ধা যেরূপ যাহার
ত্রিবিধা তারই অনুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি তাহার।
শ্রদ্ধা সত্ত্বময় দেবগণে পূজয়ে সাত্ত্বিক,
রাজস রাক্ষস যক্ষে পূজে রাজসিক,
তামসিক ভাবে যারা জন্মলাভ করে
তমোগুণী ভূত প্রেতে তা'রা পূজা করে। ৪।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥৫॥
কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥৬॥

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা সখিভাবাদির অনুকরণ করে।

চৈতন্যসম্প্রদায়ের মধ্যে, বাউল প্রভৃতি। "কি প্রকাশ্য কি অপ্রকাশ্য ইচ্ছানুরূপ বহুতর বারাঙ্গনা ও গৃহাঙ্গনা ইহাদের সাধনসম্পাদনে নিযুক্তা থাকে।"—উপাসক সম্প্রদায়।

শৈবসম্প্রদায়ের মধ্যে অঘোরপন্থী প্রভৃতি।

শাক্তসম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা পঞ্চমকার ও ভৈরবীচক্র প্রভৃতি সাধন করে। ইত্যাদি।

এই সকল সম্প্রদায়ের ক্রিয়া-পদ্ধতি অতিশয় ঘোর ও বীভৎস। নিকৃষ্টা প্রকৃতির লোকই তাহা করিয়া থাকে। ইহাদের নিষ্ঠা তামসিক। ৪।

যে অচেতসঃ জনাঃ—যে অবিবেকিগণ। দম্ভঅহঙ্কারসংযুক্তাঃ। দম্ভ—লোক দেখান ধার্ম্মিকতা। এবং

যদি নিষ্ঠা রাজসিক তামসিক হয়
হ'তে পারে সত্ত্বোদয় শ্রদ্ধা যদি রয়।
কিন্তু দম্ভ অহঙ্কারে জ্ঞান বুদ্ধি হারা,
কামভোগাসক্তিবশে সাগ্রহে যাহারা,

অহঙ্কার—দাম্ভাভিমান। তদ্‌যুক্ত। কামরাগবলান্বিতাঃ—কাম বিষয়াভিলাষ; রাগ, তাহাতে আসক্তি ও বল, তন্নিমিত্ত আগ্রহ। তদ্‌যুক্ত। অশাস্ত্র-বিহিতং ঘোরং—ভূতভয়ঙ্কর, বহু আয়াসসাধ্য। তপঃ তপ্যন্তে—যাগাদি অনুষ্ঠান করে। কিরূপে?—শরীরস্থং ভূতগ্রামং কর্ষয়ন্তঃ—বৃথা উপবাসাদিতে পঞ্চভূতময় দেহকে কৃশ করিয়া। এবং অন্তঃশরীরস্থং মাং চ কর্ষয়ন্তঃ—ভগবানের আজ্ঞাস্বরূপ বেদাদি শাস্ত্রবিধির অবজ্ঞা করাতে তাঁহাকে কৃশ অর্থাৎ অবজ্ঞা বা হীন করিয়া। তান্‌ আসুর-নিশ্চয়ান্‌ বিদ্ধি—তাহাদিগকে অসুরতুল্য ক্রূর অধ্যবসায়শীল জানিবে (শ্রী)।

পূর্ব্বকালে রাবণ প্রভৃতি এইরূপ তপস্যা করিয়াছিল। অধুনা ঊর্দ্ধবাহু, ঊর্দ্ধমুখী প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণও এই সম্প্রদায়-ভুক্ত। ইহারা ঐশ্বর্য্যকামী, আসুর-নিশ্চয়। ৫—৬।

দম্ভে উপবাস আদি করিয়া পালন,
আসুরিক শরীরস্থ পঞ্চভূতে করিয়া কর্ষণ,
পুরুষের অশাস্ত্রীয় যজ্ঞ তপ করি ঘোরতর,
তপস্যা আমি যে রয়েছি তার শরীর ভিতর,
আমাকেও কৃশ করে মূঢ়মতিগণ,
আমার বিধান যত করি উল্লঙ্ঘন।
ক্রূর কর্ম্মে রত সেই নরাধম যত
জানিও তা'দের কার্য্য অসুরের মত। ৫—৬।

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥৭॥
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮॥

সর্ব্বস্য আহারঃ অপি তু—সকলের আহারও। ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি। তথা—এবং। যজ্ঞঃ, তপঃ, দানং ত্রিবিধম্। তেষাং ইমং ভেদং শৃণু। ৭।

ত্রিবিধ আহারের বিষয় বলিতেছেন। আয়ুঃ—জীবিতকাল। সত্ত্ব—উৎসাহ (energy), মানসিক বল যাহা থাকিলে শরীরে অবসাদ উপস্থিত হয় না। বল—শারীরিক। সুখ—অন্তরের প্রসন্নতা। বিবর্দ্ধনাঃ—যদ্দ্বারা আয়ু প্রভৃতি বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হয়। এবং যাহা রস্যাঃ—সুরসযুক্ত। স্নিগ্ধাঃ—ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত। স্থিরাঃ—যাহার

সকল জীবের প্রিয় অন্নাদি আহার
তাহাও ত্রিবিধ হয়, কৌরব-কুমার!
যজ্ঞ ও তপস্যা দান ত্রিবিধ তেমন
তাহাদের ভেদ এবে করহ শ্রবণ। ৭।
উৎসাহ, সামর্থ্য আর আয়ুর্বৃদ্ধি যায়,
আনন্দ ও প্রীতি জন্মে অন্তরে যাহায়,
সাত্ত্বিক স্বাস্থ্যপ্রদ, স্নেহযুক্ত, সুরসে রসাল,
আহার শরীরে সারাংশ যার থাকে দীর্ঘকাল,
দর্শনেই মনোহর,—ঈদৃশ আহার
ভালবাসে সত্ত্বময়ী প্রকৃতি যাহার। ৮।

কট্ব্ম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥৯॥
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥১০॥

সারাংশ দেহমধ্যে দীর্ঘকাল থাকে। হৃদ্যাঃ—দৃষ্টিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম (শ্রী)। ঈদৃশ আহার সাত্ত্বিকগণের প্রিয়।

এখানে বস্তুবিশেষসম্বন্ধে বিধি নিষেধ নাই। দেশ, কাল, পাত্র ভেদে কোন বস্তু উপযোগী বা অনুপযোগী স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাহা নির্দ্দেশ করিবেন। ৮।

কট্বম্ল ইত্যাদি স্পষ্ট। কটু—তিক্ত। তীক্ষ্ণ—তীক্ষ্ণ-বীর্য্য ঝাল, মরিচাদি। রুক্ষ—তৈলাদি স্নেহপদার্থশূন্য। বিদাহী—পরিপাককালে যাহা অম্লরস হয়। অতি শব্দ কটু আদি সপ্ত পদেরই বিশেষণ। ঈদৃশ আহার রাজসস্য ইষ্টাঃ—প্রিয়। তাহা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ। আময়—রোগ। শোক—পশ্চাদ্ভাবী মনস্তাপ (শ্রী)। ৯।

যাতযামং—যাম, প্রহর বা উপযুক্ত সময় (প্রকৃতিবাদ) গত হওয়ায় যাহা শীতল হইয়াছে (শ্রী)। গতরসং—যাহার

অতি কটু কিম্বা অতি অম্ল বা লবণ,
রাজসিক　অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ মরিচ যেমন,
আহার　স্নেহ নাই যাহে, যার অম্লপাক হয়,
তামস জনের তাহা প্রিয়, ধনঞ্জয়!
ভোজন সময়ে ক্লেশ, অসুখ পশ্চাতে,
পরিণামে মনস্তাপ জনমে তাহাতে। ৯।

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥১১॥
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥১২॥

রস বা সার অংশ নিষ্কাশিত হইয়াছে (শ্রী) কিম্বা যাহার স্বাভাবিক রস নষ্ট হইয়াছে (রামা)। পূতি—দুর্গন্ধ। পর্য্যুষিতং—বাসী। উচ্ছিষ্টং—ভুক্তাবশিষ্ট। অমেধ্যং চ—এবং যদ্দ্বারা যজ্ঞ কার্য্য হয় না, অপবিত্র। ঈদৃশ যৎ ভোজনং—ভোজ্য দ্রব্য। তৎ তামসঃ প্রিয়ম্। ১০।

অনন্তর ত্রিবিধ যজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ—ফলাকাঙ্ক্ষাহীন পুরুষ কর্ত্তৃক। যষ্টব্যম্ এব ইতি মনঃ সমাধায়—যজ্ঞানুষ্ঠানই কর্ত্তব্য এইরূপ নিশ্চয় করিয়া। বিধিদিষ্টঃ—শাস্ত্র-বিহিতঃ। যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে।—যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। সঃ সাত্ত্বিকঃ। ১১।

ফলম্ অভিসন্ধায় তু—ফল উদ্দেশ করিয়া। দম্ভার্থম্ এব চ—এবং ধর্ম্মিত্বখ্যাপনের জন্য। যৎ ইজ্যতে তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি। ১২।

পাকান্তে সুদীর্ঘকালে শীতল যা' হয়,
তামসিক গতরস, পর্য্যুষিত, পূতিগন্ধময়,
আহার উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র,—এ সব ভোজন
তামস জনের প্রিয়, ভরত-নন্দন। ১০।
সাত্ত্বিক যজ্ঞ নিষ্কামী কর্ত্তব্য-জ্ঞানে শাস্ত্রবিধিমত
করেন যে কর্ম্ম তাহা সাত্ত্বিক, ভারত। ১১।

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥১৩॥
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥১৪॥

বিধিহীনং—শাস্ত্রবিধি-বর্জ্জিত। অসৃষ্টান্নং—অন্নদান-বিহীন। মন্ত্রহীনং—যাহাতে যথারীতি মন্ত্র পঠিত হয় না। অদক্ষিণং—দক্ষিণাবিহীন। শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং। তামসং পরিচক্ষতে—তামস বলিয়া কথিত হয়। ১৩।

১৪—১৬ শ্লোকে শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক ভেদে ত্রিবিধ তপস্যার বিষয় বলিতেছেন।

দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তির পূজনম্। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, দ্বিজ বা গুরুজন না হইলেও পূজনীয়।

রাজস যজ্ঞ — ধর্ম্মিত্ব-খ্যাপন আর ফল-কামনায়
যে যজ্ঞ, ভারত! জান রাজস তাহায়। ১২।

তামস যজ্ঞ — বিধিহীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাবিহীন,
অন্নদান নাহি যায়, যাহা শ্রদ্ধাহীন,
এরূপ যে যজ্ঞ-কর্ম্ম, তাহা ধনঞ্জয়!
তামসিক কর্ম্ম মাত্র সাধুগণে কয়। ১৩।

শারীরিক তপ — দেবতা ব্রাহ্মণ আর যত গুরুজন,
আর যিনি জ্ঞানবান, তাঁদের পূজন,
অহিংসা ও সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য আর,
এ সব শারীর তপ, কৌরব-কুমার। ১৪।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥১৫॥
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥১৬॥

শৌচম্। আর্জ্জবং—সরলতা। ব্রহ্মচর্য্যং—শাস্ত্র-নিষিদ্ধ স্ত্রীসঙ্গ-ত্যাগ। অহিংসা চ। শারীরং তপঃ উচ্যতে।১৪।

যৎ বাক্যং অনুদ্বেগকরং, সত্যং প্রিয়হিতং চ—প্রিয় অথচ হিতকর। আর স্বাধ্যায়-অভ্যসনং—বেদাদি শাস্ত্রালোচনা। এ সকল বাঙ্ময়ং তপঃ উচ্যতে। ১৫।

মনঃ-প্রসাদঃ—মনের স্বচ্ছতা (শ্রী), ক্রোধাদিশূন্য প্রসন্ন, শান্ত ভাব। সৌম্যত্বং—হিংসা নিষ্ঠুরতাদি বর্জ্জিত সৌম্য ভাব। মৌনং—মনের সংযম। আত্মবিনিগ্রহঃ—মনের বিনিগ্রহ; ভোগ্য বস্তু হইতে নিবৃত্তি। বাক্য-বিষয়ে

যে বাক্যে না হয় মনে উদ্বেগসঞ্চার,
বাচনিক যাহা সত্য, যাহা প্রিয় হিতকর আর,
তপ বেদ আদি শাস্ত্র পাঠ আর ধনঞ্জয়!
বাচনিক তপ তাহা সাধুগণে কয়। ১৫।
শান্তিময়, প্রীতিময়, প্রসন্ন হৃদয়,—
মানসিক কাম ক্রোধ রাগ দ্বেষ যেখানে না রয়;
তপ হিংসা-নিষ্ঠুরতা-ত্যাগ, মনঃ-সংযমন,
সর্ব্বতঃ বিষয়ভোগ-ইচ্ছার দমন,
ছলনা-শঠতা-ত্যাগ লোক-ব্যবহারে,
মানসিক তপ পার্থ, বলে সে সবারে। ১৬।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥১৭॥
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥১৮॥

মনের সংযম মৌন আর সর্ব্বতঃ ভোগলালসার নিবৃত্তি, আত্ম-বিনিগ্রহ, ইহাই উভয়ের প্রভেদ (শং)। ভাবসংশুদ্ধিঃ—অন্যের সহিত ব্যবহারে ছলনা শঠতাদি পরিহার। ইতি এতৎ মানসঃ তপঃ উচ্যতে। ১৬।

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ তপ আবার সাত্ত্বিকাদিভেদে ত্রিবিধ। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ—নিষ্কাম। যুক্তৈঃ—একাগ্রচিত্ত (শ্রী) অথবা, অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ঈশ্বরারাধনা এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত (রামা)। —নরৈঃ পরয়া শ্রদ্ধয়া তপ্তং—পরম শ্রদ্ধাসহ অনুষ্ঠিত। তৎ—পূর্ব্বোক্ত। ত্রিবিধং তপঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে। ১৭।

সৎকার-মান-পূজার্থম্। ইনি সাধু, ধার্ম্মিক ইত্যাদি প্রশংসার নাম সৎকার; অভ্যুত্থান অভিবাদনাদির দ্বারা সম্মান প্রদর্শনের নাম মান এবং অর্থলাভাদির নাম পূজা। এই সকলের উদ্দেশে। দম্ভেন চ—এবং ধার্ম্মিকত্ব-খ্যাপন

এই যে কহিনু, পার্থ, তপস্যা ত্রিবিধ
<u>সাত্ত্বিক তপ</u> সাত্ত্বিকাদি ভেদে তাহা প্রত্যেকে ত্রিবিধ।
ফলের আকাঙ্ক্ষা যদি না রাখি অন্তরে
ঈশ্বরের সেবা জ্ঞানে, দৃঢ় শ্রদ্ধাভরে,
ত্রিবিধ সে তপ নর করে অনুষ্ঠান
সাত্ত্বিক তপস্যা তারে কহে মতিমান। ১৭।

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥১৯॥
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে ।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০॥

করিয়া। যৎ তপঃ ক্রিয়তে। তৎ ইহ—তাহা ইহলোকে মাত্র ফলপ্রদ, পারলৌকিক নহে। চলং—তাহার ফল অল্পকাল স্থায়ী। অধ্রুবং—এবং তাহাতে যে ফললাভ হইবে তাহাও নিশ্চয় নহে। সেই তপঃ রাজসং প্রোক্তম্ ।১৮।

মূঢ়গ্রাহেণ—মূঢ়ের ন্যায় অনুচিত বিষয়ে আগ্রহে; দুরাগ্রহবশে। আত্মনঃ পীড়য়া—আপনাকে ক্লেশ দিয়া। অথবা পরস্য উৎসাদনার্থ—পরের অনিষ্টের জন্য। যৎ তপঃ ক্রিয়তে, তৎ তামসম্ উদাহৃতম্। ১৯।

ত্রিবিধ দানের বিষয় বলিতেছেন। দেশে কালে চ পাত্রে চ—উপযুক্ত দেশ কাল পাত্রে অর্থাৎ যে সময়ে যে স্থানে এবং যে ব্যক্তির যথার্থ অভাব তাহা বিবেচনা

সাধুবলি বহুমানে পূজিবে আমারে
<u>রাজসিক</u> এ ভাবে যে করে তপ দম্ভ সহকারে,
<u>তপ</u> রাজসিত বলে তারে; তাহে লাভ হয়
ক্ষণিক ঐহিক ফল,—তা'ও অনিশ্চয়। ১৮।
দুরাগ্রহবশে করি আপনা পীড়ন
<u>তামসিক</u> ক্লেশকর বিধি যত করিয়া পালন,
<u>তপ</u> অভিচার আদি কিম্বা পরে বিনাশে
যে তপ, তামস তারে জ্ঞানিগণ ভাষে। ১৯।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥২১॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

করিয়া। পাত্রে—দেশ ও কালশব্দের সাহচর্য্যহেতু চতুর্থীর স্থানে সপ্তমী (শ্রী)। অনুপকারিণে—যাহার নিকট প্রত্যুপকারের সম্ভাবনা নাই, ঈদৃশ ব্যক্তিকে। দাতব্যম্ ইতি যৎ দানম্ দীয়তে—দেওয়া উচিত এইরূপ ভাবিয়া যাহা দেওয়া যায়। তৎ দানম্ সাত্ত্বিকং স্মৃতম্। ২০।

যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং অথবা স্বর্গাদি ফলম্ উদ্দিশ্য। পুনঃ পরিক্লিষ্টং—অথবা মনে কষ্ট করিয়া। দীয়তে। তৎ রাজসম্ উদাহৃতম্। ২১।

অদেশকালে অপাত্রেভ্যঃ—অনুপযুক্ত দেশকালে এবং অপাত্রে। যৎ দানং দীয়তে। এবং দেশকাল পাত্র উপযুক্ত হইলেও যৎ অসৎকৃতম্—অসম্মান করিয়া। বা অবজ্ঞাতং—অবজ্ঞার সহিত, যাহা দেওয়া হয়। তৎ তামসম্ উদাহৃতম্। ২২।

দেশ কাল পাত্রাপাত্র করিয়া বিচার,
সাত্ত্বিক দান — যার কাছে আশা নাই প্রতি-উপকার,
যাহা কিছু দাও তারে কর্ত্তব্য-বিচারে
পণ্ডিতে সাত্ত্বিকদান বলেন তাহারে। ২০।
রাজসিক দান — রাজসিক তাহা, যাহা কষ্টে দেওয়া যায়,
প্রতি-উপকার কিম্বা স্বর্গাদি আশায়। ২১।

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত রূপে বিচার করিতে গেলে, প্রায় সমস্ত কর্ম্মই রাজসিক বা তামসিক হইয়া পড়ে। এই বৈগুণ্য নিবারণের জন্য ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে হয়। এক্ষণে সেই উপদেশ দিতেছেন।

যাহার দ্বারা কোন বস্তু নির্দ্দিষ্ট হয়, বিশেষরূপে জানা যায়, তাহা নির্দ্দেশ। ওঁ, তৎ, সৎ, ইতি ত্রিবিধঃ ব্রহ্মণঃ, নির্দ্দেশঃ স্মৃতঃ—ওঁ, তৎ, সৎ এই তিন শব্দে পরম ব্রহ্মকে বুঝায়। তেন—সেই ত্রিবিধ নির্দ্দেশদ্বারা, সেই নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক। পুরা—পূর্ব্বকালে। ব্রাহ্মণাঃ বেদাঃ চ যজ্ঞাঃ চ বিহিতাঃ—বেদাধিকারী ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ ও তাঁহাদের পালনীয় বিধি এবং বেদবিধি ও যজ্ঞবিধি

দেশ-কাল পাত্রাপাত্র না করি বিচার
তামসিক দান — অদেশে অকালে কিম্বা অপাত্রেতে আর,
অবজ্ঞাসহিত কিম্বা করি অসম্মান
যাহা দেওয়া যায়, তাহা তামসিক দান। ২২।

ওম্ আর তৎ, সৎ—এই তিন হয়
পরম ব্রহ্মের নাম, জ্ঞানিগণে কয়।
যে নাম উচ্চারি পূর্ব্বে সৃজিলেন বিধি
ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ ও বেদ-যজ্ঞ-বিধি।
পরম পাবন এই ত্রিনাম, অর্জ্জুন!
বিগুণ যে কার্য্য সেও এ নামে সগুণ। ২৩।

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪ ॥
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে ।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। অথবা তেন,—ঐ তিন যাহার নাম সেই পরব্রহ্ম-কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণাদি পবিত্রতম পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে (শ্রী) । ২৩ ।

তস্মাৎ ওম্ ইতি উদাহৃত্য—ওম্ উচ্চারণ করিয়া। ব্রহ্মবাদিনাং—ব্রহ্মবিদ্‌গণের। বিধানোক্তাঃ যজ্ঞ-দানঃ তপঃক্রিয়াঃ প্রবর্ত্তন্তে—শাস্ত্র-বিধি-অনুযায়ী যজ্ঞাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ ।

তৎ ইতি—তৎ শব্দ উচ্চারণ করিয়া। মোক্ষ-কাঙ্ক্ষিভিঃ ফলম্ অনভিসন্ধায় বিবিধাঃ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াঃ চ ক্রিয়ন্তে। ২৫ ।

হে পার্থ! সৎ-ভাবে—অস্তিত্ব বুঝাইতে। সাধুভাবে

তাই "ওম্" উচ্চারিয়া করে অনুষ্ঠান
ব্রহ্মবাদী বিধিমত যজ্ঞতপোদান। ২৪ ।
নিষ্কাম মোক্ষার্থিগণ তৎ উচ্চারিয়া
করেন বিবিধ যজ্ঞ তপঃ দান ক্রিয়া। ২৫ ।
"আছে"এই অর্থে, পার্থ,! শ্রেষ্ঠ অর্থে আর
মাঙ্গলিক কর্ম্মে পুনঃ "সৎ" ব্যবহার। ২৬ ।

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥

চ—এবং সাধুভাবে বা শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইতে। সৎ ইতি এতৎ (শব্দ) প্রযুজ্যতে। তথা প্রশস্তে কর্ম্মণি—এবং বিবাহাদি মাঙ্গলিক কর্ম্মে। সৎ শব্দঃ যুজ্যতে। ২৬।

যজ্ঞে, তপসি, দানে চ (যা) স্থিতি—নিষ্ঠা। তৎ সৎ ইতি উচ্যতে। তদর্থীয়ং কর্ম্ম এব চ সৎ ইতি অভিধীয়তে। তদর্থীয় কর্ম্ম—যাহার এই নামত্রয় সেই ব্রহ্ম যে কর্ম্মের অর্থ—প্রয়োজন, তাহা তদর্থীয় কর্ম্ম, অর্থাৎ ঈশ্বরোদ্দিষ্টকর্ম্ম—পূজা, নৈবেদ্য, দেবগৃহাদি-মার্জ্জন, যজ্ঞদানাদি ও সেই সমস্ত কর্ম্মের উদ্দেশে ধনধান্যাদি উপার্জ্জন প্রভৃতি। ২৭।

কিন্তু ব্রহ্মনাম "ওঁ তৎ সৎ" উচ্চারণ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলেও যদি তাহা শ্রদ্ধাবিহীন হয়, তবে তাহা অসৎ।

যজ্ঞ তপ দানকর্ম্মে নিষ্ঠা যাহা হয়
তাহাকেও সৎ শব্দে সাধুগণে কয়।
এই তিন যে ব্রহ্মের সুপবিত্র নাম
তাঁহার সেবার্থে যত কর্ম্ম, গুণধাম!
পূজা যজ্ঞ দান আদি ক্রিয়া সমুদয়
সে সকলও সৎ শব্দে অভিহিত হয়। ২৭।

অশ্রদ্ধয়া হুতং—হোম। দত্তং—দান। তপ্তং তপঃ—অনুষ্ঠিত তপস্যা। যৎ চ কৃতং (তৎ) অসৎ ইতি উচ্যতে। হে পার্থ! তৎ চ ন প্রেত্য নো ইহ—তাহা পরকালে ও ইহকালে ফলদায়ক নহে। ২৮।

সত্ত্বময়ী শ্রদ্ধা করিয়া আশ্রয়
　　রাজস তামস দুয়ে পরিহরি,
তত্ত্বজ্ঞানে তুমি লভ অধিকার,
　　ইতি সপ্তদশে কহিলা শ্রীহরি।—শ্রীধর।

শ্রদ্ধাহীন কর্ম্ম কিন্তু সতত অসৎ
যদিও কর হে, স্মরি ওম্ তৎ সৎ।
শ্রদ্ধাহীন কর্ম্ম যত—হোম তপ দান
কিম্বা অন্য যাহা কিছু কর অনুষ্ঠান,
সে সবে অসৎ, কহে পণ্ডিত সকল,
ইহ পরলোকে তাহা সমস্ত বিফল। ২৮।

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ-যোগ নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

মোক্ষ-যোগঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥ ১ ॥

সন্ন্যাস ও ত্যাগে প্রভেদ-কথনে
সমস্ত গীতার্থ সুসংগ্রহ করি
পরমার্থ তত্ত্ব করিয়া নির্ণয়
স্পষ্ট অষ্টাদশে কহিলা শ্রীহরি।—শ্রীধর।

এই অধ্যায় সমস্ত গীতার সার এবং ইহাই সমগ্র বেদের সার (শং)। যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ—৩।১৭ও সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা

অর্জ্জুন কহিলেন।

জ্ঞান আর কর্ম্মযোগে গূঢ় উপদেশ
শুনিয়াছি তোমার শ্রীমুখে হৃষীকেশ!
নিত্যানিত্য সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়া বর্জ্জন
সংসার-বন্ধন হ'তে জ্ঞানী মুক্ত হ'ন,
মুক্তিলাভ করে আর কর্ম্মযোগিগণে,
কর্ম্মফল সমর্পণ করি ও চরণে।

শ্রীভগবানুবাচ ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥

সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী—৫।১৩ ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ এবং ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গম্—৪।২০ ও সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্—১২।১১ ইত্যাদি বাক্যে কেবল ফল-ত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন। তদুভয়ের বিরোধ সম্ভাবনা করিয়া অর্জ্জুন বলিতেছেন ; হে মহাবাহো ! সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথক্ বেদিতুম্ ইচ্ছামি । ১ ।

কবয়ঃ—পণ্ডিতগণ । কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং—

সর্ব্ব কর্ম্ম পরিহারে দিলে উপদেশ,
আবার কহিলে কর্ম্ম করিতে অশেষ,
বিরোধী এ তত্ত্ব আমি বুঝিতে না পারি
অতএব সার মর্ম্ম কহ, হে কংসারি !
সন্ন্যাস ও ত্যাগতত্ত্ব, কেশিনিসূদন !
পৃথক্ পৃথক্ বাঞ্ছা করিতে শ্রবণ । ১ ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন ।

ইহপরকালে আত্মসুখের আশায়
যাহা করা যায়, বলে কাম্য কর্ম্ম তায় ।
আত্মসুখহেতু সেই কর্ম্মের বর্জ্জন
সন্ন্যাস　সন্ন্যাস বলিয়া তারে জানে জ্ঞানিগণ ।
কিন্তু যারা বিচক্ষণ, তা'রা ধনঞ্জয় !
ত্যাগ　সর্ব্ব কর্ম্মে ফলমাত্র ত্যাগে "ত্যাগ" কয় । ২ ।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥

কাম্য কর্ম্ম সমূহের পরিত্যাগকে। সন্ন্যাসং বিদুঃ—সন্ন্যাস বলিয়া জানেন। কিন্তু বিচক্ষণাঃ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং—নিত্য নৈমিত্তিক বা কাম্য, সর্ব্ব কর্ম্মে ফলমাত্র ত্যাগকে। ত্যাগং প্রাহুঃ। ২।

একে মনীষিণঃ—এক সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা, সাংখ্য বেদান্তাদি মতাবলম্বিগণ। কর্ম্ম দোষবৎ ইতি—কর্ম্মমাত্রই সংসার-পাশের হেতু হওয়ায় সর্ব্ব কর্ম্মই দোষযুক্ত অতএব। সে সকল ত্যাজ্যং প্রাহুঃ। অপরে—মীমাংসক মতাবলম্বি-গণ। যজ্ঞ-দান-তপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যম্ ইতি আহুঃ।

কর্ম্মাধিকারী অজ্ঞানীর পক্ষেই এই কর্ম্ম করা বা কর্ম্ম ত্যাগ বিকল্প। নতুবা, যাহারা জ্ঞানী, যাহাদের আত্মরতি হইয়াছে, কর্ম্ম আপনা আপনি ত্যাগ হইয়া গিয়াছে (৩ অঃ ১৭—১৮ দেখ) তাহাদের পক্ষে এ বিকল্প নহে (শং)। ৩।

কর্ম্মত্যাগ, ফলত্যাগ, দুয়ে যে প্রভেদ
ত্যাগসম্বন্ধে পণ্ডিত-সমাজে তায় আছে মতভেদ।
মতভেদ ভাল কর্ম্ম মন্দ কর্ম্ম যা' হয়, তা' হয়
ফলভোগ বিনা নাই কভু তার ক্ষয়।
অতএব কর্ম্ম মাত্র দোষযুক্ত মানি
ত্যজিবে সমস্ত কর্ম্ম, কহে সাংখ্যজ্ঞানী।
কর্ম্মবাদী মীমাংসক বলে, ধনঞ্জয়!
যজ্ঞদানতপঃ-কর্ম্ম পরিত্যজ্য নয়। ৩।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৪॥
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ ৫॥
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ ৬॥

হে ভরতসত্তম! তত্র ত্যাগে—ত্যাগ বিষয়ে এই মত-ভেদ স্থলে। মে নিশ্চয়ম্—আমার সিদ্ধান্ত। শৃণু—শ্রবণ কর। ত্যাগ হিঃ ইত্যাদি স্পষ্ট। ৪।

৫ ও ৬ শ্লোকে নিজ সিদ্ধান্ত বলিতেছেন। যজ্ঞদান ইত্যাদি স্পষ্ট। কার্য্য—করণীয়, অবশ্য কর্ত্তব্য। পাবন—চিত্তশুদ্ধি কর ৫।১১ দেখ। ৫।

অপি তু এতানি—কিন্তু যজ্ঞাদি এই কর্ম্ম সকল। সঙ্গং ত্যক্ত্বা—অহংজ্ঞান ত্যাগ পূর্ব্বক, ঈশ্বরারাধনার্থ করিতেছি, ভাবিয়া (শ্রী); ৩।৯ দেখ। এবং ফলানি চ

ত্যাগে এই মতভেদে ভরত-নন্দন!
আমার সিদ্ধান্ত তুমি করহ শ্রবণ।
প্রকৃতি সত্ত্বাদি ভেদে ত্রিবিধ যেরূপ
ত্যাগও কথিত আছে ত্রিবিধ সেরূপ। ৪।

<u>ত্যাগসম্বন্ধে ভগবানের অভিমত</u>

যজ্ঞ দান তপকর্ম্ম পরিত্যাজ্য নয়
কর্ত্তব্য সে সব, পার্থ, জানিও নিশ্চয়।
যজ্ঞ দান আর তপ পরম পাবন,
সে সকলে চিত্তশুদ্ধি লভে জ্ঞানিগণ। ৫।

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥

ত্যক্ত্বা কর্ত্তব্যানি—ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া করা উচিত। ইতি মে নিশ্চিতং—যুক্তি-নির্দ্ধারিত। উত্তমং মতম্। ৬।

অনন্তর সাত্ত্বিকাদি ভেদে ত্রিবিধ ত্যাগের বিষয় বলিতেছেন। নিয়তস্য তু কর্ম্মণঃ সন্ন্যাসং—কর্ত্তব্য কর্ম্মের পরিত্যাগ। ন উপপদ্যতে—উচিত নহে; ৩ অঃ ৮, ৯ ও ১৩ শ্লোক দেখ। মোহাৎ—মোহবশতঃ। তস্য পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ৭।

যজ্ঞ দান তপস্যাদি কর্ম্ম সমুদায়
কর যাহা ভাব তাহা ঈশ্বর-সেবায়।
"আমি করি" অভিমান করি বিসর্জ্জন
পরিহার করি তার ফল-আকিঞ্চন
সে সকল কর্ম্ম পার্থ, করা সমুচিত
ইহাই আমার মতে উত্তম নিশ্চিত। ৬।
ত্রিবিধ যে ত্যাগ তাহা, কৌরব-নন্দন!
আমার সকাশে তুমি করহ শ্রবণ।
নিত্য কর্ম্ম,—যজ্ঞ তপ আদি সমুদয়
তাহাদের পরিত্যাগ উপযুক্ত নয়।
সর্ব্ব কর্ম্ম পরিহারে শরীর না রয়,
যজ্ঞ ভিন্ন কর্ম্মে পুন বন্ধনের ভয়,
তামসিক যজ্ঞশেষ ভোক্তা যারা তাহারা নিষ্পাপী
ত্যাগ আপন উদর তরে পাক করে পাপী।

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥
কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
ত্যক্ত্বা সঙ্গং ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥

কর্ম্ম দুঃখম্ ইতি এব যৎ—কর্ম্ম দুঃখকর ভাবিয়া। যে ব্যক্তি কায়-ক্লেশ-ভয়াৎ ত্যজেৎ। সঃ রাজসং ত্যাগং কৃত্বা। ত্যাগফলম্ এব ন লভেৎ—ত্যাগের ফলই লাভ করে না। ত্যাগফল—জ্ঞানোৎপত্তি (শ্রী, রামা)। ৮।

কার্য্যম্ ইতি এব—কর্ত্তব্যবোধে মাত্র। যৎ নিয়তং কর্ম্ম, সঙ্গং ফলং চ এব ত্যক্ত্বা ক্রিয়তে, সঃ ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ মতঃ। ১৮। ৬ দেখ। ৯।

অতএব কাম্য কর্ম্ম করি পরিহার
কর যত নিত্য কর্ম্ম, কৌরব-কুমার!
মোহে মজি ছাড় যদি যত নিত্য কর্ম্ম,—
সে ত্যাগ, পণ্ডিতে কহে, তামসিক ধর্ম্ম। ৭।
কর্ম্ম দুঃখকর ভাবি যে জন আবার
রাজসিক ত্যাগ — শারীরিক ক্লেশভয়ে করে পরিহার?
এরূপ যে ত্যাগ তাহা রাজস-লক্ষণ
তাহে সে ত্যাগের ফল না পায় কখন। ৮।
আমি কর্ম্ম করি,—হেন না ভাবি অন্তরে
সাত্ত্বিক ত্যাগ — না করি কামনা কিম্বা কর্ম্মফল তরে
যে করে কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর্ত্তব্য-বিচারে,
তাহার যে ত্যাগ মানি সাত্ত্বিক তাহারে। ৯।

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

সত্ত্বসমাবিষ্টঃ—সত্ত্বগুণসম্পন্ন। ত্যাগী। অকুশলং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি—দুঃখাবহ কর্ম্মে দ্বেষ করে না। অথবা কুশলে—সুখকর কর্ম্মে। ন অনুষজ্জতে—অনুরক্ত হয় না। কারণ সে মেধাবী—স্থিরবুদ্ধি (শ্রী)। অতএব ছিন্নসংশয়ঃ—তাদৃশ কর্ম্মের পরিণামে মঙ্গল হইবে কি না এরূপ সন্দেহ তাহার থাকে না; ২।৭১ দেখ। পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মযোগের প্রয়োজন এখানে দেখাইলেন (শং)। ১০।

দেহভৃতা—দেহধারী জীবকর্ত্তৃক। অশেষতঃ—সম্পূর্ণরূপে। কর্ম্মাণি ত্যক্তুং ন শক্যম্, ৩।৫ দেখ। যঃ তু—কিন্তু যে ব্যক্তি। কর্ম্মফলত্যাগী, সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে। ১১।

এরূপ সাত্ত্বিক ত্যাগী যে জন সংসারে
তাহার লক্ষণ পার্থ, বলি হে, তোমারে।
সাত্ত্বিক ত্যাগী দুঃখাবহ কর্ম্মেতে সে বিরক্ত না হয়,
সুখাবহ কর্ম্মে কিম্বা অনুরক্ত নয়।
কারণ সে স্থিরবুদ্ধি, জানে সে নিশ্চয়
সংসারে নিষ্কাম কর্ম্মে শ্রেয়োলাভ হয়।
না রয় সংশয়রেখা অন্তরে তাহার,
নিষ্কামে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে অনিবার। ৯০।

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥
পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ১৩ ॥

এ ভাবে কর্ম্মফলত্যাগের ফল কি? কর্ম্মণঃ ফলং ত্রিবিধং। অনিষ্টম্—যাহাতে নরক বা তির্য্যগাদি অধম যোনিতে গতি হয়। ইষ্টম্—যাহাতে দেবাদি উচ্চ যোনিতে গতি হয়। মিশ্রং চ—এবং যাহাতে ভাল মন্দ মিশ্রিত মধ্যম মনুষ্য যোনিতে গতি হয়। অত্যাগিনাং—সকামিগণের। এই ত্রিবিধ ফল। প্রেত্য ভবতি—পরকালে ভোগ হয়। সন্ন্যাসিনাং তু—কিন্তু কর্ম্মফলত্যাগী সন্ন্যাসিগণের (শ্রী)। তাহা, ন ক্বচিৎ—কখনই ভোগ হয় না। ১২।

কর্ম্ম নিত্য বা নৈমিত্তিক যাহা হউক, সাধারণে মনে করে, যে সমস্তই "আমি করিতেছি।" কিন্তু ভগবান্

ত্যাগের রহস্য যাহা কহিনু নিশ্চয়
কর্ম্ম-পরিত্যাগ মাত্র ত্যাগ কভু নয়।
দেহধারী সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যজিতে না পারে ;
কর্ম্মফলত্যাগী যেই ত্যাগী বলে তারে। ১১।
কর্ম্মের ত্রিবিধ ফল—ইষ্ট ও অনিষ্ট
ত্যাগীর　তৃতীয় প্রকার আর মিলি ইষ্টানিষ্ট।
কর্ম্মফল　ইষ্ট কর্ম্মে উচ্চগতি, অধমা নিকৃষ্টে,
ভোগ নাই　মধ্যগতি নরলোকে মিশ্র ইষ্টানিষ্টে।

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ ॥

বলিতেছেন, কোন কর্ম্ম তুমি করিতেছ এরূপ ভাবিও না; কোন কর্ম্মই তুমি কর না। অতএব কর্ম্ম কিরূপে সম্পন্ন হয়, ১৩—১৮ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন।

সর্ব্বকর্ম্মণাম্ সিদ্ধয়ে—সর্ব্ব কর্ম্ম নিষ্পত্তির পক্ষে। ইমানি পঞ্চ কারণানি—বক্ষ্যমান্ এই পঞ্চ হেতু। মে নিবোধ—আমার নিকটে অবগত হও। যাহা সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি। সাংখ্য—২।৩৯ দেখ। কৃতান্ত—যাহাতে কৃত অর্থাৎ কর্ম্মসমূহের অন্ত নির্ণিত হইয়াছে, সাংখ্য পদের বিশেষণ। আর বিশেষ্য ধরিলে অর্থ—বেদান্ত। প্রোক্তানি—কথিত আছে। ১৩।

এক্ষণে কর্ম্মের সেই পঞ্চ কারণ বলিতেছেন।

সকামী এ তিন ফল ভুঞ্জে পরকালে,
ফলত্যাগী সন্ন্যাসী না ভুঞ্জে কোন কালে। ১২।
নিত্য নৈমিত্তিক কিম্বা যা' হয় তা' হয়
সর্ব্ব কর্ম্ম "আমি করি" হেন মনে হয়।
কি ভাবে সে সব কিন্তু হ'তেছে সাধন
সযতনে সেই তত্ত্ব করহ শ্রবণ,
সাংখ্যশাস্ত্রে কর্ম্ম-তত্ত্ব করেছে নির্ণয়,
আমার সকাশে তাহা শুন সমুদয়।
মহাবাহু! পঞ্চ মাত্র জানিও কারণ,
যাহা হ'তে সর্ব্ব কর্ম্ম হ'তেছে সাধন। ১৩।

অধিষ্ঠানং—ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখাদি জ্ঞান যাহাকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হয়; শরীব (শং) অর্থাৎ শরীরী পদার্থ। আমরা যাহা কিছু কর্ম্ম করি তাহার কিছু না কিছু অধিষ্ঠান বা আধাব চাই, যাহাকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। তথা কর্ত্তা—তাহাতে "আমি ইহা করিব" এই, জ্ঞান বা অহঙ্কার থাকা চাই। কর্ত্তা—চিৎ-অচিদ্ গ্রন্থি অহঙ্কার (শ্রী)। পৃথক্‌বিধং করণং চ—তাহাব করণ (instrument) চাই,—যদ্দ্বারা কর্ম্ম করা যায়। দশ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই দ্বাদশ করণ (গিরি)। কার্য্যতঃ এবং স্বরূপতঃ বিবিধাঃ চ পৃথক্ চেষ্টাঃ—প্রাণ আপনাদির ক্রিয়া (nervous action); ইন্দ্রিয়াদি থাকিলেই কর্ম্ম হয় না, তাহাদিগের যথাযথ পরিচালনা চাই। অত্র এব চ—এবং এই সকলে। দৈবং পঞ্চমম্। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চারির সমাবেশ হওযা আবশ্যক এবং দৈবও অনুকূল থাকা

পঞ্চভূতে বিনির্ম্মিত জড় কলেবর
কর্ম্মের পঞ্চ আশ্রয় সকল কর্ম্মে হয়, নরবর!
কারণ আমি করি—অহঙ্কার, কর্ত্তা হয় তায়,
বুদ্ধীন্দ্রিয় মন কর্ম্ম-সাধনে সহায়,
বিবিধ শারীর চেষ্টা আর, ধনঞ্জয়!
তার সনে দৈব যদি অনুকূল রয়,—
সর্ব্ব কর্ম্মে এই পঞ্চ সমাবেশ চাই;
ইহার অন্যথা হ'লে কোন কর্ম্ম নাই। ১৪।

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

চাই। এই পঞ্চম কারণ দৈবই সর্ব্বপ্রধান (রামা)। এই পঞ্চের মধ্যে একটীরও অন্যথা হইলে কোন কর্ম্ম হয় না।

দৃষ্টান্ত যেমন, আহারের সময় উপস্থিত কিন্তু আহার হইতেছে না। তাহার পঞ্চবিধ কারণ থাকিতে পারে; যথা,—(১) হয় ত আহারের বস্তু (অধিষ্ঠান) নাই। (২) আহারের বস্তু থাকিলেও "আহার করিব" এরূপ সঙ্কল্প (কর্ত্তা) নাই। (৩) বদনাদি ইন্দ্রিয় (করণ) দুষ্ট হইয়াছে। (৪) চর্ব্বণাদি ক্রিয়া (চেষ্টা) হইতেছে না। (৫) অথবা কোন বিঘ্ন (প্রতিকূল দৈব) উপস্থিত হইল।

দৈব—দেবসম্বন্ধীয়; চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের অনুগ্রাহক সূর্য্যাদি দেবতা; অথবা সর্ব্বপ্রেরক অন্তর্যামী (শ্রী)। যে ঐশী শক্তি অন্তরে যমন করে, অন্তরে থাকিয়া জীব ও জগৎকে স্বমর্য্যাদানুসারে পরিচালিত করে, তাহা অন্তর্যামী, দৈব। সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ (১৫।১৫), মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে (১০।৮), প্রভৃতি বাক্যের লক্ষ্য সেই অন্তর্যামী ঐশী শক্তি বা দৈব (রামা)। মূলে যে চ শব্দ আছে তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পঞ্চই যে অনাত্মা ও ভৌতিক তাহা প্রতিপাদন করিতেছে (মধু)। ১৪।

নরঃ শরীর-বাক্-মনোভিঃ ন্যায্যং বা বিপরীতং বা যৎ কর্ম্ম প্রারভতে, এতে পঞ্চ তস্য হেতবঃ। ১৫।

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬ ॥
যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে ।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥

তবে বুদ্ধিমান্ জ্ঞানী কে? যস্য অহংকৃতঃ ভাবঃ ন—যাহার অহংবুদ্ধি নাই। যস্য বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে—ইহা আমি করিলাম ও ইহার ফল আমি ভোগ করিব ভাবিয়া লোকে হর্ষ বিষাদে আক্রান্ত হয়; ইহাই বুদ্ধির লেপ (শং)। যাহার বুদ্ধি তাদৃশ ইষ্টানিষ্টজ্ঞানদ্বারা কর্ম্মে লিপ্ত নয়। সঃ ইমান্ লোকান্ হত্বা অপি—লোকদৃষ্টিতে সে এই সমস্ত লোককে হত্যা করিলেও। আত্মদৃষ্টিতে ন হন্তি, ন নিবধ্যতে—কাহাকেও হত্যা করে না বা কর্ম্মফলে বদ্ধ হয় না; ৪।২০ দেখ। "দেহটাকে যখন মনে হয় খোলটা, তখন এ ভাব হয়।"—কথামৃত।১৬।

তত্র এবং সতি—এইরূপে ঐ পঞ্চ সর্ব কর্ম্মের কারণ

শরীরে অথবা বাক্যে মনে মনে আর
দেখ যাহা কিছু কর্ম্ম, কৌরব-কুমার।
অন্যায্য অথবা ন্যায্য করে নরগণ
এই পঞ্চ মাত্র তার জানিও কারণ। ১৫।

এ ভাবে সে পঞ্চ হ'তে কর্ম্ম সমুদায়,
তথাপি যে কর্ত্তা ভাবে কেবল আত্মায়
অমার্জ্জিত-মন্দবুদ্ধি জানিও তাহারে,
আত্মতত্ত্ব কর্ম্মতত্ত্ব সে বুঝিতে নারে। ১৬।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

হইলেও। কেবলম্ আত্মানম্—কেবল অর্থাৎ নিরুপাধি আত্মাকে অথবা একমাত্র আপনাকে। যঃ কর্ত্তারং পশ্যতি—যে কর্ত্তা মনে করে। অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ—শাস্ত্রপাঠাদির দ্বারা বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত না হওয়ায়। দুর্ম্মতিঃ—যাহার বুদ্ধি দুষ্টা, জন্মমৃত্যু প্রাপ্তির হেতুভূতা (শং)। স ন পশ্যতি—সে আত্মতত্ত্ব বা কর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে না (শং)।১৭।

যাহা যাহা কর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং যাহা যাহা আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম সম্পন্ন হয় ও কর্ম্মের ফলাফল যাহা কিছু, সে

অহংভাব নাই, বুদ্ধি কর্ম্মে লিপ্ত নয়,
এ সংসারে যার, সেই বুদ্ধিমান হয়।
লৌকিক দৃষ্টিতে, পার্থ! যদিও সে জন
এ সমস্ত জীবলোক্ করে হে, হনন,
কা'রেও সে না বিনাশে যথার্থ দর্শনে
অথবা না বদ্ধ হয় কর্ম্মের বন্ধনে। ১৭।
বলেছি দেহাদি পঞ্চ কর্ম্মে হেতু হয়,
দেখিয়াছ কর্ম্ম সনে আত্মা লিপ্ত হয়,
কর্ম্মের প্রেরক আর আশ্রয় তাহার,
জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্ত্তা, কর্ম্ম, কর্ম্মফল আর,
ইত্যাদি ত্রিগুণভেদে ত্রিবিধ সে সব
ক্রমে ক্রমে কহি, তুমি শুন হে, পাণ্ডব!

সমস্ত ত্রিগুণাত্মক, ইহা ক্রমশ বলিতেছেন। আত্মার সহিত কর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা বুঝানই ইহার উদ্দেশ্য (শ্রী)।

জ্ঞানম্—ইহা ইষ্ট বা অনিষ্ট এরূপ বোধ (শ্রী)। যে জ্ঞান ইষ্ট বা অনিষ্ট বিষয়ক নহে তাহা কোন কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয় না। জ্ঞেয়ং—সেই ইষ্ট বা অনিষ্ট বিষয়। পরিজ্ঞাতা—যাহার আশ্রয়ে জ্ঞানের বিকাশ হয় (শ্রী)' অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোষ বা চৈতন্যের ছায়াবিশিষ্ট বুদ্ধি; ১৩।১৮ শ্লোকে জ্ঞান শব্দের টীকা দেখ। এই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা—কর্ম্মের প্রবর্ত্তক; ইহারা কর্ম্মে প্রবৃত্তিহেতু। চোদনা—প্রেরণা।

করণং—দশ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, যাহাদিগের দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। কর্ম্ম—কর্ত্তার ঈপ্সীত; যাহার উদ্দেশে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। কর্ত্তা—যে ক্রিয়া করে; অহঙ্কার। ইতি ত্রিবিধঃ কর্ম্ম সংগ্রহঃ—এই তিন কর্ম্মের আশ্রয়; এই তিনকে অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

ইষ্টানিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান যাহা হয়,
কর্ম্মের জ্ঞেয়—সেই ইষ্ট কিম্বা অনিষ্ট বিষয়,
প্রবর্ত্তক চৈতন্যের ছায়াযুক্তা বুদ্ধি জ্ঞাতা তায়,
তিন সর্ব্ব কর্ম্ম এই তিনে মিলিয়া করায়।
পুনরায় সর্ব্ব কর্ম্মে কর্ত্তা অহঙ্কার,
আশ্রয় কর্ম্মের সাধন মন বুদ্ধীন্দ্রিয় আর
তিন ক্রিয়ার উদ্দেশ্য যাহা, কর্ম্ম বলে তারে,
এ তিন-আশ্রয়ে সর্ব্ব কর্ম্ম এ সংসারে। ১৮।

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০ ॥

দৃষ্টান্ত যথা,—কোন ব্যক্তি কোন শব্দ শ্রবণ পূর্ব্বক তাহা তাহার পুত্রের রোদন বুঝিয়া, সে তাহাকে সান্ত্বনা করিল। এখানে রোদন শব্দ জ্ঞেয়, পুত্রের রোদন এরূপ বোধ জ্ঞান এবং জ্ঞাতা বিজ্ঞানময় কোষ। এ তিনে পুত্রের সান্ত্বনারূপ কর্ম্মে তাহাকে প্রেরণ করিল। আমি সান্ত্বনা করিব, এইরূপ অহঙ্কার কর্ত্তা; হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয় করণ ও পুত্রের সান্ত্বনা রূপ উদ্দেশ্য কর্ম্ম। ১৮।

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান প্রভৃতির ত্রিগুণাত্মকত্ব বলিতেছেন। গুণসংখ্যানে—যাহাতে গুণসমূহ সম্যক্ বিবৃত হইয়াছে, অর্থাৎ সাংখ্য শাস্ত্রে। জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ গুণভেদতঃ ত্রিধা এব চ প্রোচ্যতে। তানি অপি—সে সকলও। যথাবৎ শৃণু—শ্রবণ কর। ১৯।

২০—২২ শ্লোকে ত্রিবিধ জ্ঞানের বিষয় বলিতেছেন। যেন—যে জ্ঞানে। বিভক্তেষু সর্ব্বভূতেষু—বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান সর্ব্ব পদার্থে। অবিভক্তম্—অভিন্নরূপে স্থিত। একম্ অব্যয়ং ভাবম্ ঈক্ষতে—নির্ব্বিকার এক আত্মবস্তু দৃষ্ট হয় (শং)। তৎ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি। ২০।

সাংখ্যশাস্ত্রে গুণভেদে কর্ম্ম কর্ত্তা, জ্ঞান,
ত্রিবিধ,—তা' যথাবৎ শুন, মতিমান! ১৯ ।

পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১ ॥
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

যৎ জ্ঞানং তু—আর যে জ্ঞানে। 'পৃথক্ বিধান্ নানা ভাবান্ পৃথক্‌ত্বেন বেত্তি—পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ সকলকে পরস্পর পৃথক্ মনে হয়　তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি। ২১।

যৎ জ্ঞানং তু একস্মিন্ কার্য্যে—কিন্তু যে জ্ঞান প্রকৃতি বা জীবের কার্য্যভূত একটী মাত্র পদার্থে অর্থাৎ সজীব বা নির্জীব কোন প্রাকৃতিক বস্তুতে বা কৃত্রিম প্রতিমাদিতে। কৃৎস্নবৎ সক্তং—সমস্তবৎ, পরিপূর্ণবৎ লগ্ন; সেই পদার্থ স্বতন্ত্র-ভাবে পূর্ণ; তাহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি, পূর্ণতা, বিলয়,—সমস্ত তাহাতেই শেষ; পূর্ব্বাপর কার্য্যকারণ-পরম্পরা কিছু নাই, (নাস্তিকদিগের মত এইরূপ) অথবা সেই বস্তুতেই আত্মা বা ঈশ্বর পূর্ণভাবে বিরাজিত, তাহাই আত্মা বা ঈশ্বর, এরূপ

স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে সর্ব্ব চরাচর
<u>সাত্ত্বিক</u>　ভিন্ন ভিন্ন যত বস্তু সংসার-ভিতর,
<u>জ্ঞান</u>　সর্ব্বত্র অভিন্ন ভাবে সে সবের মাঝে
নির্ব্বিকার একমাত্র যে বস্তু বিরাজে
যে জ্ঞানে সে পরমাত্ম-বস্তু জানা যায়
অর্জ্জুন, সাত্ত্বিক জ্ঞান জানিবে তাহায়। ২০।
<u>রাজসিক</u>　রাজস সে জ্ঞান, যাহে বস্তু ভিন্ন ভিন্ন
<u>জ্ঞান</u>　মনে হয় সে সকল প্রত্যেকে বিভিন্ন। ২১।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

ধারণা যে জ্ঞানে হয় (শ্রী)। তৎ জ্ঞানং তামসম্ উদাহৃতম্। এবম্ভূত জ্ঞান, অহৈতুকম্—অযুক্তিযুক্ত। ঈশ্বরের পূর্ণ সত্ত্বাকে কোন বস্তু বিশেষে সীমাবদ্ধ বলিলে আর তাঁহাকে অখণ্ড সর্ব্বব্যাপী বলা যায় না। এবং অতত্ত্বার্থবৎ—যদ্দ্বারা তত্ত্বার্থ, যথাভূত অর্থ, জানা যায়, তাহা তত্ত্বার্থবৎ; তদ্বিপরীত অতত্ত্বার্থবৎ; অর্থাৎ অযথার্থ (শং)। অথবা পরমার্থ-অবলম্বন শূন্য (শ্রী)। এবং তাহা অল্পং—তুচ্ছ (শ্রী)। ২২।

২৩—২৫ শ্লোকে ত্রিবিধ কর্ম্মের বিষয় বলিতেছেন। কর্ম্মসদৃশ জ্ঞাতব্য বিষয়ও ত্রিবিধ। নিয়তং—যাহা কর্ত্তব্য

তামসিক জ্ঞান তাহা, যাহে মনে হয়
তামসিক জ্ঞান স্বভাবের কার্য্যভূত পদার্থ-নিচয়
প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ভাবে পূর্ণ সমুদয়,—
এই তার জন্ম, বৃদ্ধি, পূর্ণতা, বিলয়;
কিছু নাই পূর্ব্বাপর অপর তাহার,
স্বভাবে উৎপন্ন, লীন স্বভাবে আবার।
অথবা স্বভাবজাত সে সব পদার্থ
মানবের শিল্প কিম্বা প্রতিমাদি, পার্থ,
তাহাকেই ভাবে পূর্ণ আত্মা বা ঈশ্বর,
আত্মা বা ঈশ্বর নাই তদ্ভিন্ন অপর,—
হেতুশূন্য, অযথার্থ, তুচ্ছ, এই জ্ঞান,
এ জ্ঞানে স্ফুরে না হৃদে পূর্ণ ভগবান্। ২২।

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

(৩।৮ দেখ)। সঙ্গরহিতং—কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশশূন্য (শ্রী)। অরাগদ্বেষতঃ কৃতং—যাহা অনুরাগ বা বিদ্বেষবশে করা হয় না। ঈদৃশ যৎ কর্ম্ম অফলপ্রেপ্সুনা—নিষ্কামচিত্ত ব্যক্তি-দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে। ২৩।

যৎ তু কামেপ্সুনা বা সাহঙ্কারেণ ক্রিয়তে—কিন্তু সকামী এবং অহংকারী ব্যক্তি যে কর্ম্ম করে। আমি ইহা করিলাম ও এমন আর কে পারে? এরূপ গর্ব্বের নাম অহংকার। বা শব্দ এবং অর্থে। যৎ পুনঃ বহুলায়াসং—ক্লেশসাধ্য। তৎ রাজসম্ উদাহৃতম্। ২৪।

অনুবন্ধং—পরিণাম ফল। ক্ষয়ং—তাহাতে কিরূপ অর্থক্ষয় ও বলক্ষয় হইতে পারে। হিংসাং—তদ্দ্বারা কতদূর

ত্রিবিধ জ্ঞানের ভাব করিনু বর্ণন
ত্রিবিধ যে কর্ম্ম তাহা করহ শ্রবণ।
<u>সাত্ত্বিক কর্ম্ম</u> নিষ্কামী পুরুষ ত্যজি কর্ত্তা-অভিমান
নিয়মিত কর্ম্ম যাহা করে অনুষ্ঠান,
রাগ বা বিদ্বেষবশে যাহা করা নয়
তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম সাধুগণে কয়। ২৩।
<u>রাজসিক কর্ম্ম</u> কামবশে সাহঙ্কারে বহুল আয়াসে
যে কর্ম্ম, রাজস তারে জ্ঞানিগণে ভাষে। ২৪।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

পরের অনিষ্ট হইতে পারে। পৌরুষং চ—এবং তাহা সম্পন্ন করিবার সামর্থ্য। অনপেক্ষ্য—বিচার না করিয়া। মোহাৎ যৎ কর্ম্ম আরভ্যতে, তৎ তামসম্ উচ্যতে। ২৫।

২৬—২৮ শ্লোকে ত্রিবিধ কর্ত্তার বিষয় বলিতেছেন। মুক্তসঙ্গঃ—কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশশূন্য (বামা)। অনহংবাদী—আমি করিতেছি, সগর্ব্বে এরূপ বলে না। ধৃত্যুৎসাহ-সমন্বিতঃ—কর্ম্মে বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও যে অধীর বা উৎসাহহীন হয় না। এবং কর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে

পরিণাম ফল আর অর্থবলক্ষয়,
তামসিক কর্ম্ম — পরের অনিষ্ট তায় হয় কি না হয়,
আপন সামর্থ্য আর,—এ সব বিচার
না করিয়া মোহবশে আরম্ভ যাহার,
তাহাকে তামস কর্ম্ম কহে সাধুগণ।
ত্রিবিধ যা কর্ত্তা এবে করহ শ্রবণ। ২৫।

"আমি কর্ম্ম করি" নাই এ ধারণা যার,
কর্ম্মফলে নাই আর আসক্তি যাহার,
সাত্ত্বিক কর্ত্তা — সগর্ব্বে বলে না,—ইহা আমা হ'তে হয়,
অধীর বা হীনোৎসাহ—কখন যে নয়,
হর্ষ বা বিষাদ নাই সফলে বিফলে
তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ত্তা সাধুগণে বলে। ২৬॥

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

নির্ব্বিকারঃ—হর্ষ-বিষাদশূন্য। ঈদৃশ কর্ত্তা, সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে। ২৬।

রাগী—যে বিষয়ানুরক্ত। কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ—ফলকামী। লুব্ধঃ—পরদ্রব্যাভিলাষী। হিংসাত্মকঃ—স্বকার্য্য-সাধনের জন্য যে অন্যের হিংসা করে। অশুচিঃ—যাহা দেহ ও মন অপবিত্র। এবং ইষ্টানিষ্টে হর্ষশোকান্বিতঃ। ঈদৃশ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ২৭।

অযুক্তঃ—বিষয়াসক্তিহেতু কর্ত্তব্যে অমনোযোগী। প্রাকৃতঃ—অসংস্কৃতবুদ্ধি, মূর্খ (শঙ্ক)। স্তব্ধঃ—অনম্র। শঠঃ—যে মনের প্রকৃত ভাব গোপন করে। নৈষ্কৃতিকঃ—আপনাতে পরম উপকারী বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইয়া পরে যে অন্যের বৃত্তিচ্ছেদন পূর্ব্বক স্বার্থ-সাধন করে (মধু)। অলসঃ। বিষাদী—নিত্য অসন্তোষ হেতু বিষণ্ণ। দীর্ঘ-

ভোগাসক্ত, ফলকামী, লোভী পরধনে,
রাজস অপরের হিংসা করে স্বকার্য্য-সাধনে,
কর্ত্তা শৌচহীন, হর্ষ-শোকে আচ্ছন্ন হৃদয়,
তাহাকে রাজস কর্ত্তা সুধীগণে কয়। ২৭।
যে মূর্খ, বিষয়সুখে আসক্ত হৃদয়,
কর্ত্তব্য-পালনে কভু মনোযোগী নয়,

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥

সূত্রী চ—এবং যে কর্ম্মের দীর্ঘ সম্প্রসারণ করে, আজ বা কা'ল যাহা করা উচিত, বহুদিনেও তাহা করে না (শং)। ঈদৃশ কর্ত্তা তামসঃ উচ্যতে। ২৮।

অনন্তর বুদ্ধি ও ধৃতির বিষয় বলিতেছেন। অন্তঃকরণের ইচ্ছা দ্বেষাদি বহু বৃত্তির মধ্যে (১৩।৭ টীকা দেখ) বুদ্ধি ও ধৃতি—জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির বিষয় বলিতেছেন; কারণ ইহারাই প্রধান। অন্য গুলির ভাব ইহাদের ই অনুরূপ বুঝিতে হইবে। গুণতঃ—সত্ত্বাদি গুণভেদে। বুদ্ধেঃ ধৃতেঃ চ ত্রিবিধং ভেদং পৃথক্ত্বেন—পৃথক্ ভাবে।

তামস কর্ত্তা

নম্রতার লেশ নাই হৃদয়ে কখন,
কথা কয় মনোভাব করিয়া গোপন,
পরম সুহৃদ্ বলি জন্মায়ে বিশ্বাস
স্বার্থবশে অবশেষে করে সর্ব্বনাশ,
অসন্তোষ হেতু নিত্য বিষণ্ণ, অলস,
সর্ব্ব কর্ম্মে দীর্ঘসূত্রী,—সে কর্ত্তা তামস। ২৮।
কর্ত্তার সদৃশ জ্ঞাতা জানিও ত্রিবিধ,
জ্ঞেয় যাহা, কর্ম্মতুল্য তাহাও ত্রিবিধ।
বুদ্ধি, ধৈর্য্য, গুণ-ভেদে ত্রিবিধ যেমন
সবিশেষ শুন, করি পৃথক্ বর্ণন।
বুদ্ধি ও ধৈর্য্যের ভাব করি অনুধ্যান
ইচ্ছা দ্বেষাদির ভাব কর অনুমান। ২৯।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥

অশেষেন প্রোচ্যমানং শৃণু—সবিশেষ বলা যাইতেছে শ্রবণ কর। বুদ্ধি—৩।৪২ ও ধৃতি—ধৈর্য্য, ১৬।৩ টীকা দেখ। ২৯।

৩০—৩২ শ্লোকে ত্রিবিধ বুদ্ধির বিষয় বলিতেছেন। প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ—ধর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং অধর্ম্মে নিবৃত্তি (শ্রী)। অথবা প্রবৃত্তি—অভ্যুদয়-সাধনভূত (রামা) কর্ম্মমার্গ (মধু)। নিবৃত্তি—মোক্ষসাধনভূত (রামা) জ্ঞান-মার্গ (মধু)। কার্য্যাকার্য্যে—যে স্থানে ও যে কালে যাহা সুকর্ম্ম বা কুকর্ম্ম (শ্রী)। ভয়াভয়ে—ভয় ও অভয় অর্থাৎ কার্য্য ও অকার্য্য-জনিত অর্থ ও অনর্থ (শ্রী)। যাহা হইতে ভীত হইতে হয় তাহা ভয় (শং)। এবং বন্ধং মোক্ষং চ। এই সমস্ত, যা বুদ্ধিঃ বেত্তি—যে বুদ্ধিতে জানা যায়। সা বুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকী। ৩০।

কি ভাবে প্রবৃত্তিমার্গে মিলে অভ্যুদয়
<u>সাত্ত্বিকী</u> অথবা নিবৃত্তিমার্গে মোক্ষ লাভ হয়,
<u>বুদ্ধি</u> ধর্ম্মাধর্ম্মে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি কেমন,
কার্য্য বা অকার্য্য যাহা যে স্থানে যখন,
যে কার্য্যে জনমে ভয়, যে কার্য্যে অভয়,
যাহাতে বন্ধন কিম্বা মোক্ষলাভ হয়,
যে বুদ্ধিতে এ সকল তত্ত্ব জানা যায়,
সে বুদ্ধি সাত্ত্বিকী, পার্থ, কহিনু তোমায়। ৩০।

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥
অধর্ম্মং ধর্ম্ম মতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

যয়া ধর্ম্মং অধর্ম্মং চ, কার্য্যং অকার্য্যমেব চ, অযথাবৎ প্রজানাতি—যথাযথরূপে জানা যায় না, তদ্বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান জন্মে না। সা বুদ্ধিঃ রাজসী। ৩১।

যা বুদ্ধিঃ অধর্ম্মং—শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম্মকে। ধর্ম্মং ইতি মন্যতে—শাস্ত্রসিদ্ধ কর্ম্ম মনে করে। এবং সর্ব্বার্থান্—সমস্ত বিষয়কে বিপরীতান্—বিপরীত ভাবে জানে। তমসাবৃতা অজ্ঞানসমাচ্ছন্ন। সা বুদ্ধিঃ তামসী ৩২।

৩৩—৩৫ শ্লোকে ত্রিবিধা ধৃতির বিষয় বলিতেছেন। হে পার্থ! যোগেন অব্যভিচারিণ্যা ধৃত্যা—চিত্তের একাগ্রতা-নিবন্ধন অবিচলা, বিষয়ান্তরে অব্যাপৃতা যে ধৈর্য্যের দ্বারা।

রাজসী বুদ্ধি রাজসিকে অযথার্থ ভাবে জানা যায়
কার্য্য বা অকার্য্য কিম্বা ধর্ম্মাধর্ম্ম যায়। ৩১।
সে বুদ্ধি অজ্ঞানঘোরে সমাচ্ছন্ন রয়
তামসী বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলি যাহে মনে হয়,
সে বুদ্ধি তামসী, পার্থ! যাহাতে এরূপে
প্রকাশে সমস্ত বস্তু বিপরীত রূপে। ৩২।

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥

মনঃ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া ধারয়তে—সংযমিত হয়, শাস্ত্রসিদ্ধ বিষয়েই আবদ্ধ থাকে। সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী। ৩৩।

তু—কিন্তু। পুরুষ, প্রসঙ্গেন—কর্ত্তৃত্বের ঘোর অভিনিবেশ বশতঃ। প্রসঙ্গ—প্রকৃষ্ট সঙ্গ (রামা)। ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া (মধু)। যয়া ধৃত্যা ধর্ম্ম-কাম-অর্থান্ ধারয়তে—ধর্ম্ম, কাম ও অর্থকেই পুরুষার্থ বলিয়া অবধারণ করে। হে পার্থ! সা ধৃতি রাজসী। ইহাতে ধর্ম্ম অর্থাৎ অভ্যুদয়-সাধন-ভূত পুণ্য কর্ম্ম, কাম অর্থাৎ বিষয়সুখ ও অর্থ-লাভের অনুকূল কর্ম্মই জীবনের সার মনে হয়; মোক্ষলাভের প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য থাকে না। ৩৪।

মনঃ প্রাণ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমুদায়
সাত্ত্বিক　শাস্ত্রসিদ্ধ বিষয়ে আবদ্ধ রহে যায়,
ধৈর্য্য　চিত্তের ঐকাগ্র্যহেতু যাহা অবিচল,
তাহাই সাত্ত্বিক ধৈর্য্য, পার্থ মহাবল। ৩৩।
কিন্তু যে বৃত্তির বশে অহংজ্ঞানী নর,
রাজস　কর্ম্মফলে অভিলাষ করি নিরন্তর,
ধৈর্য্য　পুণ্য কর্ম্ম, ভোগসুখ, অর্থলাভ আর
এই তিনে মনে করে জীবনের সার,
তাহাই রাজসী ধৃতি. কৌ ব-তনয়।
মোক্ষলাভে দৃঢ় লক্ষ্য তাহাতে না রয়। ৩৪।

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা ॥ ৩৫ ॥
সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭ ॥

দুর্মেধাঃ—দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি। যয়া স্বপ্নং, ভয়ং, শোকং, বিষাদং, মদম্ এব চ ন বিমুঞ্চতি—ত্যাগ করে না; অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ভয় শোকাদিতে অভিভূত হয় (শ্রী)। সা ধৃতি তামসী। স্বপ্ন—নিদ্রা। মদ—১৬। ১০ দেখ। ৩৫।

৩৬—৩৯ শ্লোকে কর্ম্মোৎপন্ন ত্রিবিধ সুখের ভাব বলিতেছেন। ইদানীং ত্রিবিধং সুখং তু মে শৃণু। যত্র—যে সুখে। মনুষ্য অভ্যাসাৎ রমতে—অভ্যাস-বশতঃ

"যাহাতে বিষয়রসে মোহিত-হৃদয়
তামস নির্ব্বোধ, বিষাদ মোহ আর নিদ্রা ভয়
ধৈর্য্য না ছাড়িয়া, সে সকল ধরে বার বার,
সে ধৈর্য্য তামস, ওহে কৌরব-কুমার। ৩৫।
ত্রিবিধা যা বুদ্ধি ধৃতি করিনু বর্ণন,
ত্রিবিধ যে সুখ এবে করহ শ্রবণ।
সাত্ত্বিক নির্ম্মল বুদ্ধিতে যবে স্ফুরে আত্মজ্ঞান
সুখ তাহে যে নির্ম্মল সুখ লভে জ্ঞানবান্,
অভ্যাসে অভ্যাসে ক্রমে জন্মে যাহে রতি,
না মিলে সহসা যাহা, বিষয় যেমতি,

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্‌ ॥
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ ৩৮ ॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্‌ ॥ ৩৯ ॥

ক্রমশঃ প্রীতি লাভ করে, সহসা নহে। এবং যে সুখ অনুভূত হইলে, দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি—নিশ্চয়ই দুঃখের অবসান হয় (শং)। তৎ—সেই সুখ। যৎ অগ্রে বিষমিব—বিষতুল্য। কিন্তু পরিণামে অমৃতোপমম্‌। এবং যাহা আত্মবুদ্ধি-প্রসাদজং—আত্মবিষয়িনী বুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে, আত্মবিষয়ক নির্ম্মলা বুদ্ধির বিকাশ হইলে জন্মে, বিষয়-ভোগ বা নিদ্রাদি হইতে নহে। তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্‌। ৩৬—৩৭।

যৎ বিষয়-ইন্দ্রিয়-সংযোগাৎ। তৎ অগ্রে অমৃতোপমম্‌। কিন্তু পরিণামে বিষোপমম্‌। তৎ সুখং রাজসং স্মৃতং।৩৮।

যৎ সুখং অগ্রে—আরম্ভ-সময়ে। অনুবন্ধে চ—এবং

যাহাতে নিশ্চয় হয় দুঃখ-অবসান
আরম্ভে যা মনে হয় বিষের সমান,
অমৃতের মত কিন্তু যার পরিণাম
জানিও সাত্ত্বিক সুখ তাহা, গুণধাম। ৩৬—৩৭।

বিষয়-সম্ভোগ হ'তে উদ্ভূত যা' হয়
রাজস সুখ — অমৃতের মত যাহা আরম্ভ-সময়
কিন্তু পরিণামে যাহা বিষের মতন
তাহাকে রাজস সুখ কহে সাধুগণ। ৩৮।

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০ ॥

পরিণামে। আত্মনঃ মোহনং—আত্মার মোহজনক। যাহা নিদ্রা-আলস্য-প্রমাদোত্থম্। তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ।৩৯।

যাহার যাহার বিষয় বলা হইল না অতঃপর সংক্ষেপে সে সকলের বিষয় বলিতেছেন। পৃথিব্যাং দিবি—পৃথিবীতে বা স্বর্গে। দেবেষু বা পুনঃ। তৎ সত্ত্বং—এমন বস্তু। নাস্তি। যৎ এভিঃ প্রকৃতিজৈঃ ত্রিভিঃ গুণৈঃ মুক্তং স্যাৎ।

এইরূপে বুঝাইলেন সংসারের সমস্তই ত্রিগুণাত্মক। মনুষ্য ত্রিবিধ, কর্ম্মীর কর্ম্ম ত্রিবিধ, ত্যাগীর কর্ম্মত্যাগ ত্রিবিধ; কর্ম্মের প্রবর্ত্তক—জ্ঞান, জ্ঞেয় জ্ঞাতা ত্রিবিধ; কর্ম্মের আশ্রয়—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ—বুদ্ধি ধৃতি প্রভৃতি ত্রিবিধ; কর্ম্মফল সুখ দুঃখাদি ত্রিবিধ। অতএব ত্রিগুণের হাত হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বর লাভের উপায় কি?

তামস সে সুখ, যাহা প্রকাশে মানসে
তামস সুখ — নিদ্রা ও আলস্য আর প্রমাদের বশে।
আরম্ভ সময়ে যাহা পরিণামে আর
সর্ব্ব জীবে মুগ্ধ করি রাখে অনিবার। ৩৯।

সংক্ষেপতঃ অতঃপর বলি হে তোমারে
সমস্তই ত্রিগুণাত্মক — মর্ত্তে কিম্বা স্বর্গে কিম্বা দেবতা মাঝারে
কোথাও এমন কিছু নাই, হে অর্জ্জুন!
নাহি যায় প্রকৃতির এই তিনগুণ। ৪০।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ ৪১॥

৪১ শ্লোক হইতে সেই তত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন। প্রথমে নিষ্কামে স্বধর্ম্ম পালন করিতে হয়, তাহাতে কাম ক্রোধাদি চিত্তের মলিনতা প্রশমিত হইয়া জ্ঞানের বিকাশ হয়; তখন ভগবদ্‌ধ্যানে ক্ষমতা জন্মে ও ধ্যানে ঈশ্বরতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয় (৫।২৯ ও ৬।৩০); হৃদয় সতত প্রসন্ন থাকে, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি লাভ হয় ও ভগবানের প্রতি পরমা ভক্তির উদয় হয় (১৮।৫৪) সেই ভক্তিতে ভগবানের যথার্থ তত্ত্ব জানা যায়, অনন্তর মুক্তি লাভ হয় (১৮।৫৫)। ইহাই সমগ্র গীতার সার এবং বেদ ও স্মৃতির সার (শং)। ৪০।

স্বধর্ম্ম পালনই প্রথম অনুষ্ঠেয় এবং প্রাচীন আর্য্য সমাজে বর্ণাশ্রমানুসারেই স্বধর্ম্ম পরিপালিত হইত, অতএব ৪১—৪৪ শ্লোকে চতুর্ব্বর্ণের স্বধর্ম্ম বলিতেছেন। ব্রাহ্মণ-

ত্রিলোকের যত জীব ত্রিবিধ সে সব,
তাদের যা' গুণ, ক্রিয়া, ত্রিবিধ, পাণ্ডব।
ত্যাগীর যে কর্ম্মত্যাগ তাহাও ত্রিবিধ,
কর্ম্মীর যে কর্ম্ম করা তাও হে, ত্রিবিধ।
জ্ঞানী, জ্ঞান, জ্ঞেয় বস্তু, জ্ঞানের আশ্রয়,
কর্ত্তা, কর্ম্ম, কর্ম্ম-শক্তি, কর্ম্ম-ফলচয়,
আর (ও) বা যা'কিছু আছে সংসার মাঝারে
ধনঞ্জয়! গুণময় জানিবে সবারে।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥

ক্ষত্রিয়-বিশাং—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের। শূদ্রাণাং চ কর্ম্মাণি। স্বভাব-প্রভবৈঃ গুণৈঃ—স্বভাবোৎপন্ন সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের দ্বারা। প্রবিভক্তানি—বিশেষরূপে বিভক্ত। স্বভাব—ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি বা মায়া। অথবা প্রাণিগণের পূর্ব্বজন্মকৃত সংস্কার, যাহা বর্ত্তমান জন্মে তাহাদিগকে স্বপ্রকৃতি-অনুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া প্রকাশিত হয়, তাহার নাম স্বভাব (শং)। ৪১।

স্বভাবজং ব্রহ্মকর্ম্ম—ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম। এই সকল। শমঃ, দমঃ—১০।৪ দেখ। তপঃ—১৭।১৪—১৬ দেখ। শৌচং—পবিত্রতা। ক্ষান্তিঃ—ক্ষমা। আর্জ্জবং—

এ ভাবে ত্রিগুণবশে সবে যদি রবে,
গুণাধীন জীব তবে কিসে মুক্ত হবে?
অতএব বলি শুন তত্ত্ব সারাৎসার
যে তত্ত্ব জানিবে পার্থ, চতুর্ব্বেদ সার।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্রগণ
ইহাদের যে যে কর্ম্ম, হে শত্রুতাপন!
স্বভাবের বশে যে যে সত্ত্বাদি ত্রিগুণ,
সেই সেই গুণ ভেদে বিভক্ত, অর্জ্জুন!
সিদ্ধি লাভ করে নর পালিয়া স্বধর্ম্ম,
অতএব কহি সেই চতুর্ব্বর্ণ-কর্ম্ম। ৪১।

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥
কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাজম্ ॥ ৪৪ ॥

সরলতা। জ্ঞানং, বিজ্ঞানম্—৩।৪১ দেখ। আস্তিক্যং—পরমার্থ তত্ত্বে শ্রদ্ধা (শং)। ৪২।

স্বভাবজং ক্ষাত্রং কর্ম্ম যথা, শৌর্য্যং—বলবানকেও প্রহার করিবার প্রবৃত্তি (গিরি)। তেজঃ—যদ্দ্বারা অন্য কর্ত্তৃক পরাভূত হইতে না হয়। ধৃতিঃ—ধৈর্য্য। দাক্ষ্যং—কার্য্য-সাধন-দক্ষতা। যুদ্ধে অপলায়নম্—অপরাঙ্মুখতা। দানং—দানশক্তি। ঈশ্বরভাবঃ চ—এবং প্রভুভাব, নিজ ইচ্ছানুসারে অপরকে পরিচালিত করিবার ক্ষমতা।৪৩।

বৈশ্যং স্বভাবজং কর্ম্ম যথা,—কৃষি ও গৌরক্ষ্য—গো+রক্ষা গোরক্ষা ; তাহার ভাব গৌরক্ষ্য ; অর্থাৎ পশু-

---

শম, দম আর তপ আর পবিত্রতা,
ব্রাহ্মণের জ্ঞান ও বিজ্ঞান আর ক্ষমা সরলতা,
কর্ম্ম পরমার্থ তত্ত্বে শ্রদ্ধা,—এই সমুদয়
ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্ম্ম, ধনঞ্জয়। ৪২।
শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য আর কর্ম্মে সুদক্ষতা,
সমরে অপলায়ন, প্রভুত্বক্ষমতা,
অসঙ্কোচে দানশক্তি,—এ সকল গুণ
ক্ষত্রিয়ে স্বভাবগুণে জনমে, অর্জ্জুন। ৪৩।

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬॥

পালন (শ্রী) এবং বাণিজ্যম্। আর ব্রাহ্মণাদি অন্য ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্য স্বভাবজম্। ৪৪।

স্বে স্বে কর্ম্মণি অভিরতঃ—নিজ নিজ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া। নরঃ সংসিদ্ধিং লভতে—সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করে। স্বকর্ম্মনিরতঃ—নিজ নিজ কর্ম্মে রত থাকিয়া। যথা—যে প্রকারে। সিদ্ধিং বিন্দতি, তৎ শৃণু। ৪৫।

যতঃ ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ—যাঁহা হইতে সর্ব্বভূতের

কৃষি ও বাণিজ্য আর গবাদি-পালন
স্বাভাবিক বৈশ্যকর্ম্ম, ভরত-নন্দন!
পরসেবা শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম্ম,
সংক্ষেপে কহিনু এই চতুর্ব্বর্ণ-ধর্ম্ম। ৪৪।

নিজ নিজ কর্ম্মে সবে থাকিয়া তৎপর
অর্জ্জুন! সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করে নর।
যেরূপে স্বধর্ম্মে রত থাকি নরগণ
সিদ্ধি লাভ করে, তাহা করহ শ্রবণ। ৪৫।

যাঁহ'তে জীবের সংসার-প্রবৃত্তি,
সাধন-ক্রম যাঁহে ব্যাপ্ত এই সমস্ত ভুবন,
স্বকর্ম্মে সকলে তাঁর সেবা করি,
তাহে সিদ্ধি লাভ করে নরগণ। ৪৬।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭ ॥
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥

উৎপত্তি বা চেষ্টা (শং); উৎপত্তি-স্থিতি-নাশ-ধর্ম্মী জগৎ যে অন্তর্যামী ঈশ্বর হইতে। যেন সর্ব্বম্ ইদং ততং—যাঁহার দ্বারা দৃশ্যমান এই সমস্ত বস্তু ব্যাপ্ত; ৯।৪ দেখ। স্বকর্ম্মণা তম্ অভ্যর্চ্চ্য—স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিয়া। মানবঃ সিদ্ধিং বিন্দতি—সিদ্ধি লাভ করে। ৪৬।

বিগুণঃ স্বধর্ম্মঃ—স্বধর্ম্ম অঙ্গহীন হইলেও। সু-অনুষ্ঠিতাৎ পরধর্ম্মাৎ শ্রেয়ান্। ৩।৩৫ দেখ। স্বভাব-নিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্—পূর্ব্বোক্ত স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়া। কিল্বিষম্ ন আপ্নোতি—পাপভাগী হয় না। যেমন বিষজাত ক্রিমির পক্ষে, বিষ আর দোষের বস্তু নয়। ৪৭।

হে কৌন্তেয়! সহজং—স্বভাবনির্দ্দিষ্ট। কর্ম্ম। সদোষম্

স্বধর্ম্ম পরধর্ম্ম যদি সুসম্পন্ন হয়
পালন বিগুণ স্বধর্ম্ম তবু শ্রেয়স্কর,
স্বভাবের বশে কর্ম্ম করি তায়
পাপভাগী কভু নাহি হয় নর। ৪৭।
স্বভাবজ কর্ম্ম দোষযুক্ত যদি
না ত্যজিবে, তবু কভু সে সকল;
সমস্ত কর্ম্মই দোষ যুক্ত, পার্থ!
ধূমে সমাবৃত যেমন অনল। ৪৮।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

অপি ন ত্যজেৎ। হি—কারণ। সর্ব্বারম্ভাঃ দোষেন আবৃতাঃ—সমস্ত কর্ম্মই দোষে আবৃত। ধূমেন অগ্নিঃ ইব—যেমন অগ্নি ধূমে আবৃত। স্বধর্ম্ম বা পরধর্ম্ম সর্ব্ব কর্ম্মেই কিছু না কিছু দোষ থাকে, যেমন অগ্নি থাকিলেই ধূম থাকে। অতএব দোষাশঙ্কায় স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে নাই। ৪৮।

যিনি সর্ব্বত্র—সকল বিষয়েই। অসক্ত-বুদ্ধিঃ—সঙ্গ বা আসক্তিশূন্য বুদ্ধি। জিতাত্মা—যাঁহার দেহ-মন-ইন্দ্রিয় বশীভূত। এবং যিনি বিগতস্পৃহঃ। তিনি সন্ন্যাসেন—কাম্য কর্ম্ম সকল পরিত্যাগের দ্বারা; ১৮।২ দেখ। পরমাং নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধিম্ অধিগচ্ছতি—সর্ব্বকর্ম্ম-নিবৃত্তি-লক্ষণা সত্ত্বশুদ্ধি লাভ করেন (শ্রী)। নিষ্কাম কর্ম্মে রাগ দ্বেষাদি নষ্ট হয়, হৃদয়ে সত্ত্ব গুণের বিকাশ হয় ও বুদ্ধি নির্ম্মল হয়; তখন তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয়; ২।৫৩ দেখ। অতএব সর্ব্ব কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া ধ্যাননিষ্ঠ হইলে যে ফল, ইহাতেও সেই ফল। ৪।১৯—২২ দেখ।৪৯।

নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে জ্ঞানলাভ

অনাসক্ত-বুদ্ধি সর্ব্বত্র যে জন,
আত্মজয়ী যিনি, নিস্পৃহ-হৃদয়,
সর্ব্বকর্ম্ম-ত্যাগে পরমা যে সিদ্ধি
নিষ্কামে সে তাহা লভে, ধনঞ্জয়! ৪৯।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১ ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥

সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ—পূর্ব্বোক্ত রূপে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি লাভ করিয়া (মধু)। যথা—যে উপায়ে। ব্রহ্ম আপ্নোতি—ব্রহ্ম লাভ করে। তথা সমাসেন মে শৃণু—সংক্ষেপে তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। যা জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠা—যাহা জ্ঞানের পরিসমাপ্তি, শেষ ফল (শ্রী)। ৫৩।

পূর্ব্বোক্তরূপে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে যাঁহার বুদ্ধি নির্ম্মল হইয়াছে তিনিই যোগ-সাধনের অধিকারী; ৬।১—১০

কাম্যকর্ম্ম-ত্যাগে লভি চিত্তশুদ্ধি
যাহে হয় তাঁর ব্রহ্ম দরশন,
যা হয় জ্ঞানের শেষ পরিণাম
সংক্ষেপতঃ তাহা করহ শ্রবণ। ৫০।
লভি শুদ্ধা বুদ্ধি শুদ্ধা ধৃতি যোগে
দেহেন্দ্রিয় মন স্ববশে আনিয়া,
শব্দাদি বিষয় করি পরিহার,
তাহে রাগ দ্বেষ দূরে সরাইয়া,

দেখ। তিনি বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ—নির্ম্মলা সাত্ত্বিকী বুদ্ধিযুক্ত হইয়া। ধৃত্যা আত্মানং নিয়ম্য চ—ও সাত্ত্বিক ধৈর্য্য দ্বারা (১৮।৩৩) দেহ ইন্দ্রিয়াদিকে সংযত করিয়া (শং) মনকে যোগযোগ্য করতঃ (রামা)। শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা। এবং তদ্বিষয়ে রাগদ্বেষৌ চ ব্যুদস্য—ত্যাগ করিয়া। বিবিক্তসেবী—পবিত্র স্থানে অবস্থিত। লঘ্বাশী —পরিমিতভোজী। যতবাক্-কায়-মানসঃ—বাক্যাদি সংযত করিয়া। নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ—ধ্যানযোগ-পরায়ণ; অথবা ধ্যানে যোগ অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্পর্শ-পরায়ণ। এবং তাদৃশ ভাব দৃঢ় করিবার জন্য বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ —সম্যক্ আশ্রয় করিয়া। অহঙ্কারম্ ইত্যাদি বিমুচ্য— ত্যাগ করিয়া। নির্ম্মমঃ—মমতাশূন্য। ও শান্তঃ—বিষয়-তৃষ্ণাবিহীন হইয়া। ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে—ব্রহ্মভাব লাভে যোগ্য হয়েন। এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ ইত্যাদি ২।৭২ দেখ।

শুচিদেশবাসী, লঘু-মিত-ভোজী,
সংযত-বচন-শরীর-অন্তর,
ঈশ্বর ধ্যান সতত বৈরাগ্য করিয়া আশ্রয়
ধ্যানযোগে রত থাকি নিরন্তর। ৫২।
ত্যজি অহংজ্ঞান, দর্প, দুরাগ্রহ,
বিলাসের বস্তু, কাম, ক্রোধ আর
ব্রহ্মভাব সর্ব্বত্র নির্ম্মম, তৃষ্ণাহীন হ'লে
প্রাপ্তি ব্রহ্মভাব লাভে হয় অধিকার। ৫৩।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥৫৪॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

অহঙ্কার—আত্মাভিমান, অহংজ্ঞান। বল—কামরাগ-যুক্ত বাসনাবল, দুরাগ্রহ; স্বাভাবিক শারীর বল নহে (শং)। দর্প—১৬।১৮ দেখ। পরিগ্রহ—দেহ রক্ষার অতিরিক্ত ভোগ্য বস্তু অর্থাৎ বিলাসের দ্রব্য, গ্রহণ। ৫১—৫৩।

পূর্ব্বোক্ত ক্রমে ব্রহ্মভূতঃ—ব্রহ্মভাবে স্থিত সেই পুরুষ। প্রসন্নাত্মা হয়েন। তিনি ন শোচতি—ইষ্ট বস্তু নাশে শোক করেন না। ন কাঙ্ক্ষতি—কোন বস্তু প্রার্থনা করেন না। সর্ব্বভূতেষু সমঃ—তাঁহার অনুরাগ বা বিদ্বেষের পাত্র কেহ থাকে না, সকলই তাঁহার সমান। এবং পরাং ভক্তিং লভতে—সর্ব্ব বস্তুতেই ঈশ্বর দর্শন পূর্ব্বক (৬।২৯) আমাতে পরমা ভক্তি লাভ করে। ৫৪।

ভক্ত্যা মাম্ তত্ত্বতঃ অভিজানাতি—সেই ভক্তিতে

এ ভাবে, অর্জ্জুন! ব্রহ্মভাব লভি
　রহে সে সতত প্রসন্ন হৃদয়,
প্রাপ্ত বস্তু নাশে শোক নাই তার
　করে না আকাঙ্ক্ষা অপ্রাপ্ত বিষয়;
পরাভক্তির উদয় — সর্ব্ব ভূতে নিত্য দেখে সম ভাবে
　রাগ-দ্বেষ-হীন নির্ম্মল অন্তরে,
সর্ব্ব ভূতে করি আমাকে দর্শন
　আমাতে পরমা ভক্তি লাভ করে। ৫৪।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

আমাকে যথাযথ ভাবে জ্ঞাত হয়; ১১।৫৪ দেখ। অহং যাবান্—যৎ পরিমাণ অর্থাৎ সর্ব্বময় (শ্রী)। যঃ চ—এবং আমি যাহা; সৎ (সত্য) চিৎ (জ্ঞান) ও আনন্দময়, পূর্ণ, অদ্বিতীয় ইত্যাদি। ততঃ মাং তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা, তদনন্তরং বিশতে—আমাকে যথার্থরূপে জ্ঞাত হওয়ার পর পরিণামে আমাতে প্রবেশ করে; পরমানন্দ স্বরূপ হয় (শ্রী); সমস্ত মলিনতা অপসৃত হওয়ায়, পরমাত্মা ও জীবাত্মা অভিন্ন হইয়া যায়। ৫৯৫ পৃষ্ঠায় "মহেশ্বরঃ পরমাত্মা ইতি অপি উক্তঃ" এই বাক্যের টীকা দ্রষ্টব্য। ৫৫।

সর্ব্বকর্ম্মাণি—নিত্য নৈমিত্তিক বা কাম্য সর্ব্ববিধ কর্ম্মই। মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ—পূর্ব্বোক্ত ক্রমে আমাকে আশ্রয় করিয়া। সদা কুর্ব্বাণঃ অপি—সতত অনুষ্ঠান করিলেও। মৎপ্রসাদাৎ শাশ্বতম্ অব্যয়ং পদম্ অবাপ্নোতি। ৫৬।

ভক্তিতে সেই ভক্তিযোগে জানে ভক্তিমান
ঈশ্বরতত্ত্ব যাবৎ ও যাহা আমার স্বরূপ,—
জ্ঞান সমগ্র সংসারে আমি সর্ব্বময়,
আমি নিত্য, সত্য, চিদানন্দরূপ।
এরূপে আমায় তত্ত্বতঃ জানিয়া
ব্রহ্মভূত সেই ভক্ত, কুরুবর!
মুক্তি সাধনার বশে শুদ্ধ নিরমল
[illegible] ভক্তিতে আমাতে পশে অতঃপর। ৫৫।

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥

সর্ব্বকর্ম্মাণি চেতসা ময়ি সংন্যস্য—মনে মনে আমায় অর্পণ পূর্ব্বক ; ৯।২৭ দেখ। মৎপরঃ হইয়া। বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য—আমাতে অচলা বুদ্ধি স্থাপন করিয়া। ঈশ্বরে সমাহিত-বুদ্ধিত্ব, বুদ্ধিযোগ (শং)। সততং মচ্চিত্তঃ ভব। চিত্ত—অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি ; ৬।১৪ দেখ। তোমার যে চিত্ত অহরহঃ নানা বিষয় দেখিতে, শুনিতে জানিতে ইচ্ছা করিতেছে, তাহা আমাতে অর্পণ কর ; সর্ব্বত্র সর্ব্ব পদার্থে আমাকে অনুসন্ধান কর। ব্রহ্মার্পণম্ ব্রহ্ম হবিঃ ইত্যাদি ৪।২৪ দেখ। ৫৭।

সদা সর্ব্ব কর্ম্ম করে কেহ যদি
　　আমাকেই মাত্র করিয়া আশ্রয়,
তথাপি সে জন আমার প্রসাদে
　　পায় মোক্ষধাম—শাশ্বত, অব্যয়। ৫৬।
আমিই পরম জানি মনে মনে
　　আমায় অর্পিয়া কর্ম্ম সমুদয়
অবিচলা বুদ্ধি আমাতে রাখিয়া
　　সতত মচ্চিত্ত হও, ধনঞ্জয়!
যা'কর ভাবনা, যা'কর দর্শন,
　　স্পর্শ, আস্বাদন, শ্রবণ, আঘ্রাণ,
জলে স্থলে কিম্বা অনন্ত আকাশে
　　　　ার সন্ধান। ৫৭।

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥
যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

এইরূপে মচ্চিত্তঃ হইলে। সর্ব্বদুর্গাণি—সমস্ত সাংসারিক দুঃখ (শ্রী)। মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি। অথ চেৎ—আর যদি। অহঙ্কারাৎ ত্বং ন শ্রোষ্যসি—অহঙ্কারে আমার কথা শ্রবণ না কর। তাহা হইলে বিনঙ্ক্ষ্যসি—বিনষ্ট হইবে।

অনেকে মনে করেন, সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন না করিলে কিছু হয় না। ৫৬ হইতে ৫৮ শ্লোকে ভগবান্ সেই অপসিদ্ধান্তের ভঞ্জন করিলেন। সন্ন্যাসী হউক বা না হউক, যাহার চিত্ত ঈশ্বরে, সে নিশ্চয় তাঁহার কৃপায়, সর্ব্ব বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করে। ৫৮।

যদি বল নষ্ট হই হইব, তথাপি বন্ধুনাশ করিব না;

মচ্চিত্ত হইলে আমার প্রসাদে
সর্ব্ব দুঃখ হ'তে পাইবে উদ্ধার।
নষ্ট হবে তুমি, মম বাক্য যদি
না কর শ্রবণ করি অহঙ্কার। ৫৮।
এ সমরে পার্থ! যুঝিবে না বলি
কর যে ভাবনা এবে অহঙ্কারে
মিথ্যা, ক্ষত্রবীর! সে প্রতিজ্ঞা তব
প্রকৃতি প্রবৃত্ত করিবে তোমারে। ৫৯।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০ ॥
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥৬১॥

তদুত্তরে শ্রবণ কর। অহঙ্কারম্ আশ্রিত্য ন যোৎস্যে ইতি যৎ মন্যসে—যুদ্ধ করিব না বলিয়া যে মনে করিতেছ। এষঃ তে ব্যবসায়ঃ—তোমার এই নিশ্চয় সঙ্কল্প। মিথ্যা হইবে। কারণ তোমার প্রকৃতিঃ—ক্ষাত্র স্বভাব। ত্বাং নিযোক্ষ্যতি—যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবে। ৫৯।

মোহাৎ যৎ কর্ত্তুং ন ইচ্ছসি, স্বভাবজেন স্বেন কর্ম্মণা নিবদ্ধঃ—স্বকীয় স্বভাবজাত কর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া। অবশঃ—অবশ ভাবে। তৎ করিষ্যসি। ৬০।

সকল কর্ম্মই স্বভাবের বশে হয়, এই সাংখ্যমত ৫৯ ও ৬০ শ্লোকে কহিলেন; এক্ষণে নিজ মত বলিতেছেন (শ্রী)।

হে অর্জ্জুন! ঈশ্বরঃ—সর্ব্বনিয়ন্তা অন্তর্যামী। সর্ব্ব-

স্বভাব-সঞ্জাত তব ক্ষাত্র তেজে
বশীভূত হ'য়ে করিবে তাহাই
অবশ ভাবেতে, তুমি, হে কৌন্তেয়!
মোহবশে তব যাহে ইচ্ছা নাই। ৬০।

ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব

সমস্ত ভূতের হৃদয়ে, অর্জ্জুন!
থাকিয়া ঈশ্বর আপন মায়ায়
সংসারের চক্রে সমারূঢ় জীবে
কর্ম্মমার্গে নিত্য ভ্রমণ করায়। ৬১।

ভূতানাম্ হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি—সর্ব্ব জীবের সকল প্রবৃত্তির মূল জ্ঞানোদয় দেশে (রামা) অন্তঃকরণে, স্থিতি করেন ; ১৫।১৫ দেখ। যন্ত্রারূঢ়ানি সর্ব্বভূতানি—দেহরূপ যন্ত্রে, আরূঢ় (শ্রী) সংসাররূপ যন্ত্রে, সংসারচক্রে আরোপিত সকল জীবকে। মায়য়া ভ্রাময়ন্—গুণময়ী মায়াশক্তি-প্রভাবে ভ্রমণ করাইয়া ; বিবিধ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া। ১৪ শ্লোকে দৈব শব্দ দেখ। ৩।১৬ শ্লোকে সংসারকে চক্রের সহিত তুলিত করিয়াছেন। অর্জ্জুন—শ্বেতবর্ণের নাম অর্জ্জুন। এখানে অর্জ্জুন সম্বোধন, তাঁহার শ্বেত অর্থাৎ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ-ভাব বুঝাইতেছে।

৫।১৪ শ্লোকে বলিয়াছেন, ঈশ্বর কিছুই করেন না বা করান না ; কিন্তু এখানে বলিতেছেন, তিনিই সমস্ত করান। মর্ম্ম এই যে, জীবাত্মা যতদিন দেহযন্ত্রে বা সংসার-চক্রে আরূঢ় থাকে, ততদিন দেহাভিমান-বশতঃ, তাহাকে ভগবানেরই শক্তিভূতা প্রকৃতি বা মায়ার দ্বারাই পরিচালিত হইতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে সংসারে সকলেই প্রকৃতিবশ (৩।৩৩) কেহই নিরপেক্ষ স্বাধীন নহে। যে যাহাই করুক তাহার প্রবর্ত্তক কিছু না কিছু থাকে ; স্বভাবই তাহাকে তাহা করায় (৫।১৪)। কিন্তু সেই স্বভাব বা কর্ম্ম-সংস্কারের আরম্ভ কোথায় ? সৃষ্টির কি আদি আছে ? এই প্রশ্নের উত্তরে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসের একজন ভক্ত বলিয়াছিলেন, "যে মিটিংএ তিনি সৃষ্টির মতলব,

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত,
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥৬২॥
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥৬৩॥
সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥৬৪॥

করিয়াছিলেন, সে মিটিংএ আমি ছিলাম না।"—কথামৃত। রহস্যের ভাষায় হউক, কথাটা সত্য। সৃষ্টি অনাদি, সৃষ্টিতত্ত্ব জীবজ্ঞানের অতীত। ভগবান্‌ও বলিয়াছেন, অশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ং (১৫।১), ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে (১৫।৩)। ৬১।

অতএব হে ভারত! আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বভাবেন—সর্ব্বতোভাবে। তম্ এব শরণং গচ্ছ। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং শাশ্বতং স্থানং প্রাপ্স্যসি। ৬২।

ইতি তে জ্ঞানম্ আখ্যাতম্ ইত্যাদি স্পষ্ট। অশেষেণ বিমৃশ্য—তাহা সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়া। ৬৩—৬৪।

তাই বলি তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে
তাঁহারই চরণে লও হে, শরণ,
তাঁহার প্রসাদে পাবে পরা শান্তি,
পাবে নিত্য ধাম, ভরত-নন্দন। ৬২।
গুহ্য হ'তে যাহা গুহ্যতর জ্ঞান
কহিনু তোমারে তাহা, ধনঞ্জয়!
সম্যক্ বিচার করি তুমি তার,
কর এবে যাহা তব মনে লয়। ৬৩।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥৬৫॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥

অতি গম্ভীর গীতাশাস্ত্রের সার উদ্ধার করা দুষ্কর; অতএব ভগবান্ আপনিই অনুগ্রহ করিয়া ৬৫ ও ৬৬ শ্লোকে তাহার সার সংগ্রহ করিয়া বলিতেছেন (শ্রী, গিরি, মধু)। মন্মনা ভব ইত্যাদি ৯।৩৪ দেখ। প্রতিজানে—প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। ৬৫।

অতঃপর সর্ব্ব তত্ত্বের চরম তত্ত্ব বলিতেছেন। সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মাম্ একং শরণং ব্রজ—সর্ব্ব ধর্ম্ম

সর্ব্ব গুহ্য হ'তে গুহ্যতম পুন
পরম বচন শুন হে আমার,
তুমি হে, আমার অতিশয় প্রিয়,
তাই কহি পুন হিতার্থে তোমার। ৬৪।
আমাকেই মন কর সমর্পণ,
ভক্ত হও পার্থ, একান্ত আমার,
ভগবানের করহ যজন আমার উদ্দেশে,
অভয় বাণী আমাকেই তুমি কর, নমস্কার,
প্রিয়তম তুমি আমার, অর্জ্জুন!
প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি হে, তোমায়,
এই ভাবে করি আমার ভজনা
সত্য সত্য সত্য পাইবে আমার। ৬৫।

পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাগত হও। এই মহাবাক্যের মর্ম্ম,—সর্ব্ব ধর্ম্ম অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধ আচরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথেচ্ছাচারী হইয়া ভগবানের ভজনা কর,—এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। উপদেশ এই যে, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে, উপাসনার বহু বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। কেহ সংসারী, কেহ সংসারত্যাগী, কেহ কর্ম্মী, কেহ কর্ম্মত্যাগী, কেহ ভক্ত, কেহ জ্ঞানী, কেহ যোগী, কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব, কেহ হিন্দু, কেহ অহিন্দু, ইত্যাদি। এই সকল সম্প্রদায়ে বিধি-নিষেধের বহু মতভেদ আছে। ভগবান্ বলিতেছেন, সে সকল লইয়া বিচার বিতর্ক, চিন্তার প্রয়োজন নাই; ইহা যুক্ত, ইহা অযুক্ত, ইহা ভাল, ইহা মন্দ ইত্যাদি চিন্তায় আকুল হইও না। সকল ধর্ম্মেরই চরম লক্ষ্য ভগবান্। অতএব সাম্প্রদায়িক সর্ব্ব বিধিনিষেধের দাসত্ব ত্যাগ করিয়া, একমাত্র ভগবানে চিত্তসমর্পণ পূর্ব্বক সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়া যাও; ৯।২৭ দেখ। তাহাতে বিধি-নিষেধের অপালনজন্য পাপসঞ্চার হইবে ভাবিয়া, মা শুচ—শোক করিও না। অহং ত্বাং সর্ব্ব-পাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি—আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব।

<u>সাধনার</u> সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম করি পরিহার
<u>সারতত্ত্ব</u> লও একমাত্র আমারই শরণ;
নাহি কর শোক, আমিই তোমার
সর্ব্ব পাপ হ'তে করিব মোচন। ৬৬।

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥

ধর্ম্ম শব্দে এখানে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দুই বুঝাইতেছে (শং)। যত দিন ভগবানে একান্ত নিষ্ঠা, প্রাণঢালা ভালবাসা না হয়, তত দিন শাস্ত্রের বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হয়, ভক্তির উদয় হইলে আর আবশ্যক নাই। ভক্ত ব্রজ-বালক ও ব্রজগোপীগণ তাহার দৃষ্টান্ত। ৬৬।

গীতা শেষ হইল। অতঃপর কীদৃশ ব্যক্তি গীতা পাঠে ও শ্রবণে যোগ্য ও গীতা-আলোচনার ফল প্রভৃতি বলিতেছেন। অতপস্কায়—তপস্যাবিহীন অর্থাৎ যে দেবতা ব্রাহ্মণাদির পূজা করে না, সৎ শাস্ত্রের চর্চ্চা করে না, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, বিষয়সুখাসক্ত, অপ্রিয়ভাষী, অসত্যবাসী, হিংসাদ্বেষাদি পরায়ণ, অপ্রসন্নচিত্ত, কুটিল স্বভাব ইত্যাদি ; ১৭।১৪—১৯ দেখ। অভক্তায়—যে গুরুতে ও ঈশ্বরে ভক্তি-হীন। অশুশ্রূষবে চ—এবং যে গুরুসেবা করে না বা গীতা-শ্রবণে অনিচ্ছুক। যঃ মাং চ অভ্যসূয়তি—আর যে আমাকে অসূয়া করে। তাহাকে, ইদং তে (ত্বয়া) ন কদাচন বাচ্যং—কখন এই গীতার্থ বলিবে না। ৬৭।

হাকে তপোধর্ম্ম অনুষ্ঠান নাহি করে যেবা
তার্থ ঈশ্বরে ও গুরুজনে নাই ভক্তি সেবা,
নাই আমাকে অসূয়া করে অথবা যে জন
কহিবে না তার কাছে এ তত্ত্ব কখন। ৬৭।

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি ।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ ॥
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥৭১॥
কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা ।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

যঃ ইমং ইত্যাদি স্পষ্ট । ইষ্ট—পূজিত । ৬৮—৭০ ।

শ্রদ্ধাবান্ ইত্যাদি । শৃণুযাৎ অপি—কেবলমাত্র শ্রবণ করিয়াই, অর্থবোধ হইক বা না হউক ; তবে বিশেষ

গীতাচর্চ্চার মাহাত্ম্য

এ পরম গুহ্য-তত্ত্ব ভক্তে যে শুনায়
পায় সে মদ্ভক্তিযোগে নিশ্চয় আমায় । ৬৮ ।
নরলোকে তদপেক্ষা মম প্রিয়তর,
কেহ নাই, হবে না বা ভূতলে অপর । ৬৯ ।
যে পড়ে এ ধর্ম্ম-কথা তোমায় আমায়
ভাবি আমি, জ্ঞানযজ্ঞে পূজে সে আমায় । ৭০ ।
দোষদৃষ্টি নাহি যাঁর, যিনি শ্রদ্ধাবান্
কেবল শ্রবণে তিনি মোক্ষ-পদ পান ।
যেখানে পুণ্যাত্মাগণ করেন বিহার
সে সকল পুণ্যলোকে গতি হয় তাঁর । ৭১ ।

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥

এই যে তিনি পরমেশ্বরে ও গীতায় শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়া-বিহীন হইবেন। ৭১—৭২।

নষ্ট মোহঃ ইত্যাদি। স্মৃতি—আত্মতত্ত্ব-বিষয়া (শং)। স্থিতঃ অস্মি—আপনার আজ্ঞা পালনে প্রস্তুত আছি। গত-সন্দেহ—ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে আমার সন্দেহ নষ্ট হইয়াছে।৭৩।

শুনিলে কি পার্থ! তুমি একাগ্র-হৃদয়?
গেল কি অজ্ঞান মোহ তব, ধনঞ্জয়! ৭২।

অর্জ্জুন কহিলেন।

আত্মজ্ঞান লাভ করি তোমার কৃপায়,
অর্জ্জুনের মোহনাশ — অচ্যুত! অজ্ঞান-মোহ গেছে সমুদায়।
ধর্ম্মাধর্ম্মে সন্দেহ গিয়াছে, জনার্দ্দন!
প্রস্তুত তোমার আজ্ঞা করিতে পালন। ৭৩।

সঞ্জয় কহিলেন।

মহাত্মা সে কৃষ্ণার্জ্জুনে এই যে বচন,—
অদ্ভুত রোমাঞ্চকর—করিনু শ্রবণ। ৭৪।

ব্যাস-প্রসাদাচ্ছ্রুতবানেতদ্গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫ ॥
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥

ব্যাসপ্রসাদাৎ—ব্যাসদেবের কৃপায়; তাঁহার বর-প্রভাবে। অহম্ এতৎ পরং গুহ্যং যোগং, সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ শ্রুতবান্—যোগেশ্বর স্বয়ং শ্রীহরিপ্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি। ৭৫।

হরেঃ রূপম্—ভগবানের বিশ্বরূপ (শ্রী)। ৭৭।

যোগতত্ত্ব যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ম্
সাক্ষাৎ কহিলা যাহা, গুহ্য ও পরম,
শুনিয়াছি অন্ধরাজ! তাহা সমুদায়
দিব্যজ্ঞান লাভ করি ব্যাসের কৃপায়। ৭৫।
অদ্ভুত পবিত্র এই যে সংবাদ
　　কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়ে, স্মরিয়া স্মরিয়া
হৃষিত শরীর মুহুর্মুহুঃ মম,
　　হৃষিত আবার আবার স্মরিয়া। ৭৬।
হরির অদ্ভুত অদ্ভুত সে রূপ
　　পুনঃ পুনঃ আমি করি হে স্মরণ;
স্মরিয়া স্মরিয়া মহান্ বিস্ময়!
　　পুনঃ পুনঃ হর্ষ পাই, হে রাজন্! ৭৭।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮ ॥

ইতি মোক্ষ-যোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীঃ—রাজলক্ষ্মী। ভূতিঃ—উত্তরোত্তর উন্নতি। মতিঃ—নিশ্চয় বিশ্বাস। ৭৮।

যোগেশ্বর কৃষ্ণ যথা মন্ত্রদাতা,
যথা ধনুর্ধর বীর ধনঞ্জয়,
সেথা রাজলক্ষ্মী, অচঞ্চলা নীতি,
জয় অভ্যুদয়,—মম মনে লয়। ৭৮।

মোক্ষ-যোগ নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

আত্মবোধ লাভ করি কৃপায় তাঁহার
সুখে ভক্ত মুক্ত হয়, এই গীতাসার ।—শ্রীধব ।

জগৎ-সারথ্য তরে　　অর্জ্জুনের রথো'পরে
বসিয়া শ্রীহরি ধরি সারথির বেশ,
উপলক্ষ ধনঞ্জয়　　সর্ব্ব জীবে কৃপাময়,
দেখাইলা মোক্ষধাম-পন্থা, হৃষীকেশ ।

"গীতা" সেই সুখ পথ ;　　চলে যার মনোরথ
ভক্তি-হ'য়ে নিত্য তাহা করি অনুসার,
সুদুস্তর এ সংসার　　সে হয় অক্লেশে পার,
নরলোকে জন্মলাভ সার্থক তাহার ।

যতনে যে ভক্তিভরে　　গীতাজ্ঞান হৃদে ধরে
জটিল জগৎ-তত্ত্ব বিদিত সে হয়,
খর্ব্ব করি অহংজ্ঞানে　　নিষ্ঠা জন্মে ভগবানে
হৃদয়ে ক্রমশঃ হয় জ্ঞানের উদয় ।

নিরখে সে জ্ঞান-নেত্রে　　এ সংসার-মায়াক্ষেত্রে
শত্রু-মিত্র পত্নী-পুত্র ভ্রাতৃ-বন্ধু আর
আমার আমার করি　　বৃথা মোহে ঘুরে মরি,
অর্থ, মান, কীর্ত্তি, যশ সকলি অসার ।

অমূলক সংস্কার　　না রহে হৃদয়ে তার,
সত্যে প্রীতি, ঘৃণা জন্মে অসত্যে অন্তরে,

দূরে যায় কাম-রাগ, কর্ত্তব্যেতে অনুরাগ,
স্বার্থবশে পরহিংসা কখন না করে ;
জ্ঞানী, ধনী, মান্যগণ্য, আমি উচ্চ, নীচ অন্য,
এরূপ না রহে আত্মগরিমা হৃদয়ে,
সুখে না উন্মত্ত হয়, দুঃখে অভিভূত নয়,
অটল বিপদে কিম্বা শোক-মোহ-ভয়ে ;
কাম কিম্বা ক্রোধভরে অপকর্ম্ম নাহি করে,
কোন কর্ম্মে ইচ্ছা-দ্বেষ-বশীভূত নয় ;
কর্ত্তব্য-পালন ধর্ম্ম জানি, করে সর্ব্ব কর্ম্ম
বশীভূত রহে তার ইন্দ্রিয়-নিচয়।
পরিমিত পানাহার বিষয়-সম্ভোগ আর
কর্ম্ম, নিদ্রা, জাগরণ সব পরিমিত,
কর্ম্মকালে এক মনে করে কর্ম্ম সযতনে
স্বার্থ নাই তবু নিত্য করে পরহিত।
আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠাবান্, করে না ধর্ম্মের ভাণ,
সরল নির্ম্মল চিত্ত প্রসন্ন সতত,
কা'রো প্রতি রুষ্ট নয়, বিবাদে না রত হয়,
ভালবাসে সর্ব্ব লোকে আপনার মত।
হৃদয়ে বৈরাগ্য জাগে, অসক্ত বিষয়-রাগে
সদসৎ বিচারের শক্তি লাভ হয়,
নিত্য সুসংযত চিত্ত ভগবানে সমর্পিত
মৃত্যুভয়ে ভীত নয় তাহার হৃদয়।

জ্ঞাননেত্রে দৃষ্ট হয়,　　　ভগবান্ সর্ব্বময়,—
জলে, স্থলে, অন্তঃরীক্ষে একই ভগবান্
স্মরি সেই ভগবানে　　　সজ্ঞানে ত্যজিয়া প্রাণে
পুণ্য লোকে চলি যায় সেই ভাগ্যবান্।

দিয়াছ যে মতি, হরি!　　　অভাজনে কৃপা করি
তাহাতে তোমার গীতা রচিনু ভাষায়,
জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন,　　　বুদ্ধিহীন, আমি দীন,—
কৃপাময়! তুষ্ট হও, আপন কৃপায়।

বংশীধর-বংশীস্বর প্রতিধ্বনি করি,
রচে দাস আশুতোষ "গীতা-মধুকরী"।

ওঁ তৎ সৎ